কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

(কবি মুকুন্দরাম-বিরচিত)

প্রথম ভাগ

নূতন সংস্করণ
(পুনর্মুদ্রিত)

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম.এ., এল-এল.বি., পি-এইচ.ডি.

ও

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী,
এম.এ.

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০২

মূল্য—১২৫.০০

নূতন সংস্করণ : 1759 B.T.– August, 1952–E
(পুনর্মুদ্রিত) : 1940 B.T.– June, 1958–B
(পুনর্মুদ্রিত) : 2055 B.T.– March, 1962–C
(পুনর্মুদ্রিত) : 2197 B.T.– December, 1974
(পুনর্মুদ্রিত) : 2303 B.T.– July, 1992
(পুনর্মুদ্রিত) : 2369 B.T.– October, 1996
(পুনর্মুদ্রিত) : 2480 B.T.–January, 2002
No. of Copies — 10,000

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY PRADIPKUMAR GHOSH,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

2480 B.T.–January, 2002

ঃ সূচী ঃ

সূচী

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

সূচী

ভূমিকা

মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে একখানি কাব্য সংকীর্ণ ধর্মগত প্রয়োজন ছাড়াইয়া সার্বভৌম রসস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।. গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৫৭৯ খৃঃ অঃ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মুকুন্দরাম যে যুগে চণ্ডীকাব্য রচনায় ব্রতী হন, তাহা এই কাব্য ধারার প্রথম সূচনা হইতে বিশেষ দূরবর্তী ছিল না। ইহাতে তাঁহার মাত্র দুই জন পূর্বগামীর কথা শোনা যায়। চণ্ডীধারার প্রবর্তক মাণিক দত্তের উল্লেখ মুকুন্দরামের গ্রন্থে মিলে, কিন্তু মাণিক দত্তের রচিত পুঁথি এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় এই ধারার আদিম স্তরের রূপ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্টই আছে। চণ্ডীধারার দ্বিতীয় কবি দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দ মুকুন্দরামের ঠিক সমসাময়িক— ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। সুতরাং মুকুন্দরাম ইঁহার দ্বারা যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। দ্বিজ মাধবের সহিত মুকুন্দরামের গ্রন্থের তুলনা করিলেই মুকুন্দরামের কল্পনার মৌলিকতা ও প্রসারশীলতার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

চণ্ডীদেবীর উদ্ভব, তিনি পৌরাণিক-দেবতা কি অনার্য-দেবতা, তাঁহার সহিত ব্যাধজাতির সম্পর্ক, তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে বিবিধ দেবীর গুণবৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ইত্যাদি যে সমস্ত ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক প্রশ্ন মঙ্গল-কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, আমি এই ভূমিকায় তাহার পুনরুক্তিমূলক আলোচনা করিব না। যাঁহারা সাহিত্যের এই পরিমণ্ডলঘটিত আলোচনায় বিশেষ আগ্রহশীল তাঁহাদিগকে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের দ্বারা সম্পাদিত দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'-এর নানা মৌলিক-তথ্যসংবলিত ভূমিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৈদিক, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, হিন্দু-তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ইত্যাদি বিবিধ উৎস হইতে উদ্ভূত দার্শনিক

মতবাদ ও দেবমূর্তি-পরিকল্পনার একটি সমন্বয়সূচক সংমিশ্রণ ঘটিতেছিল ও নানা দেবীর অবয়ব ও অন্তঃপ্রকৃতি একটি বিশিষ্ট রূপে সংহত হইয়া উঠিতেছিল। বোধ হয় সুসংবদ্ধ সমাজ-জীবনে যে মাতৃপূজা পারিবারিক সংস্থার কেন্দ্রশক্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছিল, তাহারই একটা আতিলৌকিক প্রতিরূপ এই নবজাত মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দৈবী-মহিমামণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। অথবা পরিবর্তনধারা এই প্রক্রিয়ার বিপরীত গতি অনুসরণেও প্রবাহিত হইয়া থাকিবে। ধর্মসাধনায় শক্তিপূজার ক্রম-প্রাদুর্ভাব পরিবার-জীবনে মাতৃমহিমা-স্বীকৃতির ভিত্তি রচনা করিয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক, এই সময়ে হয়ত যুগপ্রয়োজনের অনুরোধে বাঙ্গালীর মনে মাতৃশক্তির প্রতি একটা প্রবল আবেগ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সাহিত্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। বেদ ও উপনিষদের যুগে পুরুষ-দেবতারই প্রধান্য; নারী-দেবতা এখানে প্রায় অশরীরী ছায়ামূর্তির মত পুরুষ-দেবতার কায়ার অনুগামী; তন্ত্রশাস্ত্রে নারী মুখ্য, পুরুষ গৌণ। মনে হয়, ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জটিলতা ও সূক্ষ্ম মনন-প্রাধান্যের প্রতিক্রিয়ারূপেই জনসাধারণের চিত্ত ভক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং এই ভক্তিবাদ প্রধানত মাতৃরূপিণী নারী-দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই স্ফুরিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্র শক্তির অসীম মহিমা কীর্তন করিয়া ও শক্তিপূজার নানা দুরূহ সাধনপ্রণালী নির্দেশ করিয়া এই প্রবণতার সূত্রপাত করে। বৈষ্ণবদর্শনে শ্রীরাধাতত্ত্ব ও পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরাধার উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতি ও তাঁহার মধ্যে অসীমত্বের ব্যঞ্জনা বাঙ্গালীর চিত্তে নারী-দেবতার প্রভাব বদ্ধমূল করিতে সহায়তা করিয়াছে। মোটকথা, যখন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানস সংস্থিতি উহার সুকুমারত্ব, ভাবার্দ্রতা ও পুরুষকারহীন অদৃষ্টনির্ভরতা লইয়া স্থায়িরূপ গ্রহণ করিল, তখন উহার অধ্যাত্ম আকুতি ও কাব্যসৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য মঙ্গল-কাব্যের দেবীপূজার মাধ্যমে আত্মবিকাশের স্বাভাবিক প্রেরণা আবিষ্কার করিল।

কাব্যে রূপ পাইবার পূর্বে প্রায় দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া এই দেবী-পরিকল্পনা তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যানে ও ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন শিলামূর্তিসমূহে জাতীয় চেতনাকে অধিকার করিয়া আসিতেছিল। সাধক-ও শিল্পী-কবির অগ্রদূতরূপে এই নবস্ফূরিত ধর্মবোধকে আবেগময় অনুভূতি ও কলাসৌন্দর্যের বিষয়ে রূপান্তরিত করিতেছিল। শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যান উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চণ্ডীর মধ্যে বৈদিক সরস্বতী, পৌরাণিক গজলক্ষ্মী ও নানা তান্ত্রিক দেবীর সংমিশ্রিত সত্তা এক সুষমাময় ঐক্যে সংহত হইয়াছে। এই যৌগিক-সত্তাবিধৃতা দেবী ভক্তমানসের একাগ্র অভিলাষের প্রেরণাতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন — ভক্ত যাঁহাকে কামনা করিয়া

ধ্যানের মধ্যে যাঁহার মূর্তি কল্পনা করিয়াছিল, সাহিত্য ও শিল্প তাঁহাকেই ধ্যানলোক হইতে প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিল। এখন প্রশ্ন এই যে, নানা দেবীর অন্তঃসার লইয়া গঠিত এইরূপ মিশ্রমূর্তির প্রতি শাস্ত্রকার ও কলাবিদের হঠাৎ এইরূপ আকর্ষণ কেন জাগিল? বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের ক্ষীয়মাণ প্রভাবের প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে নিজেদের উপাস্য ধর্মতত্ত্বকে হিন্দুদেবদেবীর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই রূপান্তরীকরণ-প্রক্রিয়ায় তাঁহারা বিভিন্ন হিন্দু-দেবদেবীর পার্থক্যটি ঠিক মত বজায় রাখিতে যত্নবান্ ছিলেন না ইহাই মনে করা স্বাভাবিক। হিন্দুমূর্তির বহিরাবরণে বৌদ্ধ-ধর্মতত্ত্বের সারাংশ পরিবেশন করা তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই মূর্তিপরিকল্পনার আদিম বিশুদ্ধি তাঁহাদের হাতে নানা সমজাতীয় নূতন উপাদানের সংমিশ্রণে সংকররীতির বিমিশ্রতায় পরিণত হইতেছিল। বিশেষত বৌদ্ধ কাপালিকদের মধ্যে বীভৎস ও ভীষণের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত ছিল বলিয়াই এই মিশ্রধাতুতে গড়া মঙ্গল-কাব্যের দেবীসংঘের মধ্যে একটা হিংস্র উগ্রতা প্রধান উপাদানরূপে অন্তর্ভুক্ত হইল। এই উগ্রা, প্রচন্ডা, ধ্বংসাত্মিকা শক্তির সঙ্গে হিন্দুপুরাণের শমগুণপ্রধানা, ভক্তবৎসলা, কল্যাণরূপিণী মাতৃমূর্তির সংযোজনা হইয়া ক্রমশ উভয়ের সমীকরণ সংঘটিত হইল। বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তির মধ্যে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিপরীত অথচ গূঢ়নিয়মবদ্ধ কার্যাবলীর মধ্যে, একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই কবিকল্পনায় দেবীর এই ভীষণ ও মধুর দিক্ সহজেই এক হইয়া গেল, এই পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলি যে বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত তাহা লোকে ভুলিয়া গেল। মঙ্গল-কাব্যরচয়িতার কাব্যে এই দ্বিমূর্তি এক হইয়া গিয়াছে, তবে বিভিন্ন কবির রচনায় উগ্র ও শান্তগুণগুলির আপেক্ষিক পরিমাণ বিভিন্ন। দ্বিজ মাধবে দেবীর উগ্রচন্ডামূর্তিই প্রধান; মুকুন্দরামে দেবীর শান্ত বরাভয়প্রদা মূর্তির স্নিগ্ধতাই বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

এই মিশ্রগুণসম্পন্না দেবীর জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে মুসলমান শাসনের প্রারম্ভিক যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রতিবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বৌদ্ধতন্ত্র হইতে উদ্ভূত এই ভীমকান্তগুণের সমাবেশ তৎকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থার সমর্থন পাইয়া জীবনের একটি প্রধান অভীপ্সার বিষয় হইল। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার ও ইহার প্রতিবিধানে আত্ম-ও রাষ্ট্র-শক্তির অপ্রাচুর্যের হেতু মানুষ নিজ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা-ঐশ্বর্যের জন্য অতিমাত্রায় দৈব-শক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া পড়িল। বিশেষ দেবীর পূজা

করিলে অভাব-অনটন, সাংসারিক আধি-ব্যাধি, শত্রুর অভিভব ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এইরূপ একটি বিশ্বাস সার্বজনীন হইয়া উঠিল। ভক্তির আতিশয্য ও দৃঢ়তা, দৈব-প্রসাদের সুনিশ্চিত প্রাপ্তির প্রতি ঐকান্তিক প্রত্যয়ের ভিতরে এক করুণ, পরমুখাপেক্ষী অসহায়তার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। এই দেবী নূতন বলিয়া তাঁহার প্রসাদও অসীম; অনেকের গুণ তাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যাশা তাঁহার কারুণ্যের পরিমাপ, তাঁহার দানশীলতার সীমানির্দেশ করিতেও অসমর্থ। সর্বোপরি এই অকৃপণ প্রসাদবর্ষণের মূলে আছে মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা ও সন্তানবাৎসল্য। এই দান মাতৃস্নেহসিঞ্চিত বলিয়া ইহা নির্মল, বিশুদ্ধ, সর্বপ্রকার আত্মাবমাননার স্পর্শবিমুক্ত। সন্তানের প্রতি মাতার অতিপক্ষপাত ভক্তের সমস্ত জীবন ধরিয়া উদাহৃত হইয়াছে; সাংসারিক একচোখো জননীর মত ইনি শুধু ভক্তের ভাল করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহার শত্রুর মন্দ করিতেও সর্বদা প্রস্তুত। এ যেন ঘরের মা স্বর্গের দেবীর অমিতশক্তির অধিকারিণী হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি ভক্তহিতে নিয়োগ করিতে কোন উচ্চতর নীতির বাধা মানেন না। চণ্ডী কেবল যে কালকেতুকে সাতঘড়া ধন ও মহামূল্য অঙ্গুরীয় দিয়াছেন তাহা নহে; তাহার নগরে প্রজা বসাইবার জন্য তাঁহার পূর্বভক্ত নিরপরাধ কলিঙ্গরাজের রাজ্যের উপর বন্যার ধ্বংসকারী প্লাবন বহাইয়া দিয়াছেন। ভক্তের তুচ্ছতম খেয়াল পূর্ণ করিতেও তাঁহার কোন অনিচ্ছা নাই। তাঁহার নিয়মিত পূজা সম্পন্ন হইলেই তিনি ভক্তের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ। মাতৃস্নেহের সীমাহীন প্রশ্রয়ের সহিত যদি বিশ্ববিধানের অমোঘ শক্তির এরূপ শুভসমন্বয় ঘটে, তবে এই সম্মিলিত শক্তির নিকট যে পুরাতন আদর্শের দেবদেবীসংঘ পরাজয় বরণ করিবেন, তাঁহার ভক্তের সংখ্যা যে দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে, প্রসাদলোভী প্রাকৃত জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় অসংখ্য কবি যে তাঁহার স্তবগানে মাতিয়া উঠিবেন তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?

(২)

মঙ্গল-কাব্যে যে সমস্ত দেবদেবীর স্তবগান করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে শান্ত ও উগ্র রস বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে ও ইঁহারা সকলেই ধর্মক্ষেত্রে নূতন আগন্তুকরূপে জনসাধারণের মধ্যে নিজ পূজাপ্রচারের জন্য উৎকট ও অশোভনরূপে আগ্রহশীল। এই নবাগত দেবদেবীগোষ্ঠীর মধ্যে চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর মোটের উপর শমরস প্রধান। চণ্ডীদেবীর চরম পরিণতিতে যদি-বা কোন অনার্য-উপাদান মিশ্রিত থাকে, তথাপি মোটের উপর ইঁহার পৌরাণিক রূপটিই আর্যধর্মের

যুগ-যুগান্তরবাহী সহজ ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মানসগঠন যখনই সর্বভারতীয় আদর্শ হইতে স্বাতন্ত্র্যে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই দৈবশক্তিকে মাতৃরূপে পরিকল্পনা করা ইহার স্বভাবধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। চণ্ডী এই স্বভাবধর্মের অনুকূল ও পরিপোষকরূপে শীঘ্রই বাঙালীর ধর্ম-সংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয়ংকর রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দয়াময়ী অন্নপূর্ণামূর্তি প্রবল হইয়া উঠিল। বিশেষত ভিখারী, ছন্নছাড়া, আত্মভোলা মহেশ্বরের গৃহিণী ও কার্তিক-গণেশের জননীরূপে তিনি বাঙ্গালী পরিবারের পালনীশক্তির আধার মাতার সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেন। যেমন বৃহত্তর জ্যোতির মধ্যে ক্ষুদ্রতর বিলীন হইয়া যায়, তেমনি বিশ্বমাতার দিব্য প্রভার মধ্যে গর্ভধারিণীর ত্যাগমহিমা-সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কান্তি মিশিয়া এক হইয়া গেল। সেইজন্য চণ্ডীপূজার প্রচলনের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন উদ্যম দেখা যায় না—কলিঙ্গরাজ ও কালকেতু উভয়েই স্বপ্নাদেশ পাইয়া দেবীর ইচ্ছাপূরণে তৎপর হইয়াছেন। অবশ্য মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় খন্ডে ধনপতি সদাগর দেবীর ঘটে পদাঘাত করিয়া বিপদ্‌কে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু এই ঔদ্ধত্য কেবল অবিবেকপ্রসূত, কোন বদ্ধমূল বিমুখতা বা বিরোধের ফল নহে। শ্রীমন্তের সহিত দেবীর আচরণ তাঁহার ছলনাময়ী প্রকৃতির নিদর্শন, কিন্তু মাতৃ-স্নেহের অগাধ গভীরতা ও অপরিমেয় বিস্তারের মধ্যে এইরূপ কপট অভিনয়ের স্থান আছে। কুপথগামী পুত্রের প্রতি শাসন-তর্জন মাতার স্নেহশীলতার বিরোধী নহে। ধর্মঠাকুর যদিও বিষ্ণুর অবতাররূপে হিন্দু-দেব-পরিমন্ডলে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার চরিত্র হইতে বহিরাগত আগন্তুকের চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার পূজাপদ্ধতি ও চরিত্র-পরিকল্পনায় আর্যেতর প্রভাব এতই সুস্পষ্ট, তাঁহার প্রতিবেশ ও প্রতিষ্ঠানভূমির মধ্যে এমন একটা উদ্ভট অসাধারণত্ব বিদ্যমান, এমন কি তাঁহার আবির্ভাবের মধ্যে এমন একটা কুণ্ঠিত অপরিচয়ের অস্পষ্টতা পরিব্যাপ্ত, যাহাতে তিনি ঠিক হিন্দু-ধর্মসংস্কারের অনুমোদিত দেবতত্ত্বের অন্তর্লীন হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি অন্ত্যজ সমাজের খিড়কি দরজা দিয়া হিন্দুর পূজামন্ডপে প্রবেশ করিলেও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন তীব্র বিদ্রোহ ও উগ্র প্রতিবাদ প্রধূমিত হইয়া উঠে নাই। তাঁহার ভক্ত লাউসেনের প্রতি মহামাত্যের আক্রোশ রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে, ঠিক ধর্মবিরোধমূলক নহে।

মনসাদেবী কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহার দেবত্বস্বীকৃতি প্রচলিত সংস্কার ঔচিত্যবোধের প্রতি এরূপ রূঢ় আঘাত হানে যে, ইহা মানুষের

মনে ভক্তিবৃত্তির সমর্থনবঞ্চিত। মানবমনের স্বাভাবিক গতির বিপরীতমুখী বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ কোন দিনই সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। বাস্তব জীবনের একটা রূঢ় বিভীষিকা, জন্তুজগতের গহনতার বিবর হইতে উৎক্ষিপ্ত একটা হিংস্র জিঘাংসা, অতর্কিত অপঘাতের একটা ভয়াবহ আবির্ভাব—ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠান, পূজার আড়ম্বরের দ্বারা যতই আবৃত হউক না কেন, কখনই দেবত্বের অবিসংবাদিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সেইজন্য মনসার পূজাপ্রচার বরাবরই একটা বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছে। অবশ্য মনসা ঠিক নূতন দেবতা নহেন, পৌরাণিক যুগ হইতেই তাঁহার দেব মহিমা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে নাগমাতা নিজ আত্মবিসর্জনের দ্বারা পিতৃকুল রক্ষা করিয়া দেবত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্র-উচ্চারণ সর্পদংশন হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাঁহার অহেতুক ক্রোধ বা প্রতিহিংসাপরায়ণতার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না। আর সর্প ইতর জীব হইলেও অধ্যাত্মশক্তির প্রতীকরূপে সুপ্রাচীন কাল হইতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। কালিকার মন্ত্রে, তিনি যে সর্পবাহনা ও সর্পভূষণা তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং দেবপরিকল্পনার ভাবমণ্ডলে সর্পের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভীষণা কালিকাদেবীর সর্পসংকুলতা তাঁহার অন্যান্য গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক নূতন দেবীবিগ্রহে মূর্ত হইয়াছে—মনসাদেবী যেমন লৌকিক সম্পর্কে চণ্ডীর আত্মীয়া, তেমনি অধ্যাত্ম তাৎপর্যের দিক্ দিয়াও তিনি চণ্ডীপ্রকৃতির ক্রূর অংশেরই একটা সমগ্র রূপায়ণ। দক্ষিণ রায় যেরূপ স্থূল, জড়শক্তিপ্রধান দেবতা, মনসা ঠিক তাহা নহেন—তাঁহার অঙ্গ-বিচ্ছুরিত বর্ণবৈচিত্র্যের আভা তাঁহার সূক্ষ্মতর সত্তারই সূচনা করে। সে যাহা হউক, তিনি মানবের অবিমিশ্র ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, ভক্তির মধ্যে যে ভয়ের অংশ বিদ্যমান তাহাই তাঁহার পূজার পাদপীঠ রচনা করিয়াছে। যেমন কালীয় নাগ লক্ষ্মীন্দরের লোহার বাসরের অলক্ষ্য রন্ধ্রপথ দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে দংশন করিয়াছিল, তেমনি মনসাদেবী আমাদের বদ্ধমূল বিরাগের লৌহপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ভয়ের যে সূক্ষ্ম সঞ্চরণপথ খোলা আছে তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের অন্তরে দেবত্বের আসন অধিকার করিয়াছেন ও তাঁহার বিষাক্ত প্রভাবে আমাদের পৌরুষকে নিস্তেজ ও মোহাচ্ছন্ন করিয়াছেন।

মনসাদেবীর প্রতি এই অপ্রশমিত বিরোধ বাঙ্গালী কবির পক্ষে এক হিসাবে বিশেষ হিতকর হইয়াছে, তাঁহার কল্পনায় উদ্দীপ্ত পৌরুষ ও অনমনীয় দৃঢ়সংকল্পের প্রতীক চাঁদ সদাগরের সৃষ্টিপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। রণক্ষেত্রে বীরত্বপ্রদর্শনের মধ্যে

বিশেষ কিছু অসাধারণত্ব নাই—কালকেতু ও লাউসেন যুদ্ধে ও পশুশিকারে অস্ত্রশিক্ষা ও দৈহিক শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়া বীরত্বের সনাতন আদর্শের অনুবর্তন করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ জীবনে, পারিবারিক শোকের উপর্যুপরি অভিঘাতের মধ্যে নিজ আদর্শে অবিচলিত থাকার ভিতর যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় নিহিত, তাহার নৈতিক মূল্য অনেক উচ্চতর। কালকেতুর স্বাভাবিক নিঃশঙ্কতা অতর্কিত ত্রাসের দ্বারা অভিভূত হয়—সে কলিঙ্গরাজের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পৌরাণিক বীরের ন্যায় বিক্রম দেখাইয়া এক অপ্রত্যাশিত সংকটমুহূর্তে ধানের গোলার মধ্যে লুকাইয়াছে। কিন্তু চাঁদের দৃঢ়তা মনোবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শত আঘাতে অচল, অটল। মনসা তাঁহার ক্রূর জিঘাংসার দ্বারা বাঙ্গালীচরিত্রের এই অনমনীয় প্রতিরোধশক্তির উদ্বোধন করিয়াছেন, বাঙ্গালী কবির কল্পনাকে বীরত্বের এক নূতন আদর্শের সন্ধান দিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এইজন্য তাঁহার নিকট ঋণী। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে চাঁদ সদাগরের উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ববর্তী। পরবর্তী যুগের যে-কোন বণিক্-সম্মিলন হইতে চাঁদকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

মনসাদেবীর দ্বিতীয় অবদান বেহুলাচরিত্রের সতীত্বদীপ্ত মাধুর্য। বাঙ্গালীর সমাজে ও কাব্যে সতীর অভাব নাই। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা ও খুলনা সতীধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। বিশেষত খুলনার সতীত্বপরীক্ষার কাহিনীতে পৌরাণিক সতীর অলৌকিক মহিমার ছায়াপাত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি স্বামি-শব সঙ্গে লইয়া নির্জন নদীপথে বেহুলার নিরুদ্দেশযাত্রা, তাহার মৃত্যুবিভীষিকার মধ্য দিয়া অমৃতের সন্ধানে দুঃসাহসিক অভিযান হৃদয়কে যেরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করে, কল্পনায় যেরূপ দুর্গম রহস্যলোকের দোলা দেয়, অন্য কোন মঙ্গল-কাব্যে তাহার তুলনা মিলে না। ফুল্লরা ও খুলনাকে আমরা সাংসারিক খুঁটিনাটির তুচ্ছতার দ্বারা খণ্ডিতরূপে দেখি; তাহাদের বৃত্তি ও জীবনযাত্রার বাস্তব স্থূলতা তাহাদিগকে লৌকিক সীমার সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাহাদের দুঃখকষ্টের মধ্যে মর্মান্তিক তীব্রতা বা কোন সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা নাই—তাহাদের বিচ্ছেদব্যথা ও উহার সান্ত্বনা উভয়েই সুলভ ও সাধারণ। বেহুলার অপরিমেয় দুর্ভাগ্য যেন মানবের সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত, তাহার মধ্যে মানববুদ্ধির অতীত দৈবরহস্যস্পর্শ সুপরিস্ফুট। তাহার নিয়তিবিড়ম্বিত জীবন যে গভীর সমবেদনা ও করুণরসের সৃষ্টি করে তাহার মধ্যে তাহার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে ছাড়াইয়া এক সার্বভৌম অনুভূতির ব্যাপ্তি ও অনুরণন নিহিত। তাহার স্বামীর পুনর্জীবনলাভ ও সৌভাগ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই অন্তর্বিদীর্ণকারী শোকোচ্ছ্বাস সমতা প্রাপ্ত হয় না। দাম্পত্যমিলনের সুখ এই বেদনাক্ষতের অন্তস্তর পর্যন্ত সান্ত্বনার

প্রলেপ বিস্তার করিতে পারে না। মনসার অত্যাচার উৎপীড়িতের চিত্তে যে আলোড়ন জাগায় তাহারই সংবেগ এক দিকে চাঁদ সদাগরের ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মহিমায়, অপর দিকে বেহুলার অতলস্পর্শী বেদনায় সঞ্চারিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল-কাব্যপর্যায়ে মুকুন্দরামের মত অনবদ্য শিল্পসুষমাসম্পন্ন, যুগপ্রতিনিধি কবি নাই; কিন্তু মুকুন্দরাম যুগজীবনের যে সমতল ভূমিতে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করিয়াছেন, মনসামঙ্গলের কবিরা তাহার ঊর্ধ্ব ও অধোদেশে প্রসারিত উচ্চাবচ ভূসংস্থানে আয়াসসাধ্য, অসম পদক্ষেপে এক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

(৩)

মঙ্গল-কাব্যের বহিঃপ্রতিবেশ ও অন্তঃপ্রেরণা ও বিভিন্ন জাতীয় মঙ্গল-কাব্যের পারস্পরিক প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল। অতঃপর চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের বিষয়বিন্যাস ও কাব্যোৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। তাহার পূর্বে মঙ্গল-কাব্যগুলির কালপারম্পর্য সম্বন্ধে আর-একটি প্রমাণ বিচার করা উচিত। চণ্ডীকাব্য যে অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের সহিত তুলনায় অনেকটা অবচীন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইহার উপর বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যের প্রভাবে। দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম—চণ্ডীকাব্যের দুই প্রাচীনতম প্রবর্তকই বৈষ্ণবভাব ও কাব্যরীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। দ্বিজ মাধব তাঁহার আখ্যায়িকার মধ্যে যেখানে যেখানে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সহিত কোন সাদৃশ্য আবিস্কার করিয়াছেন, বা যে মুহূর্তে তাঁহার ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই তিনি পদাবলীর অনুকরণে নূতন পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদগুলিকে তিনি বিষ্ণুপদ নামে নূতন আখ্যা দিয়াছেন। ইন্দ্রের গুরুপত্নীহরণের পূর্বে ইন্দ্রের মনোহর রূপসম্বন্ধে অহল্যার মনোভাবদ্যোতনার উপায়স্বরূপ তিনি 'কালিয়া'র রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেতুর জন্মবৃত্তান্তের পূর্বসূচনারূপ ঐরূপ একটি কৃষ্ণের রূপপ্রশস্তিমূলক পদ রচিত হইয়াছে। চণ্ডীদেবীর নিকট পশুদের বিলাপ একটি ভক্তি-স্তোত্রের সংক্ষিপ্ত পয়ার-প্রবন্ধে স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"জয় গোপাল করুণাসিন্ধু।
এহলোকে পরলোকে তুমি দীনবন্ধু।।"

কালকেতু যখন দেবীর মায়ায় পশুশিকারে ব্যর্থকাম হইয়া অন্নচিন্তায় আকাশপাতাল ভাবিতেছে, তখন তাহার ক্ষুব্ধ বিমূঢ়তা রাধিকার প্রণয়বিভ্রান্ত, নৈরাশ্যবঞ্চিত চিত্তের দিশাহারা ভাবের মাধ্যমে রঞ্জিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে কবির

এই বৈষ্ণবভাবপ্রবণতা অনেকটা বিসদৃশভাবে ও বর্ণিত বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভাঁড়ু-দত্তের প্ররোচনায় যখন কলিঙ্গরাজ কালকেতুর ঐশ্বর্যের খবর লইবার জন্য গুজরাট নগরে কোতোয়ালকে পাঠাইলেন, তখন ছদ্মবেশী কোতোয়ালের প্রসঙ্গে কবির মনে হইয়াছে কালার রসসারসত্তার নিগূঢ় দুর্নিরীক্ষতার কথা, যেখানে উচ্ছল লাবণ্য-তরঙ্গে কালাগোরার ভেদ বিলুপ্ত হইয়াছে। কোতোয়ালের ছদ্মবেশের সহিত কালার ছলনাকুশলতার সাদৃশ্যবোধ কেবল বৈষ্ণব-ভাবাদ্বেলতায় বাস্তবচেতনাহীন চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।

দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি-শ্রীমন্ত উপাখ্যানে বিষ্ণুপদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। হয়ত আখ্যায়িকার নিজস্ব আকর্ষণের ফলে কবিচিত্তে বৈষ্ণব-ভাবপ্রবাহ অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে—গল্পের অন্তর্নিহিত রসই কবিকে আরোপিত মাধুর্যরসের প্রতি কতকটা উদাসীন করিয়াছে। সপত্নীপীড়িতা খুলনার বনবাসের করুণরস বৈষ্ণবপদের একটি কলির মধ্যে ঘনীভূত নির্যাসের রূপ লাভ করিয়াছে।

চল ঘর হামু পরিহরি।
কালো কাহ্নায়ির লাগি হৈছ বনচরী।।

দীর্ঘ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ধনপতির পত্নীমিলন-প্রতীক্ষার অত্যাগ্রহ রাধার লাজভয়ে-জলাঞ্জলি-দেওয়া প্রেমোন্মত্ততার সুরে নিজ মর্মকথা প্রকাশ করিয়াছে। যুবতী স্ত্রী ফেলিয়া ধনপতির সিংহলগমনে অনিচ্ছা, বাঁশীর সুরে ঘরছাড়া রাধিকার উদ্বেগ ও অস্বস্তির চিত্রটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। বিচ্ছেদকাতরা খুলনার মনোভাবটি মাথুরযাত্রার প্রাক্কালে রাধিকার অশুভশংসী চিত্তের পূর্বানুমানের বেনামীতে ব্যক্ত হইয়াছে। সদাগর যখন গনকের অমঙ্গলগণনা উপেক্ষা করিয়া সিংহলযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন খুলনার মনোভাবদ্যোতনার জন্য রাধিকার কাতরোক্তির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে—রাধিকা প্রেমিকার অভ্রান্ত সংস্কারবশে জানিতে পারিতেছেন যে, শ্যাম আর মথুরা হইতে ফিরিবেন না, অন্য প্রণয়িনী পাইয়া রাধাকে ভুলিবেন, সেইজন্য শ্যামকে বাঁশী রাখিয়া যাইতে বলিতেছেন; খুলনারও স্বামীসম্বন্ধে অনুরূপ সন্দেহ ও মর্মবেদনা জাগিতেছে। শ্রীমন্তের প্রতি বাৎসল্যরস গোচারণেগত কানাইয়ের জন্য যশোদার উৎকণ্ঠা ও আত্মানুশোচনার ভাবপরিমণ্ডলে বিধৃত হইয়াছে। হারানো ছেলের জন্য গৃহস্থবধূর লজ্জাসম্ভ্রম হারাইয়া খুলনার পথে পথে অন্বেষণের প্রতি লহনা যে তিরস্কার করিতেছে তাহার উত্তর খুলনা মুখের কথা ও বৃন্দাবনলীলা-সম্পর্কিত গীত এই

দুই রকম ভাবে দিয়াছে—গীতটি কানুপ্রেম-কলঙ্কিনী রাধিকার আত্মসংযমে অক্ষমতাবিষয়ক। শ্রীমন্তের পিতৃ-অনুসন্ধানে সিংহলযাত্রার প্রস্তাবে খুলনার কাতরতা গোষ্ঠলীলার গীতে যশোদার উক্তির প্রতিধ্বনি—রায় অনন্ত ভণিতাযুক্ত একটি পদ উভয়েরই মনোবেদনা প্রকটিত করিতেছে। আবার এই ঘটনাই নবদ্বীপলীলায় পুত্রশোকোন্মাদিনী শচীর শোকাবেগের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চণ্ডীমঙ্গলের কবি বৈষ্ণব-ভাবরসসিক্ত মন লইয়া শক্তিপূজার কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—ইহার সমস্ত রূঢ় সংঘর্ষ, স্থূল বৈষয়িকতায় ক্লিন্ন জীবনযাত্রার উপরে অপার্থিব মাধুর্যরস সেচন করিয়া ইহাকে কাব্যলোকের উন্নততর স্তরে উঠাইতে ও ইহার মধ্যে ভাবসৌকুমার্য সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালকেতু-ফুল্লরার দারিদ্র্যজীর্ণ কুটীর, ধনপতির সপত্নী-কলহ-মুখরিত অট্টালিকা ও ভাঁড়ু দত্ত-সোমদত্তের শাঠ্যপ্রবঞ্চনামূলক দোকানদারীর উপর কেবল যে চণ্ডীদেবীর অলৌলিক রূপপ্রভা মাঝেমধ্যে বিদ্যুচ্চমকের মত উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা নয়; এই অসঙ্গতিপূর্ণ পরিহাসের উপাদানেভরা সংসার-জীবনের উপর মানবহৃদয়ের গভীর আনন্দবেদনা ও বৃন্দাবনলীলার অধ্যাত্ম ভাবব্যঞ্জনার আরোপ ইহার তুচ্ছতাকে সহজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মঙ্গল-কাব্যে দৈবী শক্তির সহিত মানবিক দুর্বলতার এই মিতালী স্বর্গমর্ত্যের সংযোগসেতু রচনা করিয়া আমাদের ভাঙ্গাচোরা জীবনের পর্ণকুটীরে স্বর্গীয় দীপ্তির প্রখরতা ও চিন্ময় রসলীলার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোককে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে।

মুকুন্দরামে এই বৈষ্ণবভাবপ্রাধান্য অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেম-ধর্মের প্রতি অনাস্থা বা পদাবলীসাহিত্যের মাধুর্যের প্রতি ঔদাসীন্য নহে। তিনি তাঁহার দেববন্দনার মধ্যে চৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত্রমাধুর্য ও সর্বভূতে করুণার প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে তিনি কবির নিকট দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। আর-এক বিষয় বৈষ্ণবধর্মের ভাবপ্লাবন সরিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার কাব্যের বেলাভূমিতে একটি শুভ্র রজতোজ্জ্বল ফেনপুষ্পমালা রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার কাব্যের অন্যত্র বৈষ্ণবপ্রভাব লক্ষিত না হইলেও তাঁহার নায়িকার রূপবর্ণনায় পদাবলীর কান্তকোমল মাধুর্য সুপরিস্ফুট। তাঁহার আদ্যা ও চণ্ডী উভয়েই বৈষ্ণবকবিবর্ণিত শ্রীরাধিকার ভাবদ্যুতিসমুজ্জ্বল। সুকোমল দেহলাবণ্যে, বর্ণনার মনোজ্ঞভঙ্গীতে, সুষমাময় উপমাপ্রয়োগে ও মাধুর্যপ্রধান ভাবাবহরচনায় মুকুন্দরামের চণ্ডী বৈষ্ণবের রাধিকার সহিত অভিন্ন। তাঁহার বর্ণনায় তাঁহার উগ্রচণ্ডা প্রকৃতি,

তাঁহার মাতৃমূর্তির গাম্ভীর্যসম্ভ্রম সুকুমার রূপব্যঞ্জনার অন্তরালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। চণ্ডীর আচরণ ও সংলাপের মধ্যে, এমন কি তাঁহার হাসি-তামাসা-রহস্যপ্রিয়তার আবরণেও তাঁহার মহিমময়ী, ভক্তবৎসলা, শক্তিরূপিণী প্রকৃতিটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে গেলেই বৈষ্ণব-আদর্শের ছায়া আসিয়া পড়ে। মনে হয় যেন মুকুন্দরাম তাঁহার প্রতিভার অবিসংবাদিত স্বকীয়তা সত্ত্বেও নায়িকার রূপায়ণে পদাবলীর ভাবাদর্শপ্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

গ্রন্থের অন্যান্য অংশে যে কবি যুগপ্রচলিত বৈষ্ণবপ্রভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই, তাহার কারণ তাঁহার পরিণত শিল্পজ্ঞান ও বিষয়ের স্বভাবধর্ম-সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর সঙ্গতিবোধ। এই বিষয়ে দ্বিজ মাধবের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয়। মঙ্গলকাব্যের রস যে গীতিকবিতার রসের সহিত এক নয়, উভয় শ্রেণীর কাব্যে কবিত্বশক্তি-স্ফুরণের উপায় যে বিভিন্ন তাহা দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ উভয়েই জানিতেন। কিন্তু দ্বিজ মাধব নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে চণ্ডীমঙ্গলের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্ত পদাবলীসাহিত্যের গীতিমাধুর্য ও আখ্যায়িকার বাস্তবরসপ্রাধান্যের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আন্দোলিত হইয়াছে—ঘটনাবিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে তিনি অহেতুক গীতিগুঞ্জরণের সুর তুলিয়া বাস্তববর্ণনার পূর্ণ রসটিকে জমাট বাঁধিতে দেন নাই। গীতিকবিতার উতলাবায়ু আখ্যায়িকার স্থির সরোবরে তরঙ্গ তুলিয়া লেখক ও পাঠক উভয়েরই কতকটা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছে—সমুদ্রের বিজন বিস্তারে কমলে-কামিনীর অপ্রাকৃত সৌন্দর্য যেমন ধনপতি-শ্রীমন্তের চক্ষুকে প্রতারণা করিয়াছিল, আমরা কতকটা সেইরূপ বিসদৃশ বস্তুর সমাবেশজাত বিভ্রান্তি অনুভব করি।

(৪)

অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার সহিত তুলনায় মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে তাঁহার আখ্যায়িকার স্বভাবধর্ম-আবিষ্কারে ও বাস্তবরস প্রসারে। আখ্যানে বাস্তব প্রবর্তনের কৃতিত্ব ঠিক মুকুন্দরামের প্রাপ্য নহে, কেন-না, দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের কাঠামোতে বাস্তব স্বীকৃতির ছাপ আছে। অভিশপ্ত ইন্দ্রকুমারের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আখ্যায়িকা তাহার অনুসরণে স্বর্গলোক হইতে মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়াছে ও গর্ভস্থ শিশু মাতার জীবনী রসে পুষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবরসেও পুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রসূতির আহারে অরুচি, গর্ভবেদনা, নবজাতকের মাঙ্গল্যকর্মানুষ্ঠান, কালকেতুর শৈশবলীলা ও বিবাহের উদ্যোগ, বিবাহের পণনির্ধারণ ও উৎসব, কালকেতুর

জীবনসংগ্রাম ও ব্যাধবৃত্তি, তাহার দরিদ্র-সংসারের অভাব-অনটনের তালিকা, অঙ্গুরীয়-বিক্রয়কালে বণিকের শঠতা, নবনির্মিত নগরে প্রজাসংস্থাপন ও তাহাদের বিভিন্ন বৃত্তিবর্ণনা, ভাঁড়ু দত্তের ব্যবসায়ী ঠকাইয়া জীবিকার্জনের অভিনব কৌশল ও প্রভুদ্রোহিতা, কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধের পৌরাণিক-প্রভাবমুক্ত বাস্তব চিত্রণ—বাস্তবরসের এইরূপ সুপ্রচুর বিস্তার ও পরিণতি যেমন মুকুন্দরামে তেমনি দ্বিজ মাধবেও পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের এই বাস্তব প্রাধান্যের কারণনির্দেশ অনেকটা অনুমানের পর্যায়েই পড়িবে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলই সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, যুগধর্মের স্বাভাবিক প্রেরণাতেই চণ্ডীমঙ্গল-রচনার যুগে কবিমানসে সমাজচেতনা ও প্রত্যক্ষনিষ্ঠা তিক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অলৌকিক কাহিনীর মধ্যেও সংসার-জীবনের প্রতিচ্ছবি লেখকের কৌতূহল ও বর্ণনাশক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের আদিম আঙ্গিক রচনার জন্য কে কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে তাহা আমাদের অজ্ঞাত—ইহার প্রথম নামহীন স্রষ্টা ইতিহাসের পাতায় কোন ব্যক্তি পরিচয় মুদ্রিত করিয়া যান নাই। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষ পাদে যখন দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের সমকালীন কাব্যরচনার সহিত অনিশ্চিত অনুমানের যবনিকা আমাদের সম্মুখ হইতে উত্তোলিত হইল, তখন দেখা গেল যে, আখ্যানের মূলধারা ও বস্তুনিষ্ঠা-সম্বন্ধে চণ্ডীমঙ্গল-কবিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা সর্বস্বীকৃত প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই পরিকল্পনা ও রূপসৃষ্টিগত ঐক্য নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে, কবিপ্রতিভার অতর্কিত খেয়ালে আবির্ভূত হয় নাই। মাধব-মুকুন্দের পূর্ববর্তী দীর্ঘকালব্যাপী কবিপরম্পরার সম্মিলিত চেষ্টাতেই এই আঙ্গিকের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন-সঞ্জাত দৃঢ়বদ্ধতা সম্ভব হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্যকীর্তনের দৈব আধারে রক্ষিত মর্ত্যপ্রীতির একটি ক্ষুদ্র বীজ যে অঙ্কুরিত অবস্থা হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া পরিণতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই অভিব্যক্তির সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। এই প্রথম অবস্থার কোন কাব্যপ্রতিরূপ আমাদের নিকট পৌঁছে নাই; ইহার দৃষ্টান্ত থাকিলে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বাস্তবতার ক্রমবিকাশের যোগসূত্রটি আমরা সহজেই ধরিতে পারিতাম। এখন আমাদের একমাত্র উপায় হইতেছে মঙ্গল-কাব্যের অন্যান্য শাখার সহিত চণ্ডীমঙ্গলের তুলনা করিয়া ইহার মধ্যে বাস্তবতার ক্রমিক প্রসার, বাস্তব কৌতূহলের ক্রমোন্মেষের ছন্দটি নির্ণয় করার প্রয়াস। যুগপ্রতিবেশের প্রভাবে, সুসংহত পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু মাতার সহিত চণ্ডীদেবীর ক্রমবর্ধমান ভাবসারূপ্যের ফলে, মানব-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অনুপ্রেরণায় চণ্ডীমঙ্গলের কবিসম্প্রদায় স্বর্গ হইতে চোখ ফিরাইয়া মর্ত্যে নিবদ্ধ করিলেন, স্বর্গের

অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কালকেতুর ভাঙ্গা কুটীরদ্বারে বসাইয়া তাঁহার দৈবী বিভার আলোকে তাহার রিক্ত গৃহস্থালীর টুকরা-টাকরা, জীর্ণ আসবাব ও গৃহসজ্জাগুলি আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যগুলিতে কবি-মানস-রূপান্তরের একটি বৈপ্লবিক ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে।

চণ্ডীমঙ্গলে বাস্তবরস-স্ফুরণের আপেক্ষিক উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যের কারণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মানবিক আবেদনের মধ্যেই নিহিত। মঙ্গল-কাব্যের প্রাচীনতম রূপ ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের মানবিক প্রকৃতি ও পরিচয়টি অনেকটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। তাঁহার অবয়বচিহ্নহীন, লেপামোছা শিলামূর্তিটি তাঁহার আন্তর অনির্দেশ্যতারই প্রতীক। তাঁহার পূজার উৎকট সাধনাপদ্ধতি ও উপচারবৈশিষ্ট্য, তাঁহার চারিদিকে একটা অর্ধ-বিলুপ্ত অতীতের গোধূলিপরিমণ্ডল, তাঁহার সেবকগোষ্ঠীর সামাজিক হীনতা ও অদ্ভুত রীতিনীতি যেন তাঁহাকে আমাদের অন্তরের সহজ ভক্তির উৎস ও আত্মীয়তাবোধ হইতে খানিকটা দূরে রাখিয়াছে। তিনি যেন হিন্দুধর্মের মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এক বালুকাবিশীর্ণ শাখা-নদীপথে পাড়ি দিয়া ভক্তিসাধনার এক দুর্গম জনবিরল তীর্থে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছেন। যে বল্লুকানদীর সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত তাহা যেন কোন পরিচিত ভাবাসঙ্গের মধ্যে বিধৃত নয়; এই নদীপথ দিয়া যে চাঁদসদাগর বা ধনপতি কোন দিন তাহাদের অভ্যস্ত বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়াছিল, তাহা আমরা কখন কল্পনা করিতে পারি না। ইহা আমাদের সহজ গতিবিধি, দৈনন্দিন কক্ষপথের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। ধর্মঠাকুর ভক্তের প্রতি সদয় ও বর দিয়া ভক্তের দ্বারা অসাধ্যসাধন করাইতে পারেন; এমন কি তাঁহার বিশেষ শক্তিতে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদিত হইয়া জগতের চিরাচরিত বিধানের বৈপরীত্য ঘটাইতে সমর্থ। কিন্তু তাঁহার অসীম অলৌকিক শক্তিসত্ত্বেও তিনি ভক্তের হৃদয়-উৎস হইতে ভক্তির সহজ অনাবিল স্রোত বহাইতে পারেন না। যে আত্মবিস্মৃত, একাগ্র ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য লোপ করিয়া নিবিড় একাত্মতার সৃষ্টি করে ধর্মমঙ্গলে আমরা তাহার কোন নিদর্শন পাই না। অবশ্য ধর্মঠাকুর সময়ে সময়ে নিজের অপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া হিন্দু-ভাবকল্পনার সুপরিচিত নারায়ণের রূপান্তররূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এই ধারকরা মাধুর্যমহিমা তিনি ঠিক আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় কেন ধর্মঠাকুর তাঁহার চারণকবিদের মধ্যে বাস্তববোধের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হন নাই। ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠী তাঁহাকে নিজেদের চিরপরিচিত বাস্তব পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া

প্রতিবেশের প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়াছে। প্রকৃতিবিধানের বৈপরীত্যসাধন যাঁহার শক্তির পরিমাপক মানদণ্ড, তিনি যে বস্তুনিষ্ঠ কৌতূহলের সুহায়ক হইবেন না তাহা সহজেই অনুমেয়।

মনসামঙ্গলের স্থানসংস্থিতি অবশ্য এরূপ অপরিচয়ের কুহেলিকামণ্ডিত নহে। মনসাদেবীর ন্যায় তাঁহার অধ্যুষিত অঞ্চলও আমাদের অতি-বাস্তব জগতেরই একটা অংশ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই অতিপরিচিত পরিমণ্ডলও আমাদের বাস্তববোধকে তীক্ষ্ণতর করিতে পারে নাই। মনসাকে দেবীর আসনে বসাইতে যে আমাদের মনে একটা অনুচ্চারিত প্রতিবাদ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাই কবিমানসের উপর একটা অস্বচ্ছন্দতার ভাব চাপাইয়া তাহার সহজ স্ফূর্তির অন্তরায় হইয়াছে। যেখানে ভক্তি প্রধানত ভয়মূলক, যেখানে দেবপ্রশস্তি দেবরোষ এড়াইবার একটা গত্যন্তরহীন উপায়মাত্র, যেখানে মন আসন্ন বিপৎপাতের সম্ভাবনায় সংকুচিত ও শঙ্কাতুর, সেখানে সহজ-আনন্দজাত বাস্তববোধ-স্ফুরণ প্রত্যাশা করা যায় না। মধ্যযুগের বাস্তবতা ও অতি-আধুনিক বাস্তবতার মানস উৎস সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আধুনিক বাস্তবতা রোমান্সের প্রতি আস্থাহীনতা ও জীবনের প্রতি গভীর নৈরাশ্যবাদ হইতে উদ্ভূত; বস্তু-ও মনো-জগতের রুগ্ন, ভগ্ন, জীর্ণ উপাদানগুলিকে একত্রিত করিয়া কবি-জীবনের এমন একটি অসুস্থ, বিকৃতরূপ সৃষ্টি করেন, যাহা রোমান্স ও সুস্থ-জীবনবোধ হইতে প্রায় সমান দূরে অবস্থিত। আধুনিক বাস্তবতা হইতেছে দীপ নির্বাপিত হওয়ার পরে যে উগ্রগন্ধ, শ্বাসরোধকারী ধূম কক্ষমধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় তাহার অনুরূপ। মধ্যযুগের সাহিত্যের বাস্তবতা হইতেছে আলোছায়ার সহজ লীলায় আকাশে যে মাঝে মাঝে মেঘ ঘনাইয়া আসে তাহার মত, তাহাতে জীবনের স্বাভাবিক রূপের কোন বিপর্যয় ঘটে না। মনসামঙ্গলের কবিরা মনসার সম্ভাবিত রোষ ও বেহুলার দুঃখরাহুগ্রস্ত জীবন লইয়া এত উন্মনা যে, বাস্তব জীবনযাত্রার সহজ আনন্দ ও কৌতূহল তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। চাঁদসদাগরের জীবনে উপর্যুপরি এমন বজ্রাঘাত নামিয়া আসিয়াছে যে ইহার প্রচণ্ডতা আমাদের চিত্তকে অসাড় ও বাস্তববিমূঢ় করিয়া তোলে। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা ও খুলনার মত মনসামঙ্গলে বেহুলারও বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু যে বিবাহের বাসররজনী আসন্ন সর্বনাশের অসহায় প্রতীক্ষায় লৌহকক্ষের মৃত্যুশীতল আবহের মধ্যে কাটাইতে হয়, সেখানে জীবনের সহজ উল্লাসের, স্ত্রী-আচারের সরস খুঁটিনাটি বর্ণনার, বাস্তবরসের কৌতূহলপূর্ণ উপভোগের অবসর কোথায়? লৌহপ্রাচীরের সূচ্যগ্রপ্রমাণ রন্ধ্রপথ দিয়া যে মৃত্যুদূত বাসরকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার বিষাক্ত ফুৎকারে উৎসবের সমস্ত মঙ্গলদীপকে নিবাইয়া দিবে ও নববধূর তরুণ ললাটের

সৌভাগ্য-সিন্দুরবিন্দুকে লেহন করিয়া মুছিয়া দিবে, কবিও বেহুলার মত তাঁহার সমস্ত চিত্ত একাগ্র করিয়া এই আলোছায়া-চঞ্চল, বিচিত্র জীবনলীলা হইতে তাঁহার দৃষ্টি সংহরণ করিয়া, তাহারই সর্পিল অভ্যাগমের প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বিপম্মুক্তির পূর্বজ্ঞানও কবি ও পাঠকের এই আতঙ্ককণ্টকিত চিত্তের অসাড়তার মধ্যে কোন পুলকচাঞ্চল্য জাগায় না; হতভাগিনী বেহুলার সর্বনাশের অতলকূপে আমাদের সমস্ত আশা-আনন্দের সাময়িক সমাধি ঘটে। মেঘ কাটিয়া যাইবে এই আশ্বাসও আমাদের ঘনমেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্টের উপর একবিন্দু সূর্যালোকেরও প্রবেশপথ রচনা করে না। অবশ্য চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় ও সিংহলবাসীর সহিত তাহার দ্রব্যবিনিময়ের কাহিনীতে খানিক সুলভ, অথচ উদ্ভট কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহার দৈবাহত জীবনের এই স্বল্পস্থায়ী পরিচ্ছেদটুকু ব্যতিক্রম বলিয়াই আমাদের মনে হয়। বিশেষত মনসামঙ্গলে যে নৌযাত্রা আমাদের মনের উপর গভীর রেখায় অঙ্কিত হয় তাহা চাঁদের বাণিজ্যাভিযান নয়, তাহা মৃতস্বামীর শব লইয়া কলার মান্দাসের উপর বেহুলার স্বর্গমর্ত্যের সীমান্ত উত্তীর্ণ হইয়া অনির্দেশ্যালোকে প্রয়াণ। অদৃষ্টরহস্যোদ্ভেদের উদ্দেশ্যে বেহুলার এই মায়ানদীবাহিত অসমসাহসী অভিযাত্রা আমাদের মনে বাস্তব জগতের সমস্ত স্মৃতিকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়া উহাকে এক অনির্বচনীয় আশ্চর্যরসে, এক অপার্থিব লোকের সুদূরাগত আভাসব্যঞ্জনায় পূর্ণ করিয়া তোলে। মনসা ও বেহুলা এই দুই বিপরীত কোটির মধ্যে আবর্তিত মনসামঙ্গলের জীবনযাত্রা ঠিক যেন বাস্তব-জীবনের প্রতিরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয় না; মনে হয় যেন ইহার উপর আর-একটা অচেনা রহস্যঘেরা জগতের আকর্ষণ ইহাকে কতকটা কক্ষচ্যুত করিয়াছে। অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যে দেবতামানুষের সহজ বিরোধ-বিতালির কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে—এ যেন রূপকথার রাজ্যের ফুৎকারে-উড়িয়া-যাওয়া মায়ামেঘের উদ্ভববিলয়ের কথা। কিন্তু মনসামঙ্গলের শেষ সমাধানের মধ্যে যেন একটি বেদনার সুর, একটা গড়বিলের সন্দেহ প্রচ্ছন্ন থাকে। বিরোধমিলন উভয়ের মধ্যেই একটি আতিশয্য যেন সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে; বাঁকা ধনুক আর সম্পূর্ণ সোজা হয় না। মনসাদেবী সমুদ্রে-ডোবা ধনরত্নভরা জাহাজগুলি উদ্ধার করিয়া, চাঁদের মৃত ছয় পুত্রকে বাঁচাইয়া দিয়া তাঁহার পূর্ব-অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের যেন মনে হয় ক্ষতরেখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই—বেহুলা দিগন্তপারের রাজ্য হইতে কি একটা সংসারভোলানো মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছে; যাহাতে এই পৃথিবীর দাম্পত্য-জীবনের নিবিড় আনন্দ তাহার নিকট ফিকে হইয়া গিয়াছে—আর চাঁদসদাগরের অপ্রশমিত মানস বিদ্রোহ তাহার বামহাতে দেওয়া অবহেলার পূজাঞ্জলির তির্যক্ তাৎপর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সুতরাং মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বাস্তববোধ-স্ফুরণ কেন যে প্রধানত চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের মাধ্যমে ঘটিয়াছে তাহার কারণ কিছুটা বোঝা গেল। দেবমহিমার খরোজ্জ্বল রৌদ্র ও ভাবাবেগ-বিগলিত ভক্তির স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা মানব-জীবনের উপর পতিত হইয়া উহার মধ্যে নূতন তাৎপর্য ও আকর্ষণীয়তা সঞ্চার করিল ও মানবের সহিত সম্পর্কস্থাপনের জন্য দেবতার আগ্রহাতিশয্যের সূত্র অনুসরণ করিয়া কবিও সাধারণ মানুষের প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইলেন। দেবতা যাহাকে চাহেন কবি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যে অনুপাতে দেবতা ঘরোয়া জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন, ঠিক সেই অনুপাতে সেই ঘরোয়া জীবনও কবির চক্ষে নূতন কৌতূহলের আকর হইয়া উঠিল। চণ্ডী ব্যাধ কালকেতুকে দয়া করিয়াছেন, অতএব ব্যাধের দারিদ্র্যবিড়ম্বিত, 'চোয়াড়' জীবনযাত্রা কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হইল—দেবানুগ্রহের সোপান বাহিয়া এই অনার্যজাতির প্রতিনিধি কাব্যকৌলীন্যের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইল। খুলনা-লহনা-ধনপতি-শ্রীমন্ত তাহাদের পারিবারিক জীবনের সমস্ত ছোটখাট কোন্দল ও ধনিগৃহের আদর্শহীন সংসারনীতি ও ভোগবিলাস লইয়া কবির বাস্তব চিত্রণে বিধৃত হইল—স্বর্গীয় আলোকসম্পাতে, বাঙ্গালী ঘরের এই সাদা-মাটা, আত্মতৃপ্ত ও সর্বতোভাবে আদর্শলোকের জ্যোতিঃসংস্পর্শ হইতে আড়াল-করা জীবনযাত্রা কবির আলোকচিত্র-যন্ত্রে ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠিল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভাবের পরিমণ্ডলে শাশুড়ী-ননদী, কলঙ্ক-পরিবারদের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী-জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতা স্থান পায় নাই। চণ্ডীমঙ্গলে কিন্তু আমাদের জীবনের সমস্ত ইতর কাকলী, সবটুকু মলিনতা ও স্থূল ধূলিঅবলেপ নিঃসংকোচে, মাতৃ-অঙ্কে ধূলিধূসরিত শিশুর ন্যায়, স্থান গ্রহণ করিয়াছে—দেবাশীর্বাদের পূতস্পর্শ উহার সমস্ত অশুচিকে শুচি করিয়া দিয়াছে।

(৫)

মুকুন্দরাম এই বাস্তবতার প্রবর্তক নহেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যে ইহার শ্রেষ্ঠতম, সাবলীলতম প্রকাশ। বিষয়নির্বাচনের দিক্ দিয়া তিনি বিশেষ মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না। যে সমস্ত বর্ণনা আমরা তাঁহার মৌলিক বাস্তবতার নিদর্শনরূপে উল্লেখ করিয়া থাকি সেগুলি দ্বিজ মাধবেও পাওয়া যায়, সুতরাং সেগুলি তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন নহে, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হইতেই প্রাপ্ত। বরং কোন কোন স্থলে দ্বিজ মাধবের সহিত তুলনায় মুকুন্দরাম অধিকতর আদর্শবাদী; বাস্তব ঘটনাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-সাধনার আদর্শে পরিমার্জিত করিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধবে কালকেতুর বিবাহব্যাপারে বরের পিতা সোজাসুজি কন্যার পিতার নিকট গিয়া

তাহার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে ও ব্যাধসুলভ সরলতার সহিত পণ নির্ধারণ করিয়াছে। মুকুন্দরামে কিন্তু এই সমস্ত দরদস্তুর ঘটকের মাধ্যমে সংঘটিত হইয়াছে, উচ্চ বর্ণের রীতিনীতি তিনি নির্বিচারে নীচ বর্ণে আরোপ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবে ধর্মকেতুর মৃত্যু ঘটিয়াছে সচরাচর বন্যপশুশিকারে নিযুক্ত ব্যাধের যেরূপ ভাবে ঘটিয়া থাকে—সিংহের আক্রমণে; অবশ্য নিদয়া উচ্চবর্ণসুলভ হিন্দু-আদর্শ অনুসরণে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া সহমরণে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিপুষ্ট মুকুন্দরাম কিন্তু এরূপ প্রাকৃত মৃত্যুতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ কাব্যের আভিজাত্য বজায় রাখিতে ধর্মকেতু-নিদয়াকে বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী পাঠাইয়াছেন। জাতকর্ম বা বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানেও তিনি ব্যাধপরিবারে ভদ্রঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের উৎসবকালীন সচ্ছলতার সহিত দৈনন্দিন সংসারযাত্রার দারিদ্র্য-বিড়ম্বনার যে অসামঞ্জস্য তাহা অবশ্য বাস্তব-জীবনে বিরল নহে; তথাপি মনে হয় যেন এইরূপ জীবনচিত্রণে কবি তাঁহার অবিসংবাদিত বাস্তববোধের সহিত কবিজনসুলভ আদর্শপ্রীতির খানিকটা সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন।

কিন্তু তথাপি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ, যে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রচুর জীবনরস-রসিকতা পাওয়া যায় তাহা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার কৃতিত্ব কেবল বস্তুসঞ্চয়ে নহে, বাস্তবরসের পরিবেষণ-নৈপুণ্যে। তাঁহার কাব্য হইতে কেবল যে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা নহে, ইহাতে সমাজ-জীবনের স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত গতিচ্ছন্দ, ইহার বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী মর্মস্পন্দন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম যে সহজ কৌতুক ও সুস্থ, বলিষ্ঠ উপভোগশক্তির সহিত তাঁহার আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আমাদের সাধারণ ঘরোয়া জীবনকে নূতনভাবে আস্বাদন করিতে শিখিয়াছি। তাঁহার প্রসন্ন কৌতুকপ্রিয়তা, বঙ্কিম কটাক্ষ, ঈষৎ তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গী দারিদ্র্যের ঊষর উপরিভাগের অভ্যন্তরে যে রসনির্ঝর প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই আবিষ্কার করিয়াছে। বস্তুর কারবারী ও বাস্তবরসের স্রষ্টা ঠিক এক নহে—বস্তুপুঞ্জ হইতে বাস্তবরস-নিষ্কাশন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী- ও শিল্পবোধ-সাপেক্ষ। ইংরেজী সাহিত্যে চসার বাস্তবরসের কবি, কেন-না, তিনি ইংলণ্ডে চতুর্দশ শতকের যে সমাজচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতথ্যসমূহ এক রসতরঙ্গে ভাসমান হইয়া তাহারই অঙ্গীভূত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকে ক্র্যাব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, দারিদ্র্যের নিরানন্দ, রক্তশোষী সংগ্রাম, রিক্ত জীবনের মানস ও অনুভূতিগত রিক্ততা

প্রশংসনীয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টিধর্মী দৃষ্টি-শক্তির অভাবে তিনি এই উপাদানসমূহকে রসে পরিণত করিতে পারেন নাই। সমসাময়িক যুগের কাব্যে যে অবাস্তব সৌন্দর্যবোধ ও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ পল্লীজীবনের আসল রূপটিকে আড়াল করিয়া উহাকে এক কল্পলোকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছে, ক্র্যাবের কবিতা তাহারই প্রতিবাদ; কিন্তু এই নিম্নতম মানের জীবনের প্রাণকেন্দ্র কোথায় তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি বস্তুর কবি, কিন্তু বাস্তবরসের কবি নহেন। মুকুন্দরামের বস্তুনিষ্ঠতা চসারের পর্যায়ের; জীবনের সমস্ত ত্রুটি-অসঙ্গতি-অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও ইহা যে প্রচুর আনন্দরসের উৎস ও উপভোগ্য আস্বাদ্যতার কারণ তাহা তিনি স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছেন ও পাঠককে অনুভব করাইয়াছেন।

মুকুন্দরাম-সম্বন্ধে একটি বহুপ্রচলিত মতবাদ এই যে, তিনি দুঃখবাদের কবি ও তাঁহার জীবনের অত্যাচার-উৎপীড়ন-জনিত তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যিনি জীবনরসরসিক কবি, তিনি জীবনে দুঃখ পাইলেও দুঃখকে খুব বড় করিয়া দেখেন না। তাঁহার কাব্যে দুঃখের উল্লেখ থাকিলেও তিনি দুঃখবাদের কবি নহেন। দুঃখের অভিজ্ঞতা তাঁহার মানস প্রবণতাকে এক বিশেষ রূপ দেয়, কিন্তু তাঁহার মনকে অপ্রীতিকর স্মৃতিরোমন্থন ও নৈরাশ্যবাদের অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখে না। কষ্টের খনিত্র দিয়া তিনি জীবনের ক্লেশবন্ধুর ভূমিকে কর্ষণ করিয়া তাহার মধ্যে স্নিগ্ধ সমবেদনা ও সরস কৌতুকের ভোগবতীধারা প্রবাহিত করেন। মুকুন্দরামের আত্মজীবন-কাহিনী মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি সনাতন ধারারই অনুবর্তন—প্রত্যেক কবিই গ্রন্থারম্ভে তাঁহার কিঞ্চিৎ বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বপুরুষ-সম্বন্ধে দুই-একটি বিচ্ছিন্ন তথ্য পাঠককে জানাইয়াছেন। কিন্তু মুকুন্দরামের হাতে পড়িয়া এই মামুলি আত্মপরিচয় এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, নিজ ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পটভূমিকায় সমগ্র যুগের পরিচয় উজ্জ্বল, অবিস্মরণীয় বর্ণে দীপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অবিচার-অরাজকতার স্বরূপ-উদ্ঘাটনে কবির কোন তীব্র উষ্মা বা মর্মদাহী জ্বালা প্রকাশ পায় নাই। যে লেখনীসাহায্যে তিনি প্রজাসাধারণের দুর্দশা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তিনি বিদ্রূপের বিস্ফোরক দ্রাবকরসে ডুবান নাই, তাহাকে এক শান্ত, কৌতুকস্মিত বিস্ময়বোধের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই অত্যাচারীদের প্রতি তিনি রক্তচক্ষু অভিশাপ বর্ষণ করেন নাই, সমস্ত ব্যাপারটির অহেতুক অসঙ্গতিটি তাঁহার মনে একটি কারুণ্যমিশ্রিত কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে। কবি

যেন এই নির্মম অত্যাচারের দ্রষ্টা-রূপে গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন যে, এই সুস্থমস্তিষ্ক, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনটা হঠাৎ পাগলামির খেয়ালে পরিণত হইল কি করিয়া? এই বেদনাবিদ্ধ আকস্মিক বিপর্যয়বোধই তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। অত্যাচারের নিষ্পেষণ-যন্ত্রে তিনিও ব্যক্তিগতভাবে পিষ্ট ও দলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসভঙ্গী বদলায় নাই, নিজের কথা বলিতে গিয়াও তাঁহার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তা অশ্রুবাষ্পোচ্ছ্বাসে অভিভূত হয় নাই। "তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান শিশু কাঁদে ওদনের তরে"—দারিদ্র্যের এই মর্মভেদী অনুভূতি তাঁহার শিল্পিজনোচিত প্রশান্তি ও সার্বভৌমতাবোধকে বিচলিত করে নাই। ঝটিকাতাড়িত বালুকণা যেমন বিলয়ের আশঙ্কার অপেক্ষা বায়ুসঞ্চরণের অভিনব অভিজ্ঞতার কৌতুকাবহ দিক্‌টি বেশী অনুভব করে, তেমনি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রলয়ঝটিকায় উন্মূলিত ও ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত এই কবিসত্তা নিজ ক্ষতি ও সর্বনাশের দিক্‌টা লঘু করিয়া, দেবীর প্রত্যাদেশে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফূরণজনিত আনন্দ, নূতন স্থানে আশ্রয়প্রাপ্তির নিশ্চিন্ত আরাম ও আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসকেই মুখ্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। হাস্যরসিকের বৈশিষ্ট্য ইহাই—জলসিক্ত রাজহংসের পাখার ন্যায় তাঁহার দুঃখ-আর্দ্র চিত্ত সংসক্ত দুঃখকণিকাগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলাইয়া আরও মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখায়।

কোন কোন সমালোচক কালকেতুর দ্বারা উৎপীড়িত পশুসমাজের অনুযোগের ভিতর তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার যে প্রতিধ্বনি, তাহার মধ্যে তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতার উদ্‌গিরণের নিদর্শন পান। কিন্তু সত্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা উহার তীব্রতা হারাইলে, উহার স্থূল বস্তুঅংশ ও মানস তীক্ষ্ণ অভিঘাত বর্জন করিয়া সূক্ষ্ম রস-রূপে, একটা ঊর্ধ্বায়িত নিরপেক্ষ অনুভূতিরূপে অধিষ্ঠিত হইলে তবেই উহাকে এক সম্পূর্ণ উদ্ভট প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়া অবিমিশ্র রসিকতার উপাদানে পরিণত করা সম্ভব। উত্তাপের আলোকে রূপান্তরের মত শিল্পিমনের রহস্যময় প্রক্রিয়ায় ব্যথা হাসিতে বিলীন হয়। এ যেন রূপকথার রাজকন্যার "হাসিতে মাণিক, কান্নায় মুক্তা" ঝরার মত ব্যাপার—হাসি ও কান্নায় তফাৎ যেন মাণিক ও মুক্তার মত। নিজের মর্মবেদনা পশুতে আরোপ করার পিছনে দুঃখবোধের স্থায়িত্ব ততটা নাই, যতটা আছে দুঃখক্লিষ্ট মনের স্থিতিস্থাপকতা। 'নেউগি চৌধুরী নই না রাখি তালুক'— এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য আত্মদুঃখ-নিবেদন নহে, জমিদার ও সাধারণ প্রজার মধ্যে ব্যবধানের ইঙ্গিত। ভালুকের বেনামীতে কবির অনুযোগ এই যে, যে অত্যাচার জমিদার-

ডিহিদারের উপর অনুষ্ঠিত হইলে বিধানসঙ্গত হইত, তাহা সাধারণ পশু বা মানবের উপর কেন অনুষ্ঠিত হইতেছে? ঝড় বড় গাছে লাগিলে কাহারও কিছু বলার থাকে না, কিন্তু ঘাসকে উৎপাটিত করিলে সঙ্গতিবোধ বিপর্যস্ত হয়। বড় শোষক ক্ষুদে শোষককে গ্রাস করিলে শোষণক্রিয়াই দণ্ডিত হয় ও ন্যায়নিষ্ঠার মর্যাদা রক্ষা হয়; কিন্তু যে সামান্য প্রজা সমস্ত মধ্যস্বত্বকেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত, তাহার উপর অনর্থক জুলুম কি শক্তির অপব্যবহার নয়? এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে, কবির কাতরতার মধ্যে তাঁহার প্রতি অনুষ্ঠিত আচরণের অসঙ্গতির অনুযোগই মুখ্য সুর। ইহা গভীর মর্মবেদনার অভিব্যক্তি নয়, হাস্যরসিকের তির্যক্ কটাক্ষ ও বিচারের কৌতুকাবহ মানদণ্ড। এই উক্তির গূঢ় তাৎপর্যটি বুঝিতে পারিলে পশুরাজ সিংহ যে ভালুককে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিতেন না তাহা নিশ্চিত এবং কবির আশ্রয়দাতা 'সুধন্য বাঁকুড়া রায়'ও যে তাঁহার শিরোপার ব্যবস্থা করিতেন না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"ফুল্লরার বারমাস্যা" দুঃখকাহিনী-বর্ণনাও সমালোচকগণ কবির দুঃখবাদ-প্রবণতা ও দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতির অকাট্য প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সহানুভূতি কবিমাত্রেরই থাকিবে ও তাঁহার মানসসৃষ্টি যদি দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে এই সহানুভূতি যে বহুলাংশে দারিদ্র্যের প্রতি তাহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার অপত্যস্নেহ প্রধানত অবলম্বন করিয়াছে কালকেতু-ফুল্লরা বা হর-গৌরীকে, তাঁহাদের দারিদ্র্যকে নহে। প্রতি পিতামাতা কানা ছেলেকেও ভালবাসে, কিন্তু সে কানা বলিয়া নহে। সমালোচকগণ ব্যাধজীবনের দৈনন্দিন অভাব-অনটন, উহার উপকরণের স্বল্পতাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু এই ঘটা করিয়া দারিদ্র্যবর্ণনার উপলক্ষের প্রতি তাদৃশ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। এই দারিদ্র্যের আড়ম্বর যে সম্ভাবিত সপত্নীকে তাড়াইবার কৌশলমাত্র, ফুল্লরার মনের কথা নয়, দুঃখবাদগ্রস্ত, আধুনিক সমালোচক তাহা বুঝিবেন না। হয়ত এই চিত্রের মধ্যে তথ্যগত অতিরঞ্জন না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার ভাবগত প্রেরণা যে করুণরস-উদ্দীপন নহে, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ফুল্লরা কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তাহার গৃহস্থালীর রিক্ততা ও তাহার জীবন-সংগ্রামের তীব্রতার মসীময় চিত্র আঁকে নাই, এক 'উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা' অবাঞ্ছিত আগন্তুককে বিদায় দিবার জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছে। তাহা না হইলে সে এতদিন এ সম্বন্ধে নীরব ছিল কেন? যখন চণ্ডীর ছলনায় শিকার না পাওয়ার দিন সে সই-এর কাছে চাল ধার করিতে গেল, ও পূর্ব-ঋণ পরিশোধ না করার খোঁটা নিঃশব্দে পরিপাক করিল,

তখন তাহার ত এই দারিদ্র্যবিলাসের কোন চিহ্নই দেখি না। আমাদের আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদী মন মাস হইতে মাসান্তরে প্রসারিত অভাবের এই সুদীর্ঘ, ক্রমবর্ধমান তালিকা দেখিয়া মধ্যযুগীয় বাংলাতেও যে সমাজতন্ত্রী কবি ছিল এই নিজ মনের মত সত্য প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কিন্তু এই চিত্র আঁকিবার সময়ে কবি যে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন অশ্রুমোচন করিতেছিলেন না, পরন্তু বিবদমানা দুই নারীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া ও তাহাদের বিভিন্নভাব-প্রতিবিম্বী মুখের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিলেন—এই দৃশ্য বোধ হয় আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

হর-গৌরীর দারিদ্র্যও সেই একই মনোভাবের দ্যোতক। দেবম হিমা-কীর্তক মঙ্গল-কাব্যের পটভূমিকায় দারিদ্র্যের এই চিত্র ইহাকে গুরুত্ব দিবার জন্য নহে, ইহাকে লঘু করিয়া দেখিবার জন্য। যেখানে স্বয়ং শিব ভিখারী ও অন্নপূর্ণা অন্নরিক্তা, সেখানে তোমার আমার দারিদ্র্যের প্রতি অনুযোগে উচ্চকণ্ঠে গগন বিদীর্ণ করিবার কি অধিকার আছে? পৃথিবীর যত অনাহার-অর্ধাশনক্লিষ্ট জনসাধারণ সকলেই হর-গৌরীর পরিবারভুক্ত। দরিদ্রের দেবতাকে আমাদের মাঝে পাইয়াও কি দারিদ্র্য আমাদের বিভীষিকা হইবে? আর ইহা কি বুঝিতেছ না যে ইহা সমস্তই মায়াপ্রপঞ্চ, দেবের ছলনা? যে অন্নপূর্ণা অন্নবিহনে স্বামী ও পুত্রকন্যাকে উপবাসী রাখিতে বাধ্য হইতেছেন, তিনিই আমার ভক্ত কালকেতুকে সাত ঘড়া মোহর দান করিতেছেন। সুনিপুণ গৃহিণীর ন্যায় ইহার এক ঘড়া নিজের জন্য রাখিলেই ত তিনি এই তিক্ত গৃহবিবাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন। অতএব দারিদ্র্যের জন্য বৃথা মাথা না ঘামাইয়া যিনি কটাক্ষমাত্রে রিক্ততাকে রাজৈশ্বর্যে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহারই চরণাশ্রয় ইহকাল ও পরকাল এই উভয় অবস্থারই যে কাম্য এই সত্য হৃদয়ঙ্গম কর। কবি আমাদের এই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে আমরা বুঝিতেছি অন্যরূপ।

আসল কথা দুঃখদারিদ্র্যের প্রসঙ্গ কাব্যে উত্থাপন করিলেই কবি দুঃখবাদী হন না। আমরা তাঁহার অভাবের তালিকা দেখিতেছি, তাঁহার দুঃখজয়ী মনোভাবকে ঠিক গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। এই দুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকারত্ব, দুঃখ-সচেতনতার একান্ত অভাব, দুঃখে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও জীবন রসের উপভোগ—ইহাই ইতিহাসের যুগযুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গালী নিম্নতর সমাজের বৈশিষ্ট্য ও টিকিয়া থাকিবার রহস্য। ফুল্লরার জীর্ণ কুটীরে পাতার ছাউনি ও ভেরেণ্ডার থাম কালবৈশাখীর ঝড়ে উড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কিন্তু যে অবিচল শান্তি ও সন্তোষ,

স্বামিসৌভাগ্যের যে সুদৃঢ় স্তম্ভাশ্রয় তাহার গার্হস্থ্য জীবনকে আচ্ছাদন ও স্থায়িত্ব দিয়াছে তাহার উপর ঝটিকার কোন এক্তিয়ার নাই। পাত্রের অভাবে সে মেজেতে গর্ত খুঁড়িয়া আমানি রাখে, কিন্তু তাহাতে আমানির স্বাদুতার বিন্দুমাত্র অপচয় ঘটে না। যে কবি অভাবপীড়িত কালকেতুর অন্নের গ্রাসকে 'তে-আঁটিয়া তালের' সহিত তুলনা করিয়াছেন, তিনি যে অভাবের শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন এমত বোধ হয় না। জানিনা চণ্ডীপূজার সহিত ব্যাধ-জীবনের সম্বন্ধ কি সূত্রে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন চণ্ডীপূজার যে স্মৃতির ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে ব্যাধোপাখ্যান-শ্রবণ পূজার একটা অপরিহার্য অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যাধের সঙ্গে সঙ্গে অনার্যজাতির হীন মানের জীবনযাত্রার চিত্র আসিয়া পড়িয়াছে; এবং এই চিত্রাঙ্কনের জন্য মুকুন্দরাম দারিদ্র্যের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন কবি বলিয়া সমালোচক-মহলে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার বিষয়নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকিলে এই মন্তব্যের যথার্থ্য অনস্বীকার্য হইত। কিন্তু দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম উভয়ের কাব্যেই ঘটনাগুলি সাধারণ থাকায়, মুকুন্দরামের সহানুভূতির প্রমাণ খুঁজিতে হইবে তাঁহার বিষয়বিন্যাসের মধ্যে নহে, আলোচনাপদ্ধতি হইতে অনুমিত তাঁহার মনোভাব ও জীবনদর্শনে।

(৬)

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের মধ্যে তুলনা করিলে উহাদের মধ্যে বাস্তবরসের আপেক্ষিক প্রসারসম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে। মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে, দ্বিজ মাধবে বাস্তবতার অঙ্কুর আছে, কিন্তু ইহা শাখা-পল্লবে, ফুলে-ফলে ব্যাপ্ত হয় নাই। তিনি যেখানে বাস্তব তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও স্বচ্ছন্দ গতি ও পরিপূর্ণ প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই, তাঁহার বস্তুবর্ণনার মধ্যে খানিকটা আড়ষ্ট ভাব রহিয়া গিয়াছে। বস্তুবিন্যাসকে চারুশিল্পে পরিণত করিতে হইলে প্রয়োজন প্রশস্ত পরিবেশ ও কবিচিত্তের সহজ উল্লাস। বর্ণনীয় বিষয় যে আত্মপ্রসারণের উপযোগী বিস্তারভূমি পাইয়াছে ও লেখকের বর্ণনাভঙ্গী যে তাঁহার জীবনরসিকতার পরিচয় বহন করিতেছে, এই দুইটি সর্ত পূর্ণ না করিলে বাস্তবরসের কবি হওয়া যায় না। দ্বিজ মাধব তাঁহার পর্যাপ্ত বস্তুসঞ্চয়ের মধ্যে সহজ গতিচ্ছন্দ আনিতে পারেন নাই, বা তাঁহার বস্তুর প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহার চিত্তের আনন্দহিল্লোলও আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

হর-গৌরীর পারিবারিক জীবন তাঁহার কাব্যে স্থান পায় নাই; দরিদ্রের ঘরের গৃহিণী, সাংসারিক কর্তব্যভারে ক্লিষ্টা গৌরী তাঁহার কাব্যে উগ্রপ্রকৃতি,

মঙ্গলদৈত্যসংহারিণী চণ্ডী। কালকেতুর মাতার গর্ভসঞ্চারের সহিত কবির ঊর্ধ্বলোক-সঞ্চারিণী কল্পনা মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে—নিদয়ার গর্ভযন্ত্রণা কতকটা বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, তবে ইহার মধ্যে বাস্তবরসবিস্তারের যে সুযোগ ছিল, কবি যেন তাড়াতাড়িতে তাহার সবটা গ্রহণ করেন নাই। মুকুন্দরামে গর্ভবতী ব্যাধরমণীর সাধভক্ষণের যে আয়োজনকে আশ্রয় করিয়া কবি তাঁহার জীবনরসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, দ্বিজ মাধবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কালকেতুর শৈশব-জীবনের যে অনুপম চিত্র আমরা মুকুন্দরামে পাই, দ্বিজ মাধবে তাহার একটা সংক্ষিপ্তসার মাত্র আছে—বর্ণনার যেরূপ সরস, সাবলীল ও পূর্ণাঙ্গ বিস্তারে রস সৃষ্টি হয় দ্বিজ মাধব ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। মাধব এক নিঃশ্বাসে কালকেতুকে শৈশব হইতে যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—শৈশবক্রীড়া ও বাঁটুলদ্বারা পক্ষিশিকারে শিক্ষানবিসির রস উপভোগ করিবার পূর্বেই তাহাকে জীবিকার্জনের জন্য পশুবধে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। মুকুন্দরামে ক্রীড়ারত 'শিশু মধ্যে মোড়ল' ব্যাধবালকের উপর পৌরাণিক রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের খানিকটা ছায়াপাত হইয়াছে, তাহার অসাধারণ শক্তিসামর্থ্যের ভিতর দিয়া তাহার মধ্যে একটা বৃহত্তর সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করি; মাধবের কাটা-ছাঁটা, স্বল্পতম তথ্যমাত্রে সীমাবদ্ধ বর্ণনা আমাদের মনে কোন উদারতার কল্পনা জাগায় না। কালকেতুর বিবাহবর্ণনা দ্বিজ মাধবে খুব সংক্ষিপ্ত, এবং উহার বৃহত্তর অংশ দুই বৈবাহিকের মধ্যে পণনির্ধারণ লইয়া ব্যাপৃত; বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান, অনার্য-বিবাহে মন্ত্রপাঠের মত, অনেকটা নমো নমো করিয়া সারা হইয়াছে; রন্ধনের তালিকা ও ব্যাধের রুচি ও অর্থসঙ্গতির মানদণ্ডে খুব স্বল্পোপকরণ। মুকুন্দরামে বিবাহের কৌতুকরস, প্রাকৃত নর-নারীর সহজ আনন্দ সমস্ত বর্ণনার বাহুল্য ও প্রসারের মধ্য দিয়া সুপ্রচুর ধারায় প্রবাহিত। বিবাহপূর্বের ক্রিয়াকাণ্ড প্রায় সমস্তই বৈদিক-নির্দেশানুসারী, ও বিবাহোৎসবের মধ্যেও উচ্চবর্ণসুলভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেরই প্রাধান্য। অবশ্য গৃহসজ্জা-যৌতুক-উপহারের মধ্যে ব্যাধ-জীবনের বাস্তব রুচি ও বৃত্তির কথা লেখক বিস্মৃত হন নাই। মাধব বিবাহসভায় উপস্থিত ব্যাধরমণীগণের শরীরের দুর্গন্ধ ও উদ্ভট সাজসজ্জার কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের কৌতুকরস উদ্রিক্ত করিতে চাহিয়াছেন। মুকুন্দরাম কিন্তু উৎসবের সমীকরণশক্তির মধ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের সমস্ত ভেদকে বিলুপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার এয়োরা আচরণ ও বেশভূষায় কোন অনার্যজাতিসুলভ বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন বহন করে না। মাধব ধর্মকেতুর জীবনাবসান ঘটাইয়াছেন খুব স্বাভাবিক উপায়ে—বন্য পশুর আক্রমণে; ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিশাসিত মুকুন্দ কিন্তু তাহাকে বারাণসীধামে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাইয়াছেন ও প্রতিদিনকার

সম্বলহীন কালকেতুর দ্বারা উচ্চবর্ণের অনুকরণে পিতামাতার জন্য মাসিক বৃত্তিপ্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যাধের এই পরিণাম হয়ত ঠিক বাস্তবানুগামী নহে, কিন্তু পূর্বাপরসঙ্গতির দিক্ দিয়া অত্যন্ত উপযোগী। কালকেতুর বিবাহসভায় যে বৈদিক-অনুষ্ঠান-প্রাধান্য ও তাহার ভবিষ্যজ্জীবনে চণ্ডীর অনুগ্রহে তাহার যে আভিজাত্যে উন্নয়ন তাহাদেরই সহিত মিল রাখিয়া তাহার পিতামাতার এই বারাণসী-প্রয়াণ।

কালকেতুর পশুশিকার-কাহিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া মুকুন্দরামের কাব্যরস, হাস্যরসিকতা ও রূপকের আরোপদক্ষতা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন পশুর চরিত্রসৃষ্ঠি, তাহাদের উক্তির মধ্যে চরিত্রানুযায়ী সঙ্গতিবিধান ও কবির নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এই আরণ্যক নাটকে মানব-জীবনের কৌতুককর সাদৃশ্য-আরোপ —এই সমস্ত মিলিয়া একটি উপভোগ্য নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে। কবিপ্রতিভার যাদুস্পর্শে বন যেন লোকালয়ের মত মুখর হইয়া উঠিয়াছে; পশুদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের কাতর কলরবের বিচিত্র ঐকতান, তাহাদের জীবনস্পৃহার রসোচ্ছল আকুতি, মানব-সমাজের অনুকরণে পশুসমাজের অধিকার-কর্তব্য-নির্দেশ কবিমানসের একটা গভীর আলোড়ন, একটা উতরোল প্রাণ-হিল্লোলের সংবাদ বহন করে। এই কাহিনী যেন কবির বেদনাময় পূর্বস্মৃতি ও দীর্ঘসঞ্চিত কৌতুকরসকে জাগাইয়া দিয়া তাঁহার মনোরাজ্যে একটা বিরাট্ তোলপাড়ের সৃষ্ঠি করিয়াছে ও তাঁহার সরস বর্ণনাকৌশলের ভিতর দিয়া এই উত্তেজনার ঢেউ পাঠকের হৃদয়তটে আসিয়া প্রহত হইতেছে। অবশ্য দ্বিজ মাধবেও পশুজগতের এই জীবনচাঞ্চল্যের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মুকুন্দ যেমন প্রাণের গভীর অনুভূতি ও নাটকীয় রসসৃষ্ঠির উদগ্র বাসনা লইয়া এই চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত মাধবের ক্ষীণ ঔৎসুক্যের তুলনা হয় না। আখ্যানভাগ উভয়ের মধ্যে কেহই উদ্ভাবন করেন নাই—উভয়েই ইহা কোন-এক সাধারণ ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কবিচিত্তের ভাবাসঙ্গসৃজনের কোন এক নিগূঢ় সূত্র ধরিয়া এই কাহিনীটি মুকুন্দরামের অন্তর্জগতের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছে; অকস্মাৎ তাঁহার পূর্বজীবনের উৎপীড়নের স্মৃতি ইহার সহিত যোগ দিয়া তাঁর মর্মকোষ-ক্ষরিত প্রাণরসে ইহাকে অভিষিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কবির বেদনা কেমন করিয়া কৌতুকরসে, জীবনকৌতূহলে পরিণত হইয়াছে; বেদনার বিস্মৃত হৃদয়াবেগ বাস্তবচিত্রণের বর্ণাঢ্যতাবিধানের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ইহার রূপ বদলাইয়াছে, কিন্তু শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের এই প্রাণিজগতের চিত্র কবিমনস্তত্ত্বের এক কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শনরূপে বাংলাসাহিত্যে চিরন্তনতা লাভ করিবে।

তারপর মুরারি শীল ও ভাঁড় দত্ত মধ্যযুগীয় বাংলাসমাজের এক নূতন স্তরের প্রতিনিধিরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুইটি চরিত্রও সাধারণ ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। দ্বিজ মাধবে যে বেনের নিকট কালকেতু চণ্ডীদত্ত অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইতে গেল তাহার নাম সোমদত্ত। মুকুন্দরামের সহিত তুলনায় এই আখ্যানভাগ অনেক নীরস ও সংক্ষিপ্ত। এখানে খুড়া আছে, কিন্তু খুড়ার উপযুক্ত সহধর্মিণী, তাহার শাঠ্যের সহযোগিনী খুড়ী নাই। ধার শোধ দিবার ভয়ে বেনের আত্মগোপন, রঙ্গমঞ্চে বেনেনীর আবির্ভাব ও স্তোকবাক্যে কালকেতুকে এড়াইবার চেষ্টার মধ্যেই আবার নূতন ধারের প্রস্তাব, লাভের গন্ধ পাইয়া খিড়িকি দরজা দিয়া বেনের প্রবেশ, কালকেতুকে ঠকাইবার ফিকির ও শেষ পর্যন্ত দেবীর আকাশবাণী শুনিয়া ভক্তিতে নয় ভয়ে, বাধ্যতামূলক সাধুতার অবলম্বন—এ সমস্ত মাধবের গ্রন্থে নাই। এই তথ্যসমাবেশের মধ্যে যে প্রাণের ঝলক, ধর্মনীতি-নিরপেক্ষ নিছক অস্তিত্বের যে আনন্দ তাহাই এই ক্ষুদ্র ঘটনাসংস্থানকে একটি কৌতুকোজ্জ্বল জীবন-নাট্যের রূপ দিয়াছে। দ্বিজ মাধবে ঠকাইবার একটা প্রাণহীন উদ্যম আছে, কিন্তু বেনে আকাশবাণীর সাহায্য ব্যতিরেকেই অঙ্গুরীয়টি যে চণ্ডীর ধন তাহা বুঝিয়া তাহার ঠকাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। তবে দ্বিজ মাধব যে এই বিষয়ে তাঁহার পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে প্রথাবদ্ধতার আফিং-এর নেশায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত এই দুই ছত্রে মিলে:—

চাকর ধরিল বীরে তারে কিছু দিয়া।
ছালায়ে ভরিয়া ধন লই যায়ে বহিয়া।।

বাস্তব জীবনের ভগ্নদূত এই চাকর ও বাস্তব দারিদ্র্যের প্রতীক বহিবার ছালা কবিকল্পনার নেপথ্যলোক হইতে অতর্কিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইহাকে বস্তুরাজ্যের অঙ্গীভূত করিয়াছে। মুকুন্দরাম আকাশবাণীর সহিত তাঁহার বাস্তব-বোধের একটা আপস-নিস্পত্তি করিয়া এই দেব-প্রত্যাদেশকে কেবল বেনেরই গোচরীভূত করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতেও সংশয়বাদীরা আকাশবাণীর সার্বজনীন পরিবেষণে ঠিক রাজী ছিল বলিয়া মনে হয় না।

নগরপত্তন-ব্যাপারেও বাস্তববোধ ও প্রথানুসৃতির মধ্যে একটা সন্ধিবন্ধন-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নগরের ঐশ্বর্য ও আয়তন পৌরাণিক যুগের স্বর্ণলঙ্কার

আদর্শে নির্ধারিত হইয়াছে—মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি অতিস্ফীত কল্পনার প্রভাব বহন করে। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে এই অলৌকিক সমৃদ্ধিবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কোন অসতর্ক মুহূর্তে বাস্তব অবস্থার দুই-একটি ইঙ্গিত কবিকল্পনার শাসন অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এক দিকে "ইন্দ্রনীল-পাষাণে রচিত কৈল পোতা"; আবার অন্যত্র "চারি হালা খড়েতে ছাইল চারি পাট"—মনে হয় যেন কবি সৌধকিরীটিনী, রত্নদীপ্তিমণ্ডিতা কোন পৌরাণিক পুরীর কল্পনার সহিত তাঁহার বাস্তব প্রতিবেশের খড়ো ঘরের প্রত্যক্ষতাকে মিশাইয়াছেন।

এই কল্পনাবাস্তবের সংমিশ্রণ-ব্যাপারে দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ একই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবেও দেখি "কনক কলসী ভরি প্রজা খায়ে পানি"; কিন্তু ছেলেদের খেলা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি চোখে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন—"আনিয়া পোতলা ভাল নাচায়ে ছাওয়ালে।" যেখানে প্রজাসাধারণ সোনার কলসী হইতে জল পান করে, সেখানে ছেলেদের খেলার জন্য অন্তত সোনার ভাটার ব্যবস্থা করিলে কল্পনার সঙ্গতি রক্ষা হইত। মধ্যযুগীয় বাংলা কবির ভূগোলতত্ত্ব-বিশারদ হওয়ার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, তথাপি নবনির্মিত ও পুরাতন দুইটি নগরের নামাকরণ-ব্যাপারে কলিঙ্গ ও গুজরাট এই দুইটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদের নাম কেন ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা কৌতুহলপূর্ণ অনুমানের ব্যাপার। কলিঙ্গ যাহা হউক প্রতিবেশী প্রদেশ—মেদিনীপুর হইতে উড়িষ্যার ব্যবধান তখনকার দিনের পক্ষেও খুবই সামান্য। কিন্তু ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তস্থিত সমুদ্রতরঙ্গ-বিধৌত গুজরাট দেশ কেন যে বাঙ্গালী কবির কল্পনাকে অধিকার করিয়াছিল তাহার কারণ ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। ষোড়শ শতকে ঐতিহাসিক সংঘটনের দিক্ না হইলেও হয়ত কোন ধর্মগত আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া গুজরাট বাংলার মনোরাজ্যের অতি সন্নিহিত হইয়া থাকিবে। তবে উভয় কবিই কলিঙ্গ-গুজরাটের দূরুত্ব কমাইয়া উভয় দেশকে প্রতিবেশী রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন।

নূতন সহরে প্রজা বসাইবার জন্য আকিঞ্চন, আগন্তুক জনসংঘকে বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা, নানাজাতির আগমন ও বৃত্তিবৈচিত্র্য ও মণ্ডল বা দেশমুখের পদগৌরব লইয়া ঈর্ষা-প্রতিযোগিতা—উভয় কবিই সরস বাস্তববোধের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। মাধবে দেখি যে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পাইয়াই গ্রাম-প্রধান বুলন মণ্ডল কলিঙ্গ হইতে সমস্ত প্রজা পাঠাইয়া আনিয়া গুজরাটে বসতি স্থাপন করিল। কিন্তু মুকুন্দরামের গ্রন্থে এই migration বা দেশত্যাগের ব্যাপারটি এত সহজে সম্পন্ন হয় নাই। তখনকার যুগে ধর্মবিশ্বাসের বোধ হয় খানিকটা শিথিলতা আসিয়া

থাকিবে; কেন-না, দেবীর স্বপ্নাদেশকে মণ্ডল নিছক স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিল। দেবীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অতিবর্ষণের ফলে জলপ্লাবন ঘটাইয়া কলিঙ্গদেশের প্রজাকে দেশত্যাগে বাধ্য করিতে হইল। কিন্তু তথাপি দৈব অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই দেশত্যাগের প্রবল প্রেরণা যোগাইল। কলিঙ্গরাজ যে এই দুর্দৈবপ্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের খাজনা মাপ করিবেন না এবং কালকেতুর নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে যে তিন বৎসর রাজস্ব দিতে হইবে না, দেবমহিমার সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংশ্লিষ্ট এই হিসাবী মনোবৃত্তিই তাহাদের শেষ সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হইয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্য মনোযোগ দিয়া পড়িলে বোঝা যায় যে, সমসাময়িক সমাজের বাস্তব প্রেরণাই কেমন করিয়া দৈবপ্রভাবের সার্বভৌম প্রসারের মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। সমুদ্রের নির্দেশে কলিঙ্গদেশকে ভাসাইবার জন্য সমস্ত নদনদীর উল্লসিত দ্রুতধাবন কবির বর্ণনার মধ্যেও সরস গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছে। এই সর্বভারতীয় নদীসংঘের অধিবেশনের পরিকল্পনাটি মুকুন্দরামের নিজস্ব। সুদূর ইংলণ্ডের সমসাময়িক কবি স্পেন্সার তাঁহার *Faery Queene* কাব্যে টেম্‌স্ ও মেডওয়ের বিবাহ উপলক্ষে ইংলণ্ডের সমস্ত নদনদীকে বিবাহবাসরে আমন্ত্রণ করিয়াছেন ও বিপুল বিচিত্রনামা জলরাশির কল্লোলিত শোভাযাত্রা-সমারোহের একটি মনোজ্ঞ, কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, পৃথিবীর অপর প্রান্তে অবস্থিত বঙ্গীয় কবির মনেও ঠিক সেই সময়ে অনুরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। পার্থক্য এই যে, স্পেন্সারের নদনদীবৃন্দ বিবাহের আমন্ত্রিত অতিথিরূপে সভ্য-ভব্য-বেশে ও শালীন গতিচ্ছন্দে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছে। মুকুন্দরামের স্রোতস্বরীসমূহ প্রলয়কালীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধ্বংসাত্মক গতিবেগ লইয়া এই সংহারযজ্ঞে অবতীর্ণ হইয়াছে। মনে হয় যে, মুকুন্দরামের নদীগুলি যেন মনসামঙ্গলের সর্পগোষ্ঠীরই এক প্রাকৃতিক সংস্করণ—তাহাদের সর্পিল গতি ও হিংস্র উদ্দেশ্য মনসামঙ্গলের ক্রুর জিঘাংসা দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি ও ব্যবসায়বৃত্তির প্রতিনিধি এই নূতন সহরে বাস করিতে আসিল, তাহাদের মাধ্যমে ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা-সমাজবিন্যাসের একটা অতি তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক ছবি পাওয়া যায়। এই বিবৃতি মাধবের গ্রন্থে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত, মুকুন্দরামে আরও বিস্তৃত ও রসাল। ব্রাহ্মণের যে সমস্ত গোত্র ও গাঁই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এখন বৃহত্তর কয়েকটি সুপরিচিত গোষ্ঠিতে সংহত হইয়াছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে কায়স্থের উল্লেখ কবির বিশেষ ঔৎসুক্যের পরিচয় বহন করে—সম্ভবত কায়স্থ-কুল-তিলক ভাঁড়ু দত্তের মহিমারশ্মি সমস্ত জাতির উপরই বিচ্ছুরিত হইয়াছে। কায়স্থের কৌলীন্যগর্ব ও নেতৃত্বস্পৃহা

যেন ব্রাহ্মণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। মসীজীবি-সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততা প্রথম কায়স্থের মধ্যেই স্ফুর্ত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের বহুল-বিভক্ত সাম্প্রদায়িক সংস্থিতি ও তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সরস বর্ণনা এক সমৃদ্ধ, প্রাণবেগচঞ্চল, দৃঢ়সংহত সত্তার ধারণা জন্মায়। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, ষোড়শ শতকের শেষপাদ যেন হিন্দুসমাজের একটি স্বর্ণযুগ—ভেদের দুর্বলতা নাই, কিন্তু বৈচিত্র্যের বহুমুখী কর্মোদ্যম ও সংহত সমবায়শক্তি আছে।

এই সমাজবিন্যাসের সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক স্তর হইতেছে নবাগত মুসলমান-সমাজ-সম্বন্ধীয়। তিন শত বৎসরের একত্রাবস্থানের ফলে মুসলমান জাতি যে বাঙ্গালী সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে ও তাহাদের মধ্যেও যে ধর্মগত ঐক্যের মধ্যে বৃত্তিগত নানা বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সরস বর্ণনা আমরা চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে পাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলমানের উল্লেখে কোন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা তিক্ত মনোভাবের চিহ্নমাত্র নাই। সেইজন্য মনে হয় যে, সে যুগে হিন্দুসমাজের উদার পরমতসহিষ্ণুতা ও সুস্থ সংহতিবোধ প্রবল ছিল। মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতায় ডিহিদার মামুদ শরীফের যে অংশ ছিল, কবি তাহাকে বৈষয়িকতার সীমাতেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য আরোপ করেন নাই। দ্বিজ মাধব দুইটি সংক্ষিপ্ত ত্রিপদী পংক্তিতে মুসলমান সমাজের ধর্মপরায়ণতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

বৈসয়ে মুসমান পড়ে কিতাব কোরাণ
নমায়াজ পড়ে পাঁচবার।
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাঢ়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার।।

মুকুন্দরামের বর্ণনা আরও বিস্তৃত ও বাস্তবগুণসমৃদ্ধ। মুসলমানের জীবনযাত্রার যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা এক দিকে যেমন সত্যানুগ, অন্য দিকে তেমনি সহৃদয়। তাহাদের ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে যে গোঁড়ামির সংমিশ্রণ ছিল তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টি কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই ঃ—

বড়ই দানিশবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া চেলার মারে বাড়ি।।

হিন্দুর চক্ষে মুসলমানের আচার-ব্যবহারের অপরিচ্ছন্নতার প্রতি কবি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই—"ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত"। বর্তমানকালেও জীবিকার জন্য মুসলমানেরা যে নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে ও বৃত্তি অনুসারে নানা বিচিত্র আখ্যায় আখ্যায়িত হয়, তাহার ভিত্তিপত্তন মুকুন্দরামের যুগেই হইয়া থাকিবে। কালকেতুর রাজত্বে এই দুই প্রতিবেশী সমাজ আপন আপন বৃত্তি ও ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া পরম সৌহার্দ্যের সহিত বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। হিন্দুরচিত কাব্যে মুসলমানের এই অপক্ষপাত ও সহৃদয় চিত্রণ বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

(৭)

এইবার চরিত্রচিত্রণের দিক্ দিয়া চণ্ডীমঙ্গলের সার্থকতম সৃষ্টি ভাঁড়ু দত্তের বিষয় আলোচনা করিলেই ভূমিকাটি সম্পূর্ণ হইবে। মাধব ও মুকুন্দের ভাঁড়ু বিষয়ক আখ্যান অনেকটা পরস্পরের পরিপূরক। মাধব বলেন যে, ইদিলপুর হইতে যে শঠপ্রকৃতি ষোল শত প্রজা আসে, ভাঁড়ু তাহাদের অন্যতম ও সে বিনা খাজানায় নগরে সাতখানা বাড়ী তৈয়ার ও অধিকার করে; কিন্তু ভবিষ্যতে যখন কর নির্দ্দিষ্ট হইবে, তখন সে খাজানা কেমন করিয়া দিবে কালকেতুর এই সতর্কবাণী উচ্চারণের ফলে সে ছয়খানি বাড়ী ছাড়িয়া দেয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সহিত ভাঁড়ুর ঠকাম ও নানা মিথ্যা অজুহাত ও ভীতিপ্রদর্শনে তাহাদের নিকট ভোজ্যদ্রব্যাদি আদায়ের কাহিনী মাধব সবিস্তারে ও সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভাঁড়ুর ভয়ে কালকেতুর নিকট কোন প্রবঞ্চিত ব্যবসায়ী নালিশ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু তৎপরদিন সভায় বুলন মণ্ডলকে গ্রাম্যপ্রধানের পুষ্পচন্দন দেওয়াতে ঈর্ষ্যাবশে ভাঁড়ু কালকেতুকে কটূক্তি করায় তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কালকেতুর বন্ধনমুক্তির পরে ভাঁড়ুর সহিত মহাবীরের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় কালকেতুর হুকুমে তাহার মাথা মুড়াইয়া ও তাহার গালে চুণকালি দিয়া তাহাকে নগর হইতে বাহির করা হইল ও মুণ্ডিতমস্তক ভাঁড়ু নিজ লজ্জা ঢাকিবার জন্য সে যে গঙ্গাসাগর মাথা মুড়াইয়াছে ইহাই প্রচার করিতে লাগিল। মাধব এইখানেই ভাঁড়ু- উপাখ্যানের উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন।

মুকুন্দরামের বর্ণনাভঙ্গী আরও সরস ও ব্যঙ্গের তির্যক্ ব্যঞ্জনা আরও তীক্ষ্ণ সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর নিকট আসিয়াছে কোন দলে মিশিয়া

নয়, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদের দৈন্যের অন্তরালে আত্মশ্রেষ্ঠতাবোধের একক স্বাতন্ত্র্যে। সে আসিয়াই উচ্চকণ্ঠে নিজ কুলগরিমা ঘোষণা করিয়া মণ্ডলপদের ও সকল রকমের সুখসুবিধা-প্রাপ্তির জন্য নিঃসংকোচে দাবী জানাইয়াছে। কূটকৌশলী জমিদার-কর্মচারীর ন্যায় প্রজার নিকট কি প্রকারে পাওনাগণ্ডা আদায় করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সে কালকেতুকে অযাচিত সদুপদেশ দিয়াছে। যে বুলন মণ্ডলকে কালকেতু প্রধানের মর্যাদা দিয়াছে সে যে ভাঁড়ুর তুলনায় অতি তুচ্ছ তাহাও বলিয়াছে। অযোগ্য পাত্রে আস্থাস্থাপনের কুফল যে কি তাহা কবি ভাঁড়ুর মুখ দিয়া তীক্ষ্ণাগ্র, অবিস্মরণীয় প্রবাদবাক্যের মধ্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

"নফরের হাতে খাণ্ডা বহুড়ীর হাতে ভাণ্ডা
পরিণামে দেয় অতি দুখ।"

মুন্দরামে ভাঁড়ু দত্তের হাটুরিয়াদের নিকট তোলা দাবী ও তাহাদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী দ্বিজ মাধবের মত এত তথ্যবহুল ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচায়ক নহে। তাহার আচরণ সোজাসুজি লুটতরাজ ও জোরজবরদস্তি—ইহার মধ্যে কোন সূক্ষ্মতর উপায়নৈপুণ্যের নিদর্শন মিলে না। তাহার পুত্রকন্যাও এই অত্যাচারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে—পুত্রের জ্বালায় ঝি-বৌ-এর বাড়ীর বাহির হওয়া দায় ও কন্যার কোন্দলপটুতা ও দাম না দিয়া হাঁড়ি ও মাছ আদায় করার অভ্যাস সমস্ত পরিবারটিকে এক সাধারণ হীনতায় চিহ্নিত করিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া মহাবীরের সহিত তাহার বচসা ও মহাবীর-কর্তৃক তাহার মণ্ডলপদচ্যুতি—'প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।' মুকুন্দরামের কাব্যে ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজের সৈন্যদলে থাকিয়া কোটালকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছে ও কোটাল যখন রণে ভঙ্গ দিতে উদ্যত তখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া পুনরায় যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য করিয়াছে। ভাঁড়ুর এই বৈরনির্যাতন-স্পৃহা এক চমৎকার রণনীতির ন্যায় ফলপ্রসূ হইয়ছে। পরাজিত শত্রুর পুনরাক্রমণে কালকেতু এক অজ্ঞাত বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া ফুল্লরার পরামর্শে ধান্যঘরে লুকাইয়াছে। সে বনে বাঘভাল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে ও অপরিমিত শক্তির অধিকারী; কিন্তু সত্যিকার ক্ষাত্র সংস্কার ও বীরত্বাভিমান তাহার নাই। কাজেই ক্ষত্রধর্মবিগর্হিত এই পলায়নে তাহার চিত্তে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নাই। মুকুন্দরাম তাহার বীরত্বের অদর্শচ্যুতি দেখাইয়া তাহার চরিত্রের বাস্তবানুগামিতা চমৎকারভাবে রক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক, এখানেও ভাঁড়ু দত্তের ধূর্ততা কালকেতুর আত্মগোপনস্থলের রহস্য ভেদ করিয়াছে। ধরা পড়িয়া কালকেতু আবার

অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর ইচ্ছায় সে বন্দী হইয়াছে। তাহার বন্ধনমোচনের ও রাজ্যে পুনরধিষ্ঠানের পর নির্লজ্জ ভাঁড়ু নিজেই রাজসভায় উপনীত হইয়াছে ও অপরিসীম ধৃষ্টতার সহিত তাহার সমস্ত আচরণই যে কালকেতুর কল্যাণের জন্য তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। দ্বিজ মাধবে ভাঁড়ুর সহিত অতর্কিত সাক্ষাৎ; মুকুন্দরামের সে গায়ে-পড়া হইয়া আসিয়া আবার কালকেতুর বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার লাঞ্ছনাশাস্তি ও প্রত্যাখানের কাহিনী উভয় কবিতেই একরূপ; তবে মুকুন্দের ক্ষমাশীলতা একটু বেশী, তিনি আবার ভাঁড়ু দত্তকে নগরে বাস করাইয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলে ভাঁড়ু দত্তের মত এরূপ জীবন্ত চরিত্র মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে আর কোথাও মিলে না। ইহার জন্য দায়ী কতকটা সে যুগের নবোন্মেষিত বাস্তবসচেতনতা, কিন্তু প্রধানত কবির সৃষ্টিপ্রতিভা। দ্বিজ মাধবেও ভাঁড়ু যথেষ্ট সজীব; কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে সে আরও গভীরভাবে পরিকল্পিত ও নিগূঢ় প্রাণরসে অধিকতর সঞ্জীবিত। ভাঁড়ু দত্তের পিতৃদত্ত নাম কি ছিল তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে; তাহার চরিত্রদ্যোতক সংজ্ঞাটিই তাহার আসল নামকে চিরকালের মত আবৃত করিয়া যুগযুগান্তরে তাহার পরিচয় ঘোষণা করিতেছে।

(৮)

মধ্যযুগের কাব্যে যুদ্ধবর্ণনা এক গতানুগতিক রীতির অনুবর্তন করিয়াছে। এই রীতি মূলত পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শানুযায়ী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতে যে অতিরঞ্জনপ্রবণতা ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাসংস্থান যুদ্ধবর্ণনার প্রধান অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সমস্ত পরবর্তী সাহিত্যে সেই প্রথারই জের টানিয়া চলিয়াছে। যেমন পুরাণে তেমনি পরবর্তী মঙ্গলকাব্যে মানবশক্তির ভিতর দিয়া প্রধানত দৈব শক্তিরই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে—কাজেই অলৌকিকত্বের অতিপ্রাধান্যই ইহাদের সাধারণ লক্ষণ। তবে মঙ্গলকাব্যের যুগে বাস্তবতা আরও সম্পূর্ণভাবে অতিপ্রাকৃতের অধীন নহে, ইহার স্বতন্ত্র স্ফুরণেরও কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথমত ছন্দ-ও শব্দ-নির্বাচনের মধ্য দিয়া যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তুমুল বিপর্যয়ের কিছুটা আভাস দিবার চেষ্টা দেখা যায়। কৃত্তিবাস-কাশীদাস অবলীলাক্রমে সুদীর্ঘগ্রথিত পয়ার-পরম্পরার ভিতর দিয়া রণক্ষেত্রের স্বচ্ছন্দ প্রবহমাণ, একটানা ঘটনাধারার বর্ণনা দেন—তাহার মধ্যে কোথাও বিশেষ উত্তেজনা, সংগ্রামতরঙ্গের জোয়ারভাটার রূপান্তর ও ভাগ্যবিপর্যয়ের অভাবনীয়তার ছন্দোবৈলক্ষণ্য প্রতিবিম্বিত হয় নাই। শ্রাবণমেঘের ধারাপাতের ন্যায় শরবর্ষণের অবিচ্ছিন্নতা যুধ্যমান সৈন্যের

যেমন চিরনিদ্রার ব্যবস্থা করে, তেমনি পাঠকেরও চিত্তে একটা অসাড় নিদ্রালুতার সঞ্চার করে। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্নাবেশ হইতে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিয়া ভক্তিরসাত্মক হৃদয়োচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিগুলির প্রতি আমাদের সচেতন চিত্তবৃত্তিকে নিয়োজিত করি। মঙ্গলকাব্যে লেখক বাস্তবতার দাবী একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সৈন্যসমাবেশে, যুদ্ধের গতিচ্ছন্দে, সংঘর্ষের বাস্তব অভিঘাতে, হাতী-ঘোড়া-পাইক-মাহুত-রণবাদ্য-আত্মশ্লাঘা-আস্ফালন প্রভৃতি যুদ্ধসজ্জার যান্ত্রিক ও মানসিক উপকরণ-বাহুল্যে মঙ্গলকাব্যের লেখক নিজ উত্তেজিত কল্পনা ও বাস্তবানুভূতির কতকটা পরিচয় দেন। তবে সমস্তটা মিলিয়া একটা অস্পষ্ট কোলাহল, একটা দ্রুতসঞ্চারী দৃশ্য-পরিবর্তনের আবছা প্রতিচ্ছবি, সৈন্যপদোত্থিত ধূলিজালে সমাবৃত দিগন্তের ন্যায়, আমাদের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে।

ইহার মধ্যে কতকটা local colouring বা মৃৎ-বৈশিষ্ট্য-প্রবর্তনের চেষ্টা দেখা যায়। যুদ্ধ যে বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালী সৈন্যের মারফত হইতেছে লেখক সে সম্বন্ধে সচেতন আছেন। বাঙ্গাল পাইক, ব্রাহ্মণ পাইক, ডোম পাইক, এমন কি মুসলমান পাইকও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছে ও যুদ্ধে পরাজয়ের পর আপন আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাতরোক্তি করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিতেছে। এমন কি, বেগার পাইক তাহাদিগকে যে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছে এই অজুহাতে বিজেতার অনুগ্রহ-যাচ্ঞা করিতেছে। মোটের উপর এই জাতীয় যুদ্ধবর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যেন কবিও মালসাট মারিয়া এই মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ভাঙ্গা-চোরা অসম দৈর্ঘ্যের ছন্দ, মাঝে মাঝে ছন্দোযোজনায় শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উদ্ভট শব্দ-সমাবেশপ্রবণতা, হাঁক-ডাক-লম্ফ-ঝম্পের দ্বারা বীররসসৃষ্টির হাস্যকর প্রয়াস—সবই কবির মল্লবেশের বহির্লক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়। কবি সেনাপতির মত নিয়ন্ত্রণ না করিয়া একেবারে সৈনিকের মত ধূলাকাদা মাখিয়া যুদ্ধের প্রতি তাঁহার শিশুক্রীড়ামূলক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই ব্যাপারে দ্বিজ মাধব মুকুন্দরামের সহিত তুলনায় অধিকতর বাস্তবপ্রবণতা দেখাইয়াছেন—তাঁহার চণ্ডী গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলদৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রণপিপাসার নিবৃত্তি করিয়াছেন, কাজেই কলিঙ্গ-কালকেতুর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডী কিন্তু ডাকিনীযোগিনী সঙ্গে লইয়া সশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও তাঁহার অতিমানবিক শক্তির প্রয়োগে কালকেতুকে বিপক্ষের অস্ত্রক্ষেপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আরও একটা বিষয়ে মাধবের বাস্তবতা প্রকটিত হইয়াছে—কালকেতু যুদ্ধজয়ের পর নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুসৈন্যের নিকট অতর্কিতভাবে বন্দী হইয়াছে—সে মুকুন্দরামের কালুর মত স্ত্রীর পরামর্শমতে ধান্যঘরে লুকাইয়া নিজ বীর-নামে অনপনেয় কলঙ্ক লেপন করে নাই।

(৯)

মহাকবির প্রকৃত পরিচয় তাঁহার প্রকাশের ঋজুতা, যাথার্থ্য ও চমৎকারিত্বে। মুকুন্দরাম রোমান্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ ভাবব্যঞ্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন। কাজে বৈষ্ণব কবির অতীন্দ্রিয়, ভাববিভোর কল্পনা তাঁহার মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও সুপরিচিত ভবসমূহের অভিব্যক্তিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী। মঙ্গলকাব্যের কবির শিল্পবোধ সাধারণত শিথিল ও অপরিণত, বিষয়মহিমা তাঁহার চিত্তকে এমনভাবে অভিভূত করিয়াছে যে, প্রকাশে অনবদ্য মনোহারিতা তাঁহার নিকট গৌণ। তিনি গতানুগতিকতার প্রবহমাণ ধারায় গা ভাসাইয়া দিয়া কোনমতে সমাপ্তির তীরে উঠিতে পারিলেই কৃতার্থ; জলমধ্যে দেহসঞ্চালনের ছন্দোময় লীলাভঙ্গি বা সন্তরণকৌশল তাঁহার সচেতন উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই শিথিল, ঢিলে-ঢালা, হাই-তোলা-আড়ি-মোড়া কাব্যাদর্শের মধ্যে মুকুন্দরামই প্রথম এক সদাজাগ্রত শিল্পবোধ ও চারুত্বসৃষ্টির প্রবর্তন করিলেন। এমন কি দেববন্দনার মধ্যেও দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক বিশেষণ-নির্বাচনেও তাঁহার পরিমিতিজ্ঞান ও প্রয়োগসার্থকতার নিদর্শন মিলে। অতিপল্লবিত, অহেতুক বিস্তারের স্থলে অর্থঘন সংক্ষিপ্ত, অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ ও ভক্তি-বিহ্বলতার অস্বচ্ছতার স্থলে মিতভাষিতা ও তীক্ষ্ণ ভাস্বরতা নির্বিচার প্রথানুবর্তনের স্থলে বাস্তবস্বীকৃতির প্রখর মৌলিকতা, অর্ধ-যান্ত্রিক পূর্বরোমন্থনের স্থলে নূতন অনুভূতির দীপ্ত ঝলক— এই সমস্তই তাঁহার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনার উপর এক সচেতন, সমগ্রপ্রসারিত মননশক্তির পরিচয় দেদীপ্যমান। তাঁহার শিল্পবোধমার্জিত, জীবনবাদসম্ভূত রসিকতা তাঁহার পূর্ববর্তীদের গ্রাম্য ভাঁড়ামো হইতে স্বতন্ত্র-জাতীয়। তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার বঙ্কিম কটাক্ষ, অর্থগূঢ় মন্তব্য ও সমগ্র মনোভাব ও জীবনদর্শনের নানামুখী বিস্তার হইতে ইহা তির্যক্ রেখায় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। বারমাস্যার দুঃখবর্ণনাতেও তিনি চোখ হইতে প্রথাবদ্ধতার ঠুলি সরাইয়া ব্যাধজীবনের নানা বাস্তব দুর্ভোগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনাকে কাব্যবেষ্টনী হইতে উদ্ধার করিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে যে ছন্দঃকুশলতা ও মার্জিত ভাষণনৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহার প্রথম সূচনা মুকুন্দরামে; তফাৎ এই যে, মুকুন্দরামের সরস কৌতুক ও সরল গ্রাম্যজীবনের স্বাভাবিকতা ভারতচন্দ্রে রাজসভার কৃত্রিম আবহাওয়ায় শ্লেষপ্রধান, আক্রমণশীল মনোভাবে পরিণত হইয়াছে। মুকুন্দরামের

স্নিগ্ধ পরিহাস নিউগি-চৌধুরী-প্রমুখ অত্যাচারী মধ্যস্বত্বভোগীদের, এমন কি বিশ্বজননী চণ্ডীকেও মৃদুভাবে স্পর্শ করিয়াছে; তাহাতে কোন জ্বালা বা দাহ নাই। ভারতচন্দ্রের কামকলাচাতুরীর ওস্তাদী বর্ণনা, তাঁহার নাগরালী অভিজ্ঞতা-প্রকাশের বাগ্‌ভঙ্গীর বৈদগ্ধ মুকুন্দরামের স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরসকে নূতনভাবে ভিয়ান করিয়া উহাকে ঘন ও গুরুপাক করিয়া তুলিয়াছে। এক চৌতিশা স্তবেই মুকুন্দরামের সদাসক্রিয় বাস্তবতাবোধ কাব্যপ্রথার অভিভবে আত্মস্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। দুঃখের বিষয় মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে বঙ্গসাহিত্যে যে নূতন বাস্তবতাধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, পরবর্তীদের রচনায় তাহাতে আবার চড়া পড়িয়াছে। চণ্ডী কালিকা ও অন্নদায় রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের কুরুচিপূর্ণ কেলিবিলাসের প্রশ্রয়দাত্রী ও সমর্থনকারিণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ জীবনযাত্রার বহুবিসর্পিত বিস্তার সংকুচিত হইয়া রাজসভার কৃত্রিম আদবকায়দা-ঘেরা সংকীর্ণ গণ্ডীতে, তন্ত্রসাধনার ছদ্মবেশধারী স্থূল ভোগাসক্তির প্রমোদকক্ষে আত্মসংহরণ করিয়াছে। প্রথার প্রস্তরশৈল ভেদ করিয়া বাস্তবতার যে প্রবাহ নির্গত হইয়াছিল, নূতন প্রথার চড়ায় প্রতিহত হইয়া আবার তাহা স্রোতবেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এমন কি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত পরিচয়ও আমাদের বাস্তববোধ অপেক্ষা আমাদের আদর্শবাদ-প্রবণতাকেই অধিকতর উদ্দীপ্ত করিয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরাম বঙ্গসাহিত্যে এই বাস্তবতার ক্ষণস্থায়ী স্বচ্ছন্দলীলার চিরন্তন প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতে থাকিবেন।

(১০)

চণ্ডীমঙ্গলের বর্তমান সংস্করণটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও ইহাকে প্রকাশযোগ্য করার সম্পূর্ণ ভার আমার সহকর্মী বাঙ্গালাবিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি এক বৎসরের অধিক কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ও অনেক পুঁথি ও পূর্ববর্তী মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া বর্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ধারণ করিয়াছেন। বহুস্থলে প্রচলিত গ্রন্থসমূহে যে লিপিকরপ্রমাদ ছিল বিশ্বপতিবাবু তাহার সংশোধন করিয়াছেন ও অনেক দুর্বোধ্যস্থলের যথার্থ অর্থনির্ধারণে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য তিনি চণ্ডীমঙ্গলের অনুরাগী পাঠকবৃন্দের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্পাদনাবিষয়ে বাঙ্গালাবিভাগের সরকারী করণিক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র বিশ্বপতিবাবুকে পাঠোদ্ধার ও পুঁথিনকলের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

প্রথম ভাগ গ্রন্থ মুদ্রণে, নানা অনিবার্য কারণে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে ইহা নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহার জন্য ছাত্রমহলে বিশেষ তাগিদ ছিল ও সময়মত ইহার মুদ্রণকার্য সমাপ্ত না হওয়াতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত। দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে ও মনে হয় এই বৎসরের শেষেই সমগ্র গ্রন্থটি পাঠক-বৃন্দের হস্তগত হইবে। আশা করা যায় যে, পাঠের বিশুদ্ধ সম্পাদনে ও সম্পাদনা উন্নততর রীতি অবলম্বনের জন্য ইহা মুকুন্দরামের কাব্যপ্রতিভার যথার্থতর পরিচয় দিয়া পাঠক-সমাজের তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হইবে।

এই গ্রন্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার ১০৯০ নং পুঁথির পাঠই মুখ্যতঃ অনুসৃত হইয়াছে। কেবল যেসকল স্থানে আদর্শ পুঁথির পাঠ তেমন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই এবং অন্য কোনও পুঁথিতে অপেক্ষাকৃত সঙ্গত পাঠ পাওয়া গিয়াছে, সেইসকল স্থানে আদর্শ পুঁথির পাঠের পরিবর্তে অন্য পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

আদর্শ পুঁথির পাঠের সহিত অন্যান্য পুঁথি এবং মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় সন্নিবেশিত করা হইল। অন্যান্য পুঁথি বা মুদ্রিত সংস্করণে অতিরিক্ত যেসকল পংক্তি বা নূতন বিষয় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকেও পাদটীকায় স্থান দেওয়া হইয়াছে।

পাঠান্তরগুলি কোন্ কোন্ পুঁথি বা মুদ্রিত সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য পাদটীকায় কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল—

ক = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার ১০৯০ নং পুঁথি।

খ = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার ৪৪০০ নং পুঁথি।

গ = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার ১০৯৩ নং পুঁথি।

বঙ্গ = বঙ্গবাসী-সংস্করণ।

দী = অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ।

৩১নং সাদার্ণ এভিনিউ
কলিকাতা
৪ঠা জুন, ১৯৫২

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

গণেশ-বন্দনা

বেদান্ত-দরশনে [১]ব্রহ্ম করি যাঁরে ভণে[১]
আনে বলে পুরুষ-প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি হেতু-অন্তরায়-পতি
তাঁরে মোর লক্ষ পরণাম।।
বন্দো দেব গণপতি দেবের প্রধান।
ব্যাস আদি যত কবি তোমার চরণ সেবি
প্রকাশিল আগম-পুরাণ।।
গিরিসুতা-অঙ্গ-জনু খর্ব্ব সুপীবর তনু
একদন্ত কুঞ্জর-বদন।
প্রণত জনার নিঘ্ন দূর কর মোর বিঘ্ন
তব পদে করিলুঁ বন্দন।।
অবনী লোটায়্যা কায় প্রণাম তোমার পায়
[২]কর মোরে কৃপা-বিলোকন।[২]
তোমারে করিয়া ভক্তি মুনিগন পাইল মুক্তি
চারি [৩]পুরুষার্থের সাধন।।[৩]

১-১ ব্রহ্মা যারে বাখানে (খ)
ব্রহ্মা বলি বাখানে (বঙ্গ)
২-২ মোরে কৃপা কর গজানন। (খ এবং গ)
৩-৩ বেদ শাস্ত্রের সাধন।। (খ)

অঙ্গের [১]বন্দুক-ছটা[১] আজানুলম্বিত জটা

শশিকলা মুকুট-মণ্ডন।

চরণ-পঙ্কজ-রাজে রতন নূপুর সাজে

অঙ্গদ বলয়া বিভূষণ।।

পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম নিরন্তর জপকর্ম্ম

দুই করে [২]কুসুম শোভন।[২]

হৃদে যোগপাট্টা শোভে অলিকুল মধুলোভে

চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।।

কুঙ্কুম-চর্চ্চিত অঙ্গ শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ

[৩]শূলদণ্ড[৩] ইষুপাশ করে।

শিবসুত লম্বোদর আজানুলম্বিত কর

রণে জয়ী যে তোমারে স্মরে।।

১-১ বিদ্যুৎছটা (ক)

বরণ-ছটা (খ)

২-২ কুশ শোভমন। (খ)

* অতিরিক্ত—

বিগলিত মদজলে মধুলোভে অলিকুলে

চঞ্চল কপোলযুগলে।

দন্তাঘাত-বিদারিত রিপকুলে শোণিত

বিরাজিত সিন্দুর মণ্ডলে।। (খ)

৩-৩ শ্রীনিদন্ত (খ)

শূনীদন্ত (দী)

নিরন্তর জপস্তুতি বিঘ্নরাজ গণপতি
হৈমবতী-হৃদয়নন্দন।
গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।*

---

* অতিরিক্ত—

সূর্য্য-বন্দনা

বন্দো কমলীনী বন্ধু অসেস গুণের সিন্ধু
যগত অধিপ নিরঞ্জন।
করবর পদ্মধর অরুণাঙ্গ রুচিবর
দিপ্ত করে শকল ভুবন।।
করে ধরি মনীবর আদী (?) দেব রথোপর
সপ্ত অস্ব রথে নিজোজীত।
দ্বাদশ আদীত্যবর পূজা করে নিরন্তর
অর্ঘ্যদান করে সুপূজিত।।
মোহান্ধধ্বান্ত-নাসকারী ছাইয়া সঙ্গী দুই নারী
কাস্যপ শগোত্র ত্রিলোচন।
অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি ভয় জে জন শরণ লয়
তার দুঃখ হয় বিমোচন।।
দয়াবান দিনপতি দশদীগ দেহ জ্যোতি
অনুদিন সুমেরূ উপর।
ক্ষিতি পালনের তরে ফিরে প্রভু নিরন্তরে
তৈল জন্ত্রে যেন বৃষবর।।
অন্ন শষ্প (?) দানে দানে প্রণীপাত প্রদক্ষীণে
পূজা করি করে শোঙরণ।
তব নাম দ্বিঅক্ষর জপ করে যেই নর
সর্ব্বত্রে রক্ষহ সেই জন।।
মহামিশ্র ইত্যাদি। (দী)

সরস্বতী-বন্দনা

*

বিধিমুখে বেদবাণী বন্দোঁ দেবী বীণাপাণি
ইন্দু-কুন্দ-তুষার-সঙ্কাশা।।
ত্রৈলোক্য-তারিণী ত্রয়ী বিষ্ণু-মায়া বর্ণময়ী
কবিমুখে অষ্টাদশ ভাষা।।
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শুক্লধুতি পরিধান
কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে ১কপালে বিজুলী খেলে১
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার।।
শিরে শোভে ইন্দুলা করে শোভে জপমালা
শুক-শিশু শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে সঙ্গী মসীপাত্র পুথি খুঙ্গী
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে।।

---

* অতিরিক্ত—
নমই নমই বাণী কৃপা কর নারায়ণী
বিষ্ণু-প্রিয়া পূজ পদ্মাসনে।
পুস্তক লইয়া করে উর দেবি এ আসরে
চন্দ্রাননি সহাস্যবদনে।।
হিমদিগ্ধ চন্দন শরদিন্দু গঞ্জন
তনুরুচি অকথ্য কথন।
সুগন্ধি চন্দন গায়ে যোজন সৌরভ ধায়ে
কণ্ঠে রত্নহার বিভূষণ (বঙ্গ)

১-১ হাসিতে বিজুরি আভা কুণ্ডল শ্রবণে শোভা (দী)

দিবানিশি করি ভাগ সেবে যাঁরে ছয় রাগ
অনুক্ষণ ছত্রিশ রাগিণী।
রবাব-খমক-বেণী- সপ্তস্বরা-পিনাকিনী-
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-বাদিনী।।
দেবতা-অসুর-নর- যক্ষ-রক্ষ-বিদ্যাধর
সেবে তুয়া চরণ-সরোজে।
১তুমি যারে কর কৃপা সেই জনা মহাতপা১
বৈসে সেই পণ্ডিত-সমাজে।।
সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দ্দশে কবিত্ব-কৌতুক-রসে
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
কহিগো অঞ্জলি-পুটে উর গায়কের ঘটে
দূর কর দুর্গতি কুজ্ঞান।।
হাতে লইয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
যেবা লিখ যে বোল বানান।
নাহি জানি কি কৌতুকে অম্বিকা মুকুন্দ-মুখে
আপন সঙ্গীত রস গান।।
দিবানিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরগো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।।

১-১ তুমি যারে কর দয়া সেই বুঝে বিষ্ণুমায়া (বঙ্গ)

মহাদেব-বন্দনা †

খটক-ডম্বরু করে বন্দো দেব দিগম্বরে
বৃষে আরোহণ পঞ্চানন।
[১]অকিঞ্চনে কল্পতরু দেবাদিদেবের গুরু
তনুরুচি ভুবনমোহন।।[১]

*

রজত-ভূধর-আভা জিনিয়া শরীরশোভা
ভুজঙ্গ-ভূষণ-কলেবর।
মস্তকে রাজিত জটা ভালে ইন্দু অর্দ্ধ-ফোঁটা
গঙ্গা ধরিলান গঙ্গাধর।।

১-১ ত্রিদশ গনের নাথ গুহ গনেসের তাত
সুরাসুর নরের জীবন।। (গ)

অতিরিক্ত—
তুমি সিব জোগরাজে ইতিন ভুবনে পুজে
তুমি হর গুণের গরিমা।
গরল করিতে নাস কীর্ত্তি কৈলে কীর্ত্তীবাস
কি কহিব বেদে নাহি সিমা।। (গ)

† পাঠান্তর—

মহাদেব-বন্দনা

সম্পুট করিয়া কর বন্দো প্রভু মহেশ্বর
বৃষভ-বাহন শূলপাণি।
দেখি কোটি ইন্দু কিবা জিনিয়া অঙ্গের আভা
চরণে মঞ্জীর করে ধ্বনি।।
অজিন-রজিত মাঝে রতন-কিঙ্কিণী সাজে
ভুজঙ্গ বলিয়া যোগপাটা।
সুরঙ্গ-অরুণ-বন্ধু অধর আনন ইন্দু
নীলকণ্ঠ শিরোপরি জটা।।

বাহন বৃষভরাজে গলে হাড়মালা সাজে
কপাল-ভাজন করতল।
ভুজঙ্গ-বলয়া করে গলে পাটাম্বর ধরে
ফণিহার ফণীর কুণ্ডল।।
সাপে শোভে কটিবন্ধে সাপের পৈতা কান্ধে
পায়ে শোভে সাপের নূপুর।
গৌরীনারী অর্দ্ধ অঙ্গ নন্দী-ভৃঙ্গি সঙ্গী সঙ্গ
স্মরণে কিলিশ যায়ে দূর।।
পরিধান বাঘছাল সঘনে বাজান গাল
কৃষ্ণগুণে সদা আমোদিত।
সত্য আদি চারি যুগে শিবের অর্চ্চনা আগে
দেব-নর-অসুর-পূজিত।।

জটাতে আছয়ে গঙ্গ অর্দ্ধ তার সতী-অঙ্গ
বিভূতি ভূষণ কলেবরে।
গলে শোভে হাড়মাল অর্দ্ধচন্দ্র রেখা ভাল
অঙ্গদ-বলয়া ভূষা করে।।
রাগ তান মান ভেদ সঙ্গে করি চারি বেদ
বদনে নাচয়ে যার বাণী।
শৃঙ্গে রাম ধ্বনি করি ডম্বুর বোলয়ে হরি
যার গানে হৈলা মন্দাকিনী।
বন্দে প্রভু ভূতনাথ ভবেশ ভবানী সাথ
ভবভীম ভজে পরায়ণ।
ভব-ভয়ে করি কৃপা ভীতি ভঞ্জ মহাতপা
ভবনাথ ভবানী-ভরণ।।

ভারতে যতেক জীব যে জন ভজয়ে শিব
তার কভু আপদ না হয়।
ঐহিকে না দেখে দুখ ভুঞ্জিয়া সংসার-সুখ
পরকালে কৈলাস মিলয়।।

নিরঞ্জন নিরাকার নিগম পুরাণ সার
নিগূঢ়-বিষয়-নারায়ণ।
রোগ শোক দুঃখহরা দৈন্য-দুঃখ-পাপহরা
মোক্ষদাতা পতিত-পাবন।।
বন্দে দিগম্বরে খকম ডমরু করে
বৃষে আরোহণ পঞ্চানন।
প্রমথগণের নাথ গুহগণেশের সাথ
সুরাসুর নরের জীবন।।
তুমি হরি যোগরাজে এ তিন ভুবন পূজে
তুমি হরি গুণের আশ্রয়।
করিয়া তোমার সেবা মুনিগণ মহাতপা
সিদ্ধ সাধ্য তোমার আশ্রয়।।
তুমি হরি পুণ্যরাশি শূল-অগ্রে বারাণসী
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার।
তাতে যেই মরে জীব সে জন সাক্ষাৎ শিব
কি কহিব মহিমা তাহার।।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।। (বঙ্গ)

ঋষ্যশৃঙ্গ আদি মুনি সদা সেবে শূলপাণি
অনুক্ষণ করিয়া ধেয়ান।
প্রণমি শিবের পায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
নায়কের করহ কল্যাণ।।

মহাদেব-বন্দনা

ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান শোভেন বৃষবজান
বন্দো ত্রিলোচন ত্রিপুরারী।
জটায় জাহ্নবিস্থিতি ভালে শোভে বসুমতি
বাসুকী ভূষণ শূলধারী।।
সিঙ্গা সে ডমরুধারী জিনি তনু রূপ্যগীরী
প্রসন্ন বদন পদ্মাশন।
সুরাসুর আদি নর যক্ষ রক্ষ নিশাচর
সবে শিবে করয়ে পূজন।।
গলে দোলে অস্থিমাল করে শোভে নৃকপাল
সর্ব্ব অঙ্গে বিভূতি ভূষণ।
(?) কৃতাঙ্গন্ধার বসনে চিতায় পিশাচগণে
সঙ্গে সহচর যক্ষগণ।।
সঙ্গতি প্রমোথগণ নৃত্য গীত অনুক্ষণ
সুঙ্গল শিব মোহাশয়।
বর দেন জেই জনে সেই ত্রিভুবন জিনে
শিববরে থাকয়ে নির্ভয়।।
সমুদ্র মন্থনকালে দাহ বিষ কালানলে
ত্রিভুবন হয় বিনাশন।
দেবতা করিলা স্তুতি বিষ পিলা পশুপতি
তবে রক্ষা পায় ত্রিভুবন।।
মহামিশ্র ইত্যাদি। (দী)

লক্ষ্মী-বন্দনা

অজিত-বল্লভা লক্ষ্মী ব্রহ্মার জননী।
তোমার চরণ বন্দোঁ জোড় করি পাণি।।
যখন ছিলেন হরি অনন্ত শয়নে।
তাঁহার উদরে ছিল এতিন ভুবনে।।
জন্ম জরা মৃত্যু তোমার নাহি কোন কালে।
সেইকালে ছিলে তুমি হরিপদ-তলে।।
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত কত রত্ন আছে সমুদ্র ভিতর।।
[১]তুমি গো পরম রত্ন বিদিত সংসারে।[১]
তোমা লক্ষ্মী হৈতে রত্নাকর বলি তারে।।
ধন জন যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজী রথ সিংহাসন।।
[২]এত অহঙ্কার গো তাবৎ শোভা করে।[২]
কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাক ঘরে।।
সেইজন প্রশংসিত সেই অভিরাম।
সেজন কুলীন গো সকল গুণধাম।।
তুমি গো বল্লভা কৃপা নাহি কর যারে।
আছুক অন্যের কাজ দারা নিন্দা করে।।
লক্ষ্মীরে চঞ্চলা বলি বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা সেই কিছুই না জানে।।
ছাড়হ সে জনে মাতা তার দোষ দেখি।
অদোষ পুরুষে রাখ চিরকাল সুখী।।

১-১ তুমি গো পরম আত্মা সকল সংসারে। (খ)

২-২ তার ধন জন গো তাবত শোভা করে। (খ)

*

তোমারে বলেন মাতা সর্ব্ব-গুণধাম।
বিফল জনম লক্ষ্মী তুমি যারে বাম।।
লক্ষ্মী সে থাকিলে মান সকল ভুবনে।
তুমি বাম হইলে বিজয় নহে রণে।।

**

সেজন পণ্ডিত মাতা সেই মহাবীর।
যাহার মন্দিরে লক্ষ্মী তুমি হও স্থির।।

***

কমলার পদে যার স্থির নহে মন।
কি কারণে জীয়ে সেই জীবনে মরণ।।
লক্ষ্মীর মহিমা কবিকঙ্কণে গায়।
ভকত নায়েকে মাতা হবে বরদায়।।

---

* অতিরিক্ত—

কাব্য কোস অলঙ্কার ভারত পুরাণ।
নাটক নাটীকা জানে কাব্যের বিধান।।
যদি দয়া না হয়ে তোমার হেন জনে।
রসিতে না জানে সে লোকের বিদ্যমানে।। (দী)

** অতিরিক্ত—

তুমি সে ছাড়িলা গ অমরগণ মরে।
দুর্ব্বাশার শাঁপেতে রাখিলা পুরন্দরে।।
তোমা ভক্তি হিনা তার বিফল জীবন।
কৃপা কর নারায়নী লঁইনু শরণ।। (দী)

*** অতিরিক্ত—

লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ কুটুম্ব-বাড়ী যায়।
জল-পীড়ির দায় থাকুক সম্ভাষণ না পায়।। (বঙ্গ)

শ্রীরাম-বন্দনা *

প্রথমে বন্দিব রাম মুক্তিপ্রদ যাঁর নাম
প্রভু রাম কমললোচন।
অযোধ্যার পতি রাম বন্দো দূর্ব্বাদল-শ্যাম
প্রণমহ কৌশল্যা-নন্দন।।

---

* পাঠান্তর—

শ্রীরাম-বন্দনা

শ্রীদশরথ স্কাত (?) রাম নাম সুবিদীত
দেবদেব কোশল্যানন্দন্।
অজোধ্যার অধিপতি সঙ্গে শোভে সিতা সতি
শিরো ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ।।
বন্দো রাম কমললোচন।
তনু দুর্ব্বাদলশ্যাম করেতে কোদণ্ড রাম
দেবঋষি করয়ে স্তবন।।
অঙ্গে অভরণ বহু অজানুলম্বিত বাহু
অনুপাম চারু বিলোচন।
গমনে তুলনাহীন অতি চারু মধ্য ক্ষীণ
শিরে চারু মুকুট ভূষণ।।
কুঞ্চীত কুঞ্চীত কেশ মদন নিন্দীয়া বেস
জিনী মুখ কত সুধাকর।
কনককুণ্ডল শ্রুতি পরিধান দিব্য ধুতি
নখ দশে ভাসে শশোধর।।
সুপণ্ডিত দইয়াবান প্রিয় দ্বিজে দেন দান
ধনুর্দ্ধর ধর্ম্ম অবতার।
রিপুজনে জেন যম প্রজার পালনে ক্ষম
হনুমান সহচর জার।।

[১]যাঁর নামে জীব ত্রাণ[১] মন্ত্রী যাঁর জাম্ববান
মিত্র যাঁর গুহক চণ্ডাল।
সদ্য সত্যপরায়ণ রিপু যাঁর দশানন
যাঁর কীর্ত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল।।
[২]ক্ষিতিতলে উপনীতা[২] রামের বনিতা সীতা
সঙ্গে যাঁর অনুজ লক্ষ্মণ।
[৩]আসি দেব[৩]পুরন্দরে [৪]যাঁর শিরে ছত্র ধরে[৪]
স্তুতি করে পবন-নন্দন।।

বশিষ্ঠ সুপুরোহিত গুহক চণ্ডাল মিত
মন্ত্রি সে ভল্লুক জাম্বুবান।
দেবাসুর কপি য়াদি নিশাচর নানাবিধি
সর্ব্ব সেনা রামের পরাণ।।
শ্রীরাম গুণের নিধি হেলে বান্ধি মহোদধি
ভূজবলে বধিলা রাবণ।
রত্নময় লঙ্কাপুরি বিভীষণে রাজা করি
দিলা ধন জন সিংহাসন।।
শুনহে সকল লোক খণ্ডিয়া দুর্গতি শোক
রামনাম রস মুখ ভরি।
কেবল নামের গুণে রাম তরে জগজনে
বাস করে বৈকুণ্ঠ নগরী।।

১-১ প্রণমহ প্রভু রাম (গ)
২-২ লক্ষিক্রিতা উপনিতা (খ)
৩-৩ আদি দেব (খ)
৪-৪ কোদণ্ড ধরান সিরে (খ)
দণ্ড ধরত সিরে (গ)

সেবে যত নিশাচর- দেবতা-অসুর-নর-
[১]কপিরাজ যাঁহার বাহন।[১]
প্রজার পালনে পিতা [২]কল্পতরু সম দাতা[২]
রাম বড় গুণের সদন।।
সুচারু চাঁচর কেশ [৩]ভুবনমোহন বেশ[৩]
মধ্যে কত ঝঙ্কারে ভ্রমর।
অঙ্গদাদি যত কপি সেবে রামে অবিরতি
আর সেবে সুষেণ-কোঙর।।
কপালে তিলক সাজে সারঙ্গ পড়িল লাজে
শ্রুতিমূলে মকরকুণ্ডল।
কনক-টোপর শিরে প্রচণ্ড করাল বীরে
সেবে যারে এ মহীমণ্ডল।।
এককালে রঘুমণি কোদণ্ড ধরিয়া পাণি
ভানুবংশে হইলা অবতংস।
সীতার উদ্ধার-হেতু সমুদ্রে বান্ধিলে সেতু
দশানন মজিল সবংশ।।

হৃদয় মিশ্রের সুত সঙ্গিত কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
রাম-পদ-যুগাম্বুজ মত্ত মধু অলি দ্বিজ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।। (দী)

১-১ পক্ষ্যরাজ রাজার বাহন। (খ)
২-২ কর্ণের সমান দাতা (বঙ্গ)
৩-৩ কামিনী জিনিয়া বেশ (খ এবং বঙ্গ)
কাম জিনিয়া বেস (গ)

ধনুর্বাণ করে ধরি ডরেতে পালায় অরি
অনুগত জনে দয়াবান।
রঘুপতি পদাম্বুজে মত্ত মধুকর দ্বিজে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

চণ্ডী-বন্দনা

[১]বিঘ্ন-বিনাশিনী[১] ভৈরবী ভবানী
নগেন্দ্রনন্দিনী চণ্ডী।
মুরজ মন্দিরা বীণা সপ্তস্বরা
বাজায়্যা দুন্দুভি ডিণ্ডি।।
স্থল-উতপল চরণ-কমল
তথি শোভে নখচন্দ।
চরণে চণ্ডীর কনক-মঞ্জীর
গঞ্জি গজমতি মন্দ।।
জিনি করিকর জঘন সুন্দর
নিতম্বে বসন সাজে।
করি-অরি জিনি ক্ষীণ মাঝাখানি
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে।।
[২]হেম-কান্তি বর- অঙ্গ মনোহর[২]
আননে ঈষৎ হাস।
চরণে রতন নানা আভরণ
দশদিকে পরকাশ।।

১-১ বন্দো পিনাকিনি (গ)
বিন্ধ্য-বিলাসিনী (বঙ্গ)
২-২ লোকে অভিরাম অভিনব কাম (খ)

জিনি শতদল বয়ান-কমল

অধরে বন্ধুক ভোর।

পরিহরি ব্রীড়া কত করে ক্রীড়া

নয়ান-খঞ্জন-জোর।।

নয়ানের কোণে আছে কত তৃণে

[১]অসুর-নাশিনী[১] ইষু।

চাঁচর কুন্তলে মালতীর মালে

ভ্রময়ে ভ্রমর-শিশু।।

নাভি-সরোবর তথির উপর

তনুরুহাঙ্কুরদাম।

উচ কুচ-গিরি জিনি কুম্ভকরী

করী করে জল পান।।

*

শিরে শশিকলা তারকার মালা

ঈষৎ চন্দন বিন্দু।

ললাট-ফলকে অলকা ঝলকে

জিনি কলঙ্কিনী ইন্দু।

তাল-মান-গানে উরহ গায়নে

বলি বেদস্তুতি মতে।

[২]পূর্ণকর কাম আইস্য এই ধাম[২]

কৃপা করি গিরিসুতে।।

১-১ অসুভনাসিনি (খ)

* অতিরিক্ত—

জিনিঞা মৃনাল বিঘনি বিসাল

জাহে চক্র ধনুর্দ্ধর।

কটিতে কিঙ্কিনি বসনে বাজনি

জগজন-মনোহর।। (গ)

২-২ নাস মলিমস গহি গুন জস (খ)

ভব-পারাবারে তরি করিবারে
ইহা বহি নাহি আন।
চণ্ডীর চরিত মধুর সঙ্গীত
শ্রীকবিকঙ্কণ ভাণ।।

শুকদেব-বন্দনা *

বন্দো শুকদেবের চরণ।
যেই মুনি সর্ব্বজন হৃদয়ে পদ্ম যেন
প্রবেশ করিল কোপে বন।।
সেই মুনি নিরুপম জ্ঞান-দীপের সম
লিখন নিগমের সার।
প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীব যত
সভাকার করিল উদ্ধার।।
শিশুকালে বনবাস তেজি সব অভিলাষ
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া।
পুত্র বলি ব্যাস ডাকে [১]উত্তর না দিল তাকে[১]
তপোবনে প্রবেশ করিয়া।।
বিবসন কলেবরে শুকদেবে কত দূরে
তাকে দেখে বিদ্যাধরীগণ।
অঙ্গে নাহি দেয় বাস; তার পাছে দেখি ব্যাস
অবিলম্বে পরিলা বসন।।

---

* বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে।

১-১ উত্তর দিলান তাকে (দী)

দেখি এত অদ্ভুত [১]কহে পরাশর-সুত[১]
লাজ কেন কর বৃদ্ধজনে।
মোর পুত্র গুণধাম নবীন-জলদ-শ্যাম
দেখি কেন না পর বসনে।।
তবে বিদ্যাধরী ব্যাসে হাসিয়া মধুর ভাষে
[২]ভেদবুদ্ধি না আছে তাহার।[২]
[৩]স্ত্রীপুরুষে ভেদবান[৩] কভু নহে দিব্যজ্ঞান
বুঝিয়াছি চরিত্র তোমার।।
এমত তাহার গুণ [৪]শুনিয়া ত তপোধন[৪]
ত্যজিলেন সুতের বিরহে।
গোবিন্দ-পদারবিন্দ- বিগলিত-মকরন্দ-
অলি কবিকঙ্কণে গাহে।।

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা

অবনীতে অবতরি চৈতন্যরূপেতে হরি
বন্দিব সন্ন্যাসিশিরোমণি।
নদীয়া-নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচীঠাকুরাণী।।

১-১ জিজ্ঞাসে বাসপি সুত (দী)
২-২ ভেদবুদ্ধি আছয়ে তোমার। (দী)
৩-৩ তরুণী পুরুষ জান (দী)
৪-৪ শুনি প্রভু নারায়ণ (দী)

ভুবনে বিদিত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম
জম্বুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ।
ঘোর কলি অন্ধকার শ্রীচৈতন্য অবতার
প্রকাশিল হরিনাম-গীত।।
ত্রিভুবনে অবতংস [১]জন্মিয়া বিপ্রের বংশ[১]
ত্রাণ কৈলে অখিল পরাণী।
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ-কন্দ
মুকুতির দেখাল্য সরণি।।
*
[২]সার্ব্বভৌম সান্দীপনি ভট্টাচার্য্য শিরোমণি[২]
ষড়্ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি।
প্রেম-ভক্তি-কল্পতরু [৩]অখিল জীবের গুরু[৩]
গুরু কৈল কেশব ভারতী।।
কপটে সন্ন্যাসী-বেশ ভ্রমিলা অনেক দেশ
সঙ্গে পারিষদ পুণ্যশালী।
[৪]রাম লক্ষ্মী[৪] গদাধর গৌরী বাসু পুরন্দর
মুকুন্দ মুরারি বনমালী।।

১-১ হইয়া মিহির অংশ (বঙ্গ)
হৈয়া প্রভু জার বংশ (দী)

* অতিরিক্ত—
প্রণমহ শচির নন্দন।
হৈয়া অখিঞ্চন বস দিয়া জিবে প্রেমরস
নিস্তার করিলা সর্ব্বজন।। (দী)

২-২ ভট্টাচাজ্য সান্তমুনি সর্ব্বসাস্ত্রে শিরমনি (খ)

৩-৩ অখিল তন্ত্রের গুরু (দী)
অখিল মন্তের গুরূ (খ)

৪-৪ রামকৃষ্ণ (বঙ্গ)

সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর ভুবন-লোচন-চৌর
করঙ্গ-কৌপীন-দণ্ডধারী।
[১]নয়নে গলয়ে লোর গলে দোলে প্রেমডোর
সতত বোলেন হরি হরি।।[১]
কৃপাময় অবতার কলিযুগে কেবা আর
পাষণ্ড-দলন বীরবানা।
জগাই মাধাই আদি অশেষ পাপের নিধি
হরিপদে দৃঢ় কৈল মনা।।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

দিগ্-বন্দনা * †

আদি দেব বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন।
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি সকল ভুবন।।

১-১ অপরূপ অবতার কলিকালে কেবা আর
সদাই বলাহ হরি হরি।। (ক)
কপটে লোচন লোর গলে শোভে নাম ভোর
সদত বলাল হরি হরি।। (দী)

* খ-পুথি হইতে।

† পাঠান্তর—

দিগ্-বন্দনা

প্রথমে বন্দিব দেব ধর্ম্ম নৈরাকার।
একই মণ্ডপে বন্দো এ চারি দুআর।।

মাতা বসুমতী বন্দো জোড় করি হাথ।
বৌদ্ধরূপে বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ।।
নীলাচলের মহিমা কহনে না যায়।
শূদ্রে কিনা আনে অন্ন দ্বিজে লয়্যা খায়।
সুভদ্রা বলাই সাথে যত সিদ্ধাগণ।
জোড় হাথে বন্দিব কৃষ্ণের বৃন্দাবন।।
রসিক নাগর বেশে বন্দো দুইজন।
একে একে বন্দিব যতেক গোপীগণ।।
চতুর্মুখে ব্রহ্মা যাঁরে ধ্যায় অনুপাম।
অযোধ্যায় বন্দিব ঠাকুর শ্রীরাম।
শ্রীরা বন্দিব ভরত শত্রুঘন।
শিরে ছত্র ধরে যার সুমিত্রানন্দন।।

বৃষভবাহনে বন্দোঁ দেব পঞ্চানন।
দেবগণ সঙ্গে বন্দোঁ মরাল-বাহন।।
গরুড়ের পিঠে বন্দোঁ মরাল-বাহন।
রাশিচক্র সহিত বন্দিব গ্রহগণ।।
অযোধ্যা নগরে বন্দোঁ শ্রীরাম-লক্ষণ।
সীতা-ঠাকুরাণী আর ভরত-শত্রুঘন।।
ওড়িষ্যায় বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ।
সুভদ্রা বলাই বন্দোঁ করি প্রণিপাত।।
নবদ্বীপে বন্দোঁ গোরা শচীর কুমার।
হরিনাম দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার।।
অবনী লোটায়্যা বন্দো শচী ঠাকুরাণী।
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিলা আপনি।।
কীর্ত্তন সিজ্জন কৈল খোল করতাল।
প্রকাশি জীবের লাগি প্রেমের পসার।।

গয়ায় গদাধর বন্দো প্রয়াগে মাধব।
শ্রীহরি দ্বারিকা বন্দো অনন্ত যাদব।।
হিঙ্গুলাটে দেবতা বন্দো হিঙ্গুলাই।
হস্তিনাপুরের দেবতা বন্দিব পলাসাই।।
হেমগিরি বন্দিব করিয়া প্রণিপাত।
লিঙ্গরূপে বন্দিব দেবতা বৈদ্যনাথ।।
বারাণসী বন্দিব কৃষ্ণের অর্দ্ধ অংশ।
ছাপান্ন কোটী দেবতা বন্দিব যদুবংশ।।
নারায়ণপুরের ব্রাহ্মণী বন্দিব বিনয়।
হিজলীর দেবতা বন্দিব কালুরায়।।
সদানন্দে বন্দিব ঠাকুর দক্ষিণরায়।
যাঁহার স্মরণে সর্ব্ব বিঘ্ন দূরে যায়।।
তামলুকে দেবতা বন্দিব কৃষ্ণহরি।
তপ্ত বারাণসী বন্দো জয় যোগেশ্বরী।।

যেই জন নাম লয় নাম দেন তারে।
প্রভু নামে বান্ধ ভেলা সিন্ধু তরিবারে।।
দশ অবতার বন্দোঁ একচিত্ত মনে।
বরাহ নৃসিংহ কূর্ম্ম অদিতি-বাওনে।।
দামুন্যার ঠাকুর বন্দিব চক্রাদিত্য।
যার পাদপদ্ম সেবি করিলু কবিত্ব।।
বোড় গ্রামের বলরামে নত কৈলুঁ শির।
হনুমান বন্দিব গরুড় মহাবীর।।
কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দোঁ কোঙাক্রি নগরে।
চন্দ্রকোণার গড়পতি বন্দোঁ মল্লেশ্বরে।।
ভাটেশ্বর গোটেশ্বর বন্দিলুঁ গোতানে।
অগ্নিমুখ হর বন্দোঁ বাস পলাসনে।।

সঙ্কেত মাধব বন্দো অষ্টলোকপাল।
মাকালপাটের বন্দিব প্রত্যক্ষ মহাকাল।।
রঙ্গিণী বন্দিব যাঁর পুরী পাটশিলা।
কালীপাটের বন্দিব প্রত্যক্ষ মহাবলা।।

লাড়িগ নগরে বন্দোঁ সর্ব্বমঙ্গলা।
অসুর বধিয়া মায়ের গলে মুণ্ডমালা।।
মুণ্ডযোপ গ্রামে মাতা বন্দোঁ মন্তেশ্বরী।
জয়চণ্ডী মাতা বন্দোঁ চয়ড়া নগরী।।
কাইতির বাণেশ্বর বন্দি গাব আগে।
মৌলায় রঙ্কিণী বন্দোঁ মস্তকের পাগে।।
ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা বন্দিনু বিধিমতে।
তমলুকের বর্গভীমা বন্দোঁ মুঞি মাথে।।
আমতার মেলায়ের চরণ বন্দিয়া।
খান্দী বিশালাক্ষী বন্দোঁ প্রণাম করিয়া।।
বিক্রমপুরের বাশুলী বন্দিহঁ গীত নাটে।
বাছ্যাবাড়ী নীল মাতা রাজবোল হাটে।
চণ্ডীপুরের বারাহী বন্দিলু বিধিমতে।
বড়ই পিরিতি মাতার কুসুম পরিতে।।
শিবাক্ষেত্রে বন্দোঁ মাতা উত্তরবাহিনী।
ইলীপুরের রঙ্কিণীকে যোড় করি পাণি।।
বালিগড়্যার ভগবতীর পদে পরণাম।
বৈদ্যপুরে ভগ্নিরূপে করয়ে বিশ্রাম।।
পাড়াম্বুয়ার কামার বুড়ীর বন্দিয়ে চরণ।
দশঘরার বিশালাক্ষী হও সুপ্রসন্ন।।
তেরঘরার বিশালাক্ষীর পদে কৈলুঁ নতি।
রামনগরের ভবানীরে করিয়া ভকতি।।
রাণীহাটের ভগবতীর পদে কৈলুঁ নতি।
মুণ্ডমালা গলে শোভে ভীষণমূরতি।।

সদানন্দে বন্দিব ত্রিভুবনেশ্বরী।
স্মরণে হরয়ে সব দুঃখ মৃত্যুপুরী।
আদ্যস্থান বটে মায়ের বিক্রমপুর।
অষ্ট আভরণ শোভে ললাটে সিন্দুর।।
মায়ার কারণ সাধু বিদিত সংসার।
শিয়াখালার দেউল আছে উত্তর দুয়ার।।

চারি চতুস্বল ঘর দেখিতে সুন্দর।
ডানি বামে দুই পীঁড়া অতি মনোহর।।
রক্তমুখী রঙ্কিণী যে রক্ত পীল বসি।
কেহ নাঞি জানে স্থান গুপ্ত বারাণসী।।
হাথেতালে বন্দিলু বড়ার বিষহরি।
চারিদিগে নাগেতে বেষ্টিত যার পুরী।।
দ্রষ্টকেদারপুর আর হাসনহাটী।
যথা তথা বুলা চলা মণ্ডলগ্রামে বাটী।।
বালীডাঙ্গার বন্দ্যোপাধ্যয় বাড়ীর চরণ।
প্রণাম করিয়া যত দেবদেবীগণ।।
জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দোঁ কালীদাস।
আদি কবি বাল্মীকি বন্দিলু মুনি ব্যাস।
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয়।।
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতা-পিতার চরণ।।
গায়ন গুণিন্ লেই নাটুয়া লেই পো।
কবিত্ব শিখিলুঁ মাতা তব মায়া মো।।
হাথে তালে ডাকি আমি হইয়া কাতর।
নায়কের আসরে দুর্গা উরহ সত্বর।।
দুই পাল্যের কন্ধে দিয়া দুই পাও।
আমার কন্ধেতে বসি রহনি খেলাও।।

রাজবলহাট সেই গ্রাম নদীকূল।
ডিঙ্গা লইয়া দিল সাধু চণ্ডীর দেউল।।
কোথা চণ্ডী আছ গো তুমিত মশানে।
দণ্ড চারি উর মাতা সেবক স্মরণে।।
কাইতির বাণেশ্বর বন্দিলাম আগে।
মউলা রঙ্গিণী বন্দো মস্তকের পাগে।।
ভেউটিয়া গ্রামের বন্দো দেবী ভদ্রকালী।
হুলাহুলি দিয়া বন্দো দামুন্যার বাসুলী।।
গ্রামের দেবতা বন্দো আসর ভিতর।
জাজপুরের বরাহ বন্দো মস্তক উপর।।
সিংহপৃষ্ঠে বন্দো জয়া হেমন্ত-ঝিয়ারী।
জউগ্রামের বন্দিব জয় বিষহরি।।
সদাই মানস যার লইবারে গঙ্গা।
পথের বিশ্রাম শুন নারিকেলডাঙ্গা।।
দামুন্যার ঠাকুর বন্দিব চক্রবর্ত্ত।
যাহার চরণ ধরি করিলুঁ কবিত্ব।।
কামেশ্বর শিব বন্দো কণ্ডর নগরে।
চন্দ্রকণার গণপতি বন্দো মহেশ্বরে।।
বেতারগড়েতে বন্দো চণ্ডীকা বেতাই।
খেপ্তের খেপাই বন্দো আমতার মেলাই।।

ডাকিনী যোগিনী বন্দৌ শ্রীধর্ম্মের পা।
লব্ধ হইয়া যে মোর আসরে করে ঘা।।
তিনি মোর ভগিনী আমি তার ভাই।
আসরেতে করে ঘা চণ্ডীর দোহাই।।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়।
হরি হরি বলহ বন্দনা হৈল সায়।। (বঙ্গ)

রাইপুরের দেবতা বন্দো শবাসিনী।
খড়্‌পুরে হিড়িমাই অসুর-দলনী।।
আদ্য কবি বাল্মীকিরে করিয়ে প্রণতি।
পরাশর ব্যাস শুক বন্দো বৃহস্পতি।।
জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস।
কর জুড়ি বন্দিব পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।
মাণিক দত্তকে করিয়ে পরিহার।
বড়ু সর্ব্বানন্দকে করিল নমস্কার।।
হেন সব কবিদের বন্দিয়া চরণ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

প্রার্থনা

*

তেজিয়া কৈলাস গিরি উর মা মরতপুরী
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান।।

---

* অতিরিক্ত—

বেদ-ধ্বনি বাদ্যতালে আরাধিয়ে শুভকালে
হরি হরি বল সর্ব্বজন।
পিতৃগণ লৈয়া মাতা আসনে অসিবে যথা
নায়কের পূর্ণ কর মন।।
ক্ষেম ক্ষেম ক্ষম অপরাধ।
গায়ন-বায়ন জনে রাখিবে সকল স্থানে
কৃপা করি খণ্ডাহ বিষাদ।। (দী)

লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ [১]না জানি সঙ্গীত পন্থ[১]

কৃপা করি দিলে গুরুভার।

অনভিজ্ঞ তালমানে কেমনে বুঝাব আনে

দোষগুণ সকলি তোমার।।

যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি

[২]তুমি কর মোরে উপদেশ।[২]

[৩]প্রচার যেমন কাব্য নহে গো যেমন ভাব্য

করি চিন্তা, হর মোর ক্লেশ।।[৩]

বলি-হোম-ধূপ-দীপে তোমা পূজে সপ্ত দ্বীপে

তোমার সেবক জগজন।

নায়কের থাকে দোষ দূর কর অভিরোষ

[৪]কর মাতা কৃপাবলোকন।।[৪]

[৫]তুমি রমা তুমি বাণী যোগনিদ্রা নারায়নী[৫]

গিরি-কন্যা ঈশান-গৃহিণী।

আগম-নিগম-তন্ত্র- বীজরূপা নানা-মন্ত্র

[৬]বেদমাতা[৬] বিশ্বের জননী।।

১-১ না পাই সঙ্গিত অন্ত (গ)

২-২ তুমি কবি মোর বাপদেশ। (দী)
তুমি গুরু মোর উপদেশ।

৩-৩ প্রচারে জে করে কাব্য জাহার জেমন ভাব্য
কর চিন্তা হর মোর ক্লেস।। (খ)

৪-৪ কর সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন।। (দী)

৫-৫ তুমি আদ্যা মহামায়া সঙ্করি সঙ্কর প্রিয়া (খ)

৬-৬ বহুরূপা (খ)
বিজরূপা (দী)

যোগময়ী জোগত্রাণী শক্তিভূতা সনাতনী
ত্রৈবিদ্যা অনাদি বাসনা।
মহাযোগে কালরাত্রি গায়ত্রী ভুবনধাত্রী
শক্তিরূপা সংসার-বাসনা।।
সলিলে ডুবিলে মহী আশ্রয় করিয়া অহি
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান-কালে প্রভুর শ্রবণ-মূলে
দুই দৈত্য কৈলা মহারণ।।
মধু সে কৈটভ নাম দুই দৈত্য অনুপাম
বিধাতারে করে বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি তোমারে করিল স্তুতি
তার তুমি হইলে শরণ।।
যে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজ-তম-সত্ত্ব
বেদমাতা সাবিত্রী-রূপিণী।
তুমি আদ্যা মহামায়া শঙ্করী শঙ্করকায়া
আমি নর কি বলিতে জানি।।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ * †

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।।
সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন-রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।।
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
[১]ডিহিদার মামুদ সরিপ।।[১]

---

* বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে।

১-১ কর্সিদার (গ)

† পাঠান্তর —

অথ আদি পালারম্ভ

কুলে শীলে নিরবধ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামিন্যাটি সজ্জন-প্রধান।
অতিশয় গুণ বাড়া সুধন্য দক্ষিণ রাড়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমান।।
ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নানু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামিন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর।।

উজির হলো রায়জাদা [১]বেপারিরে দেয় খেদা[১]
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।
সরকার হইলা কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
[২]পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।।[২]
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপিনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।।
পেয়াদা সবার কাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি [৩]বেচে ঘরের কুড়ালি[৩]
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।।

বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব দেউল দিল ধুষদত্ত
কতকাল তথাই বেহার।
কে বুঝে তোমার মায়া সুরকুল তেয়াগিয়া
চলদলে করিলা সঞ্চার।।
গঙ্গাসম সুনির্ম্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।

১-১ বেপারি না করে সয়দা (গ)
২-২ পাই লভ্য খায় তঙ্কা প্রতি।। (গ)
৩-৩ বেচে ফাল কোদালি (গ)

সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈলা [১]মুনিব খাঁর[১] সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে [২]রমানাথ[২] ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।।
ভেঠনায় উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।।
বহিয়া গোড়াই নদী সদাই স্মরিয়ে বিধি
তেউট্যায় হইলুঁ উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি পাইল বাতন-গিরি
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত।।
নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈল স্নান করিলু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।।

হরি নন্দী ভাগ্যবান্ শিবে দিলা ভূমিদান
মাধম ওঝা ধামাদি করণী।।
দামন্যার লোক যত শিবের চরণে রত
সেই পুরী হরের ধরণী।।
পাষণ্ডকুলের অরি শ্রীয়মন্ত অধিকারী
কল্পতরু নাগ উমাপতি।
অশেষ পুণ্যের কন্দ নাগ ঋষি সর্ব্বানন্দ
সেই পুরী সজ্জনবসতি।।

১-১ গরিব খাঁ (গ)
২-২ রামানন্দ (ঘ)

[১]আশ্রম[১] পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা-ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।।
হাতে লইয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য।।
[২]দেবী চণ্ডী মহামায়া[২] দিলেন চরণ-ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।

কাঁটা দিয়া বন্দী ঘাটী বেদান্ত নিগম পটী
ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্য ধন্য পুরবাসী বন্দ্য সে বাঙ্গাল পাসী
লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়।।
কাঞ্জড়ি কুলের সার মহামিশ্র অলঙ্কার
শব্দকোষ কাব্যের নিধাম।
কয়াড়ি কুলের সার সুকৃতি তপন ওঝা
তস্য সুত উমাপতি নাম।।
তনয় মাধব শর্ম্মা সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা
তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর নিত্যানন্দ সুরেশ্বর
বাসুদেব মহেশ সাগর।।
গর্ভেশ্বর অনুজাত মিশ্রনাথ জগন্নাথ
একভাবে সেবিলা শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম গুণীরাজ মিশ্র নাম
কবিচন্দ্র তার বংশধর।।

১-১ আসন (গ)
২-২ চণ্ডীকা করিল দয়া (গ)

চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রায় হইলুঁ উপনীত।।
আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি
পাঁচ আড়া মাহি দিলা ধান।।
সুধন্য বাঁকুড়া-রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশুপাছে কৈল নিয়োজিত।

অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা সুকবি সুকৃত কর্ম্মা
নানাশাস্ত্র মিশ্রয় বিদ্যান।
শিবরাম বংশধর কৃপা কর মহেশ্বর
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান।। (দী)

মঙ্গলবারের পালা আরম্ভ

আজ্ঞা দিল মহীপাল শুভ তিথি শুভ কাল
শুভক্ষণে বারি সংস্থাপন।
নৈবেদ্য বিবিধরূপ গন্ধ পুষ্প দীপ ধূপ
পট্টবস্ত্র নানা আয়োজন।।
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত আর যত নিমন্ত্রিত
আনন্দিত সব এক স্থানে।
ভেরী তুরী বাজে ভাল কাংস্য বাদ্য করতাল
পটহ দুন্দুভি বাজে বীণে।।
রাজা দেয় জয়ধ্বনি সপ্তস্বরা পিনাকিনী
বাজে নানা মঙ্গল-বাজন।
হয়ে অতি শুচিকায় দ্বিজগণে বেদ গায়
মহামায় করি আরাধন।।

তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত।।
সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বরূপ সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ।।
[১]বীরমাধবের সুত[১] রূপে গুণে অদ্‌ভুত
[২]বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান।[২]
[৩]তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।।[৩]

ঘট-সংস্থাপন করি মহামায়া মহেশ্বরী
স্থিতি কর এ অষ্ট বাসর।
লক্ষ্মী বাণী আদি করি আর যত সহচরী
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর।।

১-১ বিক্রম সুতের সুত (গ)

২-২ রঘুনাথ নৃপতিভূষণ। (গ)

৩-৩ মুকুন্দ রচিত পুঁথি শুনি সুখে নরপতি
খ্যাতি দিল শ্রীকবিকঙ্কণ।। (গ)
তুমি আদ্যা মহামায়া আর যে তোমার কায়া
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
ভক্ত নায়কের প্রতি কৃপা কর ভগবতি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।। (বঙ্গ)

অথ সৃষ্টিপালা আরম্ভ

আদি দেব

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ।।

*

নাহি কেহো সহচর দেবতা অসুর নর
সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবা নিশি না উদয় রবিশশি
অন্ধকার আছে নিরন্তর।।
কোটি ভানু পরকাশ পরিধান পীতবাস
[১]অন্ধকার পারে ভগবান।[১]
[২]কিরীটী[২] কিঙ্কিণী হার দূর করে অন্ধকার
পুরট-মুকুট মণিদাম।।

---

* অতিরিক্ত —

সর্ব্ব রূপ ধরে প্রভু চতুর্দ্দশ লোক বিভু
সৃজিয়া নাশেন বারেবার।
অক্ষয় প্রকৃতি গুণ সীমা দিব কোনজন
যার যে করণ ইচ্ছা তার।। (দী)

১-১ অন্ধকারে ভাবে ভগবান। (বঙ্গ)

২-২ কটিতে (গ)

কণ্ঠেতে কৌস্তুভ আভা কোটি চান্দ জিনি শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড।
নবীন জলদ কাঁতি মুখ জিনি বিধুপতি
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।।
অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি হৃদয়ে ভাবেন যুক্তি
জলস্থল নাহি অধিষ্ঠান।
কোথাও সংহতি নাহি চিন্তিলেন গোঁসাঞিও
আপনারে '১অসত্য' সমান।।
চিন্তিলে এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।
অভয়া করিয়া ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি।।

আদি দেবী

আদি-দেবরাজ-শক্তি ভুবন-মোহন-মূর্ত্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
রচিয়া সম্পুট পাণি মৃদু মন্দ সুভাষিণী
সমুখে রহিলা নারায়ণী।।
কষিত-কাঞ্চন-কায় ভূষণ ভুষিত তায়
পায়ে শোভে সোনার নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণ করে দূর।।

১-১ অশক্ত (বঙ্গ)

রাজহংস রব জিনি চরণে নূপুর-ধ্বনি

দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে।

কোকনদ-দর্পহর বেষ্টিত [১]যাবক কর[১]

অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে।।

রাজহংস-মন্দগতি হেম জিনি দেহ-জ্যোতি

গজকুম্ভ চারু পয়োধরে।

তাহে শোভে অনুপাম মণি মুকুতার দাম

যেন গঙ্গা সুমেরু-শিখরে।।

রাম-রম্ভা যিনি উরু নিবিড় নিতম্ব গুরু

কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশ।

পরিধান পট্ট সাজে কনককিঙ্কিণী বাজে

বচন-গোচর নহে বেশ।।

মণিময় হার ছলে কিবা সে তাহার গলে

স্থির হইয়া সৌদামিনী বসে।

নিরুপম পরকাশ মন্দ সুমধুর হাস

ভঙ্গী নব শিখিবার আশে।।

[২]বন্ধুক-কুসুম-ছটা ললাটে সিন্দুর-ফোঁটা

প্রভাত কালের জিনি রবি।

অধর বিম্বক জ্যোতি দশন মুকুতা পাতি

দোঁহার বদল করে ছবি।।[২]

১-১ যাবক-বর (দী)

২-২ য়ধর বিম্বুক বন্ধু বদন সারদ ইন্দু

কুরঙ্গ জিনিয়া বিলোচন।

প্রতাপে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা

তনুরূচি ভুবনমোহন।। (গ)

কপালে সিন্দুর-বিন্দু নব-অরবিন্দ-বন্ধু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
তিমির করিয়া মেলা ধরিয়া কুন্তল-ছলা
বন্দী কৈল তথি রবি ইন্দু।।
তিল ফুল জিনি নাসা 'বলুকি' জিনিয়া ভাষা
ভ্রূযুগল চাপ-সহোদর।
খঞ্জন-গঞ্জন-আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী
শিরোরুহ অসিত চামর।।
অঙ্গদ, বলয়া, শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
মণিময় মুকুট মণ্ডন।
হাসিতে বিজুলি খেলে শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
*হেম-মুকুলিকা সুশোভন।।
প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া আদি দেবী মহামায়া
সৃষ্টি সৃজিবারে কৈল মন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিলা বন্দ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১-১ বনপ্রিয় (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —

শ্রবণ উপর দেশে হেম মুকুলিকা ভাসে
কুটিল কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘমাঝে যেমন বিজুরী সাজে
পরিহরি চাপল্যাক দোষে।। (গ, বঙ্গ ও দী)

সৃষ্টি-প্রকরণ

ভেদ জনু কর ভেদ জনু।
যো হরি সো হর এক তনু।। ধুয়া।।
[১]একদেব[১] নানা মূর্ত্তি হৈলা মহাশয়।
হেম হৈতে বস্তুত কুণ্ডল ভিন্ন নয়।।
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান।
রূপময় হৈল তথি তনয় মহান।।
মহতের পুত্র হৈল নাম অহংকার।
যাহা হইতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার।।
অহংকার হইতে হৈল এই পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন।।
এই পঞ্চ জনে লোক বলে পঞ্চভূত।
ইহা হইতে [২]প্রাণীবৃন্দ[২] হইল বহুত।।
গুণভেদে একদেব হৈল তিন জন।
[৩]রজোগুণে হৈলা ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ।।[৩]
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব [৪]বিনাশ-কারণ[৪]।।
ব্রহ্মার মানসপুত্র হৈল চারি জন।
সনৎকুমার আর সনক সনাতন।।
সনন্দ হইল চারি ভাইর পূরণ।
কৃষ্ণকথা বিনে তার অন্যে নাহি মন।।

১-১ বেদদেব (দী)

২-২ প্রাণীবৃদ্ধি (বঙ্গ)

৩-৩ রজগুণে দেবরাজ মরাল-বাহন।। (দী)
রজোগুণে হৈলা বিধি মরাল-বাহন।। (বঙ্গ)
রজোগুণে ব্রহ্মা হৈলা মরাল-বাহন।। (খ)

৪-৪ সৃষ্টি সংহারণ (গ)

*

[১]কৃষ্ণ-আরাধনে তারা পাইল বড় সুখ।[১]
পিতৃবাক্য না শুনিয়া সংসারে বিমুখ।।
চারিপুত্র তেজিলা বাপের অনুরোধ।
বিধাতার হৃদয়ে বাড়িল বড় ক্রোধ।।
[২]সেই ক্রোধ ভুরূযুগে রহে বিধাতার।[২]
তাহাতে জন্মিল নীল-লোহিত কুমার।।
বাল্যভাবে মহাদেব করেন রোদন।
নামধাম জায়া মোর কর নিয়োজন।।
বিচারিয়া রুদ্রনাম থুইল প্রজাপতি।
[৩]উন্মত্ত মহেশ আর শিব পশুপতি।।[৩]
হৃদয় ইন্দ্রিয় ব্যোম বায়ু বহ্নি জল।
মহী চন্দ্র দিবাকর তারে দিলা স্থল।।
[৪]ধৃতি বৃদ্ধি ঈশী বশী শিবা আর অণিমা।[৪]
একভাবে ছয় নারী ভজিবেক তোমা।।
সৃষ্টি করহ পুত্র বাড়ুক পরমাই।
[৫]আজ্ঞা লঙ্ঘি গেল তোর জ্যেষ্ঠ চারি ভাই।।[৫]

---

* অতিরিক্ত —
প্রপঞ্চ সকল কথা একা হরি সত্য।
চারিজনে কৃষ্ণ গান হয়ে সাবহিত।। (খ)

১-১ চারি জনে জানিলেন হরিভক্তি সুখ। (গ)
২-২ সেই ক্রোধ হৃদয়ে রহিল বিধাতার। (বঙ্গ)
৩-৩ মন্যমনু মহিন্যাস শিব পশুপতি।। (দী)
৪-৪ ধৃতি বৃদ্ধি ইলা সর্পি শিবা অসিলোমা। (গ)
৫-৫ আজ্ঞা লয়্যা লয়্যা যেন বড় চারি ভাই।। (দী)
আজ্ঞা লয়্যা কাজ্য কর জেষ্ট চারি ভাই।। (খ)

[১]ব্রহ্মার আজ্ঞায় সৃষ্টি করেন শঙ্কর।
সৃজিলেন প্রেত ভূত দানা নিশাচর।।[১]
জটা ভস্ম হাড়মালা বিভূতি-ভূষণ।
দেখিয়া বিধাতা কৈল সৃষ্টি-নিবারণ।।
ভয়ঙ্কর সৃষ্টি পুত্র না কর গঠন।
তপস্যা করিয়া ভজ দেব নারায়ণ।।
[২]পিতৃবাক্যে দিলা হর তপস্যায় মন।
তবে জন্ম হৈল ব্রহ্ম-ঋষি দশজন।।[২]
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু।
পৌলস্ত্য পুলহ হৈলা সংসারের হেতু।।
বশিষ্ঠ হইলা তবে মুনি মহাতপা।
[৩]নারদ হইল যারে কৃষ্ণ কৈল কৃপা।।[৩]
আপনার তনু ধাতা কৈল দুই খান।
বামভাগে নারী হৈলা দক্ষিণে পুমান।।
শতরূপা নারী হৈলা অতি বরতনু।
পুরুষ হইলা স্বায়ম্ভুব নামে মনু।।
মনুরে কহিল ব্রহ্মা শুন মোর কথা।
প্রজা সৃষ্টি করি মোর দূর কর ব্যথা।।
এতেক শুনিয়া মনু ব্রহ্মার বচন।
জোড় হাত করিয়া করেন নিবেদন।।

১-১ পিতৃবাক্যে শিবদেব সৃষ্টে দিল মন।
প্রথমে সৃজিল প্রেত ভূত দানাগণ।। (ক)

২-২ তবে জন্মাইল এই দশ সুত।
আঠার বিদ্যা রূপগুণযুত।। (খ)

৩-৩ নারদ জন্মিয়া কৃষ্ণ ভজে রাত্রিদিবা।। (বঙ্গ)

সৃষ্টি সৃজিবারে ভাল বলিলে গোসাঞিঃ।
কোথা প্রজা বসিবে এমন স্থল নাই।।
যুগে যুগে প্রজাস্থিতি আছিল ধরণী।
অসুরে হরিয়া নিল পাতাল-সরণী।।
এমন শুনিয়া ব্রহ্মা হইলা চিন্তিত।
নাসাপথে বরাহ নির্গত আচম্বিত।।
অভয়ার চরণে মজুক মোর চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর সঙ্গীত।।

অচিন্ত্য অনন্ত রায় ধরিয়া বরাহকায়
অঙ্গে শোভে যজ্ঞপত্রজাল।
[১]ধরোদ্ধারে[১] মহারম্ভ প্রলয়-জলধি-অম্ভ
প্রবেশিয়া পাইল পাতাল।।
* ভকত বৎসল ভগবান।
দশনে ধরণী ধরি হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি
তল হৈতে করিয়া উত্থান।।
দশন মুকুতা-আভা তথি দেবী পান শোভা
তমাল-শ্যামলা বসুমতী।
যেন করি-দন্তমাঝে সপত্র পদ্মিনা সাজে
ঋষি সিদ্ধগণ কৈল স্তুতি।।

১-১ ধীরে ধীরে

* অতিরিক্ত —

মহাকায় মহাদন্ত যাঁহার নাহিক অন্ত। (বঙ্গ)

জলের উপরে ক্ষিতি আরোপি ভুবনপতি
শরীর ঝাড়েন ঘনে ঘন।
[১]উঠে বিম্ব ছটা ধৃত[১] ভুবন করয়ে পূত
[২]সুর মহ তপঃ সত্য জন।।[২]
জল তেজি দেবরায় সঘনে ঝাড়েন কায়
অঙ্গ হৈতে [৩]ছয় লোম[৩] খসে।
পাইয়া ধরণীগর্ভ তথি হৈল ছয় দর্ভ
[৪]মঘবিঘ্ন খণ্ডে সেই কুশে।।[৪]
অখিল-পর্ব্বত-গুরু মধ্যে আরোপিলা মেরু
মন্দার-প্রমুখ গিরিচয়।
গন্ধমাদন মাল্যবান শ্বেত নীল শৃঙ্গবান
হিমকূট গিরি হিমালয়।।
প্রথমে উদয়গিরি পাছে সে অস্ত-শিখরী
চৌদিকে বেড়িয়া লোকালোক।
বাহিরে কাঞ্চন ক্ষিতি তথি যোগেশ্বর-পতি
দেখি বিধাতার ঘুচে শোক।।
সুমেরু-শিখর-ভাগে [৫]রবিরথ যাহে লাগে[৫]
বেড়িয়া ফিরয়ে দিবাকর।
গতাগতি করি লক্ষ্য দিবা নিশি মাস পক্ষ
হৈল ঋতু অয়ন বৎসর।।

১-১ উঠে বিন্দুছটা ধৌত (বঙ্গ)

২-২ জত দুরে সঞ্চরে পবন।। (গ)
শিরোরুহ তপ সত্য জন। (বঙ্গ)

৩-৩ লোমচয় (দী)

৪-৪ মঘবিঘ্ন নাহি আইসে দেসে।। (গ)

৫-৫ রবি-রথচক্র লাগে (বঙ্গ)
রবিরথযন্ত্র লাগে (দী)

কৃপাময় অবতার হৈল প্রভু শিশুমার
উর্দ্ধ পুচ্ছ হেট যার মাথা।
[১]তথি রাশিচক্র ভর[১] ফিরে প্রভু নিরন্তর
গ্রহতারাগণ বৈসে যথা।।
প্রবল চপল-ভঙ্গা উর্দ্ধলোকে বহে গঙ্গা
মেরুশৃঙ্গে হৈলা চারিধারা।
সিতা ভদ্রা বক্ষু নাম অশেষ পুণ্যের ধাম
[২]শ্রীঅলকানন্দা[২] তীর্থবরা।।
[৩]বৈবস্বত-রাজধানী[৩] তথা মনু নৃপমণি
শতরূপা সঙ্গে কৈল বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণে গায় সুখী রঘুনাথ রায়
পঞ্চালিকা করিলা প্রকাশ।।

মনুর প্রজাসৃষ্টি

শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কুতূহলে।
গুণযুত দুই সুত হৈল কতকালে।।
জ্যেষ্ঠ সুত প্রিয়ব্রত হইলা নৃপবর।
রথচক্রে হৈল যার এ-সপ্ত সাগর।।
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বিদিত ভুবনে।
ধ্রুব নামে পুত্র যার বিদিত পুরাণে।।
তিন কন্যা হইল তার রূপগুণবতী।
আকৃতি প্রসূতি হৈল আর দেবহূতি।।

১-১ এক চক্র করি ভর (ক)

২-২ অলকনন্দিনী (ক)

৩-৩ সেবে শত রাজধানী (বঙ্গ)

আকৃতিরে বিভা দিল রুচি মুনিবরে।
দিলেন যৌতুক রথ তুরঙ্গ কুঞ্জরে।।
কর্দ্দম মুনিরে বিভা দিল দেবহূতি।
দিলেক অনেক ধন দেব প্রজাপতি।।
[১]প্রসূতিরে পরিগ্রহ কৈল দক্ষ মুনি।
জন্মিলা তাঁহার ষোল তনয়া-রূপিণী।।[১]
ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্যা সুতা সতী।
বন্দী-মোক্ষ-হেতু দেবী আপনে প্রকৃতি।।
[২]নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি।
মহাদেবে বিভা দিল নামে কন্যা সতী।।[২]
নানা ধন যৌতুকে পূরিয়া অভিলাষ।
বর-কন্যা পাঠাইয়া দিলেন কৈলাস।।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর সঙ্গীত।।

অথ ভৃগুমুনির যজ্ঞারম্ভ

এমন সময় ভৃগু বিরিঞ্চি-নন্দন।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈল আরম্ভন।।
চারি বেদে পণ্ডিত অঙ্গিরা যাহে হোতা।
[৩]সভাসদ হৈল যাহে আপনি বিধাতা।।[৩]

১-১ প্রসতিকে পাণিগ্রহন কৈল দক্ষপতি।
জন্মিলা তাহার গর্ভ্যে তনয়া পাব্যতি।। (গ)

২-২ নারদের স্থানে গিয়া দক্ষ প্রজাপতি।
সুমন্দ করিয়া সিবে বিভা দিল সতি।। (গ)

৩-৩ সভা লয়া আইল্যা তথা য়াপনে বিধাতা।। (গ)

দেবগণে নিমন্ত্রণ কৈল ভৃগুমুনি।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা দেন নারদ আপুনি।।
আইলা দেব চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়।
বৃষভে চাপিয়া আইল দেব চন্দ্রচূড়।।
[১]মহিষে চাপিয়া আইলা চতুর্দ্দশ যম।[১]
হরিণে আইল উনপঞ্চাশ পবন।।
রাশিচক্রে চাপিয়া আইলা গ্রহগণ।
রথে দশদিক্‌পাল কৈল আগমন।।
মরীচি কশ্যপ আদি যত দেবঋষি।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে হৈলা অভিলাষী।।
কেহো রথে কেহো গজে কেহো তুরঙ্গমে।
আইলান দেবঋষি ভৃগু মুনি-ধামে।।
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবগণ।
বিমানে ভৃগুর পুরে করিল গমন।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন।
মধুপর্ক দিয়া দিল নানা আয়োজন।।
সিদ্ধান্ত করয়ে কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ।
এমন সময়ে তথা আইলা মুনি দক্ষ।।
দক্ষকে দেখিয়া সভে করিল উত্থান।
বিধি বিষ্ণু হর বিনে করিলা প্রণাম।।
[২]অনত[২] দেখিয়া শিবে দক্ষ কাঁপে রোষে।।
দেবগণে নিবেদয়ে গদগদ ভাষে।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

১-১ মহিসে চাপিয়া আল্যা চণ্ড জমের নন্দন। (খ)

২-২ অনীত (বঙ্গ), অনাদর (খ), উলঙ্গ (গ)

দক্ষের শিবনিন্দা

[১]শুন রে সভার লোক[১] এ বড় দারুণ শোক
এই শিব আমার জামাতা।
আসি আমি মখ-স্থান না করে আমার মান
মোরে নতি না করিল মাথা।।
নারদে বলিব কি তব বাক্যে দিনু ঝি
হেনই ভাঙ্গড় [২]মতি পাপে[২]।
[৩]ত্রিভুবনে এক ধন্যা অপাত্রে দিলাম কন্যা[৩]
তনু শুখাইল পরিতাপে।।
নাহি জানি আদি মূল কিবা জাতি কিবা কুল
নাহি জানি কেবা মাতাপিতা।
আমি ছার মন্দমতি অনলে ফেলিনু সতি
সভামাঝে লাজে হেঁট মাথা।।
অঙ্গরাগ চিতা-ধূলি কান্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি
বিষধর উত্তরি-বসন।
[৪]হেন অমঙ্গল ধাম শিব থুইলা কেবা নাম[৪]
দেব বুদ্ধি করে কোনজন।।
চাহিতে চাহিতে ভাল কুল মোর হইল কাল
মোরে বাম হইল বিধাতা।
ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদশালা
হেন জন আমার জামাতা।।

১-১ দেখরে সকল লোক (গ)
২-২ অধিপাপে (খ, গ এবং দী)
৩-৩ ত্রিলোকে প্রশংসে যারে অনলে ফেলিল তারে (দী)
৪-৪ শ্মশানে যাহার স্থান তারে কেবা করে মান (বঙ্গ)

যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত বসতি যাহার যূথ
সহযোগ শয়ন-ভোজনে।
[১]জাতির নাহিক স্থিতি হেন জন সতীপতি
দেবকুলে কেবল গঞ্জনে।।[১]
সতী ঝিয়ে গুণনিধি তারে বিড়ম্বিলা বিধি
পতি সে দরিদ্র দিগন্তর।
[২]কুলে হইল বড় দোষ মনে নাহি পরিতোষ[২]
অপযশ গেলা দিগম্বর।।
শ্বশুর যেমন তাত তারে না জুড়িল হাত
সভা মাঝে কৈল অপমান।
নহে লোকে অনুরাগ ঘুচুক যজ্ঞের ভাগ
বেদ-পথে নয় অবধান।।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ

এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কম্পমান তনু হইল লোহিত লোচন।।
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নিল হাতে।
নাহি হবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে।।

১-১ হেন অমঙ্গল ধাম শিব থুইল কেবা নাম
দেব মধ্যে কে করে গণনে।। (বঙ্গ)

২-২ মনে নাহি পরিতোষ লোকে গায় ধর্ম্মদোষ (বঙ্গ)

মহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন।
অচিরাতে হবে তোর ছাগল-বদন।।
পরস্পর দুইজনে হইল প্রতিকূল।
জামাতা-শ্বশুরে হইল ভুজঙ্গ-নকুল।।
জামাতা শ্বশুরে দ্বন্দ্ব হৈল বহুকাল।
দক্ষের হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল।।
বিমনা হইয়া শিব চলিলা কৈলাস।
দক্ষপ্রজাপতি গেলা আপনার বাস।।
কতকালে কৈল ব্রহ্মা দক্ষের সম্মান।
সকল পুত্রের মাঝে করিল প্রধান।।
[১]ব্রাহ্মণেরে প্রজা বলি[১] ধরাইল ছাতা।
প্রসাদ করিল তারে কনক পইতা।।
ব্রাহ্মণে পালিতে বুদ্ধি তারে দিল বিধি।
[২]এই হইতে হইলা ওঝা কুলের পালধি।।[২]
ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষের হইল মহাদম্ভ।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ।।
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুর-নাগ-নরে।
কহিল নারদ মুনি [৩]সবাকার ঘরে।।[৩]
বিধি বিষ্ণু শিব বিনে দিল নিমন্ত্রণ।
[৪]আইল সকল লোক দক্ষের সদন।।[৪]

১-১ ব্রাহ্মণের রাজা করি (গ) ও (বঙ্গ)

২-২ সেই হৈতে কুলেতে হইল পালধি।। (খ)
এই হেতু কুল সৃষ্টি হইল পালধি।। (বঙ্গ)

৩-৩ প্রতি ঘরে ঘরে (বঙ্গ)

৪-৪ নাগ নর ঋষি আইলা দক্ষের সদন।। (খ)
শিব বিনে আইলা সকল দেবগণ।। (গ)

আকাশেতে শুনিয়া বিমান-কোলাহল।
দক্ষের দুহিতা সতী হইল চঞ্চল।।
লোকমুখে শুনিয়া দক্ষের [১] ক্রতুবর।[১]
নিবেদয়ে শঙ্করে যুড়িয়া দুই কর।।
দক্ষপ্রজাপতি নাথ তোমার শ্বশুর।
তার যজ্ঞে তিন লোক চলিলা প্রচুর।।
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস।
বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষ।।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি বলেন শঙ্কর।
হেন বাক্য অনুচিত কি দিব উত্তর।।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে হবে মাথাকাটা।
আমার প্রসঙ্গে তুমি পাবে বড় খোঁটা।।
[২]বিনি নিমন্ত্রণে যাব বাপের সদন।[২]
ইথে দোষ নাহি নাথ লোকের গঞ্জন।।
এমন বলিয়া ধরে শিবের চরণ।
নয়নে নিকলে জল গদ্‌গদ বচন।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা

অনুমতি দেহ হর যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞমহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে চলিল বাপের বাসে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে।।

১-১ কদুত্তর (বঙ্গ)
২-২ ভবানী বলেন যাব বাপের সদন। (বঙ্গ)

চরণে ধরিয়া সাধি কৃপা কর কৃপানিধি
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ যাইব বাপের পাশ
[১]নিবেদন নাহি করি ডরে।।[১]
সুমঙ্গল সূত্র করে আইনু তোমার ঘরে
[২]পূর্ণ বৎসর হইল সাত।[২]
দূর কর [৩]অপরাধ[৩] পূরহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত।।
পর্ব্বতকন্দরে বসি নাহি পাট-পড়সী
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
[৪]একদিন কোথা যাই[৪] যুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী।।
পিতা বড় পুণ্যবান করিবে অনেক দান
কন্যাগণে করিবে ব্যভার।
[৫]অলঙ্কার পরিধান আগে আমি পাব মান
অন্যবুদ্ধি নাহিক বাবার।।[৫]
শুনিয়া সতীর বাণী কহিলেন শূলপাণি
শুন প্রিয়া আমার বচন।

১-১ নিবেদন করি যোড় করে।। (বঙ্গ)

২-২ পূর্ণ হৈল বৎসর পাঁচ সাত। (বঙ্গ)

৩-৩ বিসম্বাদ (খ), বিবাদ (বঙ্গ)

৪-৪ এক তিল কোথা যাই (খ এবং বঙ্গ)

৫-৫ বসন ভূষণ আদি পাব বস্ত্র নানাবিধি
ভেদ বুদ্ধি নাহিক বাপার।। (বঙ্গ)

বাপঘরে যাবে যবে ভাল ত নহিবে তবে

তাহে তুমি ত্যজিবে জীবন।।

মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি।

গৌরীর দক্ষালয়ে গমন

যাইবারে অনুমতি নাহি দিল পশুপতি

দাক্ষায়ণী হইলা কোপবতী।

[২]সক্রোধে[২] হইয়া বামা চলিলা ভ্রূকুটি-ভীমা

একাকিনা বাপের বসতি।।

হইয়া উন্মত্ত-বেশা যান দেবী মুক্তকেশা

না শুনিয়া শিবের বচন।

শিবের ইঙ্গিত পায়্যা পাছে নন্দী যান ধায়্যা

বৃষভের করিয়া সাজন।।

[৩]সাড়িকা কুণ্ডল পেড়ি[৩] পাছে নিয়া যায় চেড়ি

কেহ লয় [৪]বিউনী[৪] দর্পণ।

পূরিয়া সুগন্ধি বারি কেহ লইয়া যায় ঝারি

শ্বেতছত্র ধরে কোন জন।।

১-১ ভবিষ্যে করিব বিমোচন।। (খ)

অবশ্য হইবে বিড়ম্বন।। (বঙ্গ)

২-২ সভারে (ক এবং বঙ্গ)

৩-৩ সারিকা কনক সাড়ি (গ)

৪-৪ চামর (গ)

চিরুণী (খ)

চলিলা অনেক সেনা সঙ্গে প্রেত-ভূত-দানা

নেকাচোকা দুই সেনাপতি।

আগে পাছে দানা ধায় রাঙ্গা ধূলা মাখে গায়

দেখি হরষিতা হৈল সতী।।

বৃষ যোগাইলা নন্দী [1]চাপিয়া চলিলা চণ্ডী[1]

শিরে ছত্র নন্দী সে ধরান।

না জানি চলিলা কত তিন দিবসের পথ

দু'পহরে করিল পয়ান।।

পাইলে বাপের গ্রাম শুনিয়া সতীর নাম

প্রসূতি ধাইল বেগবতী।

কোলেতে করিয়া সতী প্রসূতি পুলক অতি

কৈল সতী মায়েরে প্রণতি।।

আনিয়া আপন ঘরে প্রসূতি দিলেন তারে

পাদ্য-অর্ঘ বসিতে আসন।

যতেক বহিনগণ সবে কৈল [2]আলিঙ্গন[2]

ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন।।

জননী ভগিনী সঙ্গে ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে

যান দেবী যজ্ঞের সদন।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১-১ চাপে চণ্ডী শিব বন্দি (দী)

২-২ সম্ভাষণ (খ)

দক্ষের প্রতি গৌরীর নিবেদন

জননী ভগিনী সঙ্গে করি সম্ভাষণ।
সত্বরে চলিলা মাতা [১]যজ্ঞের[১] সদন।।
দক্ষের চরণে চণ্ডী করিল প্রণতি।
হেটমুখে আশীর্ব্বাদ কৈল প্রজাপতি।।
আইয়াতে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি।
চিরজীবী হউক স্বামী সুস্থির সুমতি।।
না দেখিয়া যজ্ঞে দেবী শিবের পূজন।
কোপে কম্পবান তনু বাপে জিজ্ঞাসন।।
শুন বাপা তোমারে করি যে অভিমান।
[২]সতী ঝিয়ে কেন তুমি টুটাইলে মান।।[২]
ধর্ম্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুজন।
সবারে আসিতে যজ্ঞে দিলে নিমন্ত্রণ।।
শিবে নিমন্ত্রণ বাপা নাহি দিলে কেনে।
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে।।
*
অন্য জামাতারে দিলে বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব পরে ভাল নহে তোমার বেভার।।
দুষ্টদৈব গ্রহ ফলে আমি তোমার ঝি।
না করিলে ভাল কর্ম্ম নিবেদিব কি।।

১-১ দক্ষের (খ)

২-২ সতী-ঝিএ তুমার ছুটিল অবধান।। (গ)

* অতিরিক্ত —

ব্রহ্মা যাঁর বাঞ্ছিত করেন পদধূলি।
ইন্দ্র আদি দেব যাঁরে করে পুটাঞ্জলি।। (বঙ্গ)

এমন শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন।
[১]বলেন সক্রোধ বাণী শুনে সর্ব্বজন।।[১]
অভয়া ইত্যাদি।

দক্ষের শিবনিন্দা

কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
যেবা ছিল কপালে লিখন।
তোমার কর্ম্মের গতি পতি হইল বাম-পথী
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ।।
[২]পরিধান বাঘছাল গলায় হাড়ের মাল
বিভূতিভূষণ শোভে অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান কেবা তার করে মান
প্রেত-ভূত চলে যার সঙ্গে।।[২]
আরোহণ বৃষবরে শিঙ্গা-ডাম্বরু করে
[৩]ভক্ষ্যদ্রব্য ধুতুরার ফল।[৩]
[৪]ভাঙ্গে[৪] বড় অভিলাষ ভুজঙ্গ উত্তরী-বাস
ফণী হার ফণীর কুণ্ডল।।

১-১ ভীষণ ভাষাতে বলে শুনে সর্ব্বজন।। (ক)
নিন্দিয়া বলেন বাণী শুনে সর্ব্বজন।। (বঙ্গ)

২-২ পরিধান বাঘছাল গলেতে হাড়ের মাল
বিসধর উত্তরি বসন।
হেন অমঙ্গল ধামে কেবা থুল্য শিব নামে
দেবকুলে কেবল গঞ্জন।। (গ)

৩-৩ কানেতে ধুতুরার ফুল। (খ)

৪-৪ নাগে (দী)

তোমার কর্ম্মের ফল পতি হইল পাগল
দেখি অন্ন নাহি থাকে বাসে।
অনুচিত কর্ম্ম তার মাথাতে জটার ভার
দেখি যত দেবগণ হাসে।।
আরাধিয়া পশুপতি পাইলে পশুর গতি
অহিসঙ্গে একত্রে শয়নে।
হরশিরে শশিকলা অহি সঙ্গে যার মেলা
দুই জন বঞ্চিত ভুবনে।।
আমি ত ব্রহ্মার সুত ত্রিভুবনে সুবিদিত
মোরে তার শুন ব্যবহার
ভৃগুর যজ্ঞের স্থানে দেবগণ বিদ্যমানে
মোরে না করিল নমস্কার।।
[১]শুন ঝিগো মোর বাণী[১] যজ্ঞে যদি শিবে আনি
অবশ্য হইবে যজ্ঞনাশ।
দেখিয়া শিবের গুণ আর যত দেবগণ
এক স্থানে নাহি করে বাস।।
এমন দক্ষের কথা শুনিয়া ভুবন-মাতা
[২]ক্রোধমুখে বলেন উত্তর।[২]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
গাইল মুকুন্দ কবিবর।।

১-১ শুন ঝিএ সত্য বানি (গ)

২-২ ক্রোধে কাপেন থর থর। (গ)

সতীর দেহত্যাগ

অণিমাদি করিয়া যাহার অষ্টসিদ্ধি।
যাহার চরণ-রজঃ বাঞ্ছা করে বিধি।।
পিনাক ধনুক যার অনন্ত শিঞ্জিনী।
যাহাতে হইলা শর দেবচক্রপাণি।।
সমুদ্র-মন্থনে ঘোর উঠিল গরল।
তিন লোক দহে যেন প্রলয়-অনল।।
হেন বিষ পিয়ে শিব রাখিল জগৎ।
সম্পদে মাতিয়া মূঢ় না জান মহৎ।।
চরণ-নিছনী যার চরণের রজ।
দুর্লভ জানিয়া যার বাঞ্ছা করে অজ।।
*
লোক-রিপু ত্রিপুর দহন কৈল হর।
কি কারণে হেন জনে বল ১কটূত্তর ১।।
শিবনিন্দা-শ্রবণে করিব প্রতিকার।
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর।।

---

* অতিরিক্ত —
সহস্র কমলে হরে পূজা করে হরি।
একটি কমল তার শিব কৈল চুরি।।
মন্ত্র আছে পুষ্প নাহি ভাবে গদাধর।
ডানি চক্ষু দিল নিয়া শিবের উপর।।
কপালে ধরিয়া চক্ষু হৈল ত্রিলোচন।
কমল-নয়ন হৈলা দেব নারায়ণ।।
দেব নাগ নরে শিবে করয়ে পূজন।
তোমা বিনা দ্বেষভাব করে কোন্ জন।। (বঙ্গ)

১-১ দুরাক্ষর (ক)

গুরুজন-নিন্দা শুনি আচ্ছাদি শ্রবণ।
যেই নিন্দা করে তার করিয়ে শাসন।।
যেই স্থান ছাড়ি কিংবা যাই অন্য স্থান।
পাপ-প্রতিকার-হেতু তেজিয়া পরাণ।।
হৃদয়-সরোজে চিন্তি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি মহামায়া পরিলা বসন।।
যোগেতে তেজিলা তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গৌরী-মঙ্গলের গাথা।।*

---

* অতিরিক্ত —

প্রসূতির খেদ

মিত সুতা কোলে করি কান্দএ দক্ষের নারি
চক্ষে বহে কালিন্দির ধার।
বধির দারুন দণ্ডে কজ্জলে মলিন গণ্ডে
ধুলায় লোটায় হেমহার।।
সতীরে করিয়া কোলে প্রসূতি বিনএ বলে
সুন ঝিএ কর য়বধান।
নিদারুন হএ্যা মতি কোথাকারে গেলা সতি
তোমা বিনু না রহে জিবন।।
চিআয়া উত্তর দেহ মাএরে সঙ্গতি নেহ
তোমা বিনু না রহিতে না পারি।
তোমার ঝি এর গুনে পাঞ্জরে লাগিল ঘুনে
তিল আধ দেখিলে মরি।।
কেমন দারুন বেলা গেলা ঝিএ জজ্ঞসালা
দেখিবারে পিতার চরণ।
দারুন তোমার বাপ দিল তুমায় বহু তাপ
তেঞ্রি ঝিএ তেজিলা জিবন।।

দক্ষ-যজ্ঞনাশে শিবদূতের গমন

কাঁদে সব দানাগণ ভূমে লোটাইয়া।
তেজিল পরাণ সতী কি বলিব গিয়া।।
সুরাসুরগণে সবে কৈল কোলাহল।
যোগবলে সতীদেহে উঠিল অনল।।
দেবতা অসুর নরে করে হাহাকার।
কেহো বলে দক্ষযজ্ঞে হইল মহামার।।
সতী যজ্ঞস্থানে যদি তেজিল জীবন।
যজ্ঞনাশ করিবারে ধাইল দানাগণ।।
আগে নন্দী ধাইল দুই দিগে নেকাচোকা।
শত শত দানা ধায় নাহি লেখা জোখা।।

আদি দুস্খে দস মাস তুরে দিলাম গব্যবাস
কোলে কাখে করিল পালন।
খাইআ আমার মাথা আর না কহিলে কথা
তুমা বিনা না রহে জীবন।।
নিদয়া নিষ্ঠুর হয়া গেলে ঝিএ ছাড়িয়া
অভাগারে না দিলে বলান।
ধুলাএ ধুসুর কান্দে কেস বেস নাহি বান্ধে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।। (গ)

প্রসূতির খেদ

কান্দে প্রসূতি দেবী গৌরি লৈআ কোলে।
হৃদয়ে ভাসিআ চলে লোচনের জলে।।
কেন বা আইলে ঝিএ য়েই জজ্ঞস্থলে।
বিধাতা লিখন কিবা আছিল কপালে।।

বিপক্ষ নাশিতে [১]ভৃগু[১] দিলেন আহুতি।
যজ্ঞ হইতে উঠিল অনেক সেনাপতি।।
রথ তুরঙ্গম পত্তি উঠিল কুঞ্জর।
খর শরে দানাগণে করিল জর্জ্জর।।
ভঙ্গ দিয়া দানাগণ পালায় সত্বরে।
[২]বৃষ লইয়া যান নন্দী হারিয়া সমরে।।[২]
[৩]শিবের কিঙ্কর সব হইলা হতাশ।
কাঁদিতে কাঁদিতে তারা গেলেন কৈলাস।।[৩]
[৪]বসিয়া আছেন গোসাই স্বস্তিক আসনে।[৪]
কান্দিতে কান্দিতে দানা গেল সন্নিধানে।।
অধোমুখে বার্ত্তা নন্দী কন মহেশ্বরে।
লোটাইয়া কাঁদেন শিব মহীর উপরে।।

রোহিনি সকল সঙ্গে ছিল কুতুহলে।
জিবন তেজিল কেন কেবা কিবা বল্যে।।
করেতে য়ম্বর ধরি ঝাপিয়াছ মুখ।
উত্তর না দেহ কেন বিদরয়ে বুক।।
সঘনে নিস্বাস ছাড়ে সিরে মারে ঘাত।
ব্রেথা জজ্ঞে মরন হইল য়বঘাত।।
মুকুন্দ বলেন ব্রেথা কান্দহ প্রসুতি।
হিমালএ উপস্থিত হইল পার্ব্বতী।। (খ)

১-১ দক্ষ (দী এবং খ)
২-২ বৃষভ লইয়া নন্দী চলিলা সমরে।। (ক)
বৃষ লৈয়া যায় নন্দী বহিয়া সমরে।। (দী)
৩-৩ সিবের কিঙ্করগন তুলিল হতাস।
ধাইএগ্রা গেলেন সভে পর্ব্বত কৈলাস।। (গ)
৪-৪ বসিয়া আছেন সিব সাদুলের ছালে। (গ)

না শুনে বারে বারে আমার বচন।
অকারণে যজ্ঞশালে তেজিল জীবন।।
কোথা গেলে প্রাণ-প্রিয়া আমারে ছাড়িয়া।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমা না দেখিয়া।।
নন্দী বলে আর কেন কান্দহ ঠাকুর।
দক্ষের বিনাশ কর দুঃখ হোক দূর।।
এমন শুনিয়া শিব নন্দীর বচন।
কোপদৃষ্টে চারি দিকে চান ঘনে ঘন।।
ছিণ্ডিয়া ফেলিলা শিব মহীতলে জটা।
[১]বীরভদ্র হৈলা তথি সঙ্গে বীরঘটা।।[১]
তিন সূর্য্যসম বীরের তিনটা লোচন।
মাথার মুকুট গিয়া ঠেকিল গগন।।
শূল হাতে কৃতানঞ্জলি রহিলা সম্মুখে।
নয়নে নিকলে বহ্নি ঝলকে ঝলকে।।
প্রণাম করিয়া শিবে করে নিবেদন।
কি কার্য্য করিব নাথ [২]করহ শাসন[২]।।
পর্ব্বত ভাঙ্গিব কিবা সমুদ্র শুষিব।
কিংবা উলটিয়া প্রভু পৃথিবী ফেলিব।।
[৩]আজ্ঞা দিল শিব তারে যজ্ঞ বিনাশিতে।[৩]
বিশেষে বলিল দক্ষ মুনিরে বধিতে।।

১-১ বিরভদ্র উপনীত সঙ্গে বিরঘটা।। (গ)
বীরভদ্র ক্ষেতী হৈলা সঙ্গে বীরঘটা।। (দী)

২-২ কহত কারন (গ)

৩-৩ তাঁরে পান দিলা শিব যজ্ঞ বিনাশীতে। (দী)

[১]আজ্ঞা মাত্র বীরভদ্র যান শীঘ্রগতি।
সঙ্গে অণিমাদি করি ধায় সেনাপতি।।[১]
আগে নন্দী ধইলা দুদিকে নাকাচোকা।
কত শত সেনা ধায় নাহি লেখা জোখা।।
দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা।
সঙ্গে ষোল কোটি ধায় প্রেত ভূত দানা।।
দানাগণের কোলাহলে কিছুই না শুনি।
আচ্ছাদিত ধূলাতে হইল দিনমণি।।
যজ্ঞশালে বীরভদ্র দিলা দরশন।
যজ্ঞশালা ভঙ্গয়ে যতেক দানাগণ।।
প্রাণভয়ে দ্বিজগণ দেখায় পইতা।
প্রাণে নাহি মারে দানা মারে লাথালোথা।।
যজ্ঞ বিনাশিতে হৈল বীরের পয়ান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান।।

দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ

প্রবেশিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজ পুর ভাঙ্গিয়া করে চুর
নাহি কেহ নিবারিতে পারে।।
ব্রাহ্মণে মারিয়া পুথি নিল কাড়িয়া
ডোর দিয়ে দুই ভুজ বাঁধে।
ব্রাহ্মণে না মার ব্রাহ্মণে না মার
[২]বলিয়া দ্বিজবর কান্দে।।[২]

১-১ পান লইয়া বীরভদ্র যায় লঘুগতি।
নন্দী মণীমান আদি সঙ্গে সেনাপতি।। (দী)

২-২ পেইতা দেখাইয়া কান্দে।। (খ এবং গ)

যেই জন পালায় দানাগণ ধরে তায়
পাড়িয়া উপাড়য়ে দাড়ি।
ছিণ্ডিল বসন ভাঙ্গিল দশন
মারিয়া [১]স্রুবের[১] বাড়ি।।
হইয়া অচেতা ধাইল প্রচেতা
বীর ধরিয়া তারে বান্ধে।
[২]করয়ে নিবেদন না মার ব্রাহ্মণ[২]
বলিয়া প্রচেতা কান্দে।।
দক্ষের বীরবর ছাড়য়ে খরশর
মেঘে যেন পানির পশলা।
[৩]বাজিয়া বীর-গায় বাণ পাছু পুনঃ যায়
জইছন পুষ্পের মালা।।[৩]
দক্ষের আগুদল ধাইল গজবল
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে।
ধাইয়া বীরবর করিল জরজর
মুটকি মারিবা মুণ্ডে।।
ধরিয়া সে রণে তুরঙ্গচরণে
মাথায় তুলি দেই নাড়া।
অঙ্গ ছিঁড়িল তুরঙ্গ পড়িল
হাতেতে রহিল ফড়া।।

১-১ যুপের (খ). শ্রুপের (দী এবং ক)
২-২ ব্রাহ্মণের জীউ রাখ ব্রাহ্মণের জীউ রাখ (বঙ্গ)
৩-৩ ঠেকিয়া বির গায় চন্য হয়া জায়
পুষ্পের জেমত মালা।। (গ)

বীরবর লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্ট কুলাচল ফিরে।
[১]ছাড়িয়া মণিগণ পড়িলা ফণিগণ[১]
ফণিপতি মাথা ঘুরে।।
[২]ভৃগুর লোচন করিল মোচন
প্রহারে ভাঙ্গিল দন্ত।[২]
সূর্য্যের ঘোড়া ছিণ্ডিয়া দড়া
দিকের পাইল অন্ত।।
উভ করি পাণি নাচে বীরমণি
করিবর গাঁথিয়া শূলে।
[৩]রুধিরের পানা আলগোছে দানা
পান করে কুতূহলে।।[৩]
সঙ্গে দানাঘটা ধাইল ল্যাংটা
মুতয়ে যজ্ঞের কুণ্ডে।
কপাট ভাঙ্গিয়া ভাণ্ডার লুটিয়া
ঘৃত মধু ঢালয়ে তুণ্ডে।।

১-১ ফণিগণ ছাড়িয়া মণিগণ পড়িয়া (ক)

২-২ ভগের বিলোন করিলা বিবেচন
পুষার ভাঙ্গিলান দন্ত। (দী)
ভগের লোচন করিলা বিমোচন
সুরাসুরের ভাঙ্গিল দন্ত। (গ)

৩-৩ শুনীতে করি পানা পান করিয়া দানা
নাচয়ে কেহ দণ্ড হান।। (দী)

দক্ষের নিজ শির কাটিয়া মহাবীর
ফেলিল যজ্ঞের কুণ্ডে।
মুকুন্দ-নিবেদন শুনগো জগজন
মহাদেব-নিন্দার দণ্ডে।।*

---

* অতিরিক্ত—

দক্ষের ছাগমুণ্ড

দক্ষযজ্ঞ নাশি বীর মনে অভিলাষ।
দণ্ডমাত্র বীরভদ্র আইলা কৈলাস।।
সঙ্গে ষোলকোটি লড়ে প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় কাড়া ব্যাল্লিশ বাজনা।।
প্রণাম করিয়া শিবে কৈল নিবেদন।
প্রসাদ করিয়া তারে দিলা নানা ধন।।
এমন দক্ষের মখ শুনি বিনাশন।
তপস্যায় মন দিলা দেব পঞ্চানন।।
ছাগলের মুণ্ড দক্ষে করিল যোড়ন।
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন।।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।। (বঙ্গ)

সতীস্কন্ধে শিবের ভ্রমণ

বৈরাগে চলিলা ত্রিলোচন।
ব্রহ্মা আদি পুরন্দরে রহাবারে যত্ন করে
নাঞি শুনে কাহার বচন।।

সতীকে লইয়া শূলে তুলিয়া স্কন্ধের মূলে
ত্রিভুবন করেন ভ্রমণে।
কাটিতে সতীর শব জগতের নাথ দেব
অনুমতি দিল সুদর্শনে।।
চক্র কীটরূপ ধরি শরীরে প্রবেশ করি
গ্রন্থে গ্রন্থে কাটিতে লগিল।
বাম চরণ নিলা পড়িল যে ঘাটশিলা
তার নাম রুক্মিণী হইল।।
দক্ষিণ চরণবরে পড়িল যে যাজপুরে
তার নাম হইল বিরজা।
দেবতা সকল মেলি সিদ্ধপীঠ তারে বলি
সুরপতি তার করে পূজা।।
চক্রে সব্য হাথ কাটে পড়ে রাজবোলহাটে
বিশাল-লোচনী মাহেশ্বরী।
সতীর দক্ষিণ হাথ বালিডাঙ্গায় হৈল পাত
রাজেশ্বরী বলি নাম ধরি।।
তবে সদাশিব রায় মহাপরিশ্রম পায়
ক্ষীরগ্রামে করিলা বিশ্রাম।
তাহে পৃষ্ঠদেশ পড়ে দেবের আনন্দ বাড়ে
যোগাদ্যা হইল তার নাম।।
তবে প্রভু ধূর্জ্জটে গেলেন নগরকোটে
দিবসেক রহিলা পিনাকী।
মস্তক কাটে চক্রকীট সেই মহা সিদ্ধপীঠ
তার নাম হৈল জ্বালামুখী।।
তবে ত দেবের রাজ উত্তরিলা হিংলাজ
নাভিস্থল পড়িল তথায়।
দেব করে তন্ত্রমান সেই মহা সিদ্ধস্থান
জপিলে পাতক নাশ পায়।।

ঈশানে ঈশান যায় উত্তরিলা কামাখ্যায়
তথা হৈল দেবী-প্রিয়স্থান।
মধ্য অঙ্গ কাটে কীট সেই মহা সিদ্ধপীঠ
কামরূপ-কামাখ্যা তার নাম।।
তবে ত কৈলাসবাসী উত্তরিলা বারাণসী
বক্ষঃস্থল পড়িল তাহাতে।।
বিশালাক্ষী রূপ হৈল সর্ব্বদেবে পূজা কৈল
উঠে শিব শূল করি হাথে।।
প্রভু শূল শূন্য দেখি স্নেহেতে সজল আঁখি
অস্থিখণ্ড পাইল শূল-আগে।
কারুণ্য-পদান্য (?) বলি সেই অস্থি কণ্ঠে ধরি
ধ্যান করি বসিলেন যোগে।।
সিদ্ধপীঠ যত স্থান শঙ্কর সাধয়ে জ্ঞান
কার্য্যসিদ্ধ হয় জপগুণে।
শুন রে সাধক ভায়্যা এই স্থানে জপ গিয়া
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।। (বঙ্গ)

বীরভদ্রের কৈলাস গমন

এমন দক্ষের জজ্ঞ করিয়া বিনাস।
সিব সিব বলি বির চলিলা কৈলাস।।
পালায় সকল দেব বিরের তরাসে।
কেস নাহি বান্দে সভে ধায় উর্দ্ধসাসে।।
পালান ত্রিদসপতি করিন্দ্র বাহনে।
পালইতে ঠেকিলেন বিরভদ্র স্থানে।।
ঐরাবত চরনে ধরি মারিল আছাড়।
ইন্দ্র বলে না মারিহ সেবক তোমার।।

নাক মুখে রক্ত পড়ে সুজ্য ধান পথে।
পালাইতে ঠেকিলেন বিরভদ্র হাথে।।
দন্ত ভাঙ্গা গেল এক তোমার প্রহারে।
একজনার দুই সাস্তি কোন জনা করে।।
মহিসের পিষ্টে পালান ধম্ররাজ।
পালাইতে ঠেকিলেন বিরভদ্র মাঝ।।
প্রাণেতে কাতর জম নামিলা ভূমিতে।
সিবের কিঙ্কর বলি কুটা নিল দাতে।।
কেহ কেহ বলে য়হে বিরভদ্র ভাই।
আমাকে জদি মার তবে সিবের দোহাই।।
কেহ কেহ বলে আমি সিবের কিঙ্কর।
কোন জন বলে আমি তুমার নফর।।
এতেক বিনতি করি সব দেবগণ।
বিরভদ্র গেল জোথা দেব পঞ্চানন।।
প্রণাম করিয়া বন্দে শিবের চরণ।
আস্যাসিয়া শিব তারে দিলা আলিঙ্গন।। (গ)

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব

তুমি দেবনিরঞ্জন তুমি য়হঙ্কার মন
তুমি দেব পুরূস প্রধান।
জত তব য়ধিকার পরম কারন সার
তুমি দেব ব্রহ্মার গেয়ান।।
স্থাবর জঙ্গমময় তুমি বিনু কেহ নয়
সংসার জড়িত তুমি এক।
একুই য়াকাসেঁ জেন ঘটে ঘটে দেখি ভিন্য
সকল সংসারে পরতেক।।

সৃজিয়া য়মর নর করিলে য়াপন পর
অতি ঘোর তিমিরে দিলে মেলা।
ভাঙ্গিয়া গড়িলে তুমি গড়িলে ভাঙ্গিলে জানি
ছাওয়ালে পাতায় জেন খেলা।।
সুন গঙ্গাধর সুলপানি নিবেদন করি য়ামি
তুমি দেব সংসারের সার।
জে হয় সকল দোস খেমহ সকল রোস
অকালে প্রলয় হান কেনে।।
সতেক বছর ধরি তুমার মহত্ত বরি
. তবে কেবা বলিবারে পারে।
তুমার মহত্ত গুনে দক্ষ তুমা নাহি জানে
না জানিএগ্র করে য়হঙ্কারে।।
ক্ষেমিয়া সকল দোস দুর কর অভিরোস
বারেক দক্ষরে কর দয়া।
ঘুচাহ য়নুরাগ পাইবে জজ্ঞের ভাগ
উপজিবে দেবি মহামায়া।।
এমন ব্রহ্মার বানি সুনি দেব সুলপানি
তুষ্ট বড় হইলা য়ন্তরে।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাচালি করিয়া বন্ধ
গাইল মুকুন্দ কবিবরে।। (গ)

দক্ষের জীবনলাভ এবং হেমন্তগৃহে গৌরীর জন্ম

ব্রহ্মার বচন সুনি সিবের হইল সুখ।
কহিতে লাগিল প্রভু যত মনোদুখ।।
তুমি কিনা জান ব্রহ্মা দক্ষের চরিত।
জত য়হঙ্কার কৈল সংসারে বিদিত।।

বারে বারে সহিল তোমার মুখ লাজে।
না দিল জজ্ঞের ভাগ দেবতা সমাঝে।।
বাপঘর বলিয়া দেখিতে গেল সতি।
পাদ্য য়র্ঘ নাহি দিল পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।।
না দিল জজ্ঞের ভাগ না দিল য়াসন।
এই অভিমানে সতি তেজিল জিবন।।
বড় পরিতাপ পাইল সতির মরনে।
সম্বরিল সব দোস তুমা দরসনে।।
এবোল বলিয়া প্রভু দেব সুলপানি।
চলিলা ব্রহ্মার সনে করি সিঙ্গাধনি।।
বিসপিষ্টে চাপিয়া চলিলা দিগাম্বর।
নন্দি ভৃগু য়াসিয়া যোগায় বিসবর।।
চারি পাত্র বান্দিল ঘাগর উরুমাল।
পালান ভিড়িয়া বান্দে কেগুদা বাগের ছাল।।
বিসপিষ্টে চাপিঞা চলিলা তিপুরারি।
হিমালয় শিখরে উরিলা কেসরি।।
বাসকি সহস্রফনা সিরে ছত্র ধরে।
য়ন্তরিক্ষে সিদ্ধাগন মঙ্গল য়াচরে।।
দক্ষের সদনে গেলা দেব তিন জন।
সদয় হইয়া প্রভু বলিলা বচন।।
প্রসন্য বদনে হর বসিয়া ধেয়ানে।
প্রাণ সঞ্জিমিনি মন্ত জপে মনে মনে।।
কান্দে মুণ্ডে জোড় লাগে উঠে বৈসে সন্যগন।
দক্ষকে করিল কৃপা দেব পঞ্চানন।।
দক্ষ জিয়াইতে সিব করে য়নুবন্দ।
মুণ্ড বিনে কেবল নাচিঞা বুলে কন্দ।।
খেনে উঠে খেনে পড়ে খেনে জায় দুরে।
আসে পাসে ঠেকিআ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে।।

দক্ষের দুর্গতি দেখি দেবগন হাসে।
করপোটে বলেন ব্রহ্মা সঙ্করের পাসে।।
তোমার সসুর দক্ষ্য হয় গুরুজনা।
দোস খেমা দেহ প্রভু না দেহ জন্ত্রনা।।
যদি কলেবর হৈল না হৈল মুখ।
বিনি মুখে কিবা তার জিবনের সুক।।
এতেক সুনিয়া তবে বলেন চন্দচূড়।
দক্ষ কান্দে জোড় দেহ ছাগলের মুড়।।
পূর্ব্বে সাপ দিল নন্দি দেবের সভায়।
দক্ষ পসুমুখ হবে খণ্ডন না যায়।।
নন্দির বচন কভু না হইব য়ান।
আর কিছু না বলিহ দেব পরমান।।
কাটা ছাগ মুণ্ড ছিল যজ্ঞঘরে।
লাগিল দক্ষের কন্দে মহাদেবের বরে।।
সেই অধিকার দক্ষের সেই ত সম্মান।
দেব দানবগন পাইল প্রানদান।।
অদিতি আদিতি করি জত নারিগন।
বরদান ভার হউক অক্ষয় জৌবন।।
সচিরে বিসেস বর দিলা সুলপানি।
জেজন হইবে ইন্দ তাহারি ইন্দানি।।
বর দিল দক্ষকে সংপুন্য জজ্ঞ কর।
স্থাপিল সিবের ভাগ জজ্ঞের ভিতর।।
রূদ্রে ভাগ নাহি দিয়া জেবা জজ্ঞ করে।
পিসাচ বেতাল আসি সেই জজ্ঞ হরে।।
সিব হেতু জজ্ঞে প্রান দিলা মহামায়া।
পুন্যযুত দেখি হিমালএ কৈল দয়া।।
তুসার সিখরি ভাগ্যে নিবেদিব কি।
ভুবনজননি যাহার হইল্যা ঝি।।

গৌরীর জন্ম

এমন দক্ষের যজ্ঞ করিয়া বিনাশ।
দণ্ডমাত্রে বীরভদ্র চলিলা কৈলাস।।
সঙ্গে প্রেত ভূত সিংহনাদ পুরে দানা।
দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা।।
[১]প্রণাম করিয়া শিবে কৈল নিবেদন।[১]
প্রসাদ করিয়া শিব দিল নানা ধন।।
দক্ষযজ্ঞে সতী যদি তেজিল জীবন।
শুনিয়া ত তথা গেল ব্রহ্মা নারায়ণ।।
বহুবিধ শিবে স্তুতি কৈল দুই জনে।
মূঢ়মতি দক্ষপতি তোমা নাহি চিনে।।
বারেক করহ দয়া বলে প্রজাপতি।
জিয়াইতে শিব তারে দিল অনুমতি।।

মেনকার ভাগ্যের কিবা করিব গনন।
জাহার উদরে দুর্গা লভিলা জনম।।
মৈনাগ জাহার ভাই ভুবনে সুন্দর।
কাটীতে নারিল জার পাখা পুরন্দর।।
দিনে দিনে অন্য মুর্ত্তি সর্ব্বমঙ্গলা।
সিতপক্ষে জেমত বাড়এ সসিকলা।।
পর্ব্বতরাজার ছিল জত কুলাচার।
অন্যপ্রাসন আদি করিল তাহার।।
করিল শ্রবন-বেদ পঞ্চম বরিসে।
মোনহর বেস ধরে দিবসে দিবসে।। (খ এবং গ)

১-১ যজ্ঞ নাশী শিবে ধার কৈলা নিবেদন। (দী)

দক্ষের যজ্ঞের শালে গেলা তিন জন।
কহিলা নিন্দার কথা দেব পঞ্চানন।।
[১]ছাগমুণ্ড দক্ষ-স্কন্ধে কৈল নিয়োজন।[১]
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন।।
নন্দীর শাপের হেতু ছাগল-বদন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু নিজালয়ে করিলা গমন।।
এমন দক্ষের যজ্ঞ করি বিনাশন।
তপস্যাতে মন দিলা দেব পঞ্চানন।।
নিজালয়ে গেলা সবে যার যেই স্থান।
অবধান করি শুন সতীর আখ্যান।।
[২]দক্ষযজ্ঞশালে সতী পরাণ তেজিয়া।[২]
পুণ্যবান দেখিয়া হিমালয়ে কৈল দয়া।।
তুষার-শেখরী ভাগ্য নিবেদিব কি।
ভুবন-জননী হইয়া হৈলা যার ঝি।।
মেনকার ভাগ্য কত করিব গণন।
যাহার উদরে দুর্গা লভিলা জনম।।
মৈনাক যাহার ভাই ভুবনে সুন্দর।
কাটিতে নারিল যার পাখা পুরন্দর।।
[৩]দশ মাস দশ দিনে হৈল জন্মদিন।[৩]
হিমালয়-যশে লোক হইল মলিন।।

১-১ ছাগমাথে দক্ষস্কন্ধে করিলা জোড়ন। (দী)
২-২ বিশ্বেশ্বরী হেন যজ্ঞ বিনাশ করিয়া। (দী)
৩-৩ লোক-মোক্ষ হেতু তার হৈলা কর্ম্মদীন। (দী)

দিনে দিনে বৃদ্ধিমতী সকলমঙ্গলা।
সিতপক্ষে যেমত বাড়য়ে শশিকলা।।
পর্ব্বত-রাজার যত ছিল কুলাচার।
ওদন প্রাশন আদি করিল তাহার।।
করিলা শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর-বেশ চণ্ডী দিবসে দিবসে।।
অভয়া ইত্যাদি।।

গৌরীর রূপ

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ আন দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইলা মেনকা।।
উরুযুগ করিকর নাভি সে গভীর সর
দুই ভুজ [1]মৃণাল-সঙ্কাশ[1]।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার-শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশ।।
গৌরীর দশন-রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব-বিচি
মলিন হইলা লজ্জাভরে।
হেন বুঝি অনুমানে ঐ শোক ভাবি মনে
পক্ককালে দালিম্ব বিদরে।।
অধর বন্ধুক-বন্ধু বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
[2]অতসী-কুসুম তনু ভ্রূযুগ কামের ধনু
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন।[2]

১-১ মৃনাল প্রকাশ (খ)

২-২ প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনু-রুচি ভুবনমোহন।। (বঙ্গ)

নাসার উপরে মোতি হীরায় জড়িত তথি
বদন-কমলে ভাল সাজে।
[১]তবে তুলা দিতে পারি যদি অতি মনোহারী
শোভে তারা সুধাকর মাঝে।।[১]
[২]গৌরীর বদন-শোভে লখিতে না পারি কিবা
দিনে চান্দ নাহি দেয় দেখা।[২]
মলিন চান্দ ঐ শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা।।
শ্রবণ-উপর-দেশে, হেম-মুকুলিকা ভাসে
[৩]কিঞ্চিত-কুঞ্চিত কেশপাশে।[৩]
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে যেমন বিজুরি সাজে
পরিহরি চপলতা-দোষে।।
মুকুতার হার গলে সিন্দুর চন্দন ভালে
ভুজে শঙ্খ কঙ্কণ কেয়ূর।
অসিত চামর কেশে কুণ্ডল শ্রবণ-দেশে
পদযুগে সুনাদ নূপুর।।
স্থূলতা উদরে ছিল বলে তা লুটিয়া নিল
উরস্থল জঘন দুজনে।
চরণ-চঞ্চল-ভাব লোচন করিল লাভ
নব নৃপ আসিতে যৌবনে।।

১-১ তুলনা যে দিতে নারি তাহে অতি মনোহারী
তারা যেন সুধাকর মাঝে।। (বঙ্গ)
২-২ দেবির বদন শোভা লখিতে না পারি য়াভা
লাজে চন্দ নাহি দেয় দেখা। (গ)
৩-৩ কোটী তন্কা যুত কেশপাসে। (খ)

দেখিয়া গৌরীর রূপ ভাবেন পর্ব্বত-ভূপ
কারে দিব এই কন্যা দান।
উমাপদে হিত-চিত রচিল নৌতুন গীত
[১]শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।[১]

নারদাগমন

হিমালয় অনুদিন চিন্তিত অন্তর।
কুলশীলরূপবান নিজ-বংশ-সমমান
কোথা পাব কন্যা-যোগ্য বর।।
অকুলীনে দিলে সুতা সভা-মাঝে হেঁটমাথা
বংশে বংশে থাকিবে গঞ্জন।
মনে নাহি [২]পরিতোষ[২] লোকে ঘোষে [৩]ধর্ম্মদোষ[৩]
বহু পুণ্যে পাই পুলজন।।
বিদ্যা-নিবেশিত মন যদি পাই কুলজন
সদাচারী বিনয়-ভূষিত।
সকল লোকের মাঝে অতিশয় সেই সাজে
করিদন্ত [৪]কনকে জড়িত[৪]।।
মিলি যত বন্ধুজন দশদিকে দেহ মন
যথা পাবে অমলিন কুল।

১-১ দ্বিজরাজ করিলা সম্মান।। (ক)
২-২ সন্তোষ (ক)
৩-৩ কর্ম্মদোষ (গ)
অপযশ (বঙ্গ)
৪-৪ হীরাতে জড়িত (দী)
সুবর্ণজড়িত (গ)

ত্রিভুবনে এক ধন্যা তারে সমর্পিয়া কন্যা
[1]কবে আমি হব নিরাকুল।।[1]
বন্ধুজন মিলি করি বিচার করয়ে গিরি
সভার ভিতরে দিনে দিনে।
ভ্রমিয়া এমন কালে শ্রীনারদ কুতূহলে
তথা আসি দিলা দরশনে।।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিলা তাঁরে হেমাসন
জিজ্ঞাসেন করিয়া অঞ্জলি।
শ্রীমুকুন্দ গাইল গীত শুনিয়া হরষচিত
[2]রঘুনাথ রায় কুতূহলী।।[2]

হিমালয়ের প্রতি নারদোপদেশ ও মদন-ভস্ম

কৃতাঞ্জলি করি জিজ্ঞাসেন হিমগিরি।
কোন বরে বিভা দিব কন্যা মোর গৌরী।।
হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ।
গৌরী হইতে তোমার বাড়িবে সম্পদ।।
অচিরাৎ হবে গৌরী হরের ঘরণী।
[3]অর্দ্ধ অঙ্গ দিবে হর গৌরীকে আপনি।।[3]
এই উপদেশ তবে কহে হরিদাস।
তেজিল হেমন্ত অন্য-বর-অভিলাষ।।

১-১ তবে দোস এড়াব সকল।। (খ)
২-২ ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলী।। (দী ও খ)
৩-৩ অর্দ্ধতনু দিব গৌরী হরকে আপনি।। (খ এবং গ)

এমন সময়ে হর তপস্যা-কারণে।
গঙ্গার নিকটে আইল হিমালয়-বনে।।
[১]হর দেখি আনন্দিত হইল হিমালয়।[১]
[২]অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয়।।[২]
পূর্ব্বকাল ধন্য মোর গঙ্গার মিলনে।
ততোধিক পুণ্য হইল তোমা দরশনে।।
আমার আশ্রম নাথ হৈলা পুণ্যশালী।
সংযোগ হইল যাতে তব পদধূলি।।
আমার সকল তনু এবে ফলবান।
আমার ভবনে প্রভু তুমি বিদ্যমান।।
[৩]আমার কামনা নাথ করহ সফল।[৩]
মোর কন্যা আনি দিবে পুষ্প গঙ্গাজল।।
*
হেমন্তের বিনয় শুনিয়া পশুপতি।
গৌরীকে করিতে পূজা দিলা অনুমতি।।
প্রতিদিন গিরিসুতা সেবেন শঙ্করে।
হেনকালে দৈত্য-ভয় হইল সুরপুরে।।

১-১ দেখি হরসিত হৈলা গিরি হিমালয়। (খ)
সিবকে দেখিএা আনন্দিত হিমালয়। (গ)
২-২ পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়া বলেন বিনয়।। (দী)
সুদ্ধ হৈল আজ য়ামার য়ালয়।। (গ)
৩-৩ মনের মানস ইবে হইলা সফল। (দী)
*. অতিরিক্ত —
পতিত-পাবন তুমি কৃপাময় ধাম।
সেবকের প্রতি নাথ করহ সম্মান।। (গ)

তারকের রণে ইন্দ্র পাইয়া পরাজয়।
দেবতা মিলিয়া গেলা ব্রহ্মার নিলয়।।
তারকের ভয় ইন্দ্র করিল গোচর।
ধ্যানেতে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর।।
*
মহেশের পুত্র হইব নামে ষড়ানন।।
গৌরীর উদরে হইব তাহার জনম।।
তার বানে তারকের হইব নিধন।
সবে মিলি শিবের বিবাহেতে দেহ মন।।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হেঁট কৈল মাথা।

---

* অতিরিক্ত —

ইন্দ্রের সুনিয়া কথা মনে বড় লাগে বেথা
কহে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সনমুখে।
আমার বচন ধর উপায় সির্জ্জন কর
পরিহরি হৃদএর দুখে।।
আমি তারে বর দিল তিভূবনে জই হৈল
আপনে না মারিতে খুআয়।
আপনে রূপিয়া হাতে আপনে না কাটী তাথে
জদি সে বিসম জন হয়।
সঙ্গামে তাহাকে জিনে নাহি হেন তৃভূবনে
সংসারে অধিক বল নয়।
সঙ্করের পুত্র হবে সড়ানন নাম হবে
তবে তার মরন নিশ্চয়।।
সেই দেব পসুপতি তপস্যাতে দিয়া মতি
আখি মেলি নাহি চান নারি।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাচালি করিয়া বন্দ
রঘুনাথ নৃপতি কেসরি।। (গ)

অভিপ্রায় জানি তারে বলেন বিধাতা।।
অযোধ্যা-নগরে আছে ভূপতি মান্ধাতা।
সূর্য্যসম তেজ [১]কল্পতরু সম দাতা।।[১]
তাহার তনয় মহাবীর মুচুকুন্দ।
রণ পাইলে যাহার হৃদয়ে আনন্দ।।
যতদিন না হবে কার্ত্তিক অবতার।
ততদিন মুচুকুন্দে দেহ রাজ্যভার।।
ব্রহ্মার আজ্ঞাতে ইন্দ্র পরম আনন্দে।
প্রণিপাত করিয়া আনিলা মুচুকুন্দে।।
মুচুকুন্দ তারকের রজনী-দিবা রণ।
কামদেবে পান দিয়া ইন্দ্র আদেশন।।
[২]আমার আরতি তুমি চল হিমগিরি।[২]
তপস্যা করেন যথা দেব ত্রিপুরারি।।
আছেন পার্ব্বতী তার হয়ে অনুচরী।
তোমার প্রসাদে শিব হবে কামাচারী।।
ইন্দ্রের বচনে কাম হইলা ত্বরাযুত।
সঙ্গে লৈয়া সহচর বসন্ত-মারুত।।

চল দেব ইন্দ্ররাজ সাধহ আমার কাজ
দেবী আছে শম্ভু-সন্নিধানে।
করাইবে ধ্যানভঙ্গ হয়ে যেন এক অঙ্গ
আরতি দেই কামবাণে।।
আর যেই কথা কই তারে তুমি হবে জয়ী
যুক্তি করি যাহ নিজ বাস।
অভয়া চরণে চিত রচিয়া নৌতুন গীত
পঞ্চালিকা করিলা প্রকাশ।। (বঙ্গ)

১-১ কর্ণসম দাতা (গ)
২-২ সম্মোহন বাণ লঞা চল হেমশিরি। (গ)

ফুলময় ধনু ফুলময় পাঁচ বাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কলগান।।
প্রণতি করিয়া ইন্দ্রে চলিলা মদন।
দণ্ডমাত্রে গেলা বীর যথা পঞ্চানন।।
ধ্যানেতে আছেন হর [১]অজিন আসনে।[১]
ঝারি হাতে পার্ব্বতী আছেন সন্নিধানে।।
[২]আকর্ণ পুরিয়া ধনু বীর এড়ে শরে।[২]
[৩]ঈষৎ চঞ্চল শিব হইলা অন্তরে।।[৩]
ধ্যানভঙ্গ হৈলা হর চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখিলা চাপধারী পাঁচ-বাণ।।
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা মদন।।
তপোভঙ্গ হৈল হর যান অন্যস্থান।
পর্ব্বত নন্দিনী গেলা পিতৃসন্নিদান।।
অম্বিকা চরণে ইত্যাদি—

রতির খেদ

কোলে করি মৃত পতি কাবকান্তা কান্দে রতি
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায়ে কুন্তল-ভার তেজি নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর।।

১-১ স্বস্তিক আসনে (দী)
২-২ সম্মোহন বাণ বীর পুরিল সত্বরে। (বঙ্গ)
৩-৩ ক্রোধ হৈলা হর চঞ্চল য়ন্তর।। (গ)

পড়িয়া চরণ-তলে রতি সকরুণ বলে
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেক দারুণ হৈয়া পাসরিলে নিজ জায়া
দূর কৈলে সোহাগ-সম্মান।।
[১]জাগিয়া[১] উত্তর দেহ রতিরে সংহতি লহ
পাসরিলে পূর্ব্বের পীরিত।
তুমি নাথ যাও যথা আমি আগে যাই তথা
এবে কেনে কৈলে বিপরীত।।
শঙ্করে মারিতে বাণ ইন্দ্রের লইলে পান
রতিরে করিতে অনাথিনী।
দিয়া নিদারুণ শোক গেলা নাথ পরলোক
মোর তরে পোহাল্য রজনী।।
তোমার কুসুম-ধনু ভুবনমোহন তনু
সম্মোহন আদি পাঁচ বাণ।
লোটায় ধরণীতলে মোর পাপকর্ম্মফলে
[২]নিদারুণ না যায় পরাণ।।[২]
যেই হর-কোপানলে তোমারে [৩]বধিল হেলে[৩]
না হরিল রতির জীবন।
তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক যে জীয়ে রতি
[৪]এই বড় রহিল গঞ্জন।।[৪]

১-১ চিয়াএরা (খ এবং গ)

২-২ বাহির না হয় পাপ প্রাণ।। (খ)

৩-৩ করিলা বল (দী এবং বঙ্গ)

৪-৪ লোকমাঝে রহিল গঞ্জন।। (গ)

*

কুলশীল রূপগুণ জীবন যৌবন ধন

বিধবার সকলি বিফল।

বসন্ত স্বামীর সখা মোরে আসি দেহ দেখা

কুণ্ড কাটি জ্বালহ অনল।।

সুরঙ্গ সিন্দূর বালে চিরুণী কুন্তল-জালে

সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।

চৌদিকে হুলুই পড়ে রতি চতুর্দ্দোলে চড়ে

ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল।।

অনুমৃতা হব রতি হেন কালে সরস্বতী

আকাশে কহিল হিতবাণী।

রচিয়া ত্রিপদী-ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ

পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী।।

রতির প্রতি দৈববাণী

হিতবাণী তোরে বলি শুন ঝিয়ে রতি।

[১]আমার বচন তুমি কর অবগতি।।[১]

অনলে পুড়িয়া নষ্ট না করিহ তনু।

অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু।।

---

* অতিরিক্ত —

দেহ যোগ নহে নিত্য কেবল মরণ সত্য

এই কথা সর্ব্বলোকে জানে।

জৌবনে মরন কাল হৃদয়ে রহিল সাল

নাহি মানে প্রবোধ পরাণে।। (খ)

১-১ ভেদ কবি কহি শুন ভবিষ্য ভারতী।। (দী)

কতদিন থাক গিয়া সম্বরের ঘরে
তথায় তোমার স্বামী মিলিব তোমারে।।
আপনার নাম তুমি না করিহ রতি।
আজি হইতে নাম তুমি ধর মায়াবতী।।
রন্ধনের ধামে তুমি হবে অধিকারী।
তনয়া মানিবে তোরে সম্বরের নারী।।
বলবৃত্ত তোমারে যদি করে কোন জন।
সেই কালে হবে তার অবশ্য মরণ।।
যদুকুলে শ্রীহরি করিব অবতার।
হরিব অসুর-বধে অবনীর ভার।।
দৈবকী-তনয় বসুদেবের নন্দন।
কংস কারাগারে হবে তাহার জনম।।
কংস-ভয়ে যাবে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।
নন্দের তনয়া দিয়া ভাণ্ডাব রাজারে।।
কংস-আদি দৈত্য কৃষ্ণ করিয়া বিনাশ।
অবনীর ভার প্রভু [১]করিবে উদাস[১]।।
রুক্মিণীরে বিবাহ প্রভু করিবে প্রথম।
[২]তার গর্ভে কামদেব লভিবে জনম।।[২]
সম্বর পাইয়া নারদের উপদেশ।
তাহার সূতিকাশালে করিব প্রবেশ।।
চুরি করি লৈয়া যাবে কৃষ্ণের নন্দনে।
সমুদ্রে ফেলিয়া যাবে আপন ভবনে।।
বিশাল বোয়ালী তারে করিবে গরাস।
কৃষ্ণের নন্দন কভু না হয় বিনাশ।।

১-১ করিবেন হ্রাস (বঙ্গ)
উশ্বাস (দী)
২-২ তাহার উদরে হবে কামদেবের জনম।। (খ)

পড়িবে বোয়ালী বন্দী ধীবরের জালে।
পাইবে স্বামীর ভেট রন্ধনের শালে।।
বোয়ালী কুটিতে তুমি পাবে নিজ স্বামী।
সকল বিশেষ কথা কহিলাম আমি।।
কোলে-কাঁখে করি তারে করিবে পালন।
অতি অল্পকালে তিহঁ পাবেন যৌবন।।
মা বলিয়া যখন করিবে সম্ভাষণ।
সেইকালে আচ্ছাদন করিহ শ্রবণ।।
[১]তার বিদ্যা তারে দিয়া দিবে পরিচয়।[১]
সম্বরে বধিয়ে যেন চলে নিজালয়।।
সরস্বতী-চরণে করিয়া পরণাম।
ত্বরায় চলিলা রতি সম্বরের ধাম।।
[২]অভয়ার চরণে মজুক নিজ-চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।।[২]

গৌরীর তপস্যা*

তপস্যা করেন গৌরী শিবপদ-আশে।
আহার টুটিল গৌরীর দিবসে দিবসে।।

১-১ এসব বিত্তান্ত তারে দিও পরিচয়। (গ)

২-২ তপস্যা প্রসঙ্গে নাচাড়ী বল গীত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।। (খ)

* অতিরিক্ত —
তনু তোর যেন কচি ননি।
রৌদ্রে মিলিল্যা হেন জানি।।

দিন এক উপবাস, দিনেক ভোজন।
তেজিল তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন।।
এক পদে কৃতাঞ্জলি দিবস-ক্ষেপণ।
রজনী সময়ে করেন কুশেতে শয়ন।।
পঞ্চতপ সাধেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টি দেন অরুণ-মণ্ডলে।।
রক্তবাসা পিঙ্গলকেশা অরুণমূরতি।
বৈশাখে জ্যৈষ্ঠে কৈল ব্রতের নিয়তি।।
দুই উপবাস করি করিলা পারণা।
মহেশ-পূজন করি ধেয়ান-ধারণা।।
চিন্তেন শিবের পদ মুদ্রিত-লোচন।
মাঘমাসে নিশাকালে উদকে শয়ন।।
ব্রত কৈলা গিরিসুতা তিন উপবাস।
পারণা করিল দেবী সবে তিন গ্রাস।।
অন্ন তেজি খান মাতা কপিত্থ বদর।
কতকাল পান কৈলা কেবল পুষ্কর।।

সহজে তুমি সে কমলিনী
হেন পাকে হারাবে পরাণী।।
আধ অষ্টম বৎসর বয়সে।
বনে যাবে কেমন সাহসে।।
কি বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে।
কি জানি পাঠাল্য তোমা তপে।।
শিবের কঠিন বড় সেবা।
সেবা তোমা নাহত্যে পারে কিবা।।
বর নাকি নাহি ত্রিভুবনে।
তপস্যা করিবে কি কারণে।।
শ্রীকবিকঙ্কণে বিরচনে।
অম্বিকা নিষেধ নাহি মানে।। (খ)

শিবপদ-ধ্যান দেবী কৈল সর্ব্বক্ষণ।
বৃক্ষের গলিত পত্র করিলা ভক্ষণ।।
তেজিলা বৃক্ষের পত্র ছাড়িলা অন্নপান।
সেই হইতে অপর্ণা ধরিলা অভিধান।।
ছলিতে আইলা হর দ্বিজরূপ ধরি।
জিজ্ঞসিতে উত্তর দিলেন্ তারে গৌরী।।
তপস্বিনী হইয়া কর শিবপদ আশা।
মুকুন্দ রচিল গীত গৌরী-মঙ্গল ভাষা।।

শঙ্করের ছলনা

কহ গো নিরুপমা কাহার বোলে রামা
ইচ্ছিলা বুড়া জটাধরে।
হইয়া সুনারী [১]ভজহ ভিখারী[১]
[২]দরিদ্র বর দিগম্বরে।।[২]
শুনগো পদ্মমুখি তোরে আমি দেখি
রূপেতে ভুবন-মোহিনী।
কতেক আছে বর ভুবনে মনোহর
ইচ্ছিলে বুড়া বর কেনি।।
তুমি গো রূপবতী দেহের [৩]হেমজ্যোতি[৩]
মাণিক্য-রুচির -দশনা।
ইচ্ছিলে এমন বরে তৈল নাহি পাবে ঘরে
হইবে বিভূতি -ভূষণা।।

১-১ ভক্তহ ভিক্ষাহারী (দী)

২-২ পাত্র হর দিগম্বরে।। (খ)

৩-৩ ক্ষেমজোতি (খ)

ভিক্ষার অনুসারে [১]ভ্রমেন[১] ঘরে ঘরে
করেতে ডমরু বাজনা।
দারুণ দৈবের গতি ইচ্ছিলে হেন পতি
তোমারে বিধি-বিড়ম্বনা।।
থাকিয়া হরশিরে ভিক্ষুক দেখি তারে
মিলিলা গঙ্গ রত্নাকরে।
শুন গো গুণমই তোরে যে হিত কই
নির্ধনে কেহ না আদরে।।
কাহার পুত্র হর না জানি কোথা ঘর
নাহি দেখি ভাই-বন্ধুজন।
[২]বরিয়া শূলপাণি হইবে দুখিনী[২]
দারুণ দৈবের কারণ।।
দরিদ্র পতি যার বিফল জনম তার
দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে।
গৃহিণী হইবে দুঃখে জনম যাইবে ভিক্ষে
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।।
বসন বাঘের ছাল গলায় হাড়ের মাল
উত্তরী যার বিষধরে।
প্রেত-ভূত সঙ্গে চিতার ধূলি অঙ্গে
[৩]বরিবে কেন হেন বরে।।[৩]

১-১ ভূ ভ্রমেণ (দী)
২-২ সেবিয়া পশুপতি পাইবে দুঃখ অতি (দী)
৩-৩ ইচ্ছিলে কেন হেন বরে।। (খ)

দ্বিজের শুনি কথা বলেন গিরিসুতা
ব্রাহ্মণ কর অবধান।
যেবা যার মনে ভায় সেই নারী ভজে তায়
শ্রীকবিকঙ্কণ-চণ্ডী রস গান।।

হরগৌরীর কথোপকথন

অণিমা লঘিমা আদি যার অষ্টসিদ্ধি।
[১]যাহার ষোড়শ অংশ না ধরিলা বিধি।।[১]
ত্রিভুবন রক্ষিলা করিয়া বিষপান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনে বর কেবা আছে আন।।
ব্রহ্মা যার বাঞ্ছিত করেন পদধূলি।
[২]ইন্দ্র আদি দেব যারে করে কৃতাঞ্জলি।।[২]
[৩]ত্রিভুবনমধ্যে দেখ যাহার সম্পদ্।[৩]
কেবা নাহি সেবা করে মহেশের পদ।।
এমন গৌরীর কথা শুনি তপোধন।
পুনরপি কিছু নিবেদিতে কৈল মন।।
তপস্বীর দেখি কিছু চপল অধর।
সেই বন ছাড়ি দুর্গা যান অন্যান্তর।।
এমন সময় হর নিজ বেশ ধরি।
পার্ব্বতীর সমুখে রহিলা ত্রিপুরারি।।

১-১ সোল কলা অংশে জার ধরিলেন বিধি।। (গ)
২-২ ব্রহ্মা আদি দেবগণ করেন অঞ্জলী।। (গ)
৩-৩ ত্রিভুবনে যত দেখ পরম সম্পদ। (ক)

[১]মদনদহন[১] হর দেখি বিদ্যমানে।
[২]সম্ভ্রমে পাসরে গৌরী পূজার বিধানে।।[২]
সম্মুকে দেখিয়া গৌরী ত্রিদশের নাথ।
অবনী লোটাইয়া করিলা প্রণিপাত।।
অভিপ্রায় বুঝি হর বলিলেন তারে।
তপস্যায় বশ আমি হইলাম তোমারে।।
কৃপা করি যদি নাথ দিবে বরদান।
আমার পিতারে প্রভু করহ প্রণাম।।
এমত শুনিয়া হর গৌরীর বিনয়।
নারদ মুনিরে পাঠাইলা হিমালয়।।
আসিয়া নারদ মুনি কহিলা সকল।
শুনি হিমালয় হৈলা আনন্দে তরল।।
অম্বিকা চরণে ইত্যাদি।।

গৌরীর অধিবাস

হেমন্ত হরিষে করিল সর্ব্ব দেশে
আনন্দে দুন্দুভি-ঘোষণা।
অমর নাগ নর আসিব মোর ঘর
যত মোর বন্ধুজনা।।

১-১ মদনমোহন (গ)
২-২ সম্ভ্রমে করেন মাতা পূজার বিধানে।। (খ)
মনেতে জানিল দেবি তপস্যা কারণে।। (গ)

সঙ্কল দোষহীন আজি মোর শুভদিন
গৌরীর বিবাহ মঙ্গল।।

[১]সুশঙ্খ-বেণু-বীণা- মৃদঙ্গ-ভেরী নানা
বাজনে হৈলা কোলাহল।।[১]

আনিঞা মুনিগণে সুদিন শুভক্ষণে
করিলা স্বস্তিক-বাচন।

আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে
গণেশে কৈল আবাহন।।

পার্ব্বতী রূপবতী হরিদ্রাযুত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে।

[২]মিলিয়া যত মুনি করেন বেদধ্বান
কন্যার গন্ধাধিবাসনে।।[২]

মহী গন্ধ শিলা দূর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি।

স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল [৩]কর্পূর[৩]
চামর শঙ্খ যথাবিধি।।

বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র
মস্তকে করিল বন্দনা।

কনক-সিঁথি শিরে অঙ্গুরী দিয়া করে
করিল আশীষ যোজনা।।

১-১ দুন্দুভি শঙ্খ জোড়া বৃদঙ্গ বাজে কোড়া
বাজনায় হৈল কোলাহল।। (খ)

২-২ করিয়া স্বরভেদ ব্রাহ্মণে পড়ে বেদ
করিলা গন্ধাধিবাসনে।। (গ)

আরোপি হেমঝারি করিলা হিমগিরি
কন্যার গন্ধাধিবাসন।। (ক এবং দী)

৩-৩ কর্ণপুর (দী)

নৈবেদ্য দিয়া ভুরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান ।
বসুর পূজা করি করিলা হেমগিরি
নান্দীমুখের বিধান ।।
*
কাঁখেতে হেমঝারি মেনকা মিলি নারী
জল সহে ঘরে ঘরে ।
এয়ো আসি মিলি করি হুলাহুলি
[১]তণ্ডুলমঙ্গলন করে ।।[১]

---

* অতিরিক্ত —

করি অমঙ্গল আচরণ আনিল নারিগণ
আইল সত আও জনে ।
তুলসি মাতাবতি কৌসল্যা য়রান্ধুতি
আইল ঋষির ভবনে ।।
সাধু মধু হারু গন্ধ দুর্ব্বা পারু
কমলা কলাবতি রানি ।
চিত্ররেখা তিলত্তমা সুভদ্রা তারা উমা
শ্রীমন্তি সাবিত্রি ভবানি ।।
মন্দোদরি জয়া গৌরী সচি মায়া
রেনুকা হিরা সিলা হারু ।
বিজয়া সত্যভামা রুক্মিনি তিলত্তমা
ইন্দূ সিন্ধু ভাও পার ।
ইন্দ্রানি সতি সিলা ভারথি সসিকলা
মাধবি সিতা অরূন্ধুতি ।
ফুল্লরা কাদম্বরি বিমলা বিদ্যাধরি
সুমিত্রা কেকই পার্ব্বতি ।। (খ)

১-১ মঙ্গলসুত্র বাঁধে করে ।। (খ)

হোথা অধিবাস আদি মহাদেব যথাবিধি
করিলেন বেদের বিধান ।
আপনার বেশ ধরি চলিলেন ত্রিপুরারি
হেমন্ত ঋষির সন্নিধান ।।
গলেতে হাড়ের মাল পরিধান বাঘাছাল
বৃষভে করিলা আরোহণ ।
অমাত্যসকল ধায় চলিলেন দেবরায়
[১]দেউটি[১] ধরেন দানাগণ ।।
শিঙ্গার বাজনা করে ভূতদানা
[২]চলয়ে ঝড় বরিষণ ।[২]
আইলেন ত্রিপুরারি হিমালয় হাতে ধরি
বসাইল কনক-আসনে ।।
[৩]অঙ্গুরী বসন মালা গিরিরাজ শিরে দিলা
যথাবিধি করিলা বরণ ।[৩]
[৪]মেনকা সে কুতূহল করিয়া বিরল স্থল
নারীর আচারে দিলা মন ।।[৪]

১-১ দেয়ড়ি (দী)

২-২ চেলা করে ঝড় বরিসন। (ক)
চালায় ঝড় বরিসন। (খ)

৩-৩ বিরল স্থান করি মেনকা সুন্দরী
করিল বরের বরণ। (গ)
বিরল স্থল করি মেনকা সুন্দরি
করেন বেদের বিধানে। (খ)

৪-৪ করিয়া নানা ছন্দ ঔষধ প্রবন্ধ
করিল লয়্যা সখীগণ।। (বঙ্গ)

[১]বীর মাধবের সুত রূপেগুণে অদ্ভুত
রায় বাঁকুড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।[১]*

১-১ শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণ-ভূমির পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ রচিয়া চারুপদ
গান মুকুন্দ কবিবর।। (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —

নাগরীদিগের বর-দর্শনে গমন

কোন নাগরীর আধ সীমন্তে সিন্দুর।
কারো ভ্রমে পদে হার করেতে নেপুর।।
কারো এক নয়নে ভালে দিয়াছে কজ্জলে।
পত্রাবলী এক কুচে নহিল সকলে।।
আওলা বিমলা চাঁপা কমলা ভারতী।
পদ্মাবতী স্বর্ণরেখা রতি কলাবতী।।
বল্লভা দুর্লভা রম্ভা সুভদ্রা যমুনা।
চরিত্রা তুলসী রাণী শচী সুলোচনা।।
হীরা তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী।
কৌশল্যা বিজয়া গোপী সুমিত্রা সুন্দরী।।
যশোদা রোহিনী রাধা রুক্মিনী শঙ্করী।
চিত্রলেখা সুধামুখী গোপী মন্দোদরী।।
ত্বরা হেতু সভাকার বিপর্য্যয় বেশ।
আল্য করি ধায় কেহ নাহি বান্ধে কেশ।।
এক পদে কোন আইয়ো দিয়াছে নেপুর।
কপালে সিন্দুর নাই সীমন্তে সিন্দুর।।

মেনকার খেদ ও শিবের মদনমোহন বেশ ধারণ

মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে।
[১]অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধরগণে।।[১]
[২]অস্থি-ভস্ম-বিভূষণ দেখি কলেবর।[২]
হইয়া বিরসমুখী চিন্তেন অন্তর।।
কান্দয়ে মেনকা সে গৌরীর মায়ামোহে।
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে।।

এক চক্ষে কোন আইয়ো দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণপুর ত্বরায় গমন।।
শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মো!
কোন আইয়ো আইসে তার হাতে কাঁখে পো।।
চড়িয়া জাঙ্গালে আইয়ো দিল বাহু নাড়া।
আঁখির কটাক্ষে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া।।
বরণ করিতে আইয়ো করিল পয়াণ।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান।। (বঙ্গ)

অবলা বিমলা চাপা কমলা ভারথি।
সন্যরেখা পদ্মরেখা কমলা অরূন্ধুতি।।
হরা তারা সরস্বতি মদনমঞ্জরি।
কৌসল্যা বিজয়া গোরি সুমিত্রা সুন্দরি।।
জসোদা রোহিনি রাধা রূপি কাদম্বিনি।
চিত্রলেখা সুধামুখি মন্দোদতি রানি।।
বিবাহেতু সভাকার ব্বিপ্রজয় বেস।
এলন কবরিভার নাহি বান্দে কেস।। (গ)

১-১ অঙ্গুরি বসন নৈল বিষধরগণে।। (খ)
অঙ্গের ভূষণ দেখি বিস্ময় ভাবে মনে।। (বঙ্গ)

২-২ অহিগন বিভূসন দেখি কলেবর। (খ)

চরণে নূপুর সর্প সাপ কটিবন্ধ।
পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্দ।।
অঙ্গদ-বলয়া সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খায়্যা হেন বরে দিলাম দুহিতা।
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছোঁ।।
ঔষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে।
ঘৃত দিতে শিবের ললাটে বহ্নি জ্বলে।।
দেখিয়া শিবের রূপ মনে লাগে ধান্ধা।
[১]কি ভাগ্যে কপালের মাঝে উদয় করে চন্দা।।[১]
*
হেন বরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পদ্।
বাপ হয়্যা মূঢ়মতি কন্যা করে বধ।।
অঙ্গুরী জড়িত মোর গরুড়ের মণি।
এই হেতু হাতে মোর নাহি খায় ফণী।।

এক পায় কোন নারি পরএ নপুর।
কপালে সিন্দুর নাহি সীমন্তে সিন্দুর।।
এক চক্ষে কোন নারি লএ্যাছে অঞ্জন।
এক কর্ন্যে কর্ন্যপুর করেছে গমন।।
সিসু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মন।
কোন আইও আইসে জার হাতে কাখে পো।।
বর দেখিতে সবে করেছে গমন।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান।। (গ)

১-১ কোন ভাগ্য উদয় কৈলা সাপের মাথায় চান্দা।। (দী ও ক)

* অতিরিক্ত —
হের আর জটার জলের কলকলী।
জলজন্তুগণ জত করে কোলাহলী।। (দী)

বর দেখি এয়ো সব করে কানাকানি।
[১]চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি।।[১]
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর।
দেখিয়া মেনকা দেবীর জ্বলিছে অন্তর।।
মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি।
আছিল ঈষের মূল তথি কতগুলি।।
ঈষের মূলের গন্ধে পালায় ভুজঙ্গ।
অঙ্গনার মধ্যে হর হইল উলঙ্গ।।
লাজ পায়া মেনকা পালায় গুড়ি গুড়ি।
নন্দী সে বুঝিয়া কাজ নিবায় [২]দেউটি।।[২]
[৩]সভাতে উলঙ্গ দেখি দেব ত্রিলোচন।
জোড় করে সবিনয়ে বলেন বচন।।
নন্দী বলে শুন প্রভু দেব শূলপাণি।
মনোহর বেশ প্রভু ধরহ আপনি।।
এমন নন্দীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন।
হেনকালে হইলা প্রভু মদনমোহন।।[৩]
যোগবলে ধরে হর মনোহর বেশ।
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারুকেশ।।

১-১ অধোগতি যাউক গিরি চক্ষে পড়ু ছান। (খ)

২-২ দেয়ড়ি। (দী)

৩-৩ শুনিয়া শিখরিসুতা পরিহাস-বচন।
শ্বেত মাছিরূপে কৈল শিবে নিবেদন।।
তেজহ বিকটমূর্ত্তি মোরে করি দয়া।
মোর মাতাপিতায় প্রভু দেহ পদছায়া।।
এমন শুনিয়া হর গৌরীর বচন।
সেইখানে হৈলা প্রভু মদনমোহন।। (বঙ্গ)

আছিল বাঘের ছাল হইল বসন।
হইল অঙ্গের ভস্ম সুগন্ধি চন্দন।।
হাড়মালা হইল কনক রত্নমাল।
হরিতাল তিলক শোভিত কৈল ভাল।।
বাসুকি হইল তার কিরীট-ভূষণ।
অঙ্গদ বলয়া হইল ভুজঙ্গমগণ।।
মুকুট উপরে শোভে সুধাকর-কলা।
[১]ধরিলা মদনরিপু মদনের লীলা।।[১]
কনক-পদক গলে দোলে সিংহনাদ।
দেখিয়া মেনকা বরে তেজিল বিষাদ।।
[২]দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী।
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।।[২]
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

নারীগণের পতিনিন্দা

সবে বলে গৌরীর বর মিল্যাছে ভাল।
মদনমোহন রূপে ঘর কর্য্যাছে আলো।।
এক যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।
কোঁয়া-জ্বরের ঔষধ সদা পাব কতি।।

১-১ ধরিলা মনোহর রূপ মনোহর লীলা।। (ক)
ধরিল মদন প্রেম শুভাকর ছলা।। (খ)

২-২ মদনমোহন রূপ হৈলা ত্রিপুরারি।
মনে মনে পতিনিন্দা করে সব নারী।। (বঙ্গ)

ভাদ্র মাসের পাঁকুই বড়ই দুর্ব্বার।
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব ন্যাকার।।
*
আর যুবতী বলে পতির [১]বৰ্জ্জিত দশন।[১]
শাক-সূপ-ঘন্ট বিনে না করে ভোজন।।
দড় বেঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি।
মারয়ে পিড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি।।
আর যুবতী বলে সই মোর কৰ্ম্ম মন্দ।।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ।।
কোন দেশে দুখিনী নাহিক মোর পারা।
কোলের কাছে থাকিতে সদাই করে হারা।।
অন্ধমুনির মত মোর গেল সর্ব্বকাল।
জলপাত্র বল্যা কানা তুল্যাছে বিড়াল।।
আর যুবতী বলে সখি মোর পতি কালা।
আনের হইল্য ঘরকন্না মোরে হইল্য জ্বালা।।
দিনে ঠারে-ঠোরে কহি কথা পতির সনে।
রাত্রি হইলে নিদ্রা যাই গরুড়-শয়নে।।
রন্ধনের তরে আমি যদি চাহি জল।
দড়ি ধর‍্যা এন্যে দেয় কালা মোরে ছাগল।।
আর যুবতী বলে সখি মোর কথা বুঝ।
অভাগিয়া পতি মোর পিঠে বড় কুজ।।
চিৎ হয়্যা শুতে নারে কুজের প্রকারে।
খুঁড়িয়া রেখ্যাছি খন্দ মেঝের ভিতরে।।

অতিরিক্ত —

শনি মঙ্গল বারে যখন মেঘের আরটী।
তখন জানিবে গোদের পরিপাটি।। (খ)

১-১ পীড়ার সদন (বঙ্গ)

আর সখী বলে মোর বাঘুড়িয়া স্বামী।
তার পেট পানে চেয়্যা মর্যা থাকি আমি।।
[১]পোয়ের পো হইয়াছে নাতির হইয়াছে ঝি।
প্রয়োগ তেলে চুল পাকিছে বয়স বটে কি।।[১]
রূপে-গুণে সুন্দরী নাতিনী ঘরে আছে।
হেন বরে বিহা দিয়া রাখি আপন কাছে।।
নগরে নাগরীগণ খায় মনকলা।
হরগৌরীর বিয়া হব শুভক্ষণ বেলা।।
নিবিষ্ট হইয়া ভজ চণ্ডীর চরণে।
মধুর সঙ্গীত কবিকঙ্কণ ভণে।।

হরগৌরীর বিবাহ

বৃষে আরোহণ কৈল দেব পঞ্চানন।
মধ্যেতে কাণ্ডার-বস্ত্র ধরে কোন জন।।
শিবে প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাতবার।
নিছিয়া ফেলিল পান কৈল নমস্কার।।
মহেশের গলে গৌরী দিলা রত্নমাল।
দেখি দেবগণে সুখ বাড়িল বিশাল।।

১-১ অহিয়োর বিশালে বুড়ী নানা কাচ কাছে।
পাকচু তেলে ল পেকেছে বয়স কোথা গ্যাছে।। (বঙ্গ)

[১]হরিষে পুলক তনু দুজনে ছাওনি।[১]
হুলাহুলি দিল যত [২]ঋষির রমণী।।[২]
*
[৩]ব্রহ্মাপুরোহিত[৩] কৈলা বাক্যের বিধান।
হিমালয় আনন্দে করিলা কন্যাদান।।
হরগৌরী দুই জনে বসিলা একাসনে।
[৪]গ্রন্থছড়া পিতামহ করিলা বন্ধনে।।[৪]
গন্ধপুষ্প দিয়া মহী পূজিলা দম্পতি।
হরগৌরী দুই জনে দেখে অরুন্ধতী।।
ঝারি থালা ধেনু শয্যা দিলা নানা দান।
উত্তম আসন বরে দিলা হিমবান।।
জয়া বিজয়া সখা দিলা পদ্মাবতী।
সমর্পিল গিরিরাজ মহেশে পার্বতী।
[৫]ক্ষীর অন্ন ভোগ কৈলা মহেশ ভবানী।
কুসুম-শয্যাতে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী।।[৫]
[৬]বিভা করি মহাদেব রহিলা নিলয়।
নানা লীলারঙ্গে গেলা অনেক সময়।।[৬]

১-১ হরিষে পুলকতনু দুহেতে ছামনি। (ক ও দী)

২-২ পুর-নিতম্বিনী (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —
ইন্দ্র আদি দেব কৈলা পুষ্প বরিষণ।
মন্দ মন্দ নিনাদ করিলা মেঘগণ।। (খ এবং দী)

৩-৩ ব্রহ্মাণ পুরোহিত (খ)

৪-৪ হইল পরম শোভা নাহিক তোলনে।। (খ)

৫-৫ ক্ষীরদণ্ড দুইজনে করিল ভোজন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।। (বঙ্গ)

৬-৬ বিবাহ করিঞা হর রহিলা হিমালয়।
নানা খেলা রঙ্গে গেল য়নেক সময়।। (গ)

প্রভাতে ভিক্ষায় অনুদিন শিব যান।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান।।

মহাদেবের ভিক্ষায় গমন

প্রভাতে উঠিয়া হর ভিক্ষা মাগে মহেশ্বর
ত্রিদশভুবন অধিকারী।
শুনিয়া শিবের শিঙ্গা ধায় যত ডিঙ্গা চিঙ্গা
সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি।।
দুই হাতে ঝুলি বায় মধুর সঙ্গীত গায়
মাগে ভিক্ষা থাকিয়া অঙ্গনে।
পুণ্যবতী যত নারী চা'ল কড়ি দেই দালী
শিবথালে দেই ভাগ্যবানে।।
গোপনারী দেয় দধি সূত্রধর চিড়্যা খদি
মদক সন্দেশ খণ্ড চিনী।
তিল সন্দেশ আন তাম্বুলিনী গুয়া পান
তৈল দিল কলুর রমণী।।
শিবের হৃদয় জেনে লোন আনি দিল বেনে
কুঁচিলা সরস হরীতকী।
যুয়ান জীরা তেজপাত যোয়ান সিদ্ধির পাত
হরষ হইল হর দেখি।।
প্রভুর ত্রিশূল নন্দী বাণ্যা-ঘরে থুয়্যা বন্দী
কুঁচিলা গাঁজাই নিলা ধার।
হৃদি বল কুতূহলে ফণিরাজ পাটা গলে
যান হর কুঁচনীর দ্বার।।

গণেশের জন্ম

জয়া-বিজয়া মিলি গৌরীর তুলিলা মলি
কুঙ্কুম চন্দন দিয়া অঙ্গে।
একত্র করিয়া মলি মনোহর পুত্তলি
গৌরী সৃজিলা খেলারঙ্গে।।

একেত কোঁচের মেয়্যা হরের বারতা পেয়্যা
ভিক্ষা দিতে আইল তখন।
পুরাতন দেখি হরে কাঁচলী অসম্বরে
কুচযুগে না দেই বসন।।
দশ পাঁচ সখী মেলি শিবের বসন ধরি
কেহ বা টানয়ে পরিহাসে।
বসি কুঁচনীর পাশে শিব নিরানন্দে ভাসে
যুবতী বুঢ়ারে নাঞি বাসে।।
হ্যাদেলো কুঁচনী বামা গৌরী ভাল জানে আমা
কিবা যুবা নহলী যৌবন।
জানিঞা না জানে যে কি কাজে না আনে ভজে
জানি যদি দেহ আলিঙ্গন।।
শঙ্করের হাস্যভাবে কুঁচনী রমণী হাসে
বিভা কৈলে যুবতী রমণী।
কালি মোরা যাব তথা তোমার বিক্রমের কথা
জ্ঞাত হব তার মুখে শুনি।।
গুণিরাজ-মিশ্রসুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিলা অনেক পুরাণ।
দামুন্যা-নগরবাসী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।। (বঙ্গ)

---

[১]গণেশের শুনহ জনম।

শুনিলে হরয়ে দুখ যেই হেতু গজমুখ

শুনিলে কলুষ-বিনাশন।।[১]

বরণে প্রভাত-ভানু খর্ব্ব সুপীবর তনু

চারি ভুজ আজানুলম্বিত।

নখপাঁতি জিনি কুন্দু [২]জিনিয়া শারদ ইন্দু[২]

যোগপাটা হৃদয়ে শোভিত।।

পরিধান বাঘছাল গলাতে হাড়ের মাল

চারি ভুজে নানা আভরণ।

বিকশিত কোকনদ জিনিয়া যুগল পদ

তাহে চারু মঞ্জীর শোভন।।

[৩]সুবলিত চারি কর শূলপাশ মনোহর[৩]

নির্ম্মাণ করিয়া দিল হাথে।

যে অঙ্গে যে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিল তার

নাহি মলি শির নিরমিতে।।

এমন সময়ে হর ভিক্ষা মাগি আল্যা ঘর

লাজে ঘরে প্রবেশে পার্ব্বতী।

জিজ্ঞাসিলা শূলপাণি কহ জয়া সত্য বাণী

[৪]এই মূর্ত্তি[৪] কাহার নির্ম্মিত।।

১-১ গণেশের শুনহ উৎপত্তি।

সু নীতে বাড়য়ে সুখ জেই পাকে গজমুখ

দুর হয় অসেস দুর্গতি।। (দী)

২-২ চারু পরমান ওন্দ (দী)

৩-৩ দন্ত অভিমত বর শূলী পায মনোহর (গ)

৪-৪ শালভঞ্জী (বঙ্গ ও দী)

জয়া দিলা উত্তর শুন প্রভু মহেশ্বর
গৌরী কৈল পুত্তলি নির্ম্মাণ।
দামুন্যা-নগর-বাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।।

গণেশের দেহে জীবন-সঞ্চার

জয়ার শুনিয়া কথা বলেন শঙ্কর।
[১]অভিপ্রায় জানিয়া দিলেন উত্তর।।[১]
পুত্র-আশ জানিলাম পুত্তলি নির্ম্মাণে।
[২]খেলাবার তরে শিশু নাহিক ভবনে।।[২]
ইহা বলি নন্দীকে দিলেন আঁখিঠার।
[৩]নন্দী চলিলেন অসি লৈয়া খরধার।।[৩]
*
কতদূর গিয়া নন্দী দেখিলা কুঞ্জরে।।
লীলায় শুতিয়া গজ উত্তর শিয়রে।।

১-১ অভিপ্রায় জানি প্রভু দিলান উত্তর।। (দী)
অভিপ্রায় করি তারে দিলেন উত্তর।। (বঙ্গ)
২-২ সঙ্গে শিশু নাহি তার খেলাবার সদনে।। (ক)
শিশুগণ নাহি তাঁর খেলার বিধান।। (দী)
৩-৩ নন্দী বুঝ্যা নিল সে কাটারী ক্ষুরধার।। (দী)
* অতিরিক্ত —
সহস্রাক্ষ দেশে নন্দী দিল দরশন।
একে একে খুজে নন্দী সভার ভুবন।।
তল্লাস করিল নন্দী নগরে নগরে।
কোন জীবে নাহী দেখে উত্তর শিয়রে।। (খ)

একচোটে গজমুণ্ড করিল ছেদন।
মাথা আনি দিল যথা দেব পঞ্চানন।।
পুত্তলি-স্কন্ধে মাথা জোড়াইল শিব।
শিবের কৃপায় তথি প্রবেশিল জীব।।
[১]করিয়া শিশুর শব্দ উঠিল পুত্তলী।[১]
দেখিয়া মদনরিপু হলি কুতূহলী।।
শিবের আদেশে জয়া পুত্র লইয়া চলে।
পুত্রবর লয়্যা দিল পার্ব্বতীর কোলে।।
পুত্রের দেখিয়া গৌরী কুঞ্জর বদন।
কপালে আঘাত হানি করেন রোদন।।
এই পুত্রে আমার নাহিক কিছু কাজ।
কেমনে বসিবে পুত্র দেবতা-সমাজ।।
[২]সুবেশ সুরূপ যত দেবতা-নন্দন।[২]
তার পাশে কেমনে বসিবে গজানন।।
[৩]পার্ব্বতী ভাবয়ে দুঃখ গঞ্জিয়া শঙ্করে।
বিষাদ শুনিয়া প্রভু আইলা সত্বরে।।[৩]
গৌরীকে কহেন প্রভু না ভাবিহ দুঃখ।
পাইলে অনেক ভাগ্যে পুত্র গজমুখ।।
এই পুত্র তোমার ভুবনে বিঘ্নরাজ।
ইহাকে পূজিবে সব দেবতা-সমাজ।।

১-১ অঙ্গমোড়া দিয়া উঠি বসিল পুত্তলি। (বঙ্গ)
চিরকাল কোলে করি পালিল পুত্তলি। (গ)

২-২ অতি মোনহর সব দেবের নন্দন। (গ)

৩-৩ এতেক বচন জয়া কহিল সঙ্করে।
সুনি পসুপতি আইল সত্তরে।। (গ)
গৌরীর বিনয়ে জইয়া কহিলা শঙ্করে।
সুনী লঘুগতি প্রভু আইলা সত্তরে।। (দী)

সকল দেবতা-মাঝে আগে পাবে পূজা।
ইহারে পূজিবে পুরন্দর আদি রাজা।।
সকল দেবের মাঝে হইবে প্রধান।
এই হেতু ইহার গণেশ অভিধান।।
*
এতেক বচন যদি বলে পশুপতি।
পুত্রবুদ্ধি গণেশেরে করিলা পার্ব্বতী।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

কার্ত্তিকেয়ের জন্ম

[১]কুসুম-রচিত ঘর পার্ব্বতী সহিত হর
কুসুম-শয্যায় নিয়োজিত।[১]
দুঃসহ মদন-শর দুই অঙ্গ জর জর
দুই তনু পুলকে পূরিত।।
কার্ত্তিকের শুনহ জনম।
শুনহ তাহার কথা যেই হেতু ছয় মাথা
শুনিলে কলুষ বিনাশন।।

---

* অতিরিক্ত —
নহিব যেখানে আগে গনেসের মান।
সকলি বিফল তার পূজার বিধান।। (খ)

১-১ রতন মন্দির ঘরে পার্ব্বতি সঙ্করে
কুসুম সয়নে নিয়োজিত। (গ)

কুযুম-রচিত ঘরে গিরিসুতা গঙ্গাধরে
কুযুম-শয়নে নিজোজিত।। (দী)

রতি-রঙ্গ কুতূহলে মহেশের বীর্য্য টলে
গৌরী তারে ধরিতে না পারে।
অনলে ফেলিল গৌরী অনল সহিতে নারি
ফেলাইল সুরধুনী-নীরে।।
[১]প্রবল চপল-ভঙ্গা সহিতে না পারে গঙ্গা
রাখে শরমূলের সমীপ।[১]
অমোঘ শিবের বিন্দু তথি হইল গুণসিন্ধু
ছয়মুখ কুমার কার্ত্তিক।।
কাঞ্চন-বরণ তনু [২]অভিন মদন জনু[২]
শরমূলে হইল প্রকাশিত।
কৃত্তিকা ত আদি করি চন্দ্রের যে ছয় নারী
কুমারে দেখিল আচম্বিত।।
কৃত্তিকা ধরিয়া তোলে রোহিণী করিল কোলে
মৃগশিরা করিলা চুম্বন।
আর্দ্রা আর পুনর্ব্বসু দেখিলা [৩]সুন্দর শিশু[৩]
পুষ্যা কৈল অনেক পালন।।
[৪]স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা হৈল ছয় উপমাতা
ছয় মুখে দিলা স্তনপান।[৪]
সকল ভূষণযুত পুষিয়া পালিলা সুত
গৌরী কোলে করিলা আধান।।

১-১ মোহাতেজ কলেবরে গঙ্গা সহিবারে নারে
শরমূলে পেলে বলাধীক। (দী)

২-২ যেন দেখি হিমভানু (দী, খ এবং গ)

৩-৩ মানিলা পরম অসু (দী ও খ)

৪-৪ স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা তথি হইল ছয় মাতা
ছয় মুখে করে স্তন পান। (খ)

দুই পুত্র তিন দাসী দেখি হর অভিলাষী
গৌরী সঙ্গে রহিলা নিবাসে।
[১]গৌরী দৈব নিয়োজনে কলি কৈল মার সনে[১]
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে।।*

১-১ দু ভাই মাএর কোলে খেলা খেলে কুতূহলে (গ)
* অতিরিক্ত —

হরগৌরীর পাশাক্রীড়া

ত্রিপুরা রঙ্গে হরের সঙ্গে
দুহে বসি কুতূহলে।
এমন সময় জয়া পাশা দেয়
হর বলে গৌরী খেলে।।
পদ্মা বলে বাণী শুন শূলপাণি
যদি বা খেলিবা রঙ্গে।
যদি বা খেলিবে হারিলে কি দিবে
বলি তবে খেল সঙ্গে।।
বলে ত্রিনয়ণী যদি হারি আমি
গায়ের ভূষণ দিব।
যদ্যপি খেলিব কহ সদাশিব
তোমার কি ধন পাব।।
বলে ত্রিপুরারী শুন তুমি গৌরী
খেলহ আগে ত পাশা।
হারি পরাজয় দৈবে যদি হয়
তবে করিহ লৈতে আশা।।

শুন মোর বাণী প্রভু শূলপানি
ইহা ত না বুঝি আমি।
খেলিয়া হারিবে কিবা ধন দিবে
তাহা রাখ আগে তুমি।।
কথায় না যায় গৌরী ধন চায়
হাসিয়া বলেন শূলী।
শুন মোর পণ আছে যেবা ধন
নিবে ত সিদ্ধির ঝুলি।।
মহেশ শঙ্করী খেলে পাশা সারি
রচিয়া হীরার ঢাল।
বসিয়া খেলিতে লাগিল কহিতে
সাক্ষী হইও মহাকাল।।
দশ দশ দশে ডাকে ভুবনেশে
.... গতি খেলে।
দেখি অভিমুখে পাষ্টি ঘষি বুকে
পার্ব্বতী চৌরঙ্গ ফেলে।।
হাতে করি বলে পদ্মা কুতূহলে
এক দানে দুই কাট।
সাতা সাতা বলি ডাকে ত্রিপুরারী
দোয়া চারি হৈল বাট।।
ত্রিপুরা ফেলিল দুরী।
পড়িল দু-তিয়া সুখ হৈল হিয়া
হারিল মদন-অরি।।
বুদ্ধি পাইল লোপ শিবের বাড়ে কোপ
বলে পাত আর চা'ল।
ভিক্ষার কারণে যাইবা বিহানে
জিনি লেহ বাঘছাল।।

গৌরীর সহিত মেনকার কলহ

কালী রাঙ্গী পাসাসারি আনিলা পার্ব্বতী।
আপনি লইলা কালী রাঙ্গী পদ্মাবতী।।
হাতে পাষ্টি করি গৌরী ডাকে দশ দশ।
[১]হেনকালে মেনকা আসি বলেন কর্কশ।।[১]
তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল [২]গিরিয়াল।[২]
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কতকাল।।
দুগ্ধ উথলিতে গৌরী নাহি দেহ পানি।
সখী সঙ্গে খেল পাশা দিবসরজনী।।

পাশা কর দুর শুনহ ঠাকুর
সবার আছয়ে কাজ।
তুমি ভূতনাথ খেল মোর সাথ
হারিলে পাইবে লাজ।।
পুন খেলে গৌরী দশ দুই চারি
খেলিল করিয়া শলী।
দু-তিয়া খেলিয়া হারিল খেলিয়া
হরিণ লাঞ্ছন মৌলি।।
কহে সদাশিব আছে মোর দৈব
সম্মুখে নিবসে কাল।
হারিল শঙ্কর দেব দিগম্বর
ছাড়ি দিল বাঘছাল।।
পাশা ছাড়ি যান করিল ভোজন
দুহে কভু ভিন্ন নহে।
শ্রীকবি মুকুন্দ রচি পরিবন্ধ
দেবের চরণে কহে।। (বঙ্গ)

১-১ হেনকালে মেনকা কোপের হৈলা বশ।। (ক)
২-২ গরব্যাল (দী)

দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।।
প্রেত ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ।
অনুদিন কত নাকি কিনা দিব ভাঙ্গ।।
[১]রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত।।[১]
লোক-লাজে স্বামী মোর কিছু নাহি কয়।
জামাতার পাকে ঘরে হইল সর্পভয়।।
*
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
ভূত প্রেত পিশাচের লেখা নাহি জানি।।
এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন।
ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন।।
জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।
তাহে ফলে মাস মুগ তিল সর্ষা ধান।।
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।
[২]আজি হইতে তোমার দুয়ারে দিনু কাঁটা।।[২]

১-১ সদাই কতেক সহিব উৎপাত।
রান্ধিয়া বাড়িয়া কাঁকালে হইল বাত।। (খ)
অভ্যাগত সদাই দারুণ উৎপাত।
রান্ধ্যা বাড়্যা দিয়া গ কাকালে বেলে বাত।। (দী)

* অতিরিক্ত —
মৃথ্যা কাজে ফিরে সামী নাহি চাসবাস।
উড়িতে কাপড় নাহি গাএ নাহি মাস।। (গ)

২-২ তোমার বাড়ি আসিতে পুতিয়া যাব কাঁটা।। (খ)
আসিতে তোমার ঘরে পথে দিল কাঁটা।। (দী)

মৈনাক তনয়া লয়্যা সুখে কর ঘর।
কত না সহিব খোঁটা যাব দেশান্তর।।
এত বলি যান দেবী ছাড়ি মায়ামোহ।।
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহ।।
শঙ্করে কহিলা গৌরী সব বিবরণ।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

শঙ্করের ভিক্ষা

গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি চলিলেন ত্রিপুরারি
শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি।
[১]ভবনে সম্বল নাহি চিন্তিলেন গোঁসাই
ভিক্ষা অনুসারে কৈল মতি।।[১]
ত্রিদশের ঈশ্বর ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর
আরোহণ করি বৃষবরে।
[২]বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ বাজান ডম্বরু শিঙ্গ
ফিরিয়া বুলেন ঘরে ঘরে।।[২]
কপালে চাঁদের ফোঁটা বাসুকি গলাতে পাটা
অঙ্গ শোভে বিভূতি-ভূষণে।
মাতাতে বেড়িতে ফণী অমূল্য যাহার মণি
সর্পের কুণ্ডল দোলে কানে।।

১-১ রাখি ওতা পার্ব্বতি কার্ত্তিক গনপতি
ভিক্ষা করিলা পসুপতি।। (গ)
২-২ প্রেত ভূতগণ সঙ্গে নাচেন পরম রঙ্গে
শিঙ্গা ডূম্বুর লৈয়া করে।। (বঙ্গ)

কানে ধুতুরার ফুল অমূল্য যাহার মূল
বাসুকি কিরীট-বিভূষণ।
হাতে শোভে লাউ-থাল গলেতে হাড়ের মাল
আনন্দে ভ্রময়ে পঞ্চানন।।
ফিরয়ে উজান-ভাটি চৌদিকে কোচের পটী
কোচ-বধূ ভিক্ষা দেয় থালে।
থালা হইতে চালগুলি পুরিয়া রাখেন ঝুলি
[১]কান্ধেতে[১] লম্বিত ঝুলি দোলে।।
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
কুপী ভরি তৈল দেয় তেলী।
লবণিয়া দেয় লোণ ঘৃত-দধি গোপগণ
বেন্যা দেয় [২]ভাঙ্গের[২] পুটুলী।।
ময়রা মোদক দেই [৩]সূত্রধর সূত্র দেই[৩]
তাম্বুলীতে দেয় গুয়া-পান।
বেলা হৈলা দুই প্রহর মহাদেব আইলা ঘর
[৪]কার্ত্তিক-গণেশ[৪] আগুয়ান।।
মহেশ ঝাড়েন ঝুলি চাল পাইল কতগুলি
নানা দ্রব্য রাখে নানা ঠাঁইয়ে।
দেখিয়া মোদক খই [৫]দুজনে আইলা ধাই[৫]
কন্দল লাগিল দুই ভাইয়ে।।

১-১ দ্বাদশ (ক, খ এবং দী)

২-২ নাগ্যের (দী)

৩-৩ সূত্রধরে দেয় খই (ক এবং দী)
সূত্রধার দেয় খেই (গ)

৪-৪ কার্ত্তিক আইলা আগুয়ান (ক এবং দী)

৫-৫ দোঁহে আল্যা ধাত্তা ধাই (খ)

[১]দুজনে প্রবোধ করি বাটিয়া দিলেন গৌরী
রান্ধিলেন আপনি ভবানী।[১]
[২]ভোজন করিলা হর গৌরী গুহ লম্বোদর
সুখে সবে বঞ্চিলা রজনী।।[২]
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

হরগৌরীর কলহারম্ভ

রাম রাম সোঙরণে পোহাল্য রজনী।
শয্যা হইতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি।।
[৩]নিত্য নিয়মিত করি কর্ম্ম সমাপনে।[৩]
বসিলেন মহাদেব শার্দ্দূল-আসনে।।
ডানি বামে বসিলেন কার্ত্তিক লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর।।
সমুখে রহিলা গৌরী করিয়া অঞ্জলি।
কহিলা শঙ্কর তারে কিছু কুতূহলী।।
অবধানে শুন প্রিয়া আমার বচন।
সকালে রন্ধন কর করিব ভোজন।।
কালি ভিক্ষা কৈলু আমি ভ্রম বহু ধামে।
[৪]সকালে ভুঞ্জিয়া আজি রহিব বিশ্রামে।।[৪]

১-১ দুই ভাগ সম করি বাটীঞা দিলেন গৌরী
কন্দলি ভাঙ্গিল ততখনে।। (গ)

২-২ গৌরী রান্দি ভাত ভূঞ্জিল ত্রিদসনাথ
লম্বোদর কাত্তিক ভবানি।। (গ)

৩-৩ দুর্গা নিত্ত গিহকম্ম করিল মার্জ্জনে। (গ)

৪-৪ শকলে ভোজন করি থাকীব আশ্রমে।। (দী)

[১]আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।[১]
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত।।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া [২]বার্ত্তাকু[২] দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।।
নটীয়া কাঁটাল-বিচি সার গোটা দশ।
ফুলবড়ি দিবে তাহে আর আদা-রস।।
কটু তৈল দিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
বাথুয়া ভাজিয়া তৈলে কর দৃঢ় পাক।।
রান্ধিবে মুসরি ডাল দিবে টাবা-জল।
খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।।
ঘৃতে ভাজি দুগ্ধেতে ফেলিবে ফুলবাড়ি।
[৩]চড়িচড়ি করিয়া রান্ধ পলতার কড়ি।।[৩]
রান্ধিবে ছোলার ডালি তাহে দিবে খণ্ড।
আলস্য তেজিয়া জ্বাল দিবে দুই দণ্ড।।
মানের বেসারে দিবে কুমড়ার বড়ি।
ভাঙ্গিয়া কাঁটাল-বিচি দিবে চারি কুড়ি।।
ঘৃত জিরা সন্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব।।
আপনে উদ্যোগ যদি কর তুমি গৌরী।
অবশেষে রন্ধন করিবে কিছু ক্ষীরি।।

এমন শুনিয়া গৌরী শিবের বচন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন।।

১-১ সাবধান হওয়া সুন গনেসের মাতা। (গ)

২-২ বাগ্যান (দী)

৩-৩ চোঙা চোঙা করিয়া ভাজিবে পলা কড়ি।। (ক)

কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিনু।
অবশেষে যেবা ছিল রন্ধন করিনু।।
রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথবে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই।।
*
আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল।।
এমন শুনিয়া শৈলসুতার ভারতী।
রোষযুত হইয়া বলেন পশুপতি।।

আমি ছাড়ি ঘর যাব দেশান্তর
কি মোর ঘর-করণে।
হয়ে স্বতন্তর সুখে কর ঘর
লইয়া গোহা-গজাননে।।
কত ঘরে আনি লেখা নাহি জানি
দেড়ি অন্ন নাহি থাকে।
কতেক ইন্দুর ধায় দূর দূর
গণার মুষার পাকে।।
[1]কারণ করিয়া[1] বাঘা বুলে ধায়্যা
দেখিয়া তাহার চাহনি।
বলদ দুর্ব্বল করে টল বল
নাহি খায় ঘাস-পানি।।

---

* অতিরিক্ত —
আছিলা ভিক্ষের বাকী পালী দশ ধান।
গণেশের মুষা তাহা কৈল জলপান।। (দী)

১-১ করুণা করিয়া (গ এবং বঙ্গ)

গুহার ময়ূর ধায় অতি শূর
সর্প ধরি ধরি খায়।
হেন মন করে এই পাপ ঘরে
রহিতে না জুয়ায়।।
*
আন বাঘছাল সিঙ্গা হাড়মাল
ডম্বুর ভিক্ষার ঝুলি।
শুনরে নন্দী হও মোর সঙ্গী
ঘরে না রহিবে শূলী।।
এত বলি ঘর ছাড়িলা শঙ্কর
চলিলা বৃষবাহনে।
[১]করিয়া বিনতি কহেন পার্ব্বতী
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে।।[১]

গৌরীর খেদ

কি জানি তপের ফলে বর মিলেছে হর।
[২]পাট-পড়শী নাহি আসে দেখি দিগম্বর।।[২]

---

* অতিরিক্ত —
দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন ঘর হৈলা বন
বাস করি তরুতলে।। (গ এবং দী)

১-১ করি আত্মঘাতী কান্দে ভগবতী
শ্রীকবিকঙ্কণে ভনে।। (ক)

২-২ সই সাঙ্গাতি নাহি আস্যে দেখ্যা দিগম্বর।। (খ, গ এবং দী)

বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কেলি।
গণার মুষায় কাটে ঝুলি আমি খাই গালি।।
বাঘ বলদে দ্বন্দ্ব সদা নিবারিব কত।
অভাগীর কপাল দারুণ দৈবহত।।
ময়ূর-মুষায় দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বি সদাই কন্দল।
ওই নিমিত্তে সদা গালি মোর কর্ম্মফল।।
দারুণ দৈবের ফলে হইনু দুঃখিনী।
ভিক্ষার তাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী।।
উন্মত্ত ল্যাংটা হর চিতাধূলি গায়।
দাণ্ডইতে শিবের জটা অবনী লোটায়।।
একত্রে শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
তার অধিক প্রাণ পোড়ে বাঘ-ছালের বাসে।।
পায়ে ধরি ধার করি শুধিতে কোন্দল।
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল।।
উচিত কহিতে আমি সবাকার অরি।
[১]দুঃখ-যৌতুক দিয়া বাপ বিভা দিল গৌরী।।[১]
উরে ফণিপতি শোভে ললাটে দহন।
জটায় জাহ্নবীদেবী ধরেন পঞ্চানন।।
কি কহিব সহচরি মনের বিরল কথা।
মিথ্যা নারী করিয়া মোরে সৃজিল বিধাতা।।
দোষ-ঘাটি নাহি কিছু পাপ-পরমাদ।
কি কারণে পদ্মা এত পাই অবসাদ।।
দোষ বিনে প্রভু মোরে বলে কটূত্তর।
একা বসি থাক শিব ছাড়ি যাব ঘর।।

১-১ দুঃখযুত জনে বাবা বিভা দিল গৌরী।। (ক)
নানা যৌতুক দিয়া বাপা বিভা দিল গৌরী।। (খ)

এমন শুনিয়া পদ্মা দেবীরে বুঝান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান।।

পদ্মার উপদেশ

শুন গো শিখরিসুতা কহি ভবিষ্যৎ কথা
তোমার পূজার ইতিহাস।
সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে তোমার অর্চ্চনা আগে
আপনে করহ পরকাশ।।
দ্বাপর-যুগের শেষে কলিঙ্গরাজার দেশে
বিশ্বকর্ম্মা রচিবে দেহারা।
মঙ্গলচণ্ডিকা-রূপে স্বপন করিয়া ভূপে
পূজা নিবে দৈন্য-দুঃখ-হরা।।
পশুর লইবে পূজা সিংহেরে করিবে রাজা
নিজ ঘন্টা দিবে [১]নিদর্শনে।[১]
দিবে গো সম্পদ-ভূমি [২]দারিদ্র্য নাশিয়া তুমি[২]
কাননে স্থাপিবে পশুগণে।।
প্রথম কলির অংশে জন্মাবে [৩]আখেটী বংশে[৩]
মহেন্দ্র-নন্দন নীলাম্বরে।
ছলিয়া অবনী আনি নিবে তার পুষ্প-পানী
অবশেষে নিবে [৪]সুরপুরে[৪]।।

১-১ নিরীশন (গ)
২-২ দারূ দুর্ব্বাকর ভূমি (ক)
৩-৩ ব্যাধের (বঙ্গ)
৪-৪ নিজ পুরে (ক এবং বঙ্গ)

[১]তালভঙ্গ করি ছলা দেব-কন্যা রত্নমালা
ছলিয়া আনিবে বসুমতী।
গন্ধবণিকের জাতি খুল্লনা হইবে খ্যাতি
বিবাহ করিবে ধনপতি।।[১]
পতি যাবে দেশান্তর ঘরে সতা স্বতন্তর
বহুবিধ তারে দিব দুঃখ।
কাননে পূজিয়া তোমা হবে পতি-প্রাণসমা
তুমি তারে হইবে সম্মুখ।।
[২]ছলিয়া আনিয়ে পূর্ব্বে জন্মাইবে তার গর্ভে
মহেন্দ্র-নন্দন মালাধরে।[২]
জ্ঞাতি-বন্ধু ধরি ছল পরীক্ষাতে অনুবল
[৩]সঙ্কটে রাখিবে তুমি তারে।।[৩]
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সঙ্গে লইয়া সাত তরী
ধনপতি চলিবে সিংহলে।
লঙ্ঘিয়া তোমার ঘট ছয় ডিঙ্গা হবে নট
বন্দী হবে রাজ-বন্দীশালে।।
শ্রীপতি হইবে সুত সঙ্গে সাত তরী যুত
চলিবেন পিতার উদ্দেশে।
আপনি করিবে দয়া রাজকন্যা বিভা দিয়া
সাধুরে আনিবে নিজ বাসে।।

১-১ রত্নমালা রূপবতি তালভঙ্গে আনী ক্ষীতি
জন্মাইবে বণীকের ঘরে।
সদাগর ধনপতি হইবে তাহার পতি
নিবসতি উজানী নগরে।। (দী)

২-২ আসিবেন পতিবাসে পতিসঙ্গে লিলারসে
সুতগর্ভে হব মালাধর। (দী)

৩-৩ বিশঙ্কটে হবে শুভকর।। (দী)

বিক্রমকেশরী নাম নিজ কন্যা দিব দান
কেবল তোমার পূজাফলে।
হেম ঝারি জল-গর্ভা অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা
[1]পূজা লবে বাসর মঙ্গলে।।[1]
শুনিয়া পদ্মার বাণী আনন্দিত নারায়ণী
বিশ্বকর্ম্মে করিল স্মরণ।
চণ্ডীপদ-হিতচিত রচিল নূতন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

দেবীর আজ্ঞায় পুরী-নির্ম্মাণ

শুনিয়া পার্ব্বতী পদ্মার উপদেশ।
যুক্তি কৈল সখী সঙ্গে উপায় বিশেষ।।
বিশ্বকর্ম্মে ভগবতী করিল স্মরণ।
স্মৃতিমাত্রে বিশ্বকর্ম্মা দিল দরশন।।
অষ্টাঙ্গ লোটায়্যা বিশাই হৈল নতিমান।
আশ্বাসিয়া ভগবতী তারে দিলা পান।।
[2]বিনয় করিয়া বলে দৈন্য-দুঃখহরা।
কলিঙ্গ নগরে বাছা নির্ম্মাহ দেহারা।।[2]

১-১ পূজিবেন সকল মঙ্গলে।। (ক)

২-২ ভার দি তোমারে বাপা নিজ পূজামূল।
কলিঙ্গ নগরে মোর তুলিবে দেউল।। (খ)
তোরে ভার দিএ বিসাহি নিজ পূজামূল।
কংসে নদি তিরে তুমি নির্ম্মাহ দেউল।। (গ)

এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা দেবীর বচন।
কৃতাঞ্জলি করিয়া করেন নিবেদন।।
সঙ্গে মোর দেহ যদি বীর হনুমান।
তবে সে দেউল মাতা করিগে নির্ম্মাণ।।
স্মরণ করিতে মাত্র আইলা মারুতি।
হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি।।
উপনীত বিশ্বকর্ম্মা কংসনদী-কূলে।
শুভক্ষণে আরম্ভ তমালতরুমূলে।।
[১]সাতান্ন বন্ধে বিশাই ধরিলেন সূতা।[১]
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।।
[২]উপাড়িয়া শৈলে আনি দেয় হনুমান।[২]
[৩]চারি প্রহর রাত্রে[৩] করে দেউল নির্ম্মাণ।।
হীরা নীলা পাষাণে রচিত কৈল [৪]চূড়া[৪]।
রসাল দর্পন দিল চারিদিকে বেড়া।।
ধবল চামর শিরে নেতের পতাকা।
সুধাকর বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা।।
[৫]নানা চিত্রে চিত্রিত করিল জগতি।[৫]
হেমময় তথি নিরমিলা ভগবতী।।

১-১ পোতা বন্দিতে বিসাই চালাইল সুতা। (গ)
২-২ লুটিয়া রোহন গিরি আনে হনুমান। (দী)
মুণ্ডে আরোপিয়া গিরি আনে হনুমান। (খ এবং বঙ্গ)
৩-৩ নিশির ভিতরে (খ)
শিশির ভিতরে (বঙ্গ)
৪-৪ ছুড়া (দী)
৫-৫ নানা চিত্র করিল যে করিয়া যুগতি। (বঙ্গ)

কাঞ্চনের দুই ঝারি বৃষভে মহেশ।
ময়ূরে কার্ত্তিক লেখে মূষিকে গণেশ।।
হনুমান অভয়ার নিয়া অনুমতি।
[১]পাথরে নখরে লেখে পূজার পদ্ধতি।।[১]
নখে কোঁড়ে হনুমান দীর্ঘ সরোবর।
চারিখানা পাড় যেন দেখি মহীধর।।
পাষাণে বান্ধিল তার চারিখানি ঘাট।
নানা বর্ণ পাষাণের রচিত কৈল বাট।।
শূন্য দেখি সরোবর হনু মহাবল।
পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতীর জল।।
সরোবর বেড়ি কৈল বিচিত্র উদ্যান।
অশ্বত্থ পনস রম্ভা রোপে হনুমান।।
তাল নারিকেল আম্র দালিম্ব খেজুর।
[২]করঞ্জা[২] কমলা টাবা রোপে [৩]বীজপুর[৩]।।
নেহালী বান্ধুলী জবা টগর তুলসী।
রঙ্গণ মালতী জাতি শিউলি অতসী।।
মল্লিকা মাধুরী লতা আর কুরুবক।
কেতকী ধাতকী কুন্দ আর কুরন্টক।।
[৪]অভয়ার আদেশে বীর পবননন্দন।[৪]
মলয় হইতে আনি রোপিল চন্দন।।

১-১ পাষাণে রচিত কৈল পূজার পদ্ধতি।। (বঙ্গ এবং ক)

২-২ করুণা (দী, খ ও ক)

৩-৩ জামির (খ)

৪-৪ রজনী সময় গেলা পবননন্দন। (বঙ্গ)
রাতী দিনা যাগরন পবননন্দন। (দী)

নির্ম্মাণ করিতে হইল নিশি অবসান।
বিদায় করিল চণ্ডী করিয়া সম্মান।।
স্বপ্ন দিতে যান চণ্ডী নৃপতি-সকাশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অম্বিকার দাস।।

কলিঙ্গরাজের প্রতি স্বপ্নাদেশ

যামিনীর অবশেষে রাজার শিয়র-দেশে
স্বপন কহেন ভগবতী।
সজল উভয় নেত্র লোমাঞ্চিত হইল গাত্র
শ্রবণ করেন মহীপতি।।
শুনরে কলিঙ্গ মহীপাল।
ছাড়ি দক্ষজনি-অঙ্গ করি তার মখ ভঙ্গ
অবনী না আসি বহুকাল।।
করি বহু পরামর্শ আইলাম ভারতবর্ষ
লইতে তোমার পূজা আগে।
[১]করাব রিপুর ধ্বংস বাড়াব তোমার বংশ
নৃপতি করাব নর-আগে।।[১]
হইয়া তোরে কৃপাময়ী সমরে করাব জয়ী
একচ্ছত্রা পালিবে অবনী।
বাড়াব তোমার যশ ভুবন করাব বশ
করিব নৃপতি-চূড়ামণি।।

১-১ করিব নৃপের শেষ বাড়াব তোমার যশ
লইব তোমার পূজা আগে।। (খ)

এই কংসনদী-তীরে ইচ্ছিয়া কুসুম-নীরে
নিরমিলুঁ দেহারা আপনি।
প্রজা পাত্র পুরোহিত সঙ্গে লৈয়া সাবহিত
আপনে পূজিবে নৃপমণি।।
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী কাশীপুরে বিশালাক্ষী
[১]লিঙ্গধরা নৈমিষ-কাননে।[১]
প্রয়াগে ললিতা নামে বিমলা পুরুষোত্তমে
কামবতী যে গন্ধমাদনে।।
[২]গোমন্তে[২] গোমতী-নামা তামলুকে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে বিজয়া নন্দের ঘরে
হরি-সন্নিধানে মহামায়া।।
তুষিতে অমর সর্ব্বে দৈবকী সপ্তম-গর্ভে
হৈলা প্রভু ক্ষিতি-ভার-নাশে।
হরিতে কংসের ভীতি যোগ-নিদ্রা ভগবতী
থুইলুঁ রোহিণী-গর্ভমাসে।।
ভোজরাজ-মহাতঙ্কে শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে
বসুদেব গেলা নন্দাগারে।
অগাধ যমুনা-জল মায়া পাতি কৈলুঁ স্থল
শিবারূপে নদী কৈলুঁ পারে।।
পরিচয় পেয়্যা রায় ধরিল চণ্ডীর পায়
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।

১-১ গৌরী নাম মহেষ ভুবনে। (খ)

২-২ গোকুলে (গ ও বঙ্গ)

[১]প্রভাত হইলা নিশা শুনি কোকিলের ভাষা
শয্যা তেজি উঠে দণ্ডরায়।।[১]
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

চণ্ডীপূজা

শুভ স্বপন দেখি নৃপতি হইলা সুখী
দিলেন দুন্দুভি-ঘোষণা।
কলিঙ্গনগরে [২]প্রতি ঘরে ঘরে[২]
পূজিবে দেবী ত্রিনয়না।।
প্রভাতে করিয়া স্নান ব্রাহ্মণে দিলেন দান
ভট্টেরে দিলেন গজ-ঘোড়া।
রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে মাল পাইয়া শুভকাল
পূজেন শুভ ঝারি জোড়া।।
আনন্দ হইয়া মতি পূজেন নরপতি
ব্রাহ্মণে করেন বেদগান।
শঙ্খ ঘন্টা ডম্ফ খমক গজঝম্প
[৩]বাজয়ে ডমরু বিষাণ।।[৩]

১-১ হইলে প্রভাতকাল বরঙ্গ ফুকারে ভাল
আনন্দ বাধাই রাজপুরে।। (বঙ্গ এবং দী)

২-২ বিভব-অনুসারে (দী এবং বঙ্গ)

৩-৩ বাজয়ে বিবিধ বিধান।। (ক)

দেউল আকস্মিত কাঞ্চন-বিরচিত
দেখিয়া সবিস্ময় মতি।
যতেক শিশু যুবা বিহঙ্গ পশু কিবা
দেখিতে ধায় লঘুগতি।।
কংসনদীর তট [১]নিকট উদ্‌ভট[১]
পুরট-রচিত দেহারা।
[২]পৌর-নিতম্বিনী[২] বদনে জয়ধ্বনি
দেখিতে ধায় স্বতন্তরা।।
অমাত্য পুরোহিত জ্ঞাতি বন্ধু যত
বন্দয়ে নৃপ বারে বারে।
অমূল্য নানাবিধি ক্ষীর খণ্ড মধু দধি
নৈবেদ্য দিয়া ভারে বারে।।
*
মৃদঙ্গ শঙ্খ পড়া দোখণ্ডি বাজে যোড়া
মাতঙ্গ-পিঠে জোড়া দামা।
ছাড়িয়া নিজালয় বদনে জয় জয়
দেখিতে আইসে যত রামা।।

১-১ উভতট নিকট (বঙ্গ)
উভয় উদ্‌ভট (দী)
নিকট উদয় ভট (ক)

২-২ কুলের অদ্যতনী (দী)
হইয়া নিত্যতনী (ক)

* অতিরিক্ত —
পূজার অবসানে মহিষ ছাগল আনে
উচ্ছর্গি দিলা বলিদান।
দেউল চারিভিতে শোণিত বহে স্রোতে
চামুণ্ডা করে রক্তপান।। (বঙ্গ)

অষ্টমী ভৌমবারে ষোড়শ উপচারে

[১]পূজেন নৃপ পুণ্যবান।[১]

মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস

শতেক দিয়া বলিদান।।

তণ্ডুল অষ্ট দুর্ব্বা জাহ্নবী জলগর্ভা

কাঞ্চন-বিরচিত ঝারি।

অঞ্জলি সরসিজে চণ্ডিকা রাজা পূজে

নাচে গায় বিদ্যাধরী।।

পূজিবারে অভয়ারে প্রণতি বারে বারে

নৃপতি করিয়া অঞ্জলি।

প্রদক্ষিণ নতি নৃপতি করে স্তুতি

[২]পুলকে অঙ্গ কুতূহলী।।[২]

শ্রীরঘুনাথ ইত্যাদি।।

কলিঙ্গরাজের স্তব

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী।

গোকুলরক্ষিণী জয়া যশোদা-নন্দিনী।।

নিদ্রারূপা হৈয়া তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরী।

যে কালে দৈবকী-গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি।।

১-১ ভূপতি পূজেন সাবধান। (গ)

২-২ আনন্দে পুলকপটলী।। (বঙ্গ)

অঙ্গেতে পুলকপত্তলী।। (দী)

অঙ্গে পুলকপুটাঞ্জলি।। (গ)

সঙ্গিতে পুলক পুটলি।। (খ)

নানা অবতারে তুমি বিষ্ণু-সহায়িনা।
দুর্গতিনাশিনী তুমি দুঃখ-বিনাশিনী।।
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে মাতা হইয়া শৃগালী।।
ভূ-ভার খণ্ডিতে কৈলে আপনে প্রকার।
কংস-ভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার।।
*
বিপদনাশিনী তোমা গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলে কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে।।
নন্দগোপ-সুতা শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।
ভুবন-বন্দিতা বিন্ধ্য-শিখরবাসিনী।।
নানা-অস্ত্র-বিভূষিতা অষ্টমহাভুজা।
বলি দিয়া অষ্টলোকপাল কৈল পূজা।।
[১]রাবণের বধহেতু জন্মাইলে সীতা।[১]
তোমার বোধন কৈলা অকালে বিধাতা।।
ষোড়শ-উপচারে তোমা পূজিল রঘুনাথ।
তবে রাবণের হইল সবংশে নিপাত।।
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে।।
নাভিপদ্মে বিধাতা সৃজিলা ভগবতী।
দুই অসুরের বধ নারায়ণে মতি।।

---

* অতিরিক্ত —
কৌতুকে শুইয়াছিলা দৈবকীর কোলে।
করে পদ ধরি কংস বধিবারে তোলে।। (বঙ্গ, খ)
কংশ করে থাকী মাতা উঠিলা গগনে।
জইয়াকারে পুজন করিলা শুরগণে।। (দী)

১-১ রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবতা। (বঙ্গ)

যেই জন না করে তোমারে সহায়।
মূল ছাড়ি সেই মূঢ় ডাল পানে চায়।।
যেই জন নাহি করে তোমার পূজন।
সেই নর কিবা জানে কৃষ্ণের ভজন।।
কাত্যায়নী পূজা করি পাইল বরদান।
[১]নন্দগোপ ব্রজকন্যা তাহাতে প্রমাণ।।[১]
*
এত স্তুতি কৈল যদি কলিঙ্গ-নৃপতি।
বর দিয়া কৈলাসে উরিলা ভগবতী।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

পশুদিগের প্রতি দেবীর বরদান

পূজার দক্ষিণা দিল হেম শততোলা।
শিরে লৈলা রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলা।
দ্বিজে নিয়োজিল নিত্য পূজাতে নৃপতি।
শতেক ব্রাহ্মণে নিত্য [২]পড়ে সপ্তশতী[২]।।
শঙ্কর-সদনে চণ্ডী যান নিজবেশে।
অংশরূপে পূজা নিয়া কলিঙ্গের দেশে।।

১-১ নন্দগোপ জাঙ্গ নাই ইহাতে প্রমাণ।। (দী)
নন্দগোপ সুত দেবি তাহার প্রমাণ।। (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —
মনীর কারণে প্রভু নিরূদ্দেশ হৈলা।
দৈবকী রূক্মিণী তোমা পূজি তাঁরে পাল্যা।। (দী)

২-২ পূজে শপ্তশতি।। (দী)

[১]বিজুবন[১] নিকটে ছিল যত পশুগণ।
পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দরশন।।
কেশরী শার্দ্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ।
শরভ করভ গজ মহিষ দুর্জ্জন।।
একে একে পশুর কতেক নিব নাম।
অভয়ার পদে আসি করিলা প্রণাম।।
ঊর্দ্ধমুখে পশুগণ করয়ে [২]গোহারি[২]।
কৃপা করি মোর পূজা নেহ মহেশ্বরী।।
অপরাধ বিনে পশু সদাই সশঙ্ক।
বর দিয়া ভগবতী কর নিরাতঙ্ক।।
[৩]শুনিয়া পশুর বাণী দেবী ভগবতী।[৩]
পূজা করিবারে সবে দিলা অনুমতি।।
[৪]আজ্ঞা পাইয়া পশুগণ আনন্দে আকুল।[৪]
বনে বনে খুঁজিয়া আনিলা নানা ফুল।।
আম জাম শেয়াকুল বকুলের ফল।
নৈবেদ্য দিলেন পাদ্য কংসনদীর জল।।
প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বারে বারে।
নিরাতঙ্ক আশীর্ব্বাদ দিলা সবাকারে।।

১-১ বিপিন (গ)
বিন্ধের (বঙ্গ)
২-২ জোহারি (খ)
৩-৩ পসুগনে দয়াময় হৈলা ভগবতি। (গ)
পশুগণে সদয় হইলা ভগবতী। (বঙ্গ)
৪-৪ আজ্ঞা পায়্যা পসুগণ হরিস অতুল। (খ এবং দী)

বাঘে না খাইবে মৃগে, কেশরী বারণে।
তুরঙ্গ মহিষ দোঁহে থাক এক বনে।।
অবিরোধে দোঁহে থাক শশারু খটাশ।
স্মরণ করিলে দুঃখ করিব বিনাশ।।
যেজন যাহার শত্রু থাক মিত্রভাবে।
থাকিবে আনন্দে সবে কেহো না হিংসিবে।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

পশুরাজ-সভা

পশুর লইয়া পূজা সিংহেরে করিয়া রাজা
নিজ ঘন্টা দিলা মহামায়া।
যারে যে উচিত হয় তারে দিলা সে বিষয়
কৈলা চণ্ডী পশুগণে দয়া।।
সিংহ তুমি মহাতেজা পশুর হইবে রাজা
টিকা দিল ভবানী ললাটে।
তরক্ষু শুনহ কথা ধরিয়া ধবল ছাতা
থাক তুমি রাজার নিকটে।।
[১]শরভ কুলীন তুমি[১] সকল পশুর স্বামী
ব্রাহ্মণ যেমন নর-মাঝে।
হইয়া থাক পুরোহিত [২]মঙ্গল চিন্তিবে নিত[২]
এই কার্য্য অন্যে নাহি সাজে।।

১-১ শরভঙ্গ নিল তুমি (দী)
২-২ চিন্তহ সভার হিত (গ)

দূর করাইব শোক   শার্দ্দুল ভল্লুক কোক
বনবরা গণ্ডা মহাবীর।
[১]গুরু সঙ্গে যেন ছাত্র   হৈয়া পঞ্চ মহাপাত্র
প্রতিদিন দিবে ফুলনীর।।[১]
সত্য করি মৃগরাজে   অভয় করিল গজে
করি দিল সিংহের বাহন।
আনি তথা জোড়া জোড়া   বাহন করিল ঘোড়া
[২]বাজন[২] করিল কপিগণ।।
নিয়োজিলুঁ তোমা আমি   শুনহ চামরী তুমি
চামর ঢুলাবে রাজ-অঙ্গে।
আমি তোরে দিনু ভার   ফেরু হও রায়বার
আপনি থাকিবে তার সঙ্গে।।
বৈদ্য নকুল তুমি   [৩]খাইবে বর্ত্তন ভূমি[৩]
চিকিৎসা করিবে রাজপুরে।
[৪]পথ্যের নিয়ম-শিক্ষা[৪]   করিবে পশুর রক্ষা
ভুজঙ্গে না জিনিবে তোমারে।।

১-১ ভজিয়া রাজার পায়   এই পঞ্চ মহাকায়
প্রতিদিন দিবে ফলফুল।। (খ)

২-২ জোগান (ক)
বারান লইয়া (দী)

৩-৩ ইনাম ভূমি (বঙ্গ)
বির্ত্ত ভূমি (খ)

৪-৪ পিত্তরসে দিয়া দীক্ষা (ক)
পথ্যের সঞ্চয় দীক্ষা (দী)
বদ্যের সঞ্চম দীক্ষা (খ)

পশুর হাজরা মষ্য রাখিবে প্রজার [১]শস্য[১]
হবে তুমি রাজার দুয়ারী।
নিশায় জাগিয়া থাক প্রহরে প্রহরে ডাক
কোটাল হয়্যা শৃগাল প্রহরী।।
নিলকণ্ঠ বলবান বারসিঙ্গা ঢোল কাণ
[২]পাঁজা মিদ্যা কারফরমা।[২]
আমার পূজার ফলে বনে থাক কুতূহলে
বাঘে আর না খাইবে তোমা।।
উঠ গাধা [৩]ক্ষেতি[৩] খাবে রাজার নফর হবে
সম্পদে বিপদে তোর ভার।
আর যত পশুগণ প্রজা হবে সর্ব্বজন
মণ্ডল হইবে কালসার।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

শিবপূজা-প্রচার

যেকালে অভয়া গেলা কলিঙ্গের দেশ।
সেকালে মহীতে পূজা লইলা মহেশ।।
[৪]পাতালে[৪] পূজয়ে শিবে যত নাগলোক।
বর দিয়া হর তার দূর কৈল শোক।।

১-১ পূজার (দী)
২-২ পাঁজা মুদা কারশে কর্ম্মা। (দী)
৩-৩ ক্ষেম (দী)
৪-৪ সপ্ত পাতালে (দী, বঙ্গ, খ)

অবনীমণ্ডলে পূজে ধর্ম্মশীল নর।
[১]জীবন্যাস করি[১] পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর।।
ঐহিকে পরম সুখ পরকালে স্বর্গ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায় চতুবর্গ।।
পুর মধ্যে দেয় যেবা শিবের মন্দির।
[২]অভিমত বর পায় রণে হয় স্থির।।[২]
চৈত্রমাসে পূজে শিবে নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।।
জিব কাটে জিব ফোঁড়ে করয়ে চড়ক।
[৩]অভিমত স্বর্গ যায় না যায় নরক।।[৩]
ত্রেতাযুগে সন্ন্যাস করিল দশানন।
তেন মতে মরতেতে পূজয়ে সর্ব্বজন।।
পিশাচ দানবে শিবে পূজে প্রতিদিন।
যে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন।।
*
অমরাবতীতে শিবে পূজে পুরন্দর।
তার পুত্র কুসুম যোগায় নিলাম্বর।।

১-১ জীবন অবধি (বঙ্গ)
জীবন-সময়াবধি (দী)
জীবন ময়ে (ক)
২-২ বর ত পাইয়া লোক হয় ত সুস্থির।। (গ)
৩-৩ অবিরত বর পায় না যায় নরক।। (গ)
* অতিরিক্ত —
প্রথমে পূজার যুক্তি করে দৈত্যগণ।
শুম্ভ জম্ভ নিশুম্ভ পূজয়ে যেকমন।।
মহীষ চিকুর পূজে বাতাপী ইল্বোল।
পূজিয়া শঙ্করে তারা পাল্যা নানা ফল।। (দী)

পূজা নিয়া শূলপাণি আইলা কৈলাস।
হেন কালে দেবী আল্যা শিবের সকাশ।।
করজোড় করি দুর্গা করিল প্রণতি।
আশীষ করিয়া জিজ্ঞাসিলা পশুপতি।।
কহ না ভবানী তব পূজার বারতা।
চরণে ধরিয়া তারে কহে গিরিসুতা।।
অষ্ট দিন পূজা মোর অবনী ভিতর।
[১]তিন দিনের কথা তার নিয়া নীলাম্বর।।[১]
নীলাম্বরে শাপ দিয়ে যদি লহ ক্ষিতি।
তবে সে প্রচার মোর পূজার পদ্ধতি।।
প্রভু বলেন নীলাম্বরে নাহি দেখি পাপ।
কেমন প্রকারে তারে দিব অভিশাপ।।
[২]যদি মহি ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কুমার।[২]
তবে শাপ দিবে প্রভু কি দোষ তোমার।।
অঙ্গীকার কৈলা শিব দুর্গা নিলা পান।
পান লয়্যা ভগবতী নারদে পাঠান।
[৩]ইন্দ্রস্থানে[৩] বার্ত্তা দিতে চলিলা নারদ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মনোহর পদ।।

১-১ তিন দিন পূজা মোর লইয়া নীলাম্বর।। (খ)
এবে পূজা বঞা গেল লঞা নিলাম্বরে।। (গ)

২-২ আপনে ইচ্ছয়ে যদি ইন্দ্রের কুমার। (ক)

৩-৩ রাজসভা (দী এবং খ)

শক্তিপূজা-প্রচারের সূচনা

সুধর্ম্ম সুসভায় বসিলা দেবরায়
বিচিত্র হেম-সিংহাসনে।
লইয়া নানা পুথি সমুখে বৃহস্পতি
বসিলা রাজ-সন্নিধানে।।
[১]জয়ন্ত নীলাম্বর[১] দুই ভাই সহোদর
চৌদিকে শতেক কুমার।
[২]সেবক-প্রধান[২] যোগায় গুয়া পান
কর্পূর মেলি সুসার।।
[৩]বাসয়ে শ্রীখণ্ড হেমময় দণ্ড[৩]
চামর ঢুলায় মাতলি।
মাগধ বন্দী ভাট করয়ে স্তুতিপাঠ
[৪]সমুখে ধরিয়া অঞ্জলি।।[৪]
পাবক আদি করি দিকের অধিকারী
[৫]শমন নৈর্ঋত বরুণ।[৫]
কুবের প্রভঞ্জন আদি দেবগণ
আইলা ইন্দ্রের সদন।।

১-১ জয়ন্ত প্রবর (ক)
জয়ন্তি পুরন্দর (খ)
২-২ সেবক সাধান (দী)
৩-৩ বামেতে শ্রীখণ্ড ধরয়ে হেদণ্ড (খ)
৪-৪ সমুখে করি অবস্তুতি।। (ক)
৫-৫ বরুণ লোহিত শমন। (দী)
পবন নৈর্ঋত বরুণ। (বঙ্গ)

দুর্ব্বাসা জৈমিনি অঙ্গিরা আদি মুনি

[১]আইলা ইন্দ্রের ভবন।[১]

এমন সময় আইল মহাশয়

নারদ বিরিঞ্চি-নন্দন।।

উঠিয়া প্রণিপাত করিলা সুরনাথ

বসাল্যা [২]হেম-সিংহাসনে।[২]

করিয়া পূজন বার্ত্তা জিজ্ঞাসন

শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে।।

নারদের প্রতি ইন্দ্রবাক্য

[৩]কহ না নারদ মুনি দেশের বারতা।[৩]

[৪]কহ না সকল তথ্য ছিলে যতা তথা।।[৪]

ত্রিভুবনে কেহ নাহি তোমার সমান।

ভূত ভবিষ্যৎ তুমি জান বর্ত্তমান।।

ভাগ্যে তব পদরেণু আমার সদনে।

হইনু পবিত্র আমি তোমা দরশনে।।

[৫]দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লয় মনে।

চিরকাল লক্ষ্মী মোর রহিবে ভবনে।।[৫]

১-১ আইলাই জথা মঘবন। (দী)

২-২ বিচিত্র য়াসনে (গ)

৩-৩ ইন্দ্র বলে কহ নারদ কুসল বারতা। (গ)

৪-৪ কহনা সকল তত্ত তুমি ছিলে কুথা।। (খ)

৫-৫ চির দিন থাক তুমি আমার ভবনে।
তোমারে দেখিএগ্রা কৃপা বড় ভাগ্য মনে।। (গ)

নিজ সৃষ্টি রাখিতে সৃজিল ধর্ম্মসেতু।
তোমারে করিলা বিধি পালনের হেতু।।
সেই জন [১]ভাগ্যবান এ তিন ভুবনে[১]।
যেই জন তোমার বীণার গান শুনে।।
ইন্দ্রের বচন শুনি বলেন নারদ।
মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর পদ।।

ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি

কি আর জিজ্ঞাস কথা কহিতে লাগয়ে ব্যথা
নিবেদিতে বড় ভয় করি।
নিবাতকবচ জম্ভ আর সে নিশুম্ভ শুম্ভ
[২]বাড়িল তোমার বড় অরি।।[২]
সর্ব্ব উপভোগহীন শত ফুলে প্রতিদিন
দশদণ্ডে মহাদেব পূজে।
[৩]অবধান কর রায় অশুভ প্রলয় তায়
শুম্ভ নিশুম্ভ রণে যুঝে।।[৩]
সেই শুম্ভ মহাজম্ভ কি কব তাহার দম্ভ
ভুজবলে পর্ব্বত উপাড়ে।

১-১ রণে জয়ী সকল ভুবনে (ক)

২-২ বাতাপী তোমার বড় অরি।। (বঙ্গ)
বাড়িল তোমার দুই অরি।। (গ)

৩-৩ শিব সনে বর পায় সুর মুনি সিদ্ধ আয়
দেখি ভয় করয়ে সহজে।। (দী এবং ক)
পূর্ব্বের কর্ম্মের ফলে মহাদেব পূজাবলে (গ)
সেই সব ভুজবলে মহাদেব পূজাফলে (বঙ্গ)

সেই সব ভুজবলে মহেশ-পূজার ফলে
[১]দন্ত করি[১] তুলিয়া আছাড়ে।।
নানা ফুল পরবন্ধে কুসুম কস্তুরী গন্ধে
নৈবেদ্যাদি কি কহিব আর।
পূজা কি কহিব তার [২]দেয় ষোড়শোপচার[২]
দক্ষিণা কাঞ্চন শতভার।।
প্রভুর করিতে প্রীত প্রতিদিন নৃত্যগীত
পূজাকালে ব্যাল্লিশ বাজন।
যদি পায় চতুর্দ্দশী থাকে বীর উপবাসী
নিশাকালে করে জাগরণ।।
কিবা সে সঙ্কল্প করি পূজে দৈত্য ত্রিপুরারি
এ বড় সন্দেহ লাগে মনে।
বুঝিল দৈত্যের কার্য্য লবেক তোমার রাজ্য
হেন আমি লখি অনুমানে।।
ভোগ কর লীলারঙ্গে থাকহ কামিনী সঙ্গে
রাজভোগে হইয়াছ ভোল।
পাইয়া শিবের বর দৈত্য হৈলা খরতর
কোন দিন করে গণ্ডগোল।।
[৩]ছাড়িয়া সকল কাজ একচিত্তে দেবরাজ
মহেশের করহ পূজন।[৩]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১-১ ধীক করি (দী এবং ক)

২-২ জখি শোল উপহার (দী)

৩-৩ নারদের কথা শুনি বাসব মনেতে গুণি
শিবের পূজাতে দিল মন। (ক)

ইন্দ্রের শিবপূজার উদ্যোগ

উপদেশ কহিয়া চলিলা মহামুনি।
ইন্দ্রকে বিদায় করি চলিলা অবনী।।
সুরসভা সহিতে উঠিলা সুরপতি।
চরণ ধরিয়া তার করেন প্রণতি।।
পুনর্ব্বার সবাতে বসিলা সুররায়।
নিবিষ্ট করিলা মন শিবের পূজায়।।
বৃহস্পতি বসিলেন লয়্যা পাঁজিপুথি।
বিচার করিল [১]শুভবার[১] শুভতিথি।।
[২]শুভযোগ করিল নক্ষত্র শুভদিন।[২]
[৩]আছয়ে অনেকগুণ দোষমাত্রহীন।।[৩]
মহেশ পূজিতে ইন্দ্র হইলা ভক্তিমান।
জয়ন্তে ডাকিয়া তার হাতে দিল পান।।
প্রভাতে উঠিয়া পুত্র কর গঙ্গাস্নান।
[৪]মহেশের আয়োজন কর সাবধান।।[৪]
শচীরে দিলেন [৫]ভার[৫] চন্দনের তরে।
পুষ্প তুলিবারে পান দিলা নীলাম্বরে।।
পান লইতে নীলাম্বর জোড় কৈল কর।
[৬]ডাকিলা মুশলী তার মস্তক উপর।।[৬]

১-১ গুরবার (দী এবং খ)
২-২ বিচারে বলেন গুরু কালি ভাল দিন। (গ)
৩-৩ আছয়ে অনেক গুন দোসন-বিহীন।। (দী)
৪-৪ উপহার শিবের করিহ সাবধান।। (ক এবং দী)
৫-৫ পান (ক এবং দী)
৬-৬ বাধা পড়িল তার মস্তক উপর।। (গ)
ডাকিনি সুকিনি তার মস্তক উপর।। (খ)

জিঠি-রব নীলাম্বর করিল শ্রবণ।
দৈবযোগে অন্য নাহি শুনে কোন জন।।
নিবেদয়ে নীলাম্বর বুকে দিয়া কর।
[১]হইল বিষম বাধা মস্তক-উপর।।[১]
[২]পুষ্প তোলায় অন্য জনে করহ আরতি।[২]
শুনি রোষযুক্ত হইয়া বলে সুরপতি।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ

নীলাম্বর! পুষ্প তুলিবারে লহ পান।
[৩]দ্বিধা ঘুচাইয়া মনে প্রবেশ নন্দনবনে
মোর বাক্যে না করিহ আন।।[৩]
না পাঠাব তোরে রণে দুরন্ত অসুর সনে
না পাঠাব দূরতর দেশ।
[৪]সবে চারিদণ্ড যাবে[৪] কুসুম আনিয়া দিবে
ইহাতে ভাবহ কেনে ক্লেশ।।

১-১ বাধক পড়িল মোর মস্তক উপর।। (খ)
বাধক হৈল মোর মাতার উপর।। (দী)
২-২ পুষ্প তোলনের বিনে করিয় আড়তি। (দী)
পুষ্প তোলা বিনে অন্য করহ আরতি। (বঙ্গ)
৩-৩ হরিষ হইয়া মন প্রবেশ নন্দনবন
মোর বাঞ্ছা কর অবধান।। (ক)
৪-৪ আপন কাননে যাবে (বঙ্গ)

যযতির পুত্র পুরু তাহার চরিত্র চারু
জরা নিল বাপের বচনে।
শান্তিরসে দিয়া মন দিল নিজ যৌবন
তার যশ ঘোষে ত্রিভুবনে।।
আদেশ করিলা তাত বনে গেলা রঘুনাথ
ছাড়িয়া কনক-সিংহাসন।
জানকী লক্ষ্মণ সাথে চলিলা কানন-পথে
যশে পূর্ণ হইলা ত্রিভুবন।।
*
[১]বাপের আজ্ঞাতে সুত কার্য্য করে অনুচিত
নিদর্শন ইথে ভৃগুপতি।
শুনিয়া বাপের কথা কাটিল মায়ের মাথা
তার যশে পূর্ণ হইল ক্ষিতি।।[১]
বিষম আরতি নয় যাবে মাত্র দণ্ডছয়
নন্দন কানন ভিতর।
নিকটে কুসুম আছে উঠিতে না হবে গাছে
আরাধনা করিব শঙ্কর।।

---

* অতিরিক্ত —
ভৃগুনাবে মহামুনি সকল পুরানে সুনি
ব্রহ্মার কুলের নন্দন।
রেণুকা জননি জার ত্রিভুবনের সার
ক্ষেত্রিকুলে হৈল বিনাসন।। (গ এবং দী)

১-১ রেণুকার দেখি দোস উঠিল পরম রোস
সুতে আজ্ঞা দিলা মহামুনি।
শুনিয়া বাপের কথা মায়ের কাটিল মাথা
ত্রিভুবনে করে ধন্যি ধন্যি।। (গ এবং দী)

রোষযুত পুরন্দর দেখিয়া তা নীলাম্বর
অঞ্জলি করিয়া নিল পান।
সাজি ও আঁকড়ি হাতে চলিলা কানন-পথে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন

গঙ্গজলে করি স্নান শুক্লধুতি পরিধান
প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর।।
সাজিদণ্ড করি হাতে চলিলা কানন-পথে
সোঙরণ করিয়া শঙ্কর।।
গুণিয়া তোলেন শত ফুল।
প্রবেশি নন্দনবনে কুমার হরিষ মনে
ছয় ঋতু দেখিল সঙ্কুল।।
তোলয়ে কহলার কলা পানীশিয়লী পানীকলা
কমল কুমুদ ইন্দীবর।
অশোক কিংশুক ঝাটী জাতি যুথী দূর্ব্বাসাটী
রঙ্গণ তুলয়ে নাগেশ্বর।।
তোলে পুষ্প কুরুবক কুন্দ আর কুরুণ্ডক
কদম্ব কনক-করবীর।
লবঙ্গ অতসী দোনা গলঘসী বাক্‌সনা
[১]জবা তোলে চিত্ত করি স্থির।।[১]

১-১ প্রত্যঙ্গিরা তোলে মহাবীর।। (বঙ্গ)
প্রত্যঙ্গিরা তুলিলা কবির।। (দী)

[১]কুমার সকুতূহলে ধূলীকদম্বাদি তোলে
আর তোলে চাঁপা নাগেশ্বর।
শ্বেত রক্ত তোলে ওড় তুলিলা মল্লিকা জোড়
নানা রঙ্গ তুলিল টগর।।[১]
নেয়ালী বান্ধুলী দূর্ব্বা শ্বেত করবীর মূর্ব্বা
অতসী কুসুম পারিজাত।
অপামার্গ বাঘসোনা সাঁইতেনে নাকদানা
রক্ত সে উৎপল অবদাত।।
বিশালাঙ্গ দীর্ঘজটা বৃহতী ঘুচায়্যা কাঁটা
ভূমিচম্পা তুলিলা সপ্তুনা।
অমলা কুড়চি কেয়া মদন বাসক জয়া
কোবিদার তুলিল পাটনা।।
সাল তোলে ঘাটুফুল কাল্যাকড়া তোলে মূল
বাসন্তিক আখণ্ড শ্রীফল।
নোয়াইয়া ধরে ডালে তমাল পিয়াল তোলে
দুই হাতে তুলিল হিজল।।
আকন্দ পলাশ কাঁটা কর্ণিকার শ্বেতজটা
সূর্য্যমণি তুলিল গুলাল।
বিরসনা ভরদ্বাজী তুলিয়া পুরিল সাজি
কোকিলাক্ষী বকুল দুলাল।।
শেউতি কর্কটি যুথী ইন্দ্রকুল তোলে যাতি
গুনচি তুলিলা শতাবরী।

১-১ কুমার হরিস মনে নানা ফুল তুলে বনে
চাঁপা তুলে কাঞ্চন কেসর।
নামে সরোবর জলে জল কুসুম তুলে
সেত রক্ত তুলে উতপল।। (গ)

করত যুগল সোনা দালিম্ব মুদিত-মনা
নারিকলি তুলিল বিদারী।।
হইলা পূজার বেলা গাঁথিয়া শতেক মালা
নীলাম্বর আইল ধাত্তা ধাই।
আচ্ছাদিয়া পদ্মদলে রাখিল পূজার স্থলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গাই।।

ইন্দ্রের শিবপূজা

চৌদিকে জয় জয় পূজেন হরিহয়
অনন্যভাবে ভূতনাথে।
দুন্দুভি শঙ্খজোড়া মৃদঙ্গ বাজে কাড়া
শতেক পুত্র বৈসে সাথে।।
[১]করিয়া সুতান রাগিণী মেলি গান
শঙ্কর-গুণের গরিমা।[১]
নারদ বীণাপাণি গায়েন মহমুনি
[২]হরের অতুল মহিমা।।[২]

১-১ দিবস পূর্ব্বযাম রাগিণীগণ গান
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা। (বঙ্গ)
দিবস পূর্ব্বযাম বাগীশ গান শ্যাম
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা। (দী)
দিবস পূর্ব্বযায় রাগিস স্যাম গায়
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা। (খ)
দিবস পূর্ব্বজাম বাসিতে শুন গান
রুদ্রের য়সেস মহিমা। (গ)
২-২ শঙ্কর-গুণের গরিমা।। (দী এবং গ)

শঙ্করে প্রেমদিঠে বসাল্য হেমপীঠে
পাখালে শিবের চরণ।
বসনে পদ মুছি নিছনি করে শচী
বসন অমূল্য রতন।।
শিবের মহাস্নান করাল্য মঘবান
শতেক ভার গঙ্গাজলে।
মৃগাঙ্ক জিনি ভাস পরাল্য দিব্য বাস
কস্তুরী-ফোঁটা দিল ভালে।।
কুঙ্কুম চন্দন করিয়া বিলেপন
বাসব দিল হর-অঙ্গে।
*
ষোড়শ উপচারে পূজিল দেব হরে
সকল পরিজন সঙ্গে।।
ডম্বুর ডিমিডিমি বাজান দেবস্বামী
[১]সুশঙ্খ[১] ঘন ঘন শিঙ্গা।
প্রমথপতি কাছে প্রমথগণ নাচে
মৃদঙ্গ বাজে ধিধি ধিঙ্গা।।
আপন ব্রতকথা সাধিতে সাবহিতা
কাননে উরিলা ভবানী।
শ্রীকবিকঙ্কণ পাঁচালী বিরচন
বদনে নাচে যার বাণী।।

---

* অতিরিক্ত —
নৈবেদ্য নানাবিধি মোদক মধু দধি
শর্করা পুরি হেমথালা!
সুগন্ধি ধূপ-ধূমে মঞ্জুল কৈলা ধামে
জ্বালীলা রত্নদীপমালা।। (দী)

১-১ সুসঙ্ক (দী এবং গ)

ভগবতীর মৃগীরূপ-ধারণ

*পূজা লব পদ্মাবতী অবনী-মণ্ডলে।
কোন উপদেশে পূজা লব স্বর্গতলে।।
আপনার যদি পদ্মা প্রভাব দেখাই।
দেবতা-সমাজেতে তবে সে পূজা পাই।।
ছলিয়া লইব মহী ইন্দ্রের কুমারে।
আপনার প্রভাব দেখাব সুরপুরে।।
পদ্মাবতী বলে যুক্তি মনে নাহি লয়।
মহাদেবে নীলাম্বর কুসুম যোগায়।।
এমন বিচারি দুহে চলিলা সত্বরে।
চরণে ধরিয়া নিবেদিলা মহেশ্বরে।।
জিজ্ঞাসিলা শিব তারে শত বিবরণ।
চরণে ধরিয়া গৌরী করে নিবেদন।।
নীলাম্বরে শাপ দিয়া যদি লহ ক্ষিতি।
তবে সে প্রচার মোর পূজার পদ্ধতি।।
মহাদেব বলেন শুনহ শশিমুখী।
তবে অভিশাপ দিব যদি দোষ দেখি।।
তিলমাত্র নীলাম্বর নাহি করে পাপ।
কেমন কারণে তারে দিব অভিশাপ।।
যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কুমার।
তবে আর শাপ দিবে কি দোষ তোমার।।
অঙ্গীকার কৈলা শিব নিলা চণ্ডী-পান।
বিদায় করিয়া চণ্ডী করিলা পয়ান।।*

- দীনেশবাবুর সংস্করণ হইতে।

পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
নন্দন-কাননে আসি পাতিলেন মায়া।।
ফুলহীন কৈল মাতা নন্দন-কানন।
ফুলহীন হৈল যতেক উপবন।।
বাম করে আঁকুড়ি করণ্ড ডানি করে।
প্রবেশিলা নীলাম্বর কানন ভিতরে।।
ফুলহীন বন দেখি ভাবে নীলাম্বর।
কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতর।।
[১]ফুলের অভাব-চিন্তা নীলাম্বরে পায়।[১]
রথ চড়ি নীলাম্বর মহীতলে ধায়।।
[২]যাত্রার সময়ে ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লইয়া যায় পথে।।[২]
*
উপনীত নীলাম্বর হইলা বিজুবনে।
হোথা ধর্ম্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে।।
রূপসী হরিণী হইয়া আপনে অভয়া।
[৩]কানন ভিতর আসি পাতিলেন মায়া।।[৩]
আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ।
তার পাছে ব্যাধ যেন উড়িছে পতঙ্গ।।

১-১ সিবের ফুলের চিন্তা নিলাম্বরে পায়। (গ)

২-২ জাত্রার সময়ে প্রতিকুল হৈলা বায়ু।
বাম ছাড়ি শব্য দিকে চলিলা গোমায়ু।। (দী)

* অতিরিক্ত —
জাত্রা করি জায় বালা মনে কুতুহলি।
বামে ভূজঙ্গ জায় দক্ষিনে সিগালি।। (গ)

৩-৩ ধর্ম্মকেতু শমুখে উরিলা মোহামায়া।। (দী)

*

আকর্ণ পুরিয়া ব্যাধ ছাড়ি দিল শর।
শর ছাড়ি দিতে দেবী উঠিলা অম্বর।।
অনিমিখ লোচনে দেখেন নীলাম্বর।
ফুল চিন্তা দূরে গেল [1]ভাবেন অন্তর[1] ।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

নীলাম্বরের খেদ

বসিয়া তরুর তলে ভাসিয়া নয়ন-জলে
বিষাদ ভাবেন নীলাম্বর।
হৃদয়ে রহিল শাল বেয়াধ জনম ভাল
কেনে হইনু ইন্দ্রের কোঙর।।
এই ব্যাধ ভাল জীয়ে তৃষাকালে পানি পিয়ে
ক্ষুধাকালে করয়ে ভোজন।
[2]পুরমথনের[2] পূজা যাবত না করে রাজা
ততক্ষণ উদর-দহন।।

---

* অতিরিক্ত —
চক্রাকার করিয় লুঠয়ে বীরবর।
দেখিয়া বিস্বাদ মনে ভাবে নিলাম্বর।। (দী)

১-১ কাঁদেন কোঙর (গ)

২-২ প্রমথনাথের (ক)

এই ব্যাধ রূপধাম বনবাসী যেন রাম
মৃগ দেখি মারীচ সমান।
[১]সিংহ জিনি মধ্যদেশ লতায় বেষ্টিত কেশ
অভিনব যেন পঞ্চবাণ।।[১]
না করিলা কোন কর্ম্ম বিফল দেবতা-জন্ম
বিদ্যার না করি অন্বেষণ।
না করিলা ধনু-শিক্ষা রণে কিসে পাব রক্ষা
যদি হয় দেবাসুরে রণ।।
সাজি-দণ্ড হাতে করি কাননে কাননে ফিরি
অনুদিন যেন মালাকার।
চরণে কন্টক [২]ভুকে[২] শতেক আঁচড় বুকে
নিদারুণ দৈব সে আমার।।
[৩]হইয়া বড় ব্যাকুল সম্ভ্রমে তুলিলা ফুল
শ্রীফল-কন্টক রহে তথি।
ভাবি ভবানীর পায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
বেগে রথ চালায় সারথি।[৩]

১-১ শ্রীরামে বিড়ম্বিতে য়াইলা কানন পথে
মারিচ জেমন মায়াবান।। (গ)

২-২ ফুটে (খ)

৩-৩ দুঃখ ভাবে ইন্দ্রবালা দুই পর হৈল বেলা
সাবধান কররে সারথি।
হৈয়া অতি সমাকুল সম্ভ্রমে তোলয়ে ফুল
মুকুন্দ গাইল সুদ্ধমতি।। (দী)

নীলাম্বরকে মহাদেবের অভিশাপ

[১]হইল পূজার বেলা চিন্তিত কোঙর।[১]
দুই হাতে তোলে ফুল কানন ভিতর।।
ঘন বেলা পানে চাহে তৃষাতে আকুল।
যত পায় তত তুলে না ছাড়ে মুকুল।।
কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিল দারুপিপীলিকা হৈয়া।।
ব্যোমযানে দ্রুতগতি যান নীলাম্বর।
সুতের বিলম্বে দুঃখ ভাবে পুরন্দর।।
খেলাতে উন্মত্ত শিশু কিবা কৈল পাপ।
আজি তারে মহেশ অবশ্য দিবে শাপ।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া অবিলম্ব।
নীলাম্বর আইল পূজা করিল আরম্ভ।।
কুসুম-অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে।
কন্টক ভুকিল দুঃখ পাইল অন্তরে।।
[২]দারুপিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।[২]
মরমে দংশিলে হর হইল আকুলে।।
অনল-সমান পোড়ে পিপীড়ার বিষ।
কোপেতে বলেন হর হৈয়া বিমরিষ।।
শুন ইন্দ্র শুনহে ত্রিদশ-অধিকারী।
কিসের কারণে পূজ জনম-ভিখারী।।

১-১ দেখিল দুপের বেলা শচীর কোঙর। (বঙ্গ)

২-২ দারুপিপীলিকা দংশে প্রবেশি চিকুরে। (দী)
দারুন পিপিলিকারূপে প্রবেসে চিকুরে। (গ)

*

করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা।
কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা।।
[১]পাট-নেত বাস পর গলে রত্নমাল।[১]
হাড়মালা গলে মোর পরি বাঘছাল।।
অচলা কমলা তোর সম্পদ বিশাল।
উপহাস কর মোরে দেখিয়া কাঙ্গাল।।
[২]ক্রোধযুক্ত মহেশ ভ্রুকুটী ভীমমুখে।[২]
নয়নে নিকলে বহ্নি ঝলকে ঝলকে।।
[৩]দেখিয়া হরের কোপ বলে পুরন্দর।[৩]
মোর দোষ নাহি পুষ্প তোলে নীলাম্বর।।
নীলাম্বরে জিজ্ঞাসা করেন শূলপাণি।
ভয় তেজি নীলাম্বর কহ সত্যবাণী।।
কহিল কুমার সত্য যে দেখিল বনে।
[৪]চণ্ডিকার সত্য কথা হর কৈল মনে।।[৪]
মোর সেবা ছাড়ি তুমি অন্য কর সাধ।
[৫]বসুমতী চল ঝাট হও গিয়া ব্যাধ।।[৫]

---

* অতিরিক্ত —
আমারে তোমার যদি নাহি অবধান।
কি কারণে কর তুমি অন্যায় গেয়ান।। (দী)

১-১ কপট উপহাস কর গলে রত্নমাল। (গ)
২-২ স্মরহর নিষ্ঠুর ভ্রূকুটি ভীমমুখে। (বঙ্গ এবং খ)
৩-৩ অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে পুরন্দর। (গ)
অঞ্জলী জুড়িয়া বলে পুরন্দর। (দী)
৪-৪ ব্যাধ ধর্ম্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে।। (খ)
৫-৫ তুরিতে চলহ মোহি দিল য়ভিসাদ।। (খ)

হেন বাক্য হইল যদি মহেশের তুণ্ডে।
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে কুমারের মুণ্ডে।।
ধরিয়া হরের পায় করেন ক্রন্দন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

নীলাম্বরকর্ত্তৃক শিবের স্তব

চরণে ধরিয়া হরে কুমার বিনয় করে
অপরাধ ক্ষেম কৃপাময়।
অতি লঘু মোর পাপ দিলে গুরুতর শাপ
ব্যাধ-কুলে জনম নিশ্চয়।।
অবহেলে পাণিপুটে পান কৈলে কালকূটে
ত্রিভুবন কৈলে পরিত্রাণ।
তুমি সত্ত্বগুণধাম সেবকে হইলে বাম
মোর দৈব ইহাতে নিদান।।
সুর নাগ নরে যেবা করয়ে তোমার সেবা
কেহ নাহি অধোগতি হয়।
[1]না দেখি এমন সৃষ্টি চাঁদে হলাহল-বৃষ্টি
চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয়।।[1]
অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাম [2]কাম-অরি[2]
[3]ফল তাহে হৈল প্রতিকূল।[3]
দৈবের নির্ব্বন্ধ বশে ভরা দিল লাভ আশে
হরি হরি নাশ গেল মূল।।

১-১ তোমার রোপিত তরু আপনে হানহ দারু
দেখিয়া লাগয়ে বড় ভয়।। (দী)

২-২ কামসয়রী (দী)

৩-৩ ফল যোগে করিলা নৈরাস। (দী)
ফুল জোগা পাইল প্রতিকুল। (গ)

বেচিল তোমার পায় নীলাম্বর নিজ কায়
যেন ইচ্ছা করহ তেমন।
কৃপা কর দেব ভর্গ না চাই নরক স্বর্গ
তোমার চরণে রহু মন।।
এই নিবেদন করি শুন প্রভু কাম-অরি
সেবকেরে না হইবে বাম।
অবনী-মণ্ডলে যাব চণ্ডীর কিঙ্কর হব
এই বর দিয়া পূর কাম।।
[১]দেখিয়া তাহার দুখ লাজে হর হেঁটমুখ[১]
আজ্ঞা দিলা দেব পঞ্চানন।
হইবে চণ্ডীর ভক্ত [২]বিংশতি বৎসরে মুক্ত[২]
আসিবে আপন নিকেতন।।
[৩]নিবেদিল নীলাম্বর কৃপা করিলেন হর[৩]
নীলাম্বরে কৈল আলিঙ্গন।
চৌদিকে বান্ধব-মেলা গলে তুলসীর মালা
গঙ্গাজলে করিলা শয়ন।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।

১-১ ইহা সুনী ভূতনাথে লাজে প্রভু হেট মাথে (দী
২-২ চারি মাসে হৈয়া মুক্ত (দী এবং বঙ্গ)
৩-৩ এতেক বলিতে হর জুর আল্যা মাহেশ্বর (দী
এমত বলিতে হর আইল মহেশ্বর জুর (বঙ্গ,

ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিবের স্তব

মন্দাকিনী জলে শয্যা কৈলা নীলাম্বর।
পূজা সাঙ্গ করি স্তুতি করে পুরন্দর।।
প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বারে বার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর।।
ক্ষেমা কর মহাপ্রভু বালকের দোষ।
শিশুমতি নীলাম্বরে না করিহ রোষ।।
*
অভক্তি তোমার পদে বিপদ-নিদান।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ তাহাতে প্রমাণ।।
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলে জয়।
যে জন শঙ্কর ভজে তার কোথা ভয়।।
তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি।
[১]ত্রিভুবন জিনে সেহ অন্তেতে মুকতি।।[১]
জন্ম-জরা-মৃত্যু-শোক-দৈন্যরূপী দোষ।
তাবত যাবত নহে তোমার সন্তোষ।।

---

* অতিরিক্ত —
পুত্র মিত্র পরিজন শোকের নিদান।
তুমি সত্য তোমা বিনে নাহি ভাবি আন।। (দী)
পাত্র মিত্র পরিবার সোকে নিদারুন।
তুমি সত; তোমা বিনু ভাবি নাহি আন।। (গ)

১-১ ত্রিভুবন জিনে তার কি করে দুর্গতি।। (খ)
সকল মঙ্গল তার নাহিক দুর্গতি।। (বঙ্গ)
ত্রিভুবনে জিনে সেই অন্তকালে গতি।। (গ)

মোর নিবেদন প্রভু কর অবধান।
[১]পুষ্প তুলিবারে দেহ প্রবরেরে পান।।[১]
ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হর।
অঞ্জলি পূরিয়া পান নিলেন প্রবর।।
হরপদ-কমলে মজুক নিজ চিত।
[২]ছায়ার প্রসঙ্গে নাচাড়ি গাব গীত।।[২]

ছায়ার সহমরণ

হৈল জলশায়ী পতি ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী·
লোকমুখে শুনিল বারতা।
চৌদিকে বেষ্টিত সখী বিষাদে মলিন-মুখী
হরি হরি সোঙরে বিধাতা।।
আকুল কুন্তল-ভার তেজে নানা অলঙ্কার
সঘনে নাড়য়ে আভ্রডাল।
[৩]সুরপুরে লোক যত সবে হইলা জ্ঞানহত[৩]
শচীর হৃদয়ে বাজে শাল।।
[৪]ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী কান্দে শোকাকুল-মতি[৪]
প্রভু মৈল প্রথম যৌবনে।
নীলাম্বরে করি কোলে বসিয়া গঙ্গার জলে
হৃদয়ে যুগল মুষ্টি হানে।।

১-১ পুষ্প হেতু নীলাম্বরে পুন দেহ পান।। (ক)
কুসুম তুলিতে প্রবরে দেহ পাণ।। (দী ও খ)
২-২ ছায়ার প্রসঙ্গ না ছাড়িয়া গাব গীত।। (বঙ্গ)
৩-৩ সুরপুরে কোলাহল সভার লোচনে জল (গ)
৪-৪ কান্দে বামা ইন্দ্রবধূ ম্লান হৈল মুখ-বিধু (বঙ্গ)

পড়িয়া চরণতলে ছায়া সকরুণে বলে
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেক দারুণ হইয়া পাশরিলে নিজ জায়া
দূর কৈলে সোহাগ-সম্মান।।
চিয়ায়্যা উত্তর দেহ ছায়ারে সংহতি নেহ
পাশরিলে পূরব পিরীত।
তুমি প্রভু যাহ যথা আগে আমি যাই তথা
ইবে কৈলে কেন বিপরীত।।
মোর পরমাই লয়্যা চিরকাল থাক জীয়্যা
আমি মরি তোমার বদলে।
পাইবে যে গতি তুমি [১]ইচ্ছিব সে গতি আমি[১]
থাকিব তোমার পদতলে।।
হৈলা বিধি প্রতিকূল আর কি তুলিবে ফুল
জীবন তেজিলে হরশাপে।
খণ্ড-কপালিনী ছায়া শঙ্কর না কৈল দয়া
ডুবিল পরম নরিতাপে।।
দেহযোগ নহে নিত্য মরণ কেবল সত্য
সর্ব্বলোকে এই কথা জানে।
যৌবনে মরণ-কাল হৃদয়ে রহিল শাল
নাহি মানে প্রবোধ পরাণে।।

১-১ সেই গতি পাব আমি (খ এবং গ)

* অতিরিক্ত —

কুল শীল রূপ গুণে জীবন যৌবন ধনে
বিধবার সকলি বিফল।
বসন্ত স্বামীর সখা আসি মোরে দেহ দেখা
কুণ্ড খুলি জ্বালহ অনল।।

আনি বহু ঘৃত-ভাণ্ড জ্বালিল অনলকুণ্ড
সুরনদী-তটে সুরপতি।
দুই কুলে দিয়া বাতি পরাণ ত্যজিল সতী
পতির অনলে ছায়াবতী।।
বিদায় করিয়া শিবে নিয়া দুজনার জীবে
গেলা চণ্ডী ব্যাধের নিবাসে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে।।

নিদয়াকে ভগবতীর ঔষধ-দান

সুপ্রভাত দ্বাদশী অভয়া উপবাসী
হইলা জরতী ব্রাহ্মণী।
ধর্ম্মকেতুর বাসে আইলেন ভিক্ষা-আশে
নিদয়া দিলেন পিড়ি-পানি।।
কল্যাণ করেন ভগবতী।
পারণার হেতু ভিক্ষা দেহ গো প্রাণের রক্ষা
অচিরাতে হবে পুত্রবতী।।
*

সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে চিরুণী কুন্তল জালে
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে ছায়া চতুর্দ্দলে সাজে
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল।। (খ)

* অতিরিক্ত —
হৈয়াছে পাঁচ কন্যা অন্যে সে স্বামী ধন্যা
ঘটক ভ্রমে স্থানে স্থানে।
দেখিল পুণ্য-ফলে নিদইয়া যেই স্থলে
কেবল কল্যাণ-নিদানে।। (দী)

এতেক শুনিয়া বাণী ব্যাধের নিতম্বিনী
পুলকে পুরিল দেহে।
করিয়া প্রণিপাত হইয়া জোড়হাত
সমুখে দাণ্ডাইয়া রহে।।
ঠাকুরাণি! সফল করহ মোর আশ।
পাইয়া তোমার বর যে হইবে বংশধর
তোমার করিয়া দিব দাস।।
[১]কহিলা নারায়ণী ঔষধ আমি জানি
হইবে পুত্র বরে মোর।
শুনিয়া এত কথা ব্যাধের বনিতা
আনন্দে চিত্ত হৈল ভোর।।[১]
নিদয়া পুত্র-আশে সিনান করি আইসে
বসিলা হইয়া ঊর্দ্ধমুখে।
মক্ষিকা-রূপ-ধর প্রবেশে নীলাম্বর
ঔষধ দিল দেবী নাকে।।
নিদয়া পায়ে পড়ি দিলেক চালু বড়ী
নগদ কড়ি চারিপণ।
দিয়া পুত্র-বর চণ্ডিকা গেলেন ঘর
নিদয়ার সুখী হৈল মন।।

১-১ কহি গ হিতবাণী ঔষধ আমী জানি
কুমার জনম-কারণ।
দিব গ নাশাপুটে শোহাগ নাহি টুটে
হইব পুত্রের জনম।। (দী এবং গ)

চণ্ডীর আদেশে হীরার গর্ভবাসে
ছায়াবতী লভিল জনম।
রচিয়া সুছন্দ পাঁচালী প্রবন্ধ
মুকুন্দ কৈল বিরচন।।

নিদয়ার গর্ভ*

সেই দিন ধর্ম্মকেতু রতি-রঙ্গ মনে।
আনন্দে ভুঞ্জিল রতি নিদয়ার সনে।।
দেবীর মুখের বাক্য মিথ্যা নহে আর।
সেই দিন হৈতে হইল গর্ভের সঞ্চার।।

---

* পাঠান্তর —

আন বেস ব্যাধের নন্দীনী।
ইন্দ্রের নন্দন পূর্ব্বে জেমন আছিলা গর্ব্বে
পূলমজা ইন্দ্রের রমণী।।
মাস দুই তিন জায় দুর্ব্বল হইল গায়
পাণ্ডুবর্ণে কপোল প্রকাশ।
জাত্যে পদ নাহি চলে শয়ন ধরণী-তলে
অন্যের না লইতে পারে বাস।।
চারি পাচ জায় মাস গর্ব্ভ হৈল পরকাশ
শ্যাম মুখ হৈলা পয়োধর।
সুগন্ধি মৃত্তিকা পায় কত অভিলাষ তায়
দিনে দিনে সুখায় অধর।।
ছয় শাত জায় মাস সুতে বড় অভিলাস
নববাস দিলা ধর্ম্মকেতু।
যদি বা দৈবজ্ঞ পায় মৃগমাংশ দেই তায়
পুত্র কন্যা গণনের হেতু।।

প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দুই মাসে যত লোক করে কানাকানি।।
তিন মাসে করে রামা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ।।
পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন।
ছয় মাসে নাহি চলে অবশ চরণ।।
সাত মাসে নব বস্ত্র দিল ধর্ম্মকেতু
গণকে জিজ্ঞাসে পুত্র-জনমের হেতু।।

আষ্ট নয় জায় মাস কিসে তোর অভিলাস
জিজ্ঞাসেন ব্যাধের নন্দন।
নিদাইয়া রমণী তারে নিজ নিবেদন করে
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ।। (দী)

অতিরিক্ত —

নিদয়ার মনের কথা

শুন প্রাণনাথ! কহিয়ে তোমারে
এবে মোর প্রাণ কেমন করে।। ধ্রু।।
কৈতে নিজ সাধ বড় লাজ বাসি।
পান্ত ওদনে ব্যঞ্জন বাসী।।
বাথুয়া ঠনঠনি তেলের পাক।
ডগি ডগি লাউ ছোলার শাক।।
মীন চড়চড়ি কুসুম বড়ী।
সরল সফরী ভাজা চিংড়ী।।
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে খই।।
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খাইতে মনের সাধ যে বড়।।

অষ্ট মাসে নিদয়ার বেড়ে যায় পেট।
চলিতে না পারে চাহিবারে নারে হেঁট।।
নয় মাসে নিদয়ার সাধ দেয় ব্যাধ।
নিদয়া ভাবিয়া কহে প্রভুরে বিষাদ।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

কনকের থালে ওদন শালি।
কাঞ্জিকা সহিত করিয়া মেলি।।
কাঞ্জি ভুঞ্জি কিছু মনেতে ভায়।
চাকা চাকা মূলা বাগ্যণ তায়।।
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালতা।
আম্‌সী কাসন্দী কুল করঞ্জা।।
থোড় উড়ম্বর ইচলি মাচে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে।।
হিয়ে দগ দগী অন্তরে ভোক।
মুখে নাঞি চলে এ বড় শোক।।
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।
ক্ষীর নারিকেল তিলের পিটা।
বসিতে উঠিতে ঘুরয়ে মাথা।
মুখে উঠে হাই কহিতে কথা।।
সখী সাথে যদি বাড়াই পা।
আলাইয়া পড়ে সকল গা।।
দুগ্ধে গুড়ে তিলে মিশায়ে লাউ।
দধির সহিতে খুদের জাউ।।
শুন প্রভু কিছু কহি অপর।
চিঁড়া চাঁপাকলা দুধের সর।।
আর কহি কিছু যে উঠে মনে।
শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দ ভণে।। (বঙ্গ)

সাধ-ভক্ষণ

প্রাণনাথ! কাল গর্ভ হৈল কোন্ ফলে।

অরুচি করিল বল [1]না রুচে ওদন জল[1]

পেটে ক্ষুধা মুখে নাহি চলে।।

নিকটে নাহিক মাতা কারে কব দুঃখ কথা

পিসী-মাসী-বহিনী-মাতুলী।

[2]জ্ঞাতিবন্ধু নাহি আর যে বহে ঘরের ভার

নিয়তি আমার প্রতিকূলী।।[2]

দেখিয়া গর্ভের ভর মনে বড় লাগে ডর

ক্ষুধাতৃষা নাহি দিন দশ।

আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই

পোড়া মাছে জামিরের রস।।

নিধানী করিয়া খই তাহাতে মহিষা দই

কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।

যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল

প্রাণ পাই পাইলে আমসি।।

আমার সাধের সীমা হেলঞ্চি কলমী গিমা

[3]বোয়ালী[3] কুটিয়া কর পাক।

ঘন কাটি খর জ্বালে সাঁতলিবে কটু তেলে

দিবে তাতে পলতার শাক।।

১-১ খাইতে নারি য়ন্য জল (গ)

২-২ জেবা পড়সি জন লাগে না পাই য়নুক্ষন

সেহ মোরে অতি প্রতিকুলি।। (গ)

৩-৩ বোদালি (বঙ্গ এবং খ)

[১]পুঁই-ডগা মুখী-কচু[১] তাহে ফুলবড়ি কিছু
[২]আর দিবে মরিচের ঝাল।[২]
[৩]হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জী উদর ভরিয়া ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকা তাল।।[৩]
লবণ কিছু দিয়া বাড়া নকুল গোধিকা পোড়া
হংস-ডিমে কিছু তোল বড়া।
কিছু ভাজ রাই-খড়া চিঙ্গুড়ির তোল বড়া
[৪]সজারু করহ শিক-পোড়া।।[৪]
সদাই নাকার উঠে দিনে দিনে বল টোটে
বদনে সদাই উঠে জল।
মূলাতে বেগুন সীম তাহে কিছু দিহ নিম
আর দেহ উড়ুম্বর ফল।।
নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু
চাহিয়া আনিল আয়োজন।
আপনি রান্ধিয়া সাধ [৫]নিদয়ারে দেয় ব্যাধ[৫]
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১-১ থুপি ঝিঙ্গা য়ান কিছু (গ)
২-২ কাটালের বিচি গণ্ডাদশ। (দী)
৩-৩ রান্ধিবে চিঙ্গুড়ি মিনে শাতুলিবে কটু তেলে
অবশেসে দিবে আদারস।। (গ)
৪-৪ সসারু সেজারু কর পোড়া।। (গ)
৫-৫ নিদয়া খাইল সাধ (গ)

কালকেতুর জন্ম

পূর্ণ হৈল দশ মাস [১]ইন্দ্রসুত গর্ভবাস[১]
[২]ভুঞ্জেন আপন কর্ম্মফলে।[২]
প্রসূতি-মারুতি নড়ে অনুক্ষণ ব্যথা বাড়ে
নিদয়া লোটায় ভূমিতলে।।
সখী-স্কন্ধে দিয়া ভর আইসে বাহির ঘর
কেহ অঙ্গে দেয় তৈলপানী।
আসি কেহ প্রিয় সই মুখে তুল্যা দেয় দই
নিদয়া প্রভুরে বলে বাণী।।
প্রাণনাথ! হেঁট হইতে বড় পাই ক্লেশ।
কেশ-মূলে পড়ে টান কি জানি করয়ে প্রাণ
করিবে কেমন উপদেশ।।
[৩]হইল উদর ভারি বসিলে উঠিতে নারি[৩]
শুইলে ফিরাতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁট সুঁচে যেন বিন্ধে পেট
দূর হইল জীবনের আশ।।
সংশয় প্রাণের আশা হইল মরণ-দশা
বুকে পেটে বিন্ধে যেন বাণ।
[৪]সশঙ্ক আমি জায়া[৪] কেবল তোমার দয়া
জীউ মোর হইল নিদান।।

১-১ নিদয়ার বাড়িল ত্রাস (গ)
২-২ আছিল আপন কর্ম্মফলে। (গ)
৩-৩ পুন নাথ যদি বসি উঠিতে শঙ্কট বাসী (দী)
৪-৪ সত সঙ্কা আমি জায়া (ক)
শত শঙ্কা আমী জাইয়া (দী)
শত সংখ্যা আমি জায়া (বঙ্গ)

আমার বচন শুন পাশ-পড়সীকে আন
জানে যেই প্রসব-সন্ধান।
খুঁজিয়া নগরে জ্ঞানী আনহ ঔষধপানী
নিদয়ার রাখহ পরাণ।।
শুনি বনিতার কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
চলে ব্যাধ কলিঙ্গ-নগরে।
সেবক-সন্তাপ-খণ্ডী ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী
উরিলেন ব্যাধের মন্দিরে।।
[1]কি কব পুণ্যের লেখা ব্যাধ সনে পথে দেখা[1]
ধর্ম্মকেতু পড়িলা চরণে।
[2]কৃপা কর ঠাকুরাণী জান কি ঔষধ পানী[2]
নিদয়ারে রাখহ পরাণে।।
শুনিয়া প্রসব-ব্যথা জানি জিজ্ঞাসেন মাতা
কপটে মন্ত্রিত কৈল্য জলে।
কেবল পুণ্যের বল নিদয়া খাইল জল
কুমার পড়িল মহীতলে।।
উণ্ডা উণ্ডা ডাকে সুত [3]দোঁহে প্রেমানন্দযুত[3]
পূর্ণ হইল সকল মানস।
সুতের কল্যাণহেতু স্নান করি ধর্ম্মকেতু
দ্বিজে দিল মৃগ গোটাদশ।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

১-১ কেবল পুর্ব্বের পুণ্যে পথে দেখা ব্যাধ শনে (দী)
২-২ গর্ব্বের কারণ জত নিবেদয়ে ব্যাধসুত (দী)
৩-৩ দুহেঁ হৈল মুদ-জুত (দী)
দুজনে পুলক-যুত (বঙ্গ)

ব্যাধ-নন্দনের নামকরণ ও কর্ণবেধ

পুত্র হৈল ধর্ম্মকেতু হরষিত মনে।
চাল ফাঁড়ি অগ্নি জ্বালে সূতিকা-ভবনে।।
*
সঘনে হুলই পড়ে নাভির ছেদনে।
ব্যোমযানে ভগবতী উঠিলা গগনে।।
গোমুণ্ড স্থাপিল ষষ্ঠী দ্বার-ডানি-ভাগে।
পূজা করি ধর্ম্মকেতু তারে বর মাগে।।
তিন দিনে নিদয়ার সুপথ্যি পাচন।
[১]ছয়দিনে যাটিয়ারা কৈল জাগরণ।।[১]
অষ্টদিনে অষ্টকলাই কৈল ধর্ম্মকেতু।
নয়দিনে [২]নবনত্তা[২] কৈল শুভ হেতু।।
আনরূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে।
ষষ্ঠী-পূজা কৈল তার একত্রিশ দিবসে।।
পূজিল সোনাই ওঝা দিয়া বলিদান।
দক্ষিণে ঘোড়ারু দিল বামে ঢোলকাণ।।
ক্ষণে নিদ্রা যায় বালা করয়ে দেহালা।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে [৩]অক্ষটীর বালা[৩]।।
নিরাতঙ্কে যায় তার দুই তিন মাস।
কিরাত-নন্দন দেয় উলটিয়া পাশ।।

---

* অতিরিক্ত —

মঙ্গলিয়া অগ্নি স্থাপয়ে ব্যাধ-সুত।
আরাধিয়া ষষ্ঠীরে পূজিলা বিধিমত।। (দী)

১-১ ছয়দিনে করে তার সষ্ঠী জগরণ।। (গ)

২-২ লন্তী (দী)

৩-৩ গলে রক্ষামালা (দী ও খ)

চারি পাঁচ মাস গেল ছয়ে পরবেশ।
ওদন করাল্য বলি দিয়া ছাগ মেষ।।
দৈবজ্ঞ আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।
গণকে দক্ষিণা দিল কল্যাণের হেতু।।
সাত আট মাস গেল হৈল নয় মাস।
মুকুতা জিনিয়া দুই দশন প্রকাশ।।
দশমাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।
[১]ধরিতে ধরিতে যায় বাঁকুড়ি বাঁকুড়ি।।[১]
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর।
[২]ঘরে ঘরে ফিরে শিশু মনে নাহি ডর।।[২]
দুই তিন সমা গেলে শিশুগণ মেলে।
[৩]ভল্লুক শরভ ধরি কালকেতু খেলে।।[৩]
পঞ্চম বরিষে কৈল কর্ণের বেধন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

কালকেতুর বাল্যক্রীড়া

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
মাতঙ্গ জিনিয়া গতি   রূপে জিনি রতিপতি
সবার লোচন-সুখ-হেতু।।

১-১ দেখিতে দেখিতে ধায় বাড়ির পাছড়ি।। (খ)
ধীরে ধীরে যায় শিশু বাঁকুড়ি বাঁকুড়ি।। (দী)
ধরিতে ধরিতে জায় দস বিস বাড়ি।। (গ)
২-২ বাড়িতে লাগিল বালা মনে নাহি ডর।। (গ)
৩-৩ সর ধনু করে ধরি সিসুগন খেলে।। (গ)

নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ

দুই বাহু লোহার সাবল।

রূপে গুণে শীলে বাড়া [১]বাড়ে যেন হাতী-কড়া[১]

[২]ঘন জিনি সুচারু কুন্তল।।[২]

বিচিত্র কপালতটি গলায় জালের কাঁঠী

[৩]করযুগে লোহার শিকলী।[৩]

বুকে দোলে বাঘনখে রাঙ্গা ধূলা গায়ে মাখে

তনুমাঝে শোভয়ে ত্রিবলী।।

কপাট-বিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ

আকর্ণ দীঘল বিলোচন।

গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ

মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন।।

দুই চক্ষু যেন নাটা ঘুরে যেন [৪]কুচ ভাটা[৪]

কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল।

[৫]পরিধান বীর-ধড়ী মাথাতে জালের দড়ি

শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল।।[৫]

[৬]লইয়া পাবড়া ঢেলা[৬] যার সঙ্গে করে খেলা

তার হয় জীবন সংশয়।

যেজনে আঁকাড়ি ধরে তুলিয়া আছাড়ে তারে

ভয়ে কেহ নিকটে না রয়।।

১-১ যেন সে শালের কোঁড়া (বঙ্গ)

২-২ জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল।। (বঙ্গ)

৩-৩ অঙ্গ জিনি লোহার সাবলি! (ক)

৪-৪ কড়ি ভাটা (বঙ্গ)

৫-৫ রাঙ্গা ধুলা মাখি গায় পবন-গমনে জায়

শিশুমধ্যে যেমন মণ্ডল।। (দী)

৬-৬ লইয়া ফাউড়া ডেলা (বঙ্গ)

নানা লিলা গতি চেলা (দী)

লইয়া পাথর ডেলা (গ)

শিশুগণ সঙ্গে ফিরে শশারু তাড়ায়্যা ধরে

[১]দূরে পশু পালাইতে নারে।[১]

বিহঙ্গ বাট্যুলে বধে [২]লতাতে জড়ায়ে বান্ধে[২]

কান্ধে ভার বীর আস্যে ঘরে।।

গণকে আনিয়া ঘরে শুভদিন শুভবারে

ধনু দিল ব্যাধসুত-করে।

ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেজা ছাড়িতে শিখয়ে নেজা

চামের [৩]টোপর[৩] শোভে শিরে ।।

ইচ্ছা হয় যেই দিনে যায় বীর পিতা সনে

আগে ধায় জিনিয়া পবনে।

তাড়ায়্যা হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে

বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে।।

দৈবযোগে নিয়া ভার পিতাপুত্রে একবার

হাটে গেল নিদয়ার সনে।

হীরা নিদয়ার কাছে মাংসের পশরা বেচে

ফুল্লরা তাহার সন্নিধানে।।

হীরা নিদয়ারে বলে কি সুত হইয়াছে কোলে

ইহা শুনি বলেন নিদয়া।

[৪]দেবীর প্রসাদহেতু এই পুত্র কালকেতু

আশীষ করহ হ'ক বিয়া।।[৪]

১-১ দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে। (বঙ্গ)

২-২ লতায়ে সাঁজুড়ি পদে (দী)

৩-৩ চতনা (দ)

৪-৪ সুত জিয়া থাকু সই হউক বহু পরমাই

বর দেহ ঝাট হোউক বিয়া।। (খ)

দৈবের নির্ব্বন্ধ বড় একত্রে দুজনে জড়

মনে মনে ভাবে হীরাবতী।

[১]ফুল্লরা সেবিলা হর তবে মিলে এই বর

রূপ যেন মদন-মূরতি।।[১]

[২]হেনকালে আল্য ওঝা কান্ধে কুশ পুথি বোঝা

গেলা ধর্ম্মকেতু সন্নিধান।[২]

[৩]শরট কমট ভেট[৩] দিয়া কৈল মাথা হেঁট

ওঝা তারে করিলা কল্যাণ

মহামিশ্র ইত্যাদি।।

কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ

সোমাই পণ্ডিত সনে বসিয়া বিরলে।
চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে।।
সপ্তম পুরুষে মোর তুমি পুরোহিত।
দেবতা সমান বুঝি তোমার [৪]চরিত[৪]।।

১-১ মোর ফুল্লরার তরে বিভা দিব এই বরে
কামসম মদন-মরূতি।। (গ)
ফুল্লরা পূজিছে হর তার হব হেন বর
কামশম মোহন-মুরতি।। (দী)

২-২ কুলেতে কুশুমখুলী হাতে কুষ কান্ধে ঝলী
গেলা দ্বিজ ধর্ম্মকেতু স্থান। (দী)
কুল-ওঝা ফুল তুলি হাতে কুশ কান্ধে ঝুলি
আইলা ধর্ম্মকেতু-সন্নিধান। (বঙ্গ)

৩-৩ মিগ পসু দিল ভেট (গ)

৪-৪ ইঙ্গিত (দী ও খ)

পুত্রের বিবাহহেতু করি অভিলাষ।
কিরাত-নগরে কর কন্যার [১]তল্লাস[১]।।
এত যদি বলে ব্যাধ দ্বিজের চরণে।
ফুল্লরা সঞ্জয়-সুতা পড়ে তার মনে।।
অঙ্গীকার করি দ্বিজ চলি গেলা [২]ঝাট[২]।
সবে গেলা নিজ ঘরে সমাপিয়া হাট।।
সঞ্জয়কেতুর ঘরে গেলা সোম দ্বিজ।
বন্দিল সঞ্জয় তার পদসরসিজ।।
*
কহেন সঞ্জয়কেতু দিব এক ভার।
ফুল্লরার বরহেতু উদ্যোগ তোমার।।
এমন শুনিয়া দ্বিজ তাহার বচন।
অঙ্গীকার করি তারে বলেন তখন।।
চন্দ্রকেতু পিতামহ পিতা ধর্ম্মকেতু।
তার পুত্র কালকেতু কুল-যশ-হেতু।।
[৩]একাদশ বৎসরের যেন মত্ত হাতী।[৩]
অর্জ্জুন সমান তার ধনুকে খেয়াতি।।

১-১ তাপস (দী)

২-২ বিরাট (দী ও খ)

* অতিরিক্ত —

এমত সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
পুরোহিত কৈল নতি পাণি জোড় করি।।
এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা।।
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে।। (বঙ্গ ও দী)

৩-৩ দৌড়িয়ে ধরয়ে বাঘ রণে মাতাহাথী। (বঙ্গ)

[1]সেই বরযোগ্যা কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা।।[1]
একে চায় আরে পায় জায়া হীরাবতী।
সঞ্জয়কেতুর সনে [2]নিরালে[2] যুকতি।।
পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন।
[3]ঘটকালী পাবে ওঝা তুমি চারিপণ।।[3]
পাঁচগণ্ডা গুয়া দিব গুড় পাঁচসের।
ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের।।
ত্বরা করি গেলা দ্বিজ যথা ধর্ম্মকেতু।
কহিল নির্ণয় যত বিবাহের হেতু।।
[4]ভক্ষ্যদ্রব্য করি কৈল বান্ধবের মেলা।[4]
সঞ্জয় আনিয়া বরে দিল বরমালা।।
তিনটা [5]পাতনকাড়[5] দিল জামাতারে।
দু-বেহাই কোলাকুলি করি গেলা ঘরে।।
গোলাহাটে শোধ দিলা দ্বাদশ কাহন।
কন্যা-[6]দরশনী[6] দিয়া করিলা লগন।।
ত্রয়োদশী গুরুবারে নক্ষত্র রেবতী।
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

১-১ শেই ত বরের যোগ্য তোমার দুহিতা।
দুঁহে শম রূপগুণ শৃজীলা বিধাতা।। (দী)
২-২ নিবাঙ (দী)
৩-৩ দ্বিজের দক্ষিণা ফুরাইলা পাঁচপণ।। (দী)
৪-৪ ভক্ষ ভোজ্য কৈল ব্যাধ বান্ধবের মেলা।। (দী)
৫-৫ পাটনকাণ্ড (গ এবং দী)
৬-৬ অলঙ্কার (গ)

কালকেতুর বিবাহ-উদ্যোগ

নানা বস্তু কেনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুজন।
নিয়া অধিবাস-ডালা কিরাত নগরে গেলা
বন্ধু মেলি সোমাই ব্রাহ্মণ।।
[১]বন্দি পদ-সরসিজ[১] আসনে বসাল্য দ্বিজ
শুভক্ষণে বান্ধিল ছান্দলা।
গোময়ে লেপিয়া মাটি আলিপনা পরিপাটি
[২]চারিদিকে বন্ধুগণ মেলা[২]
ফুল্লরার গন্ধ-অধিবাস।
[৩]ছায়া মণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে[৩]
হীরাবতী হৃদয়ে উল্লাস।।
[৪]পরিয়া হরিদ্রা-বাসে ফুল্লরা বাহিরে আইসে
দেখি সুখী সব বন্ধুজনে।[৪]
সুবেশা ফুল্লরা নারী সঙ্গে সখী জনা চারি
বসিলা পিতার সন্নিধানে।।
ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে
গণেশেরে কৈল আবাহন।
দিয়া পঞ্চ উপচারে [৫]পূজা কৈলে দিবাকরে[৫]
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন।।

১-১ হাস্য মুখ সরসিজ (গ)
২-২ চৌদিকে বান্দিল বনমালা।। (গ)
৩-৩ নৃত্য গীত সুবাদন কোলাহল বন্ধুজন (দী)
৪-৪ পরিয়া হরিদ্রা-বাসে কটাক্ষ নয়নে হাসে
যত ছিল পরিহাস্য জনে। (খ ও বঙ্গ)
৫-৫ পুজে নানা দেবতারে (খ)
পুজে অন্য দেবতারে (বঙ্গ ও দী)

[১]মহী আর গন্ধ শিলা দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা[১]
দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দুর।
শঙ্খ কজ্জল সোণা [২]তাম্র[২] রৌপ্য গোরোচনা
চামর দর্পণ কর্ণপূর।।
দ্বিজ সূত্র বান্ধে করে বান্ধিল [৩]মূড়লা[৩] শিরে
আয়্যা দেয় জয় চারিভিতে।

*

ষোড়শ মাতৃকা-পূজা ঘৃত ঢালি চেদিরাজা
পূজা তথি কৈলা পুরোহিতে।
কর্ম্মকাণ্ড ছিল যত সমাধিল পুরোহিত
দেখি ধর্ম্মকেতুর কৌতুক।
[৪]তথা অধিবাস আদি কৈলা ব্যাধ যথাবিধি
আনন্দে করিলা নান্দীমুখ।।[৪]

১-১ মহী গন্ধ ধান্য শিলা শত দুর্ব্বা পুষ্পমালা (খ ও দী)

২-২ অস্ত্র (দী)

৩-৩ মুগুল্যো (দী)

* অতিরিক্ত —
শত আয়্যাগণ মিলে বাদ্য গীত কুতুহলে
জল শয়ে নিশাভাগরাতি।। (দী)
ব্যাধের রমণী মলি সভে দেই হুলাহুলি
জল সহি বুলে ঘরে ঘরে।। (খ)

৪-৪ শাস্ত্র মত যত ছিল একে একে নিবড়িল
পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখে।। (বঙ্গ)

একে একে কৈল কর্ম্ম যে ছিল কুলের ধর্ম্ম

ধর্ম্মকেতু কৈলা সমাপন।

মুকুট-মণ্ডিত শির কালকেতু মহাবীর

বন্দে গুরু দ্বিজের চরণ।।

মহামিশ্র ইত্যাদি।।

কালকেতুর বিবাহ

গমনের শুভ বেলা বাউরী যোগায় দোলা

তথি বীর কৈল আরোহণ।

বর যাত্রা পড়ে সাড়া বাজয়ে ঢেমচা কাড়া

চারিদিকে বাজয়ে বাজন।।

কালকেতুর বিবাহ-মঙ্গল।

চৌদিকে হুলুই ধ্বনি দেই ব্যাধ-নিতাম্বনী

নিদয়ার মানস সফল।।

*

---

* অতিরিক্ত —

আইল বরযাত্রিগণ সঞ্জয়ের নিকেতন

নমস্কার হৈল কোলাহল।

কেহ আগইয়া বীরে গুড় চাউলী মারে

গুয়া কাটায় হৈল গণ্ডগোল।। (বঙ্গ)

সমুখে দেউটি জ্বলে হাস্যকথা কুতূহলে
[১]কহে যত বরযাত্রিগণ।[১]
জামাতা-গৌরব-হেতু আসিয়া সঞ্জয়কেতু
সবারে করিলা সম্ভাষণ।।
ছায়ামণ্ডপের তলে বসাল্য কুঞ্জরছালে
বন্ধুগণ মেলি কুতূহলে।
স্বস্তিবাক্য দ্বিজে করে বরণ করিলা বরে
বীড়-ধরা স্ফটিক-কুণ্ডলে।।
করিয়া বিরল স্থান জামাতারে করে মান
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।
শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান নিছিয়া ফেলিলা পান
[২]গলে দিল বন-ফুল-মালা।।[২]
চারিদিকে গীত-নাটে ফুল্লরা বসিলা পাটে
কুঞ্জরের চর্ম্ম মধ্যে ধরে।
চৌদিকে ব্যাধের নারী উচ্চস্বরে বলে হরি
ছাউনী হইল কন্যাবরে।।
বাপের পুণের হেতু আনন্দে সঞ্জয়কেতু
কুশহস্তে করে কন্যাদান।
যৌতুক ধনুকখান দিল খর তিন বাণ
[৩]জামাতারে করিল বহুমান।।[৩]

১-১ যায় সবে এড়ি নানা বন। (বঙ্গ)
যবজাত পাল্যা মোহাজন। (দী)
বরজাত্রি করিল সাজন। (খ)
বরজাত্রি পাইল মহাধন। (গ)
২-২ গলে দিল হাটো পুষ্পের মালা।। (গ)
৩-৩ মুর্ব্বা গুণ অঙ্গুলীর ত্রাণ।। (দী)
গণ্ডকের য়ঙ্গুরি দিল মান।। (গ)

বাজায়্যা ঢেমচা পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটিঝড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দোঁহে কৈলা অনলে প্রণতি।।
[১]দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে মীন মাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়।[১]
[২]চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মকেতু কুটুম্ব-ভোজন হেতু
বেহাইরে মাগিলা বিদায়।।[২]
বেহাইর পায়ে পড়ি ব্যবহার কৈল [৩]কড়ি[৩]
[৪]সাতনলা আঠাজাল ফান্দে।[৪]
[৫]পাথরে আমানী ভরি[৫] দিলা সঞ্জয়ের নারী
ফুল্লরা করিয়া কোলে কান্দে।।
ইষ্ট কুটুম্ব আদি সঞ্জয়ের যত জ্ঞাতি
অভিলাষ পূরিলা [৬]যৌতুকে[৬]।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করে শ্রীমুকুন্দ
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে।।

১-১ অন্তবন্ধ অরূন্ধতি দেখি বন্দে নিশাপতি
অগ্নি পূজি গৃহে দুঁহে জায়। (দী)
২-২ ভোজন শয়ন রসে ধর্ম্মকেতু নিসি সেশে
বিহাইরে মাগীলা বিদায়।। (দী)
৩-৩ বড়ি (দী ও বঙ্গ)
৪-৪ দেখিআ মোলিন মুখচান্দে। (খ)
৫-৫ মাট্যা শিলা চালু পুরি (দী)
৬-৬ কৌতুকে (দী)

কালকেতুর স্বদেশে গমন

শ্বশুরে বিদায় করি আল্যা বীর নিজ-পুরী
ফুল্লরা সহিত কুতূহলী।
[১]শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান নিছিয়া ফেলিল পান[১]
নিদয়া দিলেন হুলাহুলি।।
ছায়ামণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড়ি বাজে
বন্ধুজন দিলেন যৌতুকে।
অন্নপানে করি সুখী পঞ্চদিন ঘরে রাখি
বিদায় দিলেন সকৌতুকে।।
[২]সম্পদ-অর্জ্জনে ধীর[২] হৈলা কালকেতু বীর
দেখি সুখী হইল ধর্ম্মকেতু।
নিদয়ার সুখ বড় বধূ গৃহকর্ম্মে দঢ়
কুলযশ-রক্ষণের হেতু।।
যেদিনে যতেক পায় সেদিনে তাহাই খায়
দেড়ি অন্ন নাহি থাকে ঘরে।
তিন বাণ শরাসন বিনা আর নাহি ধন
[৩]বান্ধা দিতে পারে না উধারে।।[৩]
[৪]প্রভাতে সম্বল তরে মৃগ খগ বরা ধরে[৪]
প্রতিদিন করয়ে মৃগয়া।

১-১ পুত্ররে আশীস দিয়া পান নিছে পেলাইয়া (দী)
২-২ সম্বল উজ্যোগে বীর (দী)
সম্বল অর্জ্জনে বীর (বঙ্গ)
যেমত অর্জ্জুন বীর (গ)
৩-৩ বান্ধা দিতে ধারেতে উধারে।। (দী)
৪-৪ মহাবির প্রতিদিন করয়ে মৃগয়া চিন (গ)

পুত্রহেতু ধর্ম্মকেতু নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু
আনন্দিত হৃদয়ে নিদয়া।।
নিদয়া বইসে ঘাটে মাংস নিয়া গিয়া হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শাশুড়ী যেমন ভণে তেমন বেচেন কেনে
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা।।
মাংস বেচি নিয়া কড়ি কিনে চালু ডালি বড়ি
তৈল লোণ কেনয়ে বেসাতি।
[১]যে দিনে যে দ্রব্য হয় তাহা রামা কিনি লয়
চলে রামা পূর্ণ করি পাথি।।[১]
ফুল্লরা আইলে ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে
কহে রামা হাট-বিবরণ।
আজ্ঞা নিদয়ার ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন।।
[২]মৎস্য মাংস আদি করি পরশে ফুল্লরা নারী
সুখে ভুঞ্জে কিরাত-নন্দন।[২]
যোগান ফুল্লরা বধূ ক্ষীর খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন।।

১-১ শাক বেগুন কচু মুলা এট্যা থোড় কাচকলা
নানা বস্তু পুরি লয়ে পাথি।। (ক)

২-২ তনয়ে বাগুরা জাল সমর্পিয়া বঙ্ককাল
সুখে ভুঞ্জে কিরাত-নন্দন। (বঙ্গ)
নানা বিধি বেঞ্জনে ফুল্লরার রন্ধনে
সুখে ভুঞ্জে কিরাত-নন্দন। (খ)

[১]ব্যাধের উত্তম দৈব যেমন আছিল শৈব
তেঞি হইল হেন বংশধর।[১]
চিরদিন সাধু-সঙ্গ বিপথ করয়ে ভঙ্গ
ধর্ম্মকেতু চিন্তে পুরহর।।
মুক্তিপথে দিয়া মন শিবে ভক্তি অনুক্ষণ
[২]শুনেন পুরাণ-উপাখ্যান।[২]
জায়া-সঙ্গে ধর্ম্মকেতু [৩]ভাবিয়া মুক্তির হেতু[৩]
বারাণসী করিলা পয়াণ।।
[৪]পুত্রবধূ পড়ি কান্দে কেশবাস নাহি বান্ধে[৪]
মাসে মাসে পাঠান সম্বল।
সুধন্য আরড়া স্থান শ্রীকবিকঙ্কণে গান
অভয়ার নূতন মঙ্গল।।

কালকেতুর মৃগয়া *

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল।
কুরুরাজ-সেনা যেন বধে বৃহন্নল।।
শুণ্ডে ধরি আছাড়িয়া মারে মাতঙ্গেরে।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে।।

১-১ ব্যাধের উত্তম দৈব জে জন আছিলা শৈব
শে জন কুলের বংশধর। (দী)
২-২ গুরুগৃহে শুনেন পুরাণ। (ক এবং দী)
শুনে হরগৌরী উপাখ্যান। (খ)
৩-৩ নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু (গ)
৪-৪ দম্পতি লোটায়্যা তথা কান্দে বহু ভাবি বেথা (দী)

চুবড়ি মেলয়ে দন্ত বেচেন ফুল্লরা।।
কৃষাণে যেমন দেই মূলার পসরা।।
সাঁজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চামরী।
লেজ কাটি [১]গছায়ে[১] ফুল্লরা বরাবরি।।
ফুল্লরা পসার করে নগর-চাতরে।
হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে।।
ভল্লুক [২]সন্ধায় গর্ত্তে[২] ভয়ে কম্পবান্।
তাড়ায়্যা মহিষ ধরে উপাড়ে বিষাণ।।
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লুরা বাজারে।
পণদরে বেচে শিঙ্গা দেয় শিঙ্গাদাবে।।
[৩]যন্ত্র পাতি ব্যাঘ্র মারে আনে বাঘছাল।[৩]
বিষ-নখ [৪]খুদ দিয়া[৪] কেনয়ে ছাওয়াল।।
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী।
যতন করি কিনে নেয় [৫]কাপালী[৫] সন্ন্যাসী।।
শরভে শরভে মারে ঢুসাইয়া মুণ্ডে।
গণ্ডার বান্ধিয়া কাণ্ডে খড়্গ দিয়া ছিণ্ডে।
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গ দরে এক পণ।
ব্রাহ্মন সজ্জন নেয় করিতে তর্পণ।।
বন বেড়ি এড়ে জাল ঝোপে মারে বাড়ি।
জালে পড়ে ছোট পশু পায়্যা তাড়াতাড়ি।।

১-১ জোগায় (খ)
২-২ সন্তায় গাড়ে (বঙ্গ)
৩-৩ বাঘ ধরি উপাড়ি নেয় যে নখ-ছাল। (ক)
৪-৪ গণ্ডা-দরে (খ)
৫-৫ কপড়ি (খ)
কাপড়্যা (বঙ্গ)

*

[১]শশারু ধরিয়া বীর লতাপাশে বান্ধে।[১]
ঘর আইসে মহাবীর ভার করি কান্ধে।।
ফুল্লরা বীরের তরে কর‍্যাছে রন্ধন।
চণ্ডিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১-১ শশারু হরিণ বরা হুল পাসে বান্ধে। (খ)

* পাঠান্তর —

অনুদিন মৃগয়ায় বীর কালকেতু জায়
মোহামার করয়ে কাননে।
জাহারে শমুখে দেখে মারে বীর জাকে তাকে
ফুল্লরার হরশীত মনে।।
বধে পশু বীর মোহাবল।
যেন কুরু সৈন্যগণে যুদ্ধ করি দিনে দিনে
নিধন করিলা বৃহন্নল।।
জেই দিকে বীর ধায় ক্ষীতি কাঁপে পদ-ঘায়
বেগবাতে কাঁপে তরুগণ
অশনীর রব জিনি ঘোর শিঞ্জীনীর ধ্বনী
বন ছাড়ি পলায় বারণ।
কাণ্ডেতে গণ্ডার মারে খড়্গ চারীপণ দরে
বিচে লৈয়া ব্রাহ্মণ সজ্জনে।
মাতঙ্গ ধরিয়া বলে বিচে লৈয়া নানাস্থলে
পুজি মুলে বেচয়ে দশনে।
জন্ত্র পাতি ব্যাঘ্র মারে নখ বিচে ঘরে ঘরে
কাপড়ি শন্যাশী লয় ছাল।
অড়িয়া মহীষ ধরে সিংহ বিচে সিঙ্গাদারে
চর্ম্মে বিচে নিরমীত ঢাল।।

চামরী সাঁজুড়ি ধরে লেঞ্জ কাটী আনে ঘরে
বিচে দরে চারী পাচ পণ।
কপি বিচে ঠুঠারেরে ঘোড়া-শালে রাখিবারে
কিনী তাহা লয় কোন জন।।
বরাহ মারয়ে বানে লোম তার কেহ কিনে
দেব-অঙ্গ মার্জ্জনা কারণ।
পুঞ্জে পুঞ্জে শিবা মারে শিবা-ঘৃত করিবারে
কিনী তাহা লয় বৈদ্যজন।।
নকুল গউলা ধরে তাহা প্রয়োগের তরে
কোন কোন জন কিনী লয়।
শরভ করভ ধরে চারি পাঁচ পণ দরে
কোন জনে করয়ে বিক্রয়।।
ভল্লুক কিনীএ্রা লয় কোন জন তা কি লয়
লোম তরে বিচে কোন স্থানে।
মারয়ে করঙ্গচয় মৃগ-মদকার লয়
বেচে বীর করিয়া জতনে।।
পক্ষ পশু করে ক্ষয় জার হে ভক্ষক হয়
বিচে মাংস জতনে দম্পতি।
কহে অভয়ার দাসে শ্রবণে অধর্ম্ম নাশে
অন্তে তার হবে শুভগতি।। (দী সং)

অতিরিক্ত —

দৈবজোগে এক স্থানে দেখে বির দুইজনে
ভল্লুকি বাঘিনি দুই সখি।
দুই জনে নিয়া ছা হিনিকিনি করে গা
দুজনে ৱাসিলা বির দেখি।।

কালকেতুর ভোজন

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাল্য সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।।
[১]বোঁচা[১] নারিকেলেতেঁ পূরিয়া দিল জল।
[২]করিল ফুল্লরা তবে ভোজনের স্থল।।[২]
চরণ পাখালি বীর জল দিল মুখে।
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে।।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।
বেঞ্জন খাইতে দিল নূতন খাপরা।।

ভল্লুকি সারিঞা নখ বাঘিনি সারিঞা মুখ
দুজনে ধাইল দুই দিগে।
অকর্ণ পুরিয়া সর মারে তারে বিরবর
ভল্লুকিকে পাড়ে বির য়াগে।।
বাঘিনি পালায়া জায় য়াইসে রাজার ঠাঞ
রাজস্থানে চলেন বাঘিনি।
ভুমে য়াছাড়িয়া গায় পুত্র পুত্র ডাকে রায়
মহারাজা জিজ্ঞাসে আপনি।।
বেলা হৈল দুপ্রহর মহাবির আইল ঘর
করিঞাছে ফুল্লরা রন্ধন।
ভোজন করিঞা বিরে সুখে নিদ্রা জায় ঘরে
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।। (গ)

১-১ মোচা (দী ও বঙ্গ)
২-২ ঝাটী দিয়া কৈল রামা ভোজনের স্থল।। (খ)

[১]মোচড়িয়া[১] গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।।
চারি হাড়ি মহা বীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ।।
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
[২]কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া।।[২]
*
অম্বল খাইয়া বীর বনিতারে পুছে।
রন্ধন কর্যাছ ভাল আর কিছু আছে।।
এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
[৩]তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাঁড়ি।।[৩]
শয়ন কুৎসিত বীরের [৪]ভোজন বিট্‌কাল।[৪]
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াটিয়া তাল।।
ভোজন করিতে গলা করে ঘড় ঘড়।
[৫]বসন খসায় যেন মরাইর বড়।।[৫]

১-১ সাজুড়িয়া (দী)
সাঞ্জড়িয়া (খ)

২-২ বনপুঁই ভার দুই কলসী কাঁচড়া।। (খ)
সাক কচু খায় বীর মিশাএ্যা আমড়্যা।। (গ)

* অতিরিক্ত —
ফুল্লরা রন্ধন করে জ্বালে গোটা বাঁশ।
ঝোল রান্ধি দেয় গোটা হরিণের মাস।।
দশ গণ্ডা মহাবীর খায় নেউল পোড়া।
সার কচুর ঘণ্ট খায় মিশ্যায়া আমড়া।। (বঙ্গ এবং খ)

৩-৩ ভোজন করিয়া বির মোচড়ায় দাড়ি।। (গ)

৪-৪ ভোজন বিশাল (খ)

৫-৫ কাপড় উদাস করে যেন মরায়ের বড়।। (গ)

ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
হরীতকী খায়্যা কৈল মুখের শোধন।।
নিশাকাল হইল বীর করিলা শয়নে।
নিবেদিল পশুগণ রাজার চরণে।।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।।

সিংহের নিকট পশুগণের নিবেদন

বার দিয়া বৈসে গিরিশিখরে কেশরী।
ছোট বড় পশু আইল করিতে গোহারি।।
যাইয়া সিংহের কাছে যত পশুগণ।
ভবানী সোঙরি সবে করয়ে ক্রন্দন।।
কান্দে গজঘটা সিংহে নিবেদিয়া দুঃখ।
তোমা সেবি দশনবর্জ্জিত হইল মুখ।।
মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির।
কহয়ে যতেক দুঃখ দেয় মহাবীর।।
আন্দাশ করয়ে আসি চমরীর ঘটা।
[১] দেখহ পশুর রাজা সবার লেজ কাটা।।[১]
গণ্ডার কহয়ে আমি বড় দুঃখ পাই।
খড়্গের কারণে মোর মরে দুই ভাই।।

১-১ ভাবেন বিষাদ সবে গেল লেজ কাটা।। (ক ও খ)

[১]কপি বলে রায় মুই হইনু নির্ব্বংশ।
কালকেতু বান্ধিয়া বেচিল মোর বংশ।।[১]
বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকাণ।
অবনী লোটায়া কান্দে করি অভিমান।।
করিল নিধন কালকেতু পরিবার।
বিফল জনম হৈল মৈল সুত-দার।।
[২]পতিহীনা হরিণী[২] কান্দে উভরায়।
[৩]রতি-সুখ-হীন হৈল প্রাণ নাহি যায়।।[৩]
[৪]পশুর গোহারি শুনি রাজা পঞ্চানন।
লোহিত লোচনে কোটালেরে জিজ্ঞাসন।।[৪]
সম্ভ্রমে কোটাল নৃপে করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১-১ কপি বলে শুন সিংহ কর্ম্ম বিপরীত।
কালকেতু ঠুটারে বেচিল মোর সুত।। (ক)
কোপি বলে রায় মোরে কর নিরাতঙ্ক।
কালকেতু ছুতারে বেচিল মোর বংশ।। (খ)

২-২ রাণ্ডী হয়্যা হরিণী (বঙ্গ ও খ)

৩-৩ পতি-সুত-হীন হৈল প্রাণ নাহি যায়।। (বঙ্গ ও খ)

৪-৪ পশুর ক্রন্দনে লজ্জা পাল্য পঞ্চানন।
ভ্রুকুটি করিয়া কোপে কোটালে গর্জ্জন।। (বঙ্গ)
পশুর ক্রন্দন শুনি রাজা পঞ্চানন।
ভ্রুকুটী করিয়া কোপে আদেশে রাজন।। (খ)

সিংহের নিকট বাঘিনীর আবেদন

[১]শুন শুন রায়[১] মাঙ্গিয়ে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারি
বিপাকে তেজি জীবন।।
[২]নারীগণ[২] সঙ্গে থাক লীলা রঙ্গে
[৩]না কর দোষ বিচার।[৩]
একা কালকেতু পশুবধ হেতু
নিত্য পাড়ে মহামার।।
একা মহাবীর নিয়া তিন তীর
কুলিতা কাঠের ধনু।
পশুগণে কাল বনে এড়ে জাল
[৪]ধায় যেন নব ভানু।।[৪]
ভুবনে বিখ্যাত মোর প্রাণনাথ
কালকেতু মারে বাণে।
[৫]দেখি সুত-মুখ তেজি পতিদুখ
না গেনু পতির সনে।।[৫]

১-১ আমি তব পায় (দী)
২-২ রাণীগণ (দী)
৩-৩ না করে দেশের বিচার। (বঙ্গ)
৪-৪ ধায়ে বায়ে যেন রেণু।। (বঙ্গ)
ধায় বির পবন জনু।। (গ)
৫-৫ ছিল দুটী পো তারে করি মো
না গেলাম পতি সরনে।। (গ)

রূপ গুণে যুত মোর দুই সুত
কালকেতু কৈল বধ।
হাট নিরমিল বেসাতি না পাল্য
হরিল বিধি সম্পদ।।

*

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজন।
তাঁর সভাসদ রচি চারুপদ
অম্বিকামঙ্গল গান।।

সিংহের সমর-সজ্জা †

পশুর ক্রন্দন শুনি রাজা পঞ্চানন।
কোটাল কোটাল ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন।
ভয়ে কম্পবান তনু মুদিতলোচন।।

---

* অতিরিক্ত —

তোমার কিংকরে ছার নরে মারে
ইথে নাহি বাস লাজ।
যদি পশুগণ না কৈলা পালন
কেনে হৈলা মৃগরাজ।।
বহু পশুগণ আসীয়া তখন
রাজারে করে গোহারী।
তিনপদি ছন্দ গাহিলা মুকুন্দ
চণ্ডিরে প্রণাম করি।। (দী)

† খ পুথি হইতে।

১-১ দেব (গ)

পশুমধ্যে তোমায় দেখিয়ে বড়লোক।
রায়বার তোমারে করিয়ে আমি কোক।।
পশু মারে এক নর মনে দেই ব্যথা।
ভালমন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা।।
আজিকালি যদি না দেখাও মহাবীর।
[১]তোর বুক নখেতে করিব দুই চির।।[১]
বাঘ বলে রায় তুমি আজি হও স্থির।
কালি প্রাতে আমি দেখাব মহাবীর।।
সেই নিশা গেল তবে হইল প্রভাত।
[২]পাত্রমিত্র সঙ্গে যুক্তি করে পশুনাথ।।[২]
কোক শার্দ্দূল আগে দুই সেনাপতি।
[৩]দক্ষিণে ধাইল তারা যেন বায়ুগতি।।[৩]
গণ্ডক বারণ মহিষ সেনাপতি।
পশ্চিমে ধাইল তারা যেন মেঘগতি।।
এমন সময়ে গণ্ডা দিলেন উত্তর।
তোমার উচিত নহে নরের সমর।।
নরসনে রণ রায় বড় পাবে লাজ।
[৪]মাছিকে মারিতে কর এতবড় সাজ।।[৪]
এতেক শুনিয়া সিংহ গণ্ডার ভারতী।
চন্দন গাছের তলে করিল বসতি।।
চন্দন গাছেতে রাজা ঢালিলেন গা।
বামেতে চামরী দেই চামরের বা।।

১-১ তোর বুক চিরি পান করিব রুধির।। (বঙ্গ)
২-২ পঞ্চপাত্র লঞা জুক্তি করে পসুনাথ।। (গ)
৩-৩ পুর্ব্বদিগে জায় তুরা রাজার আরতি।। (গ)
৪-৪ মাছিকে হানিতে কেন ফেল তুমি বাজ।। (বঙ্গ)

চারিদিকে চর পাঠাইল সাবধানে।
[১]শুভক্ষণে মৃগরাজ রহিলা শয়নে।।[১]
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

কালকেতুর প্রথম যুদ্ধযাত্রা*

প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে [২]বীরধড়া।[২]
[৩]কুলিতার বাঁশে[৩] দিল মুরুগার চড়া।।
রাঙ্গা ধূলি মাখিয়া অঙ্গের কৈল বেশ।
জাল-দড়ি বান্ধিয়া রঞ্জিত কৈল কেশ।।
প্রণাম করিয়া বীর চণ্ডীর চরণে।
শুভক্ষণে প্রবেশ করিল গিয়া বনে।।
কাননে থাকিয়া বাঘা দেখিলেক বীরে।
সাড়া মারিয়া বাঘা আস্যে ধীরে ধীরে।
চিরদিন রোষে বাঘা শোকাকুল তনু।।
লাফ দিয়া বীরের ধরিলেক ধনু।।
বজ্র মুটাক বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার তুণ্ডে।।
বজ্র মুষ্টি শিরে মারে মহাবীর।
[৪]এক ঘায়ে বাঘার ভাঙ্গিয়া পড়ে শির।।[৪]

১-১ শুভক্ষণে কালকেতু করিল পয়াণে।। (বঙ্গ)
* খ পুথি হইতে।
২-২ রাঙ্গা ধরা (বঙ্গ)
৩-৩ যৌতুকের বাঁশে (বঙ্গ)
৪-৪ একঘায়ে বাঘা তবে ত্যজিল শরীর।। (বঙ্গ)

বাঘা পড়িল রণে বড় পাল্য শোক।
রাজা-স্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলেক কোক।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

পশুরাজের যুদ্ধে গমন*

শুনিয়া [১]কোকের[১] মুখে বাঘের মরণ।
কোপে সিংহ বীর যায় করিবারে রণ।।
লেঙ্গুড় বাড়ায় সিংহ মাথার উপর।
[২]কলার বাগুড়ি যেন কাঁপে কলেবর।।[২]
পশুরাজ সনে বীর যুঝে কালকেতু।
দেবাসুরে রণ যেন হৈল সুধা হেতু।।
ধাইল কুঞ্জরবর বড়ই দুরন্ত।
মহাবীরের গায়ে আসি ঠেকাইল দন্ত।।
খরটাঙ্গি দিয়া বীর কাটে তার শুণ্ড।
[৩]গৃহস্থে যেমন কাটে ক্ষেতে ইক্ষুদণ্ড।।[৩]
পড়িল সকল সেনা দেখি পশুপতি।
ধাইল সমরে সিংহ সমীরণ-গতি।।
দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেবর।
শোণিত বীরের অঙ্গে বহে ঝর ঝর।।

---

* খ পুথি হইতে।
১-১ লোকের (বঙ্গ)
২-২ কলার বাগুলা যেন কম্পিত কেশর।। (গ)
৩-৩ বালকেতে যেমন কাটয়ে ইক্ষুদণ্ড।। (বঙ্গ)

বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত নিকলয়ে তুণ্ডে।।
*
রণ ছাড়ি সিংহ পালায় রড়ারড়ি।
পাছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি।।
ধনুকের বাড়ি খায়্যা সিংহ নাহি ফিরে।
লেঙ্গুড় লুটায় তার অবনী-উপরে।।
*
সেই দিন মহাবীর করিল গমন।
হরিষে চলিল বীর আপন ভবন।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
খরতীক্ষ্ণ বাছিল তিন বাণ।
[১]মাথাতে জালের দড়ি[১] কানে ফটিকের কড়ি
মহাবনে করিলা পয়াণ।।

---

* অতিরিক্ত —
দুইজনে যুদ্ধ করে দুই মহাবল।
দোঁহাকার পদভরে ক্ষিতি টলমল।। (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —
দেবীর বাহন বল্যে নাহি মারে বীর।
তৃষায় আকুল হয়্যা পান করে নীর।। (বঙ্গ)

১-১ শিরে বান্ধে জালদড়ি (খ এবং বঙ্গ)

দূরে থাকি দেখে চর কহে সিংহ-বরাবর
কালকেতু ওই আসে বন।
[১]শুনি কোপে জ্বলে অঙ্গ[১] পথে আগুলিল সিংহ
দুই জনে করে মহারণ।।
সিংহে বীরে মহারণ সচকিত পশুগণ
অবিরত দোঁহার গর্জ্জনে।
সিংহ বলে নাহি টুটে অস্ত্র নাহি গায়ে ফুটে
ঝড় বহে নিশ্বাস-পবনে।।
মুখ মেলে গিরিদরী নখ যেন চোখা ছুরি
গোঁফ দুটা লেগেছে শ্রবণে।
দশনের কড়মড়ি ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি
কেতুতারা উদিত লোচনে।।
কাঁপায় উন্মত্ত ঝোঁটা [২]ঝোপঝাড়ে মেঘঘটা[২]
লেজ ফিরে বিজুরি সঞ্চারে।
ধায় অতি শীঘ্রগতি নখে আঁচড়িয়া ক্ষিতি
ক্ষেণে ভূমে ক্ষেণেক অম্বরে।।
বীর পাক দিয়া গোঁফে [৩]দশনে অধর চাপে[৩]
আগলয়ে সিংহের সরণি।
ধায় বীর বীরদাপে বেগে বসুমতী কাঁপে
ধূলায় লুকায় দিনমণি।।

১-১ দুই পাশে বীর সঙ্গ (বঙ্গ এবং খ)
২-২ ব্যোম ছাড়ি মেঘঘটা (বঙ্গ)
৩-৩ ফেলিয়া পট্টিশ লোফে (ক, দী এবং বঙ্গ)

মার মার বলি ডাকে　　　　বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
সঘনে বাজায় জয়-শঙ্খ।
সঘনে পড়য়ে গুলি　　　　[1]ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি[1]
ত্রিভুবনে লাগয়ে আতঙ্ক।।
গগনে উঠিয়া লাফে　　　　বীরেরে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চাহে বুকে।
উঠিয়া মহিষা [2]চালে[2]　　　　সিংহেরে হানিল ভালে
দারুণ মুটকি মারে মুখে।।
সিংহ তেজে বড় দড়　　　　বীরকে মারিল চড়
লাফ দিয়া উঠিল গগনে।
পড়িতে বীরের গায়　　　　ঢালে টুকাইল কায়
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে।।
[3]পরাক্রমে নাহি টুটে[3]　　　　কেশরী ঠেলিয়া উঠে
যেন ক্ষিতি হইতে তপন।
[4]বীর অতি কোপে যুঝে[4]　　　　ধরিল সিংহের লেজে
বিষধরে গরুড় যেমন।।
লেজে ধরি দেয় পাক　　　　সিংহ যেন ঘোরে চাক
তথাপি সিংহের বড় বল।
[5]তুলিয়া আছাড়ে ভূঞে　　　　শোণিত নিকলে মঞে
দুই অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল।।[5]

১-১　শ্রবণে লাগয়ে তালী (দী এবং বঙ্গ)
২-২　টালে (খ)
৩-৩　পুন বীর মোহা হঠে (দী)
৪-৪　ধাইয়া কানন মাঝে (দী, বঙ্গ এবং খ)
৫-৫　শুনি বড় পরমাদ　　　　সিংহ পেঞা য়বসাদ
মুখে তার সোনিত নিকলে।। (গ)

পিঠে মারে ধনু বাড়ি তাহা দেখি তাড়াতাড়ি
ভল্লুক প্রবেশ করে গাড়ে।
শরভ পালায়্যা যায় বীর পদে ধরে তায়
পাক দিয়া তুলিয়া আছাড়ে।।
মাথাতে লাঙ্গুড় তুলি বাঘা আঁইসে মুখ মেলি
বাকসনা ফুল হেন দাড়া।
ফেলিয়া মারিল টাঙ্গী [১]বাঘের দশন ভাঙ্গি[১]
লেজে ধরি দেয় পাক নাড়া।।
ভঙ্গ দিল সেনাগণে সিংহ প্রবেশিলা রণে
লাজে মনে হইয়া ব্যাকুলা।
[২]কবাট[২] - বিশাল পাটা গগনে লাগিল ছটা
মূলার সমান দন্তগুলা।।
পুন সিংহ কোপ-দৃষ্টে আঁচড়ে বীরের পৃষ্ঠে
কবচ করিল ছারখার।
বিষ-নখ যমধারে [৩]জর্জ্জর করিল বীরে[৩]
অঙ্গে বহে রুধিরের ধার।।
দোঁহে বাহু-কশাকশি যেন ফিরে রাহু শশী
প্রখর নখর যমধার।
ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে সিংহের নখর ভাঙ্গে
অঙ্গ যেন জাঁতয়ে কিঙ্কর।।

১-১ বীর বড় রণে-রঙ্গি (খ)

২-২ করাল (খ)

৩-৩ যুদ্ধ করে দুই বীরে (বঙ্গ এবং ক)
কোপে বৈসাইল কোরে (গ)

[১]সিংহেরে ধরিয়া বলে[১] পাঁজর ভাঙ্গিল কিলে
কৃপা করি ছাড়ি দিল বীর।
সিংহ পালাইয়া যায় ঘন পাছুপানে চায়
ত্রাসে সিংহ পান করে নীর।।
কালকেতু রণ জিতে আনন্দে সরস চিতে
আইল আপন নিকেতন।
রণে হারি পশুগণ সিংহের নিল শরণ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

পশুগণের রণে ভঙ্গ

*
দেবীর বাহন বলি নাহি বধে বীর।
[২]তৃষায় আকুল সিংহ পান কৈল নীর।।[২]
ত্রাসেতে পালায় গণ্ডা শার্দ্দূল তুরঙ্গ।
শরভ ভল্লুক কোক রণে দিল ভঙ্গ।।
গবয় পালায় পিছে নাহি পড়ে পা।
[৩]বড় বড় হ্রদে হাতী লুকাইল গা।।[৩]
বায়ে ভর করি ধায় তুলারু ঘোড়ারু।
উভকান করি ধায় [৪]আহড়ে[৪] শশারু।।

১-১ আকাড়ি করিয়া তোলে (বঙ্গ এবং খ)

* অতিরিক্ত —
ধনুকের বাড়ি খেএ সিংহ নাহি ফিরে।
লেঙ্গুর লোটায় তার অবনি উপরে।। (গ)

২-২ পালাইএগ সিংহ গিএগ পান কৈল নির।। (গ)

৩-৩ ঝোড়ঝাড়ে মহা হ্রদে লুকাইল গা।। (গ)

৪-৪ আহত (বঙ্গ)

ভূমে লেজ লোটাইয়া ধায় বনগরু।
[1]কীচক[1] - কন্টক-বনে লুকায় সজারু।।
নেউল লুকায় গাড়ে লুকায় জম্বুকী।
[2]গাছে থাকি কপিগণ মারয়ে ভাবকী।।[2]
উপনীত হৈল পশু তমাল-তরুমূলে।
প্রদক্ষিণ নমস্কার করিল দেউলে।।
দেউলের চারিদিকে করয়ে রোদন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

পশুগণের ক্রন্দন

কান্দে সিংহ আদি পশু সোঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনে কেনে দূর কৈলে দয়া।।
ভালে টীকা দিয়া মাগো করিলে মৃগরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ।।
*

১-১ বিকট (বঙ্গ)
২-২ আহনে বিহনে কপি মারয়ে ভাবকী।। (দী)
আছড়ে বিছড়ে কপি মারয়ে ভাবকী।। (বঙ্গী)
* অতিরিক্ত —
সুখে রাজ্য করিতে আখেটি হৈল কাল।
কেন হেন দিলে মাতা বিষম জঞ্জাল।। (খ এবং বঙ্গ)
সুখে রাজ্য করিতে অক্ষটি হৈলা কাল।
কেন হেন দিলা মাতা বিষয় জঞ্জাল।।
শরভ করভ কান্দে করি অভিমান।
আমার জেমন কুল তোমাতে প্রমাণ।।

প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।।
হাতে পদে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক।
দয়াসিন্ধু পার কর অপার সংসার।
তোমার স্মরণে মাতা আপন [১]উদ্ধার[১]।।
উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।
সাতপুত্র নিলা বীর বান্ধিয়া জাল-পাশে।
সবংশে [২]মজিনু মাতা[২] তোমার আশ্বাসে।।
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে।
[৩]মাও মৈল পো মৈল দুটি নাতি শেষে।।[৩]
কান্দয়ে ভল্লুক শিরে [৪]মারে করাঘাতি[৪]।
জরাকালে হইল মোর এতেক দুর্গতি।।
[৫]বরাহ বলেন মুথা আমার ভক্ষণ।[৫]
কার হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন।।

আন ধায়ে পদ চাব্যে পদ আঠে।
শকল বিক্তম টুটে বীরের নিকটে।।
আপনি পসুর মোরে কৈলা পুরোহীত।
বিপদ উদ্ধার হেতু তোমার ইঙ্গীত।। (দী)

১-১ প্রতিকার (খ)
২-২ মরিল পিতা (খ)
৩-৩ নারী পুত্র মৈল নাতি মৈল অবশেষে।। (ক)
৪-৪ করি অত্যাহতি (দী)
করি আত্মঘাতী (বঙ্গ)
৫-৫ বরাটিয়া চ্যাঙ্গা মুথা আমার ভক্ষণ। (বঙ্গ)
বরাট্যা চুচুড়া মুথা আমার ভক্ষর (দী এবং খ)

ধরণী লোটায়ে কান্দে [১]বীর আদ্য বরা।[১]
অরুণ লোচন-যুগে বহে জলধারা।
শ্বাশুড়ী ননদ মরে দেওর ভাসুর।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর।।
[২]ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো।[২]
পাশরিতে নারিগো তাহার মায়া মো।।
ধূলায়ে ধূসর হয়্যা কান্দয়ে হস্তিনী।
সোঙরে ভৈরবী ভীমা ভবানী ভাবিনী।।
শ্যামল সুন্দর পুত্র কমললোচন।
ভ্রূযুগল কামধনু মদন-গঞ্জন।।
কানন করিত আলা কপালের ছান্দে।
ভাবিতে ভাবিতে রূপ প্রাণ মোর কান্দে।।
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
[৩]লুকাইতে স্থল নাহি অরণ্য-ভিতর।।[৩]
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
[৪]আপনার দন্ত হৈল আপনার বৈরী।।[৪]
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা কোন জন।।

১-১ মহাআর্ত্ত বরা (বঙ্গ)

২-২ ছিল অভাগীর পেটে রণ্ডা এক পো। (বঙ্গ)
ছল অবাগীর মোর পে-রাণ্ড পোএ। (দী)
আছিল অভাগীর এক পেটে রাণ্ড পো। (খ)

৩-৩ লুকাইতে নাহি ঠাই বীরের গোচর।। (বঙ্গ এবং খ)
লুকাইতে স্থল নাহি বীয়-অগোচর।। (দী)

৪-৪ আপনার মাংশ আপনার হৈলা অরী।। (দী)

*

হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে।
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সনে হটে।।
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম সেনাপতি।
[১]সাগর বান্ধিয়া কৈল শ্রীরামের হিতি।।[১]
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে।
[২]সাত পুত্র মহাবীর বান্ধি নিল জালে।।[২]
বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান।
ধরণী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান।।
কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।
হরিণ ভুবনে বৈরী আপনার মাংসে।।
[৩]ভূমে গড়াগড়ি কান্দে শশারু শজারু।[৩]
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু।।
গাড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালে জানি।
কি করি উপায় বীর তথি দেয় পানী।।

---

* অতিরিক্ত —
পূর্ব্বে আছীলাঙ আমি গৃহস্থের ঘরে।
শত পুত্র কাটা গেল তোমার কর্পরে।
চারিটি তনয় হৈলো বাস করি বনে।
পতি পুত্র বধু মাল্যা কালকেতু-বাণে।।
স্বামীর মরণ মোর হৃদে গুরু কাণ্ড।
শংশারে সন্ততি নাহি আরে তথি রাণ্ড।। (দী)

১-১ সাগর লাঙ্ঘয়া হৈল গগনে পদাতি।। (খ)
সাগর লঙ্ঘিতে হৈলা গগনে পদাতি।। (দী)
সাগর লঙ্ঘিয়া হৈল সে গণে পদাতি।। (বঙ্গ)

২-২ সাত পুত্র বীর মোর বান্ধে ঘোড়াশালে।। (দী)

৩-৩ হেকটী পাড়িয়া কান্দে শশারু শজারু। (খ)

চারি পুত্র মৈল মোর মৈল চারি ঝি।
মাগু মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি।।
কান্দয়ে নকুল সুত-দারার হাব্যাসে।
সবংশে মজিনু আমি তোমার আশ্বাসে।।
পশুগণ সোঙরে সবে চণ্ডীর চরণ।
ধেয়ানে জানিল মাতা পশুর রোদন।।
[১]পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুকতি।[১]
পশুগণে রাখিতে উরিলা ভগবতী।।
পদ্মাবতী বলে মাতা চলহ ত্বরিত।
বিজুবনে যাইয়া পশুর কর হিত।।
উত্তরিলা ভগবতী পশুর সমাজ।
লজ্জাতে মলিন হয়্যা বলে মৃগরাজ।।
অন্যের সেবক হইলে সর্ব্বত্রেতে তরি।
তোমার সেবক হয়্যা সবংশেতে মরি।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ-নিবেদন

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
একা বীর কালকেতু সবার বধের হেতু
[২]শুনিতে কৌতুক বড় মনে।।[২]

১-১ পদ্মারে জিজ্ঞাসে দেবী যাবার অনুমতি। (খ)
২-২ নিত্য করে বান বরিসন।। (গ)
প্রতিদিন বরিষয়ে বাণে।। (খ)

কহে বীর মৃগরাজ [১]কহিতে বাসয়ে লাজ[১]
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন।
কৃপা কর কৃপাময়ি তোমার বাহন হই
জীবনে নাহিক প্রয়োজন।।
[২]বাঘিনীর শুন কথা কালকেতু দিল ব্যথা
স্বামীরে বধিল একবাণে।[২]
দুইটি আছিল পো তারে বড় মায়া মো
[৩]কালকেতু বধিল পরাণে।।[৩]
কান্দিয়া মহিষ কয় নিবেদিতে করি ভয়
কালকেতু লাগিল বিবাদে।
[৪]হইগো তোমার দাস বনে খাই পানী-ঘাস[৪]
বধ করে বিনি অপরাধে।
[৫]ভূমে লোটাইয়া মাথা কহে গজ দুঃখকথা
দন্ত দুটা হইল নাশ-হেতু।[৫]
এক বাণে করে অন্ত টাঙ্গী দিয়া কাটে দন্ত
হাটে লয়্যা বেচে কালকেতু।।

১-১ রাজ্যে মোর নাহি কাজ (দী)

২-২ বাঘিনীর শুন আর স্বামী দুই পুত্র তার
মাল্য বীর কহি তুয়া পদে। (দী)

৩-৩ নাহি গেলাম নিজ পতি সনে।। (গ)

৪-৪ কহেন মহীষ দাস বনে খাই জল ঘাস (দী)

৫-৫ ভূমি পড়ি গজ কয় দন্ত মোর উপাড়য়
হাটে হাটে বিচে মোহাবীর। (দী)

[১]নিবেদন করে গণ্ডা কারে নাহি করি খাণ্ডা
বনমাঝে করিগো নিবাস।[১]
কার হিংসা নাহি করি কালকেতু হৈল অরি
অনুদিন পাইগো তরাস।।
[২]কপি বলে শুন মা আমার যতেক ছা
সবারে বেচিল মহাবীর।[২]
হেন মোর করে মন [৩]হারায়ে জীবন-ধন[৩]
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীর।।
মৃগ আদি পশুগণ সবে কৈল নিবেদন
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ-ভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয় চণ্ডী তারে কর দয়া।।

১-১ গণ্ডক বলেন মাতা মাল্য নারী সুত সুতা
শোণ্ডরীতে প্রাণ নহে স্থীর। (দী)
২-২ কপি বলে শুন মাতা ঠুঠারে বিচিলা মাতা
প্রাণ তেজি হেন মনে করে। (দী)
৩-৩ তেজি আমি বাস বন (ক)
ত্যজিয়া নিবাসবন (বঙ্গ)

চণ্ডীর প্রশ্ন ও পশুগণের উত্তর

[১]লাজে হয়্যা হেঁট মুখ নিবেদন কৈল দুখ
একে একে চণ্ডীর চরণে।[১]
শুনিয়া সবার কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
চণ্ডিকা বলেন পশুগণে।।
সিংহ তুমি মহাতেজা সকল পশুর রাজা
তোর নখে পাষাণ বিদরে।
শুনিলে তোমার রা কাঁপয়ে সবার গা
কি কারণে ভয় কর নরে।।
[২]বীর খ্যতি অদ্ভুত দোসর যবের দূত[২]
[৩]সমরে রহায় রবিরথ।[৩]
দেখিলে তাহার বাণ ভয়ে তনু কম্পমান
পালাইতে নাহি পাই পথ।।
আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ কে পায় তোমার লাগ
[৪]তোরে কেবা ধরিবারে পারে।[৪]
নখ তোর হীরাধার দশন বজ্জরসার
কেন ভয় কর মহাবীরে।।

১-১ হেঁট মুখে পশুগণ করিলান নিবেদন
যেকে যেকে সভে অভয়ারে। (দী)
২-২ ক্ষেত্রী বড় বীরবর শমন শমান শর (দী)
৩-৩ সমরে হানয়ে রবিরথ। (ক)
সমরে হানয়ে বীরবত। (বঙ্গ)
৪-৪ পবন জিনিতে পার জোরে। (বঙ্গ)
পবন জিনিতে পার বেগে। (খ)

যদি গো নিকটে পাই [১]ঘাড় ভাঙ্গ্যা রক্ত খাই[১]
কি করিতে পারি আমি দূরে।
*
[২]ব্যর্থ নহে তার বাণ এক শরে লয় প্রাণ
দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে।।[২]
পশুমধ্যে তুমি গণ্ডা বিষম তোমার খাণ্ডা
[৩]বিক্রম না কর কেন রণে।[৩]
তুমি যদি মনে কর পর্ব্বত চিরিতে পার
নরে ভয় কর কি কারণে।।
[৪]কালকেতু মহাবীর দূরে থাকি মারে তীর
খড়্গ আমি কি করিতে পারি।[৪]
[৫]মোর খড়্গ সর্ব্বজনে তর্পণের তরে কেনে
এই হেতু আমি হইনু অরি।।[৫]

১-১ হাড় মাস রক্ত খাই (গ)

* অতিরিক্ত —
নিবেদন করি মাতা শুনগো বীরের কথা
পশু মারে বিবিধ প্রকারে।
জানএ অনেক তন্ত্র আয়ড়ে বড়সি জন্ত্র
জিয়ন্ত বেচয়ে ঘরে ঘরে।। (খ)

২-২ বীর হৈতে হৈল ভয় পশুগণ করে ক্ষয়
তারে দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে।। (খ)

৩-৩ বিরোধ না কর কার সনে। (খ, গ এবং দী)

৪-৪ না জিনিতে পারি বীরে মারে বাণ থাকি দূরে
কি করিব খড়্গ খরশান। (দী)

৫-৫ তর্পনের তরে কিনে খড়্গ শে অনেক জনে
বড় পুণ্যে আমি পাই প্রাণ।। (দী)

তুমি হস্তী মহাশয় তোমার কিসের ভয়
বজ্রসম তোমার দশন।
তোর ক্রোধে যেই পড়ে যমের সদনে নড়ে
[১]কেবা ইচ্ছে তোর সনে রণ।।[১]
পৃষ্ঠেতে মারিয়া বাড়ি নিয়া যায় তাড়াতাড়ি
[২]ফিরিতে মাথায় মোর খোঁচে।[২]
দুই চারি ক্রোশ ধায় তবে মোর লাগ পায়
ছাগল-বদলে লয়্যা বেচে।।
[৩]শুন রে মহিষ বাণী মানুষ কিসেতে গুণি
তুমি বট যমের বাহন।
তুমি যদি মনে কর পর্ব্বত পাড়িতে পার
নরে ভয় কর কি কারণ।।[৩]

তর্পনের তরে মারে কিনয়ে সকল নরে
এই হেতু হৈল বিপরিত।। (গ)
অভয়ার পদতলে গঙ্গা সকরুণে বলে
তোমার পুণ্যের ফলে জি।। (খ)

১-১ কেবা ইচ্ছে তোর দরশন।। (দী)
কেবা ইচ্ছে তোমার দশন।। (বঙ্গ)
নরে ভয় কর কি কারণ।। (গ)
২-২ দুরে লঞা সুণ্ডে মোর খুচে। (গ)
৩-৩ সুন মোর সত্যবাণী মানুশ তোমার প্রাণী
তুমি মস্য যমের বাহন।
বড় বড় বলবাণ সিংহে কর দুই খান
কি করিব নর য়েক জন।। (দী)

[১]কালকেতু বড় রাড় নিত্য কোঁড়ে ডোবা গাড়[১]

পড়িলে উঠিতে আর নারি।

[২]জানে কত সন্ধান দূর হইতে মারে বাণ[২]

নরমধ্যে তারে আমি ডরি।।

খসয়ে যেমন তারা তেন মতে ধাও বরা

তোর দন্তে ক্ষিতি জর-জর।

কালকেতু একা নর সবে ধরে এক শর

কি কারণে তারে কর ডর।।

নিবেদন করি মাতা শুন হে বীরের কতা

পশু বধে বিবিধ প্রকারে।

জানয়ে অনেক তন্ত্র [৩]কাননে এড়িয়ে যন্ত্র[৩]

বিনি অপরাধে পশু মারে।।

তুমি ধাও দিবানিশ পবন জিনিয়া শশ

কালকেতু কি করিতে পারে।

মহাবীর বড় কাল [৪]কাননে এড়য়ে জাল[৪]

জীয়ন্তে বেচয়ে ঘরে ঘরে।।

সভে জানে তুমি শিবা ভক্ষণ তাহার কিবা

কালকেতু হৈতে কিবা ভয়।

[৫]ধরে শিবা-ঘৃত হেতু নিত্য বধে কালকেতু[৫]

বৈদ্যজনে করয়ে বিক্রয়।।

১-১ কালকেতু মহাবিরে নিত্য পাড়ে মহা গাড়ে (গ)

২-২ জানে য়নেক সন্ধান গাছে উঠে বিন্দে বান (গ)

অনেক সন্ধান জানে গাছে উঠি য়েড়ে বাণে (দী)

৩-৩ এড়িয়ে বড়শী যন্ত্র (খ এবং বঙ্গ)

৪-৪ বনে এড়ে বেড়াজাল (গ)

৫-৫ কালকেতু বধে নিত্য করিবারে শিবা ঘৃত (গ)

তুলারু ঘোড়ারু মৃগ পবন জিনিয়া বেগ
কালসার বীর মহাশয়।
তোরা যদি মনে কর পবন জিনিতে পার
কি কারণে তারে কর ভয়।।
কেশরী যাহারে হারে তাড়ায়্যা কুঞ্জর ধরে
আমরা তাহার আগে মশা।
কৃপা কর কৃপাময়ি তোমার কিঙ্কর হই
চিরদিন চরণ ভরসা।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

পশুগণকে ভগবতীর অভয়-দান ও গোধিকা-রূপ-ধারণ *

পশুর গোহারি শুনি সকল-মঙ্গলা।
আশ্বাসিয়া সিংহেরে দিলেন কণ্ঠমালা।।
আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়।
না বধিবে মহাবীর কহিনু নিশ্চয়।।

---

* অতিরিক্ত —

চল মৃগরাজ মনে না করিহ ক্ষেমা।
কালকেতু পুনরূপি না হিংসিব তোমা।।
বর পায়্যা এক ভিত হৈলা মৃগরাজ।
উপনিত হৈল আসি কুঞ্জর সমাঝ।।
সত সত হাথি মোরা একালা আস্কুটি।
সভারে ধরিআ বীর খেলে খণ্ড কাটী।।
সামান্য হাথির মুড় অতি ভয়ঙ্করী।
ছোট বনে বড়গো লুকাইতে নারি।।

হাথিরে সদয় হৈআ বলেন য়ভয়া।
নিরাতঙ্কে অরণ্যে বসতি কর গিয়া।।
বর পায়্যা হাথি সব হইল হরিস।
উর্দ্ধমুখ করি তবে বলেন মহিস।।
দেবির চরনে আসি নুঞাইল মাথা।
কান্দিতে কান্দিতে কয় আপনার কথা।।
সর্ব্বলোক বলে মোরে জমের বাহন।
বড় বড় জন্তু জিনি সিঙ্গের কারন।।
হেন সিঙ্গ উপাড়িয়া নিল কালকেতু।
ভাগ্যে পুন্য তার হাথে এড়াইল মৃত্তু।।
প্রাণ লেউক কালকেতু তার নাঞি ব্যথা।
সৃঙ্গ উপাড়িল নাণ্ডা হইলাম মাথা।।
মহিসে সদয় হৈআ বলেন পার্ব্বতি।
মোর বরে আর সৃঙ্গ হইব উৎপতি।।
হরিস মোহিস সব অভয়ার বরে।
সত সত বাঘ আসি পরনাম করে।।
নানা রঙ্গ চিত্র গায় শোভে রেখা রেখা।
দেখিতে সুন্দর গায় চিত্রসম লেখা।।
করাল বদনে জুভ্বা নাড়ে ঘনে ঘন।
স্রবনে লাগ্যাছে গোফ ঘুন্নিত লোচন।।
কালকেতু আমারে হইআ অল্য কাল।
জিয়ন্ত বাঘের বির ছাড়ি লয় ছাল।।
বাঘেরে সদয় হৈআ বলেন য়ভয়া।
নিরাতঙ্কে য়রন্যে বসতি কর গিয়া।।
চলিল বাঘের মুটী বড় পায়্যা যুখ।
দেবিরে প্রনাম করে জতেক ভল্লুক।।

কালিআ ভল্লুক মুড় দেখি অন্ধকার।
আদ্ব্যাস করিল আসি লৈআ পরিবার।।
কেমনে পাইব প্রাণ কহগো বিসেষ।
জেমনে আক্ষ্যটি না জানে উপদেস।।
ভল্লুকেরে বর দিয়া কহিলা য়ভয়া।
নিরাতঙ্কে অরন্যে বসতি কর গিআ।।
বর পাইআ গণ্ডক হইল একভিত।
কালসার হরিন আসিআ উপনিত।।
অরন্যেতে থাকি কার হিংসা নাহি করি।
কোন দোসে কালকেতু মোরে হৈল বৈরি।।
পসরা করএ হাটে হরিনের মাংসে।
আমারে পাইলে অন্য পষু নাহি হিংসে।।
কালসার হরিনে অভয়া দিল বর।
ষুখে রাজ্য কর গিআ অরন্য ভিতর।।
বর পাঅ্যা হরিণ হিদয়ে উল্লাস।
দেবিরে প্রনাম করে নকুল কটাস।।
নকুল কটাস বলে অভয়ার পায়।
পরিকর লৈআ বির আমরে জিয়ায়।।
মোর বন্ধুজন পুড়িআ খায় কালকেতু।
তার সোকে জিয়ন্তে পুড়িয়া মরি নিতু।।
নকুল কটাসে য়ভয়া দিল বর।
মোর বরে পুনরাপি হইব পরিকর।।
বর পায়্যা নকুল কটাষ গেল বনে।
ষুকর প্রনাম করে দেবির চরনে।।
দেবির চরনে ষুকর করিল আদ্যাষ।
অস্যব জাত্যেরে বেচে আমা সভার মাংস।।
ষুকরেরে বর দিয়া কহিলা য়ভয়া।
নিরাতঙ্কে য়রন্যে বসতি কর গিয়া।।

বর পায়্যা স্বুকর গেল নিজ স্থানে।
সসক সসারু তথা আল্যা দুই জনে।।
সসক সসারু তারা করে পরিহার।
মোর মাংস কালকেতু করএ পসার।।
দস বিস মহাবির লয়ত ধরিআ।
জতেক বেচিতে নারে খায় কোড়াইআ।।
সসক সসারুকে য়ভয়া দিল বর।
সুখে রাজ্য কর গিয়া অরূন্য ভিতর।।
সসক সসারু গেলা হৈআ এক মেলা।
পড়ামুএগ হনুমান আইল বহুগুলা।।
বির মহাবল মোরে ভাল নাঞি দেখে।
সর বিন্ধা মহাবির মারে হাথের স্বুখে।।
তারে বর দিয়া দেবী দিলেন মেলানি।
হুলু হুলু করিআ চাহে গদরাঙ্গা মনি।।
দেবির চরনে মানি লুকইল মাথা।
ঠুকারে বিটায়া করে এপঞ্চ আবস্তা।।
সিখইআ পড়াইআ তুলিআ লয় কান্দে।
ঘরে ঘরে কড়ি খায় প্রকার প্রবন্দে।।
টুটা জে গুতায় আমি বড় ভয় পাই।
একখানি স্বুক জে টুটার কান্দে জাই।।
আর জত পস্বু আল দেবির সমুখে।
সভাকারে বর মাতা দিল একে একে।।
বর পায়্যা পস্বুগন আনন্দিত মন।
পুনরূপি পাছে বধে করি নিবেদন।।
তোমার বচনে চলি জাত্যে করি ভয়।
পাছে কালকেতু সভা সাজুড়িয়া লয়।।
পদ্য হস্ত বুলাইল পস্বুগনের গায়।
অজয় অমর হৈল দেবির ক্রুপায়।।

[১]পশুগনে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা।
সেইখানে সুবর্ণ-গোধিকা-রূপ-হইলা।।[১]
কাঞ্চন জিনিয়া তনু দেখিতে সুন্দর।
হইলা গোধিকা-রূপ অতি মনোহর।।
[২]পথে রহে চণ্ডী হইয়া সুবর্ণ-গোধিকা।
কালকেতু কাননে যাইতে পাব দেখা।।[২]
[৩]হোথা বীর উঠি নিত্য-নিয়মিত করি।
বিপিন করিলা যাত্রা সোঙরি শ্রীহরি।।[৩]
প্রভাতে উঠিয়া বীর চলিলা কানন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

অধিক হইল পশু আনন্দিত মন।
দেবিকে প্রনাম করি করিল গমন।।
অভয়ার চরনে ইত্যাদি।। (খ)

১-১ পশুগণে বর দিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
নিজরূপ তেজি সর্ণ গোধিকা হইলা।। (খ)
পশুরে অভয় দিয়া শঙ্কর-গৃহিনী।
সুবর্ণ-গোধিকা পথে হৈলা আপনী।। (দী)
২-২ কালকেতু দেখা পাব অরণ্য জাইতে।
গোধিকা হইয়া মাতা রহিলেন পথে।। (খ)
৩-৩ সুবর্ণ-গোধিকা হয়্যা রহিলা অরণ্যে।
মহাবীর যাত্রা করে পূর্ব্বজন্ম-পুণ্যে।। (বঙ্গ)

কালকেতুর বনযাত্রা

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া

[১]খর খর বাছিল তিন বাণ।[১]

কাণে ফটিকের কড়ি মাথাতে জালের দড়ি

মহাবনে করিলা পয়াণ।।

কালকেতু দেখে সুমঙ্গল।

দক্ষিণে গো-মৃগ-দ্বিজ বিকশিত সরসিজ

বামে শিবা পূর্ণঘটজল।।

চৌদিকে হুলুই ধ্বনি [২]কেহ জ্বালে গৃহমণি[২]

দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।

[৩]দেখিল সুচারু তনু বৎসের সহিত ধেনু

পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি।।[৩]

১-১ খরক্ষুর কাছে দিন বাণ। (বঙ্গ)

২-২ কেহ জানে গৃহমুনি (খ)

কেহ করে জয়ধ্বনি (বঙ্গ)

কেহ জালে ঘৃতমুনি (গ)

৩-৩ দক্ষিণে উদিত ভানু বর্চ্ছক সহিত ধেনু

ব্রজঙ্গনা দেই জয়র্দ্ধনি।। (খ)

দক্ষিণে উদিত ভানু শব্য সম্মুখে ধেনু

পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনী।। (দী)

[১]দুর্ব্বাধান্য পুষ্পমালা হীরা নীলা মোতি পলা
বামভাগে বার-নিতম্বিনী।[১]
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় কেহ নাচে কেহ গায়
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি।।
*
দেখি বীর সুললিত আনন্দে সরস চিত
প্রবেশ করিল বন-ভাগে।
দেখিল রুচির তনু রূপে জিনি হেমভানু
সুবর্ণ-গোধিকা সর্ব্ব আগে।।
সুবর্ণ-গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হৈল দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশনে।
দেখিনু মঙ্গল যত সকলি হইল হত
[২]দৈব দুঃখ বিধির লিখনে।।[২]

১-১ দুর্ব্বা ধান্য ঘৃত মোধু কলসে পুরিআ মোধু
বাম ভাগে দিল নিতম্বিনী। (গ)
হিরা নিলা মতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
বাম বাগে রামা নিতম্বিনি (গ)

* অতিরিক্ত —
বামে শব শিবা দেখি অন্তরে হইলা সুখি
হয় গজ.................. চন্দন।
আসী বৃষ কথ দুরে ক্ষিতি আঁচরায় খুরে
ঘোরতর করয়ে তর্জ্জন (দী)

২-২ দৈন্য দোসে জেন সর্ব্বগুণে।। (দী)
দৈব দুঃখ দেয় সব গুণে। (বঙ্গ)
দৈব দেখি যেন সব গুণে।। (ক)

গোধিকা যাত্রিক নয়		সকল পুরাণে কয়
কূর্ম্ম গণ্ডা শশক শল্লক।
কৃপা কর গুণধাম		কমল-লোচন রাম
তব নাম শোক-নিবারক।।
যদি বা মারিয়ে বাণ		গোধিকার লই প্রাণ
[১]না ছুইব দিনমুখ-কালে।[১]
যদি মৃগ পাই আমি		জানিব দেবতা তুমি
নহে তোমা পোড়াব অনলে।।
কাননে প্রবেশি বীর		পাশে বান্ধে তিন তীর
ঘনে ঘনে গোঁফে দেই তার।
পাতিয়া আঁকড়া দড়া		আগুড়ি বনের সুড়া
[২]কাননে করিল মহামার।।[২]
হাতে গাণ্ডি ফিরে কালকেতু।
জাল ফাঁদ বনে এড়ি		ঝোপে ঝাপে মারে বাড়ি
মৃগবধ জীবিকার হেতু।।
উঠিয়া পর্ব্বত-পাড়ে		নেহালয়ে ঝোপ ঝাড়ে
[৩]দরী গিরি-শিখরী কানন।[৩]
ধায় মৃগ-অনুপদী		ঘামে অঙ্গে বহে নদী
বেগবাতে কাঁপে তরুগণ।।

১-১ নাহি হয় দুঃখ কোন কালে। (খ)
নাহি ছাড়ি দিব মুখজালে। (বঙ্গ)

২-২ পরিএল বাউড়া দড়া		সরানলে দিয়া চড়া
কাননে পাতিল মহামার।। (গ)

৩-৩ ঝাড়ে দড়ি শিখরি কানন। (খ)

নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া দণ্ডে আহড় বিহড় ঢুণ্ডে
ঝাটি ঝাটি গহন কানন।
চৌদিকে নেহালে আঁখি বাসা আছে নাহি পাখী
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন।।
[১]মৃগ-খুর-চিহ্ন দেখি দূরগতি নহে আঁখি
আছে মৃগ দেখিতে না পায়।[১]
[২]পশুর দুর্গতি খণ্ডি কৃপাদৃষ্টি দিলা চণ্ডী
মৃগ পাখী হৈলা লুকিকায়।।[২]
*
নিশি দিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরগো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।।

১-১ দেখি বির অনুক্ষান নাহি চলে লোচন
পক্ষ্য আছে দেখিতে না পায়। (খ)
২-২ দৈব দুঃখ দোস ফণ্ডি কৃপাদিষ্ট দিল চণ্ডি
পষুগন হৈল লুকিকায়।। (খ)
দৈন দুঃখ শোক খণ্ডী কৃপাদৃষ্টি দিল চণ্ডী
মৃগ পাখী হৈল লুকীকায়।। (বঙ্গ)
দন্য দুখ দোস খণ্ডি কৃপামই হৈলা চণ্ডি
পশু বাঘে ধুলাএ লোটায়।। (গ)
* অতিরিক্ত —
সুখান কানন দেখি কাঠে কাঠে পুড়ে শিখী
পুড়ে উলু কাসি বেনাবন।
পুন দেখা দিল চণ্ডী বিবের বিপদ খণ্ডি
মায়ামৃগ রূপে ততক্ষন।। (খ)

ভগবতীর মৃগীরূপ-ধারণ

[১]বীরের পাকাল্যা[১] দেখি চিন্তিত ঈশ্বরী।
যুগে যুগে দৈত্যগণ সহ যুদ্ধ করি।।
মহিষ চিকুর জম্ভ শুম্ভ নিশুম্ভ।
বীরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ।।
মায়ামৃগ হয়্যা দেখি বীরের পাকাল্যা।
মৃগরূপ হৈলা বনে সকলমঙ্গলা।।
উত্তরিলা বীর কালকেতু-সন্নিধানে।
দেখি বীর আকর্ণ পূরিয়া ধনু টানে।।
[২]মৃগ অনুপদী[২] বীর ধায় লঘুগতি।
ক্ষেণে ক্ষেণে ধূলায় লুকান ভগবতী।।
রহিয়া রহিয়া যান দীঘল তরঙ্গ।
তার পাছে ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ।।
[৩]আকর্ণ পূরিয়া বীর ছাড়ে ধনুশর।
শর ছাড়ি দিতে বীর উঠিলা অম্বর।।[৩]
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।।

১-১ বিক্রম। (ক)

২-২ মৃগ অনুসারে (খ)

৩-৩ যদি শরাসনে বীর জুড়িলান শর।
য়েড়ি দিলা শর চণ্ডী উঠিলা অম্বর।।

মায়ামৃগ উপাখ্যান

এই পাপ মায়ামৃগ পবন জিনিয়া বেগ
মোরে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি।
যেন রাবে বিড়ম্বিতে আইল কানন-পথে
[১]মারীচ যেমন মায়ানিধি।।[১]
গায়ে রত্ন প্রচুর রজতের চারি খুর
হেমময় উভয় বিষাণ।
ইহার বেগের কথা উপমা দিব যে কোথা
[২]লাগ নিতে নারে হনুমান।।[২]
বদরী ফলের তুল্য নাসা-অগ্রে অমূল্য
গজমুক্তা শোভে লম্ববান।
কণ্ঠেতে কনক হার হীরার গাঁথুনি যার
কার সঙ্গে কি দিব উপাম।।
*
হেন মোর লয় মনে পুষিয়াছে কোন জনে
এই ত হরিণ অভিলাষে।
নিয়া তার নানাধন [৩]প্রবেশ করিলা বন[৩]
আমার দুঃখের অবশেষে।।

১-১ মারিচ সহায় ময়নিধি।। (ক)

২-২ পবন যেমন বেঘবান।। (খ)

* অরিরিক্ত —

অতসি সম বর্ণ প্রবাল রচিত কর্ণ
নিল কমল দুটি য়াঁখি।
আমি ত বৎসর সাত মিগ মারি খাই ভাত
এমন কোথাও নাহি দেখি।। (গ)

৩-৩ বিপাকে আইল বন (খ এবং বঙ্গ)

এই মৃগ যদি ধরি বেচিয়া সম্বল করি
ফুল্লরা পরিবে মৃগ-ছাল।
[১]মণি সে মাণিক যত হেমময় মরকত[১]
পাইলে ঘুচিবে দুঃখজাল।।
হেমময় মৃগ দেখি হেন মনে আমি লখি
ধন মোরে মিলিব প্রচুর।
আমি যদি মনে করি পবন ধরিতে পারি
হরিণ পালাবে কতদূর।।
পুলকে দ্বিগুণ তনু ফেলিয়া লোফয়ে ধনু
[২]ঘনে ঘনে গোঁফে দেয় তোলা।[২]
দিয়া ধনু-টঙ্কার ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার
শরীরে মাখয়ে রাঙ্গা ধূলা।।
[৩]ক্ষেণে ক্ষেণে মৃগ উড়ে[৩] ক্ষেণে ক্ষেণে ভুমে পড়ে
মৃগ দেখি নাহি দেখি ছায়া।
ক্ষেণেক তাণ্ডব করে [৪]ক্ষেণে চক্র যেন ফিরে[৪]
মৃগ নহে দেবতার মায়া।।
মৃগের দেখিয়া মুখ কালকেতু ভাবে দুখ
না করিতে পারিল সন্ধান।।
আকর্ণ পূরিল শর কোথা গেল মৃগবর
দূরে গেল বীর-অভিমান।।

১-১ গাএ আছে রত্ন যত হেম হিরা মরকত (গ)
২-২ ধূলা মাখে গোফে দেই তোলা। (খ)
৩-৩ ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে দৌড়ে (ক)
ক্ষণেকে ক্ষণেকে উড়ে (দী)
খেনে খেনে ডাকা ছাড়ে (গ)
৪-৪ খেনেকে চরকে ফিরে (গ)
ক্ষণে চক্রাবর্ত্তে ফিরে (বঙ্গ)

আমারে না করে ভয় ক্ষেণে ক্ষেণে আগে রয়
যদি বাণ না করি সন্ধান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

কাননে কালকেতুর খেদ

অপরূপ মায়ামৃগ দেখি মহাবীর।
গুণহীন কৈল ধনু সম্বরিলা তীর।।
কংসনদীর জলে বীর কৈল স্নান।
তৃষ্ণাতে আকুল বীর করে জল পান।।
পথে যাত্যে মহাবীর খায় বনফল।
মলিন বদন চিন্তে ঘরে সম্বল।।
দুখিনী ফুল্লরা মোর আছে [১]প্রতি-আশে[১]।
[২]কি বলিয়া দাণ্ডাইব যেয়্যা তার পাশে।।[২]
*
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি।
শ্বশুর-ঘরের ধান্য ধারি দেড় আড়ি।।
কিরাত-পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার।।
বিষম সম্বল-চিন্তা মহাবীরে লাগে।
এক চক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে।।

১-১ সম্বলের আসে (দী)

২-২ কি বোল বলিব গিয়া ফুল্লরার পাশে।। (খ)

* অতিরিক্ত —

পড়স্যা-ঘরের আষ্ঠ পন ধারী ঋণ।
শর ধনু বান্ধা লৈতে আস্যে অনুদিন।। (দী)

এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।
নরক ভুঞ্জিতে কালু আইল মরতে।।
সুকৃতি-পুরুষ জীয়ে সুখ-ভোগ-হেতু।
নরক ভুঞ্জিতে ক্ষিতি-তলে কালকেতু।।
ধড়ার আঁচল মোছে লোচনের নীর।
সুবর্ণ-গোধিকা পুন দেখে মহাবীর।।

পাঠান্তর —

বসিয়া তরুর তলে ভাসিয়া লোচন জলে
বিষাদ ভাবেন কালকেতু।
কোন দেবে দিল শাপ কিবা হইল গুরু পাপ
এই দুখ পাই তার হেতু।।
হৈল ব্যাধকুলে জন্ম পশুবধ নিত্য কর্ম্ম
বেচিয়া সম্বল চিন্তা করি।
দুর্জ্জয় কাননে ভ্রমি মৃগ না পাইনু আমি
ক্ষুধাসিন্ধু কোন বুদ্ধে তরি।।
সংসারে যতেক লোক কার নাহি দুঃখশোক
সুখে সবে নিবসে ভবনে।
পাপভোগ ভুঞ্জিবারে বিধি জন্মাইল মোরে
পশু ধরি বিবিধ বিধানে।।
প্রতিদিন বনে ফিরি ঝোপ ঝাপ দরি গিরি
গায়ে ছড় কাঁটা ফুটে পায়।
নানাবর্ণ পশু ধরি কত নিত্য বধ করি
তথাপি পরাণ নাহি যায়।।
অধর্ম্ম সঞ্চয় করি অনুদিন বনে ফিরি
ধিক যাউ আমার জীবনে।
কাহারে চাহিব ধার কে মোর সহিবে ভার
প্রাণ পোড়ে সম্বল বিহনে।।

কালকেতু মহাবীর করিছে তর্জ্জন।
তোমাকে পোড়ায়্যা আজি করিব ভক্ষন।।
যাত্রার সময়ে দেখি গেনু তোর মুখ।
বনে বনে বেড়ায়্যা পাইনু বড় দুঃখ।।
যত দুঃখ পাইনু অরণ্যে বেড়াইয়া।
নকুল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়া।।

যে দিনে যতেক পাই সে দিনে তাহাই খাই
দেড়ি অন্ন নাহি থাকে ঘরে।
তির বাণ শরাসন ইহা বিনে নাহি ধন
বান্ধা দিতে ধারে বা উধারে।।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে অচেতনে ভূমে পড়ে
রহিলা ক্ষেণেক নিদ্রা ভোলে।
অনেক বিলাপ করি উঠে পান করে বারি
মুখ মোছে ধড়ার আঁচলে।।
হাতে করি ধনু শরে যান বীর ধীরে ধীরে
সুবর্ণ গোধিকা পুন দেখে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি গোধিকা বান্ধিল ধরি
ধনুকে রাখিল হেট মুখে।।
যাত্রাকালে তোমা দেখি বনে ফিরি হৈয়া দুখী
নকুল বদলে তোমা খাব।
পড়িলে আমার হাথে এড়াবে কেমন মতে
জীয়ন্তে তোমারে পোড়াইব।।
এমন বীরের কথা শুনিয়া ভুবনমাতা
মনে ভাবে কি বুদ্ধি করিব।
মহিষ রাক্ষস জন্তু সবার হরিল দন্ত
ব্যাধ হাতে কেমনে এড়াব।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।। (ক)

এমন বিচার বীর মনেতে ভাবিয়া।
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল-দড়ি দিয়া।।
চারি পদে বান্ধি বীর ফেলিল ধনুকে।
অভয়া লম্বিত উর্দ্ধ-পুচ্ছ হেট-মুখে।।
ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া।
ঘরকে চলিলা বীর বিষাদ ভাবিয়া।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

গোধিকারূপিণী দেবীর চিন্তা

[১]ধনুকে চিন্তেন চণ্ডী হৈয়া লম্বমান।[১]
ব্যাধকে আইলাম ভাল দিতে বরদান।।
যেইকালে জন্মিলাম যশোদা-উদরে।
[২]কৃষ্ণহেতু পড়িলাম পাপ কংস-করে।।[২]
সারিলুঁ অনেক যত্নে শিলার নিপাত।
[৩]এড়াইতে নারিলাম আক্কটীর হাথ।।[৩]
উদ্যোগ করিল কংস করিতে নিধন।
কুন্তলে করিল দৃঢ় দারুণ বন্ধন।।
নিজ ভয়হেতু কৈনু গগনে নিবাস।
জালের বন্ধনে বড় পাইলুঁ তরাস।।
কিন্তু এক হৃদয়ে লাগয়ে বড় ডর।
অপমান-কথা পাছে শুনেন শঙ্কর।।

১-১ বন্ধনে চিন্তিয়া মাতা হঞা কম্পবান। (গ)
২-২ কৃষ্ণ হেতু ছলিলাম পাপ কংসাসুরে।। (খ)
৩-৩ কেমনে এড়াব পাপ আক্কটির হাত।। (খ)

*

[১]সুরপতি যারে নিতি পূজে বিধিমতে।
হেন জন বন্দী হইল আক্ষটীর হাতে।।[১]
আইলাম দিবারে ধন ব্যাধের নন্দনে।
বন্ধন আছিল মোর দৈব-নিয়োজনে।।
গোধিকা হইয়া আমি কৈনু কোন কাজ।
দুঃখের উপরে দুঃখ বড় পাই লাজ।।
গোধিকা লইয়া বীর চলে নিজ বাসা।
চণ্ডিকার না ঘুচিল বন্ধনের দশা।।
গোধিকা চুবড়ি দিয়া চাপিল পাষাণে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে।।

ফুল্লরার খেদ

ফুল্লরা নাহিক বাসে [২]আক্ষটী অন্নের আশে[২]
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা।
পড়সী বারতা বলে গোলাহাটে বীর চলে
দূরে হইতে দেখয়ে বনিতা।।

---

* অতিরিক্ত —
ছাড়িয়া য়মরাবতি ইন্দ্রের কোঙর।
য়াক্ষুটি হইএল খেতি অইলা নিলাম্বর।।
আমার কপট দোসে য়রণ্যে নিবাসে।
সাধিল সকল দুঃখ প্রকার বিসেসে।। (গ)

১-১ ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাঁরে স্তুতি করে।
সেই চণ্ডী বন্দী হৈলা আখেটীর করে।। (বঙ্গ)

২-২ বির অইল অন্ন আসে (গ)

বীরে দেখি শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি
করে রামা দৈব সোঙরণ।
বিধাতা আমারে দণ্ডী জীয়ন্ত [1]স্বামীতে[1] রাণ্ডী
কৈল দৈব দুঃখের ভাজন।।
[2]ভালে করাঘাত হানি[2] কান্দে ব্যাধ-নিতম্বিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখ চান্দে।
দারুণ দৈবের গতি [3]কপালে দরিদ্র পতি[3]
ঠেকিনু সম্বল-চিন্তা-ফান্দে।।
*
অন্নবস্ত্র নাহি ঘরে বিভা দিলা হেন বরে
[4]কর্ণবেধ জাতি-ব্যবহারে।[4]
হরিদ্রা চন্দন চুয়া কুমকুম কস্তুরী গুয়া
পায়্যাছিলাম বিবাহ-বাসরে।।
ফুল্লরা করুণ ভাষে বীর আইলা তার পাশে
প্রিয়ভাষে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী-ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১-১ ভাতারে (ক এবং খ)

২-২ কপালে আরোপি পাণি (বঙ্গ)

৩-৩ সুন্দরীর দরিদ্র পতি (গ)

* অতিরিক্ত —

বান্দা দিতে নাহি তীন্য (?) উপায় করয়ে নিত্য
অভাগীরে পাষরিলা মাতা।
ঘটক সমাজ্রি ওঝা দিলেক দুঃখের বোঝা
দুই চক্ষু খাল্যা মোর।। (দী)

৪-৪ প্রতিকুল বিধাতা আমারে। (গ)

ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।
[১]আজি বল মহাবীর সম্বল-উপায়।।[১]
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা।
[২]সেঙাতিয়া ভেট লয্যা তুমি যাহ তথা।।[২]
ক্ষুদ কিছু ধার নিবে সইয়ের ভবনে।
কাঁচড়া ক্ষুদের জাউ রান্ধিবে যতনে।।
রান্ধিবে [৩]বনাতি-শাক[৩] হাঁড়ি দুই তিন।
লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ।।
সয়ারে দেহগা তুমি সম্বলের ভার।
তোমার বদলে আমি করিব পসার।।
গোধিকা বান্ধিয়া আছি দিয়া জালদড়া।
ছাল ঘুচাইয়া তাহা কর শিক-পোড়া।।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা গেলা সখীর দুয়ার।
সেঙাতিয়া ভেট দিয়া কৈল নমস্কার।।
[৪]আস্য আস্য বলিয়া ডাকেন তারে সই।[৪]
[৫]এত দিন দেখা নাই গিয়াছিলে কই।।[৫]
বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা।।

১-১ সম্বলের তরে নাথ কহনা উপায়।। (গ এবং দী)
২-২ লইয়া বেঙাচি ফল ঝাট যাহ তথা।। (দী)
৩-৩ নালিতা শাক (দী)
পুড়তি শাক (বঙ্গ)
৪-৪ আশ্বাসিয়া আইস আইস বলে তায় সই। (বঙ্গ)
বিমলার মাতা বলে শুন আগো সোই। (খ)
৫-৫ দেখিতে সন্দেহ হৈল হবে দেখা কই। (ক)

শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী।।
আঁচল ভরিয়া তারে দিল খই-মুড়ি।
[১]বসিবারে দিল তারে চৌখণ্ডিয়া পীড়ি।।[১]
ফুল্লরা দু-কাঠা ক্ষুদ মাগিল উধার।
কালি দিব বলি সই কৈলা অঙ্গীকার।।
[২]আস্য গো প্রাণের সই বস্য গো বুহিনী।[২]
মোর মাথায় গোটা কতক দেখহ উকুনী।।
[৩]দুই সখীর কথাতে মজিয়া গেল চিত।
অভয়া লইয়া কিছু শুনহ সঙ্গীত।।[৩]
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

ভগবতীর নিজমূর্ত্তি-ধারণ

হুঙ্কারে ছিণ্ডিয়া দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী
যোল বৎসরের হৈল রামা।
[৪]খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী[৪]
কেবা দিতে পারে রূপ-সীমা।।

১-১ চাপিয়া বসিত দোহেঁ চোখণ্ডিয়া পিড়ি।। (ক)
চাপিয়া বসিতে দিল গাম্ভারের পিড়ি।। (গ)

২-২ আস্যহ প্রানের সই ধরগ চিরুণী।। (দী)

৩-৩ দুই সখি কথায় মজিয়া গেলা মন।
অভয়া লইয়া কিছু করিব রচন।। (গ)

৪-৪ ত্রিভুবন মোহে ভাঁতি চঞ্চল নয়ন অতি (দী)

*

কণ্ঠে মণিহার সাজে চরণ পঙ্কজে রাজে
মণিময় কাঞ্চন-নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার-শোভা
রবির কিরণ করে দূর।।
[১]ত্রিবলি-বলিত মাঝে[১] কনক-কিঙ্কিণী-সাজে
উরুযুগ রম্ভার সমান।
জিনিয়া কুঞ্জর-কুম্ভ কুচযুগ ধরে দম্ভ
[২]কি কহব রূপের বাখান।।[২]
চঞ্চল নয়ন-কোণে মদন এড়িল গুণে
কাজর-গরল-যুত শর।
[৩]বিউনী[৩] কেশের অন্ত শোভয়ে মদন-কুন্ত
কবরীতে শোভিছে কেশর।।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-পঙ্ক অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ
[৪]বাহু-বিভূষণ সুশোভন।[৪]
সকল অঙ্গুলি ভরি মাণিকের অঙ্গুরী
[৫]তনুরুচি ভুবন-মোহন।।[৫]

---

* অতিরিক্ত —
সেবকে শদয় মোহামহিয়া।
জেন নিজ রূপে হরি প্রহ্লাদেরে কৃপা করি
উদ্ধারিলা মোক্ষ বর দিয়া।। (দী)

১-১ ত্রিভঙ্গ নিতম্ব মাঝে (খ)
২-২ নেতের বসন পরিধান।। (বঙ্গ)
কিবা দিব রূপ উপমান।। (খ)
৩-৩ বউলী (খ এবং দী)
৪-৪ বাহুযুগ করে সুশোভন (খ)
৫-৫ পদাঙ্গুলে পাখুলী রতন।। (খ)

মুখচন্দ্র অনুপাম বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম
সিন্দূর-তিলক তিমিরারি।।
[১]অধর বিদ্রুমদ্যুতি তাম্বূল রঞ্জিত তথি[১]
নাসাতে মাণিক মনোহারী।।
পরি নানা আভরণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাঁচুলী-আচ্ছাদন।
মনে করি ভগবতী কাঁচলী-নির্ম্মাণে তথি
বিশ্বকর্ম্মে করিলা সোঙরণ।।
[২]সোঙরণে বিশাই আল্য দেবী তারে আদেশ দিল
কাঁচলি-নির্ম্মাণে দিল মন।[২]
[৩]রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।[৩]

বিশ্বকর্ম্মার দশাবতার-লিখন

বিশাই কাঁচলি লিখে ভারত পুরাণ দেখে
লিখে নানা পুরাণের সার।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান তুলি ধরে সাবধান
আগে [৪]লিখে দশ অবতার।।[৪]

১-১ নাভিদেশ যেন কূপ গতি অতি অপরূপ (দী)
২-২ বিশাই সাক্ষাতে আসি প্রণিপাত করে হাসি
কেন মাতা করিলে স্মরন।। (খ)
৩-৩ শুন পুত্র মোর বানি কাঁচলি নির্ম্মাহ জানি
বিরেরে করিব বিড়ম্বন।। (খ)
৪-৪ লিখে নিরঞ্জন অবতার।। (দী)
আগে লিখে কৃষ্ণ অবতার।। (খ)

প্রলয়-সাগরে লীন প্রথমে লিখিল মীন
বেদ-উদ্ধারণ-অবতার।
[১]ধরিয়া রোহিত-লীলা[১] জলচর-মধ্যে খেলা
কৈল [২]সত্য বেদের[২] উদ্ধার।।
লিখে কূর্ম্ম অবতার পীঠে ফিরে গিরি যার
পীঠ কৈল লক্ষেক যোজনে।
নিজ বলে পীঠে করি ধরিলা মন্দার গিরি
সুধা হেতু জলধি-মন্থনে।।
লিখিল বরাহমূর্ত্তি উদ্ধার করিল ক্ষিতি
প্রবেশিয়া পাতাল ভিতরে।
আদি দানবেরে মারি [৩]দশনে ধরণী ধরি[৩]
আরোপিলা জলের উপরে।।
লিখিল নৃসিংহ-তনু [৪]অভিন প্রচন্ড ভানু[৪]
ফটিকের স্তম্ভে অবতার।
হিরণ্যকশিপু-বুকে বিদারণ কৈল নখে
[৫]প্রহ্লাদের করিল উদ্ধার।।[৫]
লিখিল বামন-মুর্ত্তি ভুবন-পাবন-কীর্ত্তি
অসুর-কুলের হৈলা কাল।
হইয়া ভুবন-স্বামী মাগিয়া ত্রিপদ ভূমি
দৈত্যরাজে লইল পাতাল।।

১-১ ধরিঞা য়সেস লিলা (গ)
২-২ সত্য ব্রতের (গ ও দী)
৩-৩ ধরণী উদ্ধার করি (খ)
৪-৪ অভিনব চন্দ্র ভানু (খ ও দী)
৫-৫ নিজ ভাসে খণ্ডে অন্ধকার।। (খ)
লিখে চতুর্দ্দশের আকার।। (দী)
তেজে দূর কৈল অন্ধকার।। (বঙ্গ)

ক্ষত্রিয় কুলের যমে লিখিল পরশুরামে
ক্ষত্রিয় দলন যার বাণে।
বার একবিংশতি নিঃক্ষত্রিয় কৈলা ক্ষিতি
দান কৈল মরীচি-নন্দনে।।
[১]লিখে দূর্ব্বাদল-শ্যাম জানকী-সহিত রাম
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ।[১]
[২]জায়ার উদ্ধার-হেতু সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু
ভুজবলে বধিল রাবণ।।[২]
[৩]রূপে অভিনব কাম হলধর বলরাম[৩]
[৪]প্রলম্ব-ধেনুক-বিনাশন।[৪]
মুষ্টিক মারিয়া বীর হলাগ্রে-যমুনা-নীর
প্রবেশ করিলা বৃন্দাবন।।
ধরিয়া পাষন্ড-মত [৫]নিন্দা করে বেদ-পথ[৫]
বৌদ্ধরূপী লিখে ভগবান।
দেখিয়া কলির শেষ হৈলা প্রভু কল্কি-বেশ
তাহা লিখে হয়ে সাবধান।।

১-১ অষ্টাদশে ঘনশ্যাম সঙ্গে সিতা লিখে রাম
শিরে ছত্র ধরাণ লক্ষণ। (দী)

২-২ জাইয়া হরণের কাম সেতু বান্ধি প্রভু রাম
দুষ্ট মারি সিতা উদ্ধারণ।। (দী)

৩-৩ রূপে গুণে অনুপাম হলধরী লিখি রাম (দী)

৪-৪ ক্ষেত্রিয় দহন জার বলে। (গ)

৫-৫ অতিশয় নীচ পথ (ক)
নিন্দা করে দেব-পথ (বঙ্গ)

হরিতে অবনী-ভার যদুকুলে অবতার
মধ্যে লেখে যশোদা-নন্দন।
অতি শিশুকালে রঙ্গ করিলা শকট-ভঙ্গ
পুতনার করিলা নিধন।।
হয়্যা গিরিসম ভারী তৃণাবর্ত্ত বীরে মারি
বিশ্বরূপ দেখাল্য বদনে।
যশোদা-নন্দন রঙ্গে যমল-অর্জ্জুন ভাঙ্গে
বকাসুরে করিলা বিনাশনে।।
লিখিল যমুনা হ্রদে কালি-মাথে দিয়া পদে
তান্ডব করেন বনমালী।
গোপগণে করে বল বনমধ্যে দাবানল
পান কৈলা করিয়া অঞ্জলি।।
ইন্দ্রমখ-ভঙ্গকারী লিখে গোবর্দ্ধনধারী
গোকুলের করিল রক্ষণ।
ইন্দ্রের পরম গর্ব্ব আপনি করিয়া খর্ব্ব
নিবারিল ঝড় বরিষণ।।
লিখিল পরম ধন্যা রাধা আদি গোপকন্যা
লিখে বৃন্দা-বিপিনবিহারী।
যতেক গোপের নারী সবাকার মনোহারী
নানা ছান্দে লিখিল মুরারি।।

• অতিরিক্ত —
লিখে বৎস রূপধারী বৎস্যকে য়মুরে মারি
আঘাসুর কৈলা বিনাসন।
বৎস্য সিমুগণ নিয়া ব্রহ্মারে করিল মায়া
হৈলা প্রভু বৎস্য শিশুগণ।। (খ)

আসিয়া মথুরাপুরী কুবলয় গজে মারি
রঙ্গেতে চাণুর-বিনাশন।
ভোজরাজ-অবতংসে মঞ্চ হইতে পাড়ি কংসে
কৃষ্ণ তার করিল নিধন।।
জনক জননী লোক সবার হরিল শোক
মথুরার করিল পালন।
*
কাঁচলি-নির্ম্মান হৈল অঙ্গেতে অভয়া দিল
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

বিশ্বকর্ম্মার অন্যান্য বিবিধ লিখন

ডানিভাগে বিশ্বকর্ম্মা লিখে মুনিগণ।
কপালে [১]চন্দন-ফোঁটা[১] লোহিত বসন।।
দেবঋষি-শ্রেষ্ঠ লিখে সনৎকুমার।
নীললোহিত লিখে অনুজ তাহার।।
দীঘল ধরল দাড়ি তপ-জপ-শীল।
পিতাপুত্র দুই জন কর্দ্দম কপিল।।
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ ভৃগু মুনিগণ।
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা [২]অত্রি[২] ব্যাস তপোধন।।

---

* অতিরিক্ত —
পাতালের নাগগণে লিখে হৈআ সাবধানে
নানা ছন্দে লিখিল তখন।
মধ্যে বিন্দাবন লিখি রাধা আদি জত সখি
রাস ক্রিড়া করিল লিখন।। (খ)

১-১ চড়ক ফোঁটা (ক)
২-২ আদি (খ)

[১]পুলস্ত্য কশ্যপ কর্ণ পুলহ অসিত।[১]
নারদ পর্ব্বত ধৌম্য শঙ্খ লিখিত।।
দণ্ড-কমণ্ডলু-জটা-শোভিত বিচিত্র।
বামদেব [২]জমদগ্নি[২] লিখে বিশ্বামিত্র।।
লিখিল চ্যবন শৃঙ্গ মুনি মহাশয়।
পরাশর লিখে ব্যাস যাহার তনয়।।
বাহ্লিক কৌশিক ভরদ্বাজ মহাগুণী।
শুকদেব তুম্বুরু যাজ্ঞবল্ক্য মহামুনি।।
*
তারপর বিশ্বকর্ম্মা লিখে খগগণে।
প্রথমে বিষ্ণুর মান পন্নগ-অশনে।।
উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরঙ্ক।
ভুজঙ্গ ধরিয়া খায় ধকুড়িয়া কঙ্ক।।
*
[৩]খেনে উঠে খেনে পড়ে খঞ্জনী-খঞ্জন।[৩]
চাতক-চাতকী জল মাগে অনুক্ষণ।।
চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।
যুগ্ম শারী-শুয়া লিখে গাঙ-চিল বক।।

১-১ পৌলস্ত পুলহ ক্রতু কস্যপ অসিত। (খ)

২-২ রাম অগ্নি (খ)

* অতিরিক্ত —
 সুভদ্রা বলাই সাথে লিখে জগন্নাথ।
 গঙ্গা প্রয়াগ লিখে দ্বারিকা হস্তিনাথ।। (খ)

* অতিরিক্ত —
 সারঙ্গ সারঙ্গি হংস লিখে চক্রবাক।
 দৈবকি বিহঙ্গম লেখে সেতকাক। (খ)

৩-৩ উড়িয়া কমলে বৈসে খঞ্জনি খঞ্জন। (খ এবং বঙ্গ)

ডাহুক ভাটাই টিয়া লিখিল কোকিল।
গুর্গুর ভারই লিখে আর গোদা চিল।।
জটায়ু সম্পাতি লিখে গরুড়ের বংশ।
টাকসোনা সারস লিখিল রাজহংস।।
[১]ময়ুর-ময়ুরী লিখে চন্দ্র ধরে পুচ্ছে।
কাক আদি করি লিখে যত পক্ষী আছে।।[১]
বন-পশু লিখে বিশাই হৈয়া সাবধান।
তুলারু ঘোড়ারু কৃষ্ণসার ঢোলকান।।
কেশরী শার্দ্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ।
একে একে লিখিল প্রধান কপিগণ।।
অঙ্গদ সুগ্রীব নল নীল হনুমান।
[২]পনস কুমুদ বালী আর জাম্বুবান।।[২]
চামরী মহিষ লিখে বিষাণ বিশাল।
শশক শল্লকী আর নকুল শিয়াল।।
জলচর মকর লিখিল সাবধানে।
চারিপাশে নানা চিত্র করিল নির্ম্মাণে।।
লিখিল কালিয় হ্রদে ভুজঙ্গমগণ।
[৩]গরল-শেখর কালী লেখে ততক্ষণ।।[৩]
নয় বোড়া লিখিল আর ষোল চিতি।
পাতালে বাসুকি লিখে শেষ নাগপতি।।
কাঁচলির মধ্যভাগে লিখে বৃন্দাবন।
তার মধ্যে দোলপিঁড়ি কদম্বকানন।।

১-১ জলচর লিখে চকর চোকরি। পেখম ধরিআ নাচে মোউর মোউরি।। (খ)

২-২ ভল্লুক লিখিল দেবরূপি জম্বুবান।। (খ)

৩-৩ গোখুরা খরিস কেন্যা উভজার ফন।। (খ)

লিখিল আবর্ত্তশালী যমুনার তট।
তালের কানন লিখে ভাণ্ডীরক বট।।
অশোক কিংশুক শাল রসাল পিয়াল।
শিংশপা আসন ধব খেজুর তমাল।।
অশ্বথ পাকুড় জাম পিপলি পনস।
টগর তুলসী দোনা রঙ্গণ বেতস।।
মল্লিকা চম্পক পারিজাত কুরুবক।
নিহালী বান্ধলী করবী কুরুন্টক।।
কেতকী ধাতকা আর লিখে নাগেশ্বর।
জাতী যূথি পুষ্প লেখে গন্ধে মনোহর।।
বিচিত্র কাঁচুলী বিশাই দিল চণ্ডিকারে।
আশীর্ব্বাদ পাইয়া বিশাই গেলা নিজ ঘরে।।
[১]কাঁচলী পরিয়া মাতা বসিলা দুয়ারে।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান ফুল্লরা আল্য ঘরে।।[১]

চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ

সখী-গৃহে ক্ষুদ সের করিয়া উধার।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা চলে কুড়্যার দুয়ার।।
বাম বাহু স্ফুরে তার নাচে বাম আঁখি।
কুড়্যার দুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমুখী।।
প্রণাম করিয়া তারে করেন জিজ্ঞাসা।
কোন জাতি কার কন্যা কহ সত্য ভাষা।।

১-১ শ্রীকবিকঙ্কন গান কাঁচলি লিখিত।
চারিসাতে লিখিল আঠাইস পদ গিত।। (খ)

[১]হাস্যমুখী[১] অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস
ফুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস।।
ইলাব্রত দেশে ঘর জাতি গো ব্রাহ্মণী।
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।।
বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।
সাত সতা গৃহে মোর বিষম জঞ্জাল।।
[২]তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি।
এই স্থানে কতক দিন করিব বসতি।।[২]
হেন বাক্য হইল যদি অভয়ার তুণ্ডে।
[৩]আকাশ[৩] ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে।।
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
দূরে গেল ক্ষুধা-তৃষা রন্ধনের ত্বরা।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

চণ্ডীকে ফুল্লরার প্রশ্ন

এ নব যৌবনে ছাড়িয়া ভবনে
কেনে আইলে পরবাস।
শুন গো সুন্দরি কেনে একেশ্বরী
ভ্রমিতে না বাস ত্রাস।।

১-১ হাস্যরসে (গ)
২-২ সখি হইয়া জদি রামা দেহ য়নুমতি।
একত্রে কথোক দিন করিএ বসতি।। (গ)
৩-৩ পর্ব্বত (ক)

*

জিনি নীলগিরি তোমার কবরী
মণ্ডিত মল্লিকা-মালে।
[১]বিধি কৃতূহলী সুস্থির বিজুলি[১]
[২]প্রকাশিল কেশজালে।।[২]
কপোল-মণ্ডল চঞ্চল কুণ্ডল
বদন-বিধুমণ্ডলে।
তব রূপ-সীমা কি দিব উপমা
নাহি তিনলোক-তলে।।
কপালে সিন্দূর তম করে দূর
যেন প্রভাতের ভানু।
[৩]চন্দনের বিন্দু কিবা তাহে ইন্দু
হৈলা কলঙ্কতনু।।[৩]

---

* অতিরিক্ত —

বড় সন্দেহ লাগয়ে মনে।
তুমি রূপবতি ছাড়িয়া সুকৃতি
আমার মন্দিরে কেনে।।
চম্পক মুকুল জিনি পাদাঙ্গুল
তাহাতে পাশুলি সাজে।
রাতা উৎপল জিনি পদতল
রতনমঞ্জির বাজে।।
যুত হেমমণি সুনাদ কিঙ্কিনী
চারু কটিদেশে শোহে।
দিব্য নিরিমাণ বস্ত্র পরিধান
হেরিতে অখিল মোহে।। (দী)

১-১ বিধু-দন্তশোভা সৌদামিনী কিবা (ক)
২-২ অলকা সুচারু লোলে।। (দী)
৩-৩ চন্দনের বিন্দু তথি সোভে ইন্দু
দুই অলখিত তনু।। (গ)

ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখগন্ধে
কতশত ধায় অলি।
তোর মুখশশী মৃদুমন্দ হাসি
সঘনে পড়ে বিজুলি।।
জিনি গজমতি তোর দন্তপাঁতি
হাসিতে বিজুলী খেলে।
পক্ক-বিম্ববর জিনিয়া অধর
নাসাতে মাণিক দোলে।।
হেমলতা তনু তোর ভুরু-ধনু
অপাঙ্গ মদন-তুণে।
কজ্জল গরল [1]বিশিখ প্রবল[1]
ধরসি কিবা কারণে।।
শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম
[2]আর কত রত্ন তায়।[2]
বক্ষের কাঁচুলী করে ঝিলিমিলি
শোভিছে অঙ্গ-ছটায়।।
[3]বহুরত্না দেখি[3] হেন মনে লখি
উর্ব্বশী আল্য আপনি।
কিবা আল্য রমা রম্ভা তিলোত্তমা
সাবিত্রী কিবা ইন্দ্রাণী।।

১-১ বাসুকি প্রবল (খ)
বিষাইতে প্রবল (ক)
২-২ তাড় মরকত কায়। (ক)
তার মরকত কায়। (দী)
রত্নময় কত তায়। (খ)
৩-৩ করে সন্ধ দেখি (খ এবং বঙ্গ)

জিনি মৃগরাজ তোর ক্ষীণ মাঝ
হেলয়ে বসন্তবায়।
ওরূপ-মাধুরী তোর কুচগিরি
ভারে পাছে ভাঙ্গি যায়।।
নাহি লখি তোমা কার বোলে রামা
কি হেতু ছাড়িলে পতি।
[১]কিসের কারণ একাকী ভ্রমণ
কেন কৈলে হেন মতি।।[১]
শ্বাশুড়ী ননদ কিবা কৈল মন্দ
স্বরূপে বল না বাণী।
তোর বিরহ-জ্বরে স্বামী যদি মরে
কোন ঘাটে খাবে পানি।।
ফুল্লরার বাণী [২]শুনিয়া আপনি[২]
উত্তর দিলা পার্ব্বতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত বিরচন
বদনে যার ভারতী।।

১-১ সত্য কহ মোরে কে আনিল তোরে
ঔষধে ছাড়িয়া বসতি।। (খ)
সত্য কহ মোরে কে য়ানীলা তোরে
ঔষধে করি বিছাতি।। (দী)

২-২ সুনী অনুমানী (দী)

চণ্ডীর পরিচয়-দান

*

কি আর জিজ্ঞাস কর আইনু তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন '১তুষিব বীরের মন১'
আজি হৈতে পাবে বড় সুখ।।

---

* অতিরিক্ত —
কি আর জিজ্ঞাস জাতি ব্রাহ্মণ কুলেতে স্থিতি
ঘর মোর কাঞ্চননগরে।
মনে না করিহ ব্যথা বিবাহ দিলেন পিতা
সাত জনা সতীনের ঘরে।। (ক)
ব্রাহ্মণ কুলের স্থিতি নাম মোর পার্ব্বতি
ঘর মোর কাঞ্চননগরে।
হিমালয় মাতা পিতা কারে কব দুঃখ কথা
বিভা দিল সতীনের ঘরে।।
প্রভুর সম্পদ বড় . সাত সতিন জড়
য়নুখন দন্দ কন্দল।
মোর বড় য়ভাগ্য প্রভু মোর খাইল নাগ্য
য়াচম্বিতে হৈলা পাগল।।
বিভুতি মাখেন গায় ঝিমি ঝিমি চায়
ভাগ্যে য়াছে পরি বাঘছাল।
বাজান ডম্বুর সিঙ্গ ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ
গলাএ পরেন হাড়মাল।।
সবে তারে বলে কাময়রি।
সাত সতিনে মারে বুঝিয়া না সাস্তি করে
সাত সতা প্রাণের বউরি।।

১-১ বাড়াব বীরের ধন (খ)

এতক্ষণে পরিচয় করি।

[১]আমার করম দুষী[১] বসি গুপ্ত বারাণসী

স্বামী মোর জনমভিখারী।।

[২]কি কব দুঃখের কথা[২] গঙ্গা নামে মোর সতা

স্বামী তারে বন্দয়ে মস্তকে।

বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাহি চায়

ভবন তেজিনু এই পাকে।।

গঙ্গা বড় [৩]সোহাগলী[৩] সদাই পাড়য়ে গালি

স্বামীর সোহাগ-দরপে।

[৪]দেখিয়া পতির দোষ উঠিল পরম রোষ[৪]

লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে।।

যে ঘরে সতিনি রহে কামানলে প্রাণ দহে

যেমন লাগএ বিসজালা।

বিধি মোরে ভেল বাম করিল দারুন কাম

বনবাসি হইলাম য়বলা।।

এবে বিধি হৈল সখা বির সঙ্গে পথে দেখা

জত্ন করি য়ানিল য়ামারে।

সুন লো ব্যাধের ঝি তুমারে বুজাব কি

এবে য়ামি জাব কোথাকারে।। (গ)

১-১ আমি সে জনম দুখি (খ)

হইলাম কুলনাসি (গ)

২-২ সুন সঞ্জয়ের সুতা (দী)

৩-৩ আয়াঞ্জলী (খ)

আঞ্জীয়লী (দী)

মায়াঞ্জলি (গ)

৪-৪ কেবল তাহার দোসে নানাস্থানে ভ্রমি রোসে (দী)

[1]বিষকণ্ঠ মোর স্বামী সহিতে না পারি আমি
পঞ্চমুখে মোরে দেয় গালি।[1]
একে সতীনের জ্বালা কত সহে অবলা
পরিতাপে হয়্যা গেনু কালী।।
[2]সতীনের সম্মান দেখি বাড়ে অভিমান
লোক-লাজে নাহি মেলি আঁখি।[2]
দেখিয়া দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা
পিতৃকুলে হইলাম বিমুখী।।
খাও পর যত তুমি সকল যোগাব আমি
মোরে তুমি না বাসিহ ভিন্।
সমরে কানন-ভাগে থাকিব বীরের আগে
আজি হৈতে সম্পদের চিন্।।৮
[3]শতেক[3] রাজার ধন অঙ্গে মোর আভরণ
ভুবন কিনিতে পারি ধনে।
[4]সম্পদ অনেক দিব ভকতি কেবল নিব[4]
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।।

১-১ দারুন কম্মের গতি উগ্র আমার পতি
পাঁচ মুখে পাড়ে মোরে গালি। (খ)
২-২ সতিনের য়সম্মান হএ বড় কম্পবান
য়ভিলাসে নাহি মিলি য়াখি। (গ)
সতিনের সম্মান দেখি আমি কম্পবান
অভিমানে নাহি মেলি আখি। (খ)
৩-৩ কতেক (দী)
৪-৪ সম্পদ বিস্তর দিব ভকতি কেবল সব (দী)

চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ

তোরে আমি বলি ভাল স্বামীর বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় [১]সুখ[১]।
শুনলো বিবুঢ়মতি যদি ছাড় নিজ পতি
[২]কেমনে চাহিবে লোকমুখ।।[২]
স্বামী বনিতার পতি [৩]স্বামী বনিতার গতি[৩]
স্বামী বনিতার সে [৪]বিধাতা[৪]।
স্বামী যে পরমধন স্বামী বিনে অন্য জন
কেহ নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা।।
সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।
[৫]শুন গো শুন গো সই হিত উপদেশ কই
ইতিহাস কর অবগতি।।[৫]
রাবণে বধিয়া রাম সীতারে আনিয়া ধাম
করাইল পরীক্ষা দহনে।
লোক-বাদ খণ্ডিবারে বনবাস দিলা তারে
[৬]আদেশিয়া সুমিত্রানন্দনে।।[৬]

১-১ সুখ (গ এবং বঙ্গ)
২-২ কেমনে দেখাবে লোকে মুখ।। (খ)
৩-৩ স্বামী বিনে নাহি গতি (খ)
৪-৪ দেবতা (গ)
৫-৫ পণ্ডীতের মুখে যত সুন্যাছি পুরাণ মত
ইতিহাসে কর অবগতি।। (দী)
৬-৬ সঙ্গে গেলা জানকি লক্ষ্মণ।। (গ)

পঞ্চমাস গর্ভকালে সাধ খাওয়াবার ছলে
লয়্যা গেল লক্ষ্মণ কাননে।
শুন গো দারুণ কথা কাননে এড়িয়া সীতা
আল্যা বীর আপন ভবনে।।
ভৃগু নামে মহামুনি সকল পুরাণে জানি
ব্রহ্মার কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার সুত ভুবনের সার
ক্ষত্রকুল-বিনাশ-কারণ।।
রেণুকার দেখি দোষ উঠিল পরম রোষ
সুতে আজ্ঞা দিল মহামুনি।
শুনিয়া বাপের কথা কাটিল মায়ের মাথা
ত্রিভুবনে কৈল্য ধন্যি ধন্যি।।
(তোরে) দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা-সমান ভাতি
কোপ কর নিচের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ কেন আল্যা পরবাস
আপনার কি সাধিলে মান।।
সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি তেজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি।। *

---

* অতিরিক্ত —

কৌশল্যা রামের মাতা কৈকয়ী তাহার সতা
দুহাঁর কোন্দলে সর্ব্বনাশ।
না গণিয়া হিতাহিত কৈল সেই অনুচিত
রামচন্দ্র গেলা বনবাস।। (বঙ্গ)

অধম অবলা জাতি যদি থাকে এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিত।
[১]ছল ধরে বন্ধুজন লোকে করে গঞ্জন
অবিচারে কৈলে অনুচিত।।[১]
ফুল্লরার কথা শুনি ভগবতী মনে গুণি
উত্তর না দেয় মহামায়া।
পুন ব্যাধ-নিতম্বিনী নিবেদয়ে যাড় পাণি
কর চণ্ডি রঘুনাথে দয়া।।

ফুল্লরার পুনর্ব্বার উপদেশ

যুড়িয়া উভয় পাণি বলে ব্যাধ-নিতম্বিনী
শুন রামা দ্বিজের বনিতা।
[২]কুবুদ্ধি লাগিল তোকে[২] ঠেকিলি বিষম পাকে
[৩]কি কারণে আইলে তুমি হেথা।।[৩]

কুলবতি জেই হয় রোস করি ঘরে রয়
অভিমানে থাকে উপশীত।
বন্ধজন আশী ঘরে উচিত বিচার করে
স্বামী হয় আপনে লজ্জিত।। (দী)

১-১ প্রভাত হৈলে নিসা লোকে গাইব য়ভূসা
কেনে হেন কৈলে য়নুচিত।। (গ)

২-২ সরূপে কহি গো তোকে (গ)

৩-৩ একাকিনি কি কারণে হেতা।। (গ)

অতি পীন পয়োধর গুরুয়া নিতম্ব-ভর
তোর রূপে উজ্জ্বল কুটীর।
নৌতুন যৌবনরাশি কিবা প্রিয়া পরবাসী
তেঞি ঘরে নাহি বাস স্থির।।
[১]ভারত-পুরাণ-ক্রমে[১] শুনেছি [২]পণ্ডিত-ধামে[২]
অবনীতে দারা বেদবতী।
জানিলে জানিতে পার [৩]বলিলে বচন ধর[৩]
যেরূপে পালিল স্বামী সতী।।
মাণ্ডব্য নামেতে মুনি সকল পুরাণে শুনি
শুন তার দৈবের লিখন।
শিশুকালে কুতূহলী পতঙ্গেরে দিয়া শূলী
ব্যোমপথে করাল্য গমন।।
মুনির দৈবের পাকে অধিপতি সেই লোকে
আচম্বিতে হারাইল হয়।
ঘোড়া-চোরা পেয়্যা ত্রাস অশ্ব বান্ধি মুনি-পাশ
পালাইল পাইয়া প্রাণে ভয়।।
[৪]ঘোড়া খুঁজিবারে ধাই পাইল মুনির ঠাঁই
বান্ধিয়া আনিল হাতে-গলে।[৪]
[৫]নৃপাজ্ঞায় নিশাপতি[৫] মুনিরে লইয়া তথি
আরোহণ করাল্য ত্রিশূলে।।

১-১ ভারত-বিধান ক্রমে (বঙ্গ)
২-২ নিপের ধামে (গ)
৩-৩ ঝিবা বলিতে পার (ক)
জানিবা জানিতে নার (বঙ্গ)
৪-৪ রাজ আজ্ঞা লোক লক্ষ পৃথিবি করিল পক্ষ
আনি মুনি ধরি হেন কালে। (গ)
৫-৫ আজ্ঞা দিল মহিপতি (গ)

বেদবতী নামে দারা পতি যার [১]শতশিরা[১]
অবিরাম শরীর গলিত।
[২]পতিব্রতা হয় যেবা[২] তেন মতি করে সেবা
স্বামীর পালন করে নিত।।
একদিন বেদবতী কান্দে করি নিজ পতি
গঙ্গাস্নান করিবারে যায়।
গঙ্গার ওকূল-ধারে অঙ্গ মার্জ্জন করে
বারবধূ দেখিবারে পায়।।
দৈবযোগে এক দিনে দেখাদেখি দুই জনে
[৩]হাস্যরসে দুজনে কথনে।[৩]
বেদবতী বলে বাণী [৪]হর্ষ বার নিতম্বিনী[৪]
ভাগ্য করি সে মানিল মনে।।
মুনি বলে শুন সতি যদি বা ভুঞ্জাহ রতি
বারবধূ লক্ষহীরা সনে।
সতী নিতি দারীঘরে অঙ্গ মার্জ্জন করে
বেশ্যা বিস্ময় ভাবে মনে।।
[৫]মানিল মানসপূর্ণ নিজাগারে যায় তূর্ণ
কান্ধে করি স্বামী লয়্যা যায়।[৫]
ত্রিশূলে মাণ্ডব্য মুনি তমো ঘোরে নাহি জানি
মাথা ঠেকে সে মুনির পায়।।

১-১ বেদশিরা (ক)
২-২ সতি নিতি হয় যেবা (ক)
৩-৩ দেখাদেখি হৈল সেইখানে। (ক)
দেখাদেখি দুহার নয়নে। (গ)
৪-৪ বেশ্যা বিস্ময় গুণি (বঙ্গ) করুণ বচন জানি (গ)
৫-৫ মনের মানস পূর্ণ নিজাগারে আস্যা পুন
কান্দে সতি পতি লএগ্র জায়। (গ)

ধ্যানযোগে হরি-সঙ্গ যে মোর করিল ভঙ্গ

দেবতা অসুর কিবা নর।

যদি হয় দেবঋষি মরিবেক গেলে নিশি

বাগ্‌বজ্র দিল মুনিবর।।

শুনি বলে বেদবতী আমি যদি হই সতী

এ যামিনী না পোহাবে আর।

মুনি-সতী-বিসম্বাদ হৈল বড় পরমাদ

অলঙ্ঘ্য বচন দোঁহাকার।।

পতির পুরিতে আশ বার-বনিতার পাশ

পতিব্রতা লয়্যা যায় স্বামী।

[১]না কৈল পরশ তায় হইলা অব্যাধি-কায়

নিজাগারে আইলা মহামুনি।।[১]

অনিবার বিভাবরী যথা বেদবতী নারী

সেবে দেবে যুড়ি দুই কর।

সতীর আদেশ ধরি উঠিলা তিমির-অরি

মরে মুনি জিয়াল অমর।।

দেখ পতিব্রতা-ধর্ম্ম [২]পরপতি পানে মর্ম্ম[২]

আপন দুকুল কৈলে নাশ।

ভালে ভালে গৃহে লড় ভুলিয়া ভবন ছাড়

[৩]পতি লয়্যা কর গিয়া বাস।।[৩]

১-১ দেখিয়াত ব্যাধি কায় বেশ্যা না পরশে তায়

আইলা মুনি না পোহায় যামী।। (বঙ্গ)

২-২ পরপতি সনে কম্ম (গ)

৩-৩ ভারি হয়্যা থাক গিয়া বাসে।। (ক)

হীন হয়্যা হেন ভাষে শুনি হৈমবতী হাসে
শুনিয়া হরিষ হইলা মনে।
মকুন্দ বলেন বাণী কৃপা করি ঠাকুরাণী
চিরদিন রাখিহ চরণে।।

অতিরিক্ত —

শুন শুন ঠাকুরাণী কহি আমি হিতবাণী
ইতিহাসে কর অবধান।
ভারত বিধান-ক্রমে শুনেছি পণ্ডিত-ধামে
সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান।।
মদ্র-দেশ-নরপতি নাম তার অশ্বপতি
অপুত্রক সেই নৃপবর।
পুত্র জনমের হেতু দ্বিজ আনি করে ক্রতু
অগ্নি তারে দিল কন্যাবর।।
কন্যা হৈল রূপবতী দেখি বলে নরপতি
মনে ভাবি করহ বরণে।
পিতা দিল অনুমতি অবিলম্বে রূপবতী
মনে বরি অইলা সত্যবানে।।
কন্যা আসি কহে বাণী হরষিত নৃপমণি
সেইকালে আইলা নারদ।
নারদ শুনিয়া কথা বলে রাজা পাও ব্যথা
সত্যবানের নিকট আপদ।।
সাবিত্রী শুনিল কথা বলেন শুনহ মাতা
যে হৌক সে হৌক মোর পতি।
আর না ভাবিহ আন তার পাছে মোর প্রাণ
ইথে তুমি কর অনুমতি।।

শুনি নরপতি কয় যে জন আমার হয়
কর সবে সেই আয়োজন।
রাজার বচন মাথে কার সব চলে সাথে
চলে রাণী কুতূহল মন।।
জনক-জননী কাছে যথা সত্যবান্ আছে
তথা রাজা দিল দরশন।
সত্যবানে আদেশিল সাবিত্রীকে সমর্পিল
পুন রাজা দেশেতে গমন।।
ভাবিয়া সাবিত্রী মনে দেব পূজে দিনে দিনে
স্বামীর পালন করে নিত।
শ্বাশুড়ী শ্বশুর অন্ধ দেখে বধুর প্রেমতরঙ্গ
দু'হে বুঝি হন হরষিত।।
সত্যবান্ চলে বনে সাবিত্রী ভাবিল মনে
যেবা কথা নারদ কহিল।
শ্বশুরে বিদায় হয় পতিব্রতা সঙ্গে ধায়
গহন কাননে রামা গেল।।
কুতূহলে দুই জনে ভ্রমিয়া গহন বনে
তরুমূলে বৈসে সত্যবান্।
ত্যজিল কুমার বোল কাল আসি দিল কোল
তারে বিধি করিল নিদান।।
সবে না করিয়া ভয় প্রণতি করিয়া কয়
তুমি দান দেহ মোর পতি।
আর যেবা চাহ বর দিব আমি যাও ঘর
পতি-কথা না কহিও সতি।।
শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী করিয়া যুগল পাণি
যদি বর দিবে মহাশয়।
শ্বশুর পাইবে দৃষ্টি লভিবে আপন সৃষ্টি
পিতৃকুলে শতেক তনয়।।

ফুল্লরার প্রতি চণ্ডী

ফুল্লরা সুন্দরি শুন ফুল্লরা সুন্দরি।
আইনু বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি।।
যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ ঘুচাইব।।
কুলের বহুরি আমি কুলের নন্দিনী।
আপনার ভালমন্দ আপনি সে জানি।।
মোর উপদেশে গো। তোর কিবা কাজ।
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ।।
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিয়াছে তোর স্বামী বান্ধি নিজগুণে।।

বর দিয়া ধর্ম্মরায় আপন ভবন যায়
অনুপতি যায় রূপবতী।
পুনরপি দেখি তারে কৃপা করি দিল বরে
যাও তুমি হবে পুণ্যবতী।।
জোড় হাথে কহে সতী তুমি লয়্যা যাও পতি
কেমতে হইবে পুত্র মোর।
বুঝি বলে ধর্ম্মরায় ক্ষমিল সকল দায়
পতির জীবন দিলুঁ তোর।।
সাধিল আপন কার্য্য পতি লয়্যা আইল রাজ্য
এই কথা শুনেছি পুরাণে।
তুমি অতি মূঢ়মতি ত্যজিয়া আপন পতি
একা ফির গহন কাননে।।
শুনিয়া এমত বাণী কহে মাতা নারায়ণী
না ছাড়িব তোমার ভবন।
অভয়া-চরণে চিত রচিয়া নৌতুন গীত
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।। (বঙ্গ)

*

হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়্যা বীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে।।
আইনু তোমার বাড়ী হিত করিবারে।
কতনা বিরূপ বাণী বল বারে বারে।।
মোরে এত জিজ্ঞাসায় তোর কিবা কাজ।
থাকিব দুজনে যদি না বাসহ লাজ।।
[১]এতেক বচন যদি বলিলা ভবানী।
না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের নন্দিনী।।[১]
বারমাসের দুঃখ রামা করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী।।
ভেরাণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।

---

* অতিরিক্ত —
সতেক রাজার ধন য়ঙ্গে য়ভরন।
একাকিনি য়রন্যে বেড়াই য়নুক্ষন।।
য়াস্যাস করিল বির সুন তার কথা।
কহিল তুমার দাসি আপন বনিতা।। (গ)

১-১ এমন সুনিল জদি য়ভয়ার তুণ্ডে।
য়াকাস ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে।। (গ)

[১]অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা।[১]
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।।
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন।।
বৈশাখ হৈল আগো মোরে বড় বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব্ব লোক নিরামিষ।।
[২]পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
খরতর পোড়ে অঙ্গ রবির কিরণ।।[২]
পসরা এড়িয়া জল খাত্যে যাত্যে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় [৩]আধা সারি[৩]।।
[৪]পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস।।[৪]
[৫]আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটয়ে সম্বল।।[৫]
মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ-কুড়া মিলে উদর না পূরে।।
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব কি দূষিব বাপ মায়।।

১-১ বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা। (খ এবং গ)
পুণ্যকর্ম্ম বৈশাখেতে খরতর খরা। (দী)

২-২ জইষ্টের রবির তাপে কেহ নহে স্থির।
তৃশাকুল হইগ নিকটে নাহি নীর।। (দী)

৩-৩ একশারী (গ এবং দী)

৪-৪ য়ন্য নাহি মিলে এই পাপ জষ্ঠী মাসে।
বেঙছির ফল খেঞা থাকি উপবাসে।। (গ)

৫-৫ ভুবন পুর্ণিত হৈল নবমেঘজল।
হেন কালে মৃগ মারে পাপ কর্ম্মফল।। (খ এবং দী)

শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।।
*
আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস-জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে করমের ফল।।
অভাগ্য মনে গুণি আভাগ্য মনে গুণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী।।
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
[১]নদনদী একাকার আটদিকে জল।।[১]
* *
ফিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার।।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
লঘুবৃষ্টি কুড়াতে সদাই বহে বান।।
[২]আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জনে জনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে।।[২]

---

* অতিরিক্ত —
চারি মাসে বস্ত্রখানি হইএ্যা গেল তৃণ্ডা।
পালটিতে নাহি মোর একখানি মুণ্ডা।। (গ)

১-১ সকলে দরিদ্র বীর সম্বলে বিরল।। (বঙ্গ)
সকলে দরিদ্র বীর সম্বলে নিষ্ফল। (খ)

* * অতিরিক্ত —
পসরা করিয়া সিরে ফিরে ঘরে ঘরে।
য়নলে পুড়এ অঙ্গ ভিতরে বাহিরে।। (গ)

২-২ আশ্বিনে অম্বিকা পূজা লোকের হরিসে।
সোল উপচারে পুজে ছাগ মহিসে।। (খ এবং গ)
আশ্বীনে অম্বিকা-পূজা করে যগজন।
মহীস ছাগল মেস করে নিজোজন।। (দী)

উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।।
[১]কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।[১]
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।
[২]করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।[২]
নিযোজিত কৈল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।
মাস মধ্যে [৩]মাইশর[৩] আপনি ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।
*
উদর ভরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তথি নিরমিল বিধি।।
* *
বড় দুঃখ মনে গুণি বড় দুঃখ মনে গুণি।
পুরাণ খোসলা গায় দিতে করে পানি।।
কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ।
বিপাক পাইল স্বামী বিধাতা বৈমুখ।।

১-১ ব্যাধের হরিণ মাংস কে নিব মন্দিরে। (গ)
২-২ তূলি পাটী কাছড় নাহি সিত নিবারণ।। (গ)
৩-৩ মার্ঘসিসু (গ)
* অতিরিক্ত —
কত দুঃখ শহে গায় কত দুঃখ শহে গায়।
নিরামিশ্য করে লোক মাংশ না বিকায়।। (দী)
* * অতিরিক্ত —
দুস্ক্ব সুন ঠাকুরানি দুস্ক্ব সুন ঠাকুরানি।
ফুল্লরা সমান য়ার নাহি য়ভাগিনি।। (গ)

পৌষে সকল ভোগ সুখী সর্ব্বজন।
[১]তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।।[১]
তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।
[২]হরিণী বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।[২]
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা।।
বৃথা বনিতা-জনম বৃথা বনিতা-জনম।
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।
[৩]মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটী।[৩]
আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আক্ষটী।।
ফুল্লরার কত আছে কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।।
*
শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন সুখে মোর সাথে হইবে ব্যাধিনী।।
সহজে শীতল ঋতু ফাগুন যে মাসে।
পোড়ায়ে রমণীগণ বসন্ত-বাতাসে।।

১-১ সর্ব্বজন কৈল সিতনিবারন বসন।। (গ)

২-২ পড়সি প্রসাদ কৈল পুরান মেখলা। (গ)

৩-৩ মাঘে কুজ্ঝটিকা প্রভু মৃগয়াতে জায়।
আন্ধারে লুকায় মৃগ দেখিতে না পায়।। (দী)

* অতিরিক্ত —
দুস্কে কর য়বগতি দুস্কে কর য়বগতি।
জনম য়বধি য়ামি ক্লেসে করি মতি।। (গ)

[১]মধুমাসে মলয়-মারুত বহে মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।।[১]
বনিতা-পুরুষ যত পীড়য়ে মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পুড়ে উদর-দহনে।
দারুণ দৈব-দোষে গো দারুণ দৈব-দোষে।
একত্র শয়নে স্বামী যেন ষোল ক্রোশে।।
[২]অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
চালুসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা।।[২]
ফুল্লরার কত আছে করমের ফল।
মাটিয়া পাথরা বিনে অন্য নাহি স্থল।।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।।
[৩]ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আশ্বাস করিয়া তারে বলেন ভারতী।।[৩]
আজি হইতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ।।

১-১ মলয় পবন মধুপান নানা ফুল।
হরশীতে মধুপান করে অলিকুল।। (দী)

২-২ ফলেগুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা।
খুদ সেরে বান্ধা দিল মাটীয়া পাথরা।। (দী)

৩-৩ ফুল্লরার দুঃখ কথা সুনি নারায়নি।
হেট মাথা করি কিছু কহিছেন বানি।। (গ)

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরা

[১]কান্দিতে কান্দিতে রামা গোলা হাট চলে।
তিতিল সকল অঙ্গ লোচনের জলে।।[১]
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী।
নয়নের কজ্জলে মলিন মুখ-শশী।।
[২]হা-কান্দ কান্দনে কান্দে চক্ষে বহে নীর।
সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর।।[২]
শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ করি চক্ষু কৈলি রাতা।।
সতা সতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
আজি হইতে ফুল্লরারে বিমুখ বিধাতা।।
*
কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলে মন।
[৩]যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ।।[৩]
* *

১-১ কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন।
দুই চক্ষে পড়ে জল ধারার শ্রাবণ।। (খ)
২-২ গদ গদ বচন রাঙ্গা চক্ষে বহে নির।
সবিনয় জিজ্ঞাসা করেন মহাবির।। (গ)
* অতিরিক্ত —
আজি হৈতে বিধাতা তোমারে হৈল বাম।
তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈলা রাম।। (খ)
৩-৩ আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ।। (ক এবং খ)
* * অতিরিক্ত —
ইচ্ছীয়া পরের নারী মজ্জিলা রাবণ।
দ্রৌপদী হিংশীয়া কুরু কিচক নিধন।।
সতিতা নাশীয়া হরি হইলা পাশাণ।
আমি শে অবলা কি বুঝাব তোমা স্থান।। (দী)

পিপীড়ার পাকা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্ব্বশী।।
শিয়রে কলিঙ্গ-রাজা বড় দুরবার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার।।
এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বলে বাণী।
পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী।।
ব্যক্ত করি রামা মোর কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হইলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।।
[১]সত্য মিথ্যা বাক্যে ধর্ম্ম আপনে প্রমাণ।
তিন দিবসের চাঁদ দেখি বিদ্যমান।।[১]
কৃতাঞ্জলি ফুল্লরা করেন নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর রূপবর্ণনা

[২]শুন প্রভু আমার ভারতী।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা অতি বরতনু কন্যা
রতি-পতি জিনিয়া মুরতি।।[২]

১-১ সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী।
তিন দিবসের চাঁদ দুয়ারে বসি দেখি।। (ক এবং বঙ্গ)

২-২ য়হে বির বচনে করহ য়বগতি।
সুবর্ণবরন মুনি কিবা য়াইলা য়াপনি
বুঝিতে পারি না তার মতি।। (গ)

কুন্তলে কুসুম শোভে যট-পদ মধু-লোভে
সীমন্তে সিন্দুর দিবাকর।
নাস জিনি খগপতি স্মরধনু ভাঙ-ভাতি
[১]মুখচারু জিনি শশধর।।[১]
দশন দাড়িম্ববিচি [২]চমকে দামিনী-রুচি[২]
ওষ্ঠ জিনি পক্ক বিম্বফল।
সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বান্ধে
তথি বেড়ি মালতীর মাল।।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অনুমানে হেন লখি
[৩]কেশ জিমি নব জলধর।[৩]
সুচারু সে ক্ষীণ মাঝা জিনিয়া মৃগের রাজা
হেমকান্তি জিনি কলেবর।।
গজকুম্ভ পয়োধর [৪]কিবা হেম গিরিধর[৪]
বিচিত্র কাঁচলি শোভে তায়।
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে অতি সুললিত বাজে
রতন মঞ্জীর শোভে পায়।।
কর জিনি করি-কর নাসা-ভূষা মনোহর
ভুবনমোহন শঙ্খধারী।
[৫]বিশেষ কহিব কত নানা আভরণ যত
বুঝি আল্যা দেবী মহেশ্বরী।।[৫]

১-১ মুখ দেখি জেন সুধাকর।। (গ)

২-২ মুকুতা সদৃস রুচি (গ)

৩-৩ ভূরু নখ চাম সোহদর। (গ)

৪-৪ উপমা নাহিক তার (ক)

৫-৫ বিসেস বলিব কত বিচিত্র বসন জত
যাপনে যাইলে মাহেস্বরি।। (গ)

শুনি ফুল্লরার বাণী [১]সবিস্ময় বীরমণি[১]
বলে রামা কর অবধান।
আমি কিছু নাহি জানি কেবল গোধিকা আনি
রাখিয়াছি চাপিয়া পাষাণ।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ

শুন শুন বীরবর নষ্ট কৈলে গারী-ঘর
পরের রমণী ঘরে আনি।
ইবে তোমায় দেখি আন [২]ধর্ম্মে নাহি অবধান[২]
ইতিহাসে শুন মোর বাণী।।
কাননে আছিল রাম দেখি অতি [৩]অনুপাম[৩]
রাক্ষসী আইলা সন্নিধান।
মনে অনুমান করে কেমনে জানকী মরে
তবে রামে করি আত্মদান।।
[৪]মনে রাম জানি তারে আদেশিল লক্ষ্মণেরে
নাসা-শ্রুতি কাটিতে তাহার।[৪]
[৫]পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে প্রবেশে লঙ্কার গড়ে[৫]
সুগোচর করিল রাজার।।

১-১ মহাবির মনে গুনি (গ)
২-২ ধর্ম্মে তার নাহি গ্যান (গ)
৩-৩ নব কাম (গ)
৪-৪ জানি রাম তার মন য়াদেসিল লক্ষন
নাসা শ্রুতি কাটিল তাহার। (গ)
৫-৫ রিপরিত বর করে প্রবেসে রাজার পুরে (গ)

শূর্পণখার শুনি কথা হৃদয়ে [১]লাগিল ব্যথা[১]
মারীচেরে করিয়া সহায়।
আছে রাম বীরাসনে নিশাচর দশাননে
উপনীত হইল তথায়।।
[২]সুবর্ণ মৃগের বেশে[২] আইল রামের পাশে
দেখি সুখী হইলা জানকী।
[৩]রামেরে বলেন বাণী দেহ হেম-মৃগ আনি
রাম গেল লক্ষ্মণেরে রাখি।।[৩]
হাতে লয়্যা গাণ্ডী-বাণ ধরিবারে যান রাম
মারিচ ধাইল বেগবানে।
[৪]অনুপদী হৈয়া তারে রঘুপতি বাণ এড়ে[৪]
পড়ে বীর ডাকিয়া লক্ষ্মণে।।
বিপরীত শব্দ শুনি কহে সীতা কটুবাণী
লক্ষ্মণ চলিলা অন্বেষণে।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি রাক্ষসের অধিকারী
ভিক্ষা মাগে [৫]সীতা-সন্নিধানে[৫]।।
শূন্য নিকেতন দেখি হরি সীতা চন্দ্রমুখী
সাথে লয়্যা যায় দিব্য যানে।
সমরে জটায়ু মারি রাক্ষসের অধিকারী
রাখে সীতা অশোক কাননে।।

১-১ ভাবিয়া তথা (ক)

২-২ কনক হরিন বেসে (গ)

৩-৩ জনকদুহিতা সিতা সুনিয়া তাহার কথা
রঘুবির লক্ষনেরে রাখি।। (গ)

৪-৪ গিয়া রাম কথো দূরে মারীচে বধিল শরে (ক)

৫-৫ সিতার ভবনে (গ)

ঘরে আসি দুই বীরে অনেক বিলাপ করে
[১]ফিরে তারা দণ্ডক কানন।[১]
সখা করি কপিরাজে বালি বধি ধড়ি-সাজে
কৈল রাম সাগর-বন্ধন।।
সুগ্রীব অঙ্গদ সাথ পার হৈয়া রঘুনাথ
বহুবিধ কৈলা বহু রণ।
কুম্ভকর্ণ আদি যত বধে বীর শত শত
রাবণেরে করিলা নিধন।।
[২]হরিয়া রামের নারী রাক্ষসের অধিকারী[২]
সবংশে মজিল দশানন।
রাম বিনাশিল তারে উদ্ধারিল জানকীরে
বিভীষণে করিল স্থাপন।।
বিভীষণে রাজা করি উদ্ধারিলা নিজ নারী
পরীক্ষাতে সীতা শুদ্ধমতি।
হৈয়া আনন্দিতমনা সঙ্গেতে সকল সেনা
গেলা রাম অযোধ্যা-বসতি।।
*

১-১ ভ্রমে তারা গহন কানন। (গ)
২-২ হরিয়া পরের নারি নিসাচর য়ধিকারি (গ)
* অতিরিক্ত —
ছিল রাজা যুধিষ্টীর পঞ্চ ভাই মহাবির
পাসায় হারিয়া গেলা বন।
বিরাট রাজার দেসে আছিলান গুপ্ত বেসে
তার শুন বলি বিবরণ।।
দ্রোপদি রাজার নারি তারে দেখি কামাচারি
কিচক রাজার বড় সালা।
সেই পাপে য়ধগতি সতেক ভেয়ের সাথি
যমের সদন চলি গেলা।। (গ)

শুন বীর বাণী মোর দেবরাজ পুরন্দর
গৌতমের হরিল বনিতা।
[১]সেই অপরাধ-ফলে যোনি হৈল কলেবরে[১]
দেবতা সমাজে হেঁট মাথা।।
শুনহ বিধির কথা সন্ধ্যা নামে যার সুতা
পরিবাদ দেবতা সমাজে।
কি কহিব তার কথা লাজে বিধি হেঁট মাথা
ঊর্দ্ধমুখ নাহি করে লাজে।।
[২]ফুল্লরা বীরেরে বলে আগে তুমি ভাল ছিলে
ইবে প্রভু নষ্ট কৈলে মতি।[২]
আনিলে পরের নারী অতিশয় মনোহারী
শুনিলে বধিবে নরপতি।।

*

এতেক বচন বলি বীরে পাড়ে গালাগালি
অভিমানে করয়ে রোদন।
কপালে আঘাত হানি বলে ব্যাধ-নিতম্বিনী
মোরে হইল দৈব- বিড়ম্বন।।

১-১ সেই অপরাধ হেতু ভগাঙ্গ হইলা নিতু (গ)
২-২ সুন বির প্রাননাথ কন্যা য়াইল তোর সাথ
এবে ভাল নয় তোর মতি। (গ)
* অতিরিক্ত —
না য়ার বসিব সঙ্গে না য়ার করিব রঙ্গে
না য়ার রহিব তুয়া কাছে।
য়বোধ ব্যাধের পো মাস বেচা দুরে থো
কোটাল সুনিয়া থাকে পাছে।। (গ)

ফুল্লরার বাণী শুনি মহাবীর মনে গুণি
সবিস্ময় হইলা অন্তরে।
শুন প্রিয়ে মোর বাণী আমি কিছু নাহি জানি
পরিবাদ কেন দেহ মোরে।।
ভাল-মন্দ যত মোর তোরে রামা সুগোচর
[১]দোষ মোরে দেহ অকারণ।[১]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

ফুল্লরার প্রতি কালকেতু

শুন শুন আল প্রিয়ে বচন আমার।
আমার যেমন মতি গোচর তোমার।।
[২]অতি শিশুকালে বিভা করিনু তোমারে।
মোর ভাল-মন্দ তুমি জানহ অন্তরে।।[২]
পরের রমণী দেখি হেঁট করি মাথা।
তবে কেনে এত মোরে বল কটুকথা।।
কোথা না দেখিলে কন্যা পরম রূপসী।
নিশ্বাসে মলিন কেনে কৈলে মুখশশী।।
সেই কন্যা দেখাবারে পার যদি মোরে।
[৩]পরাণে মারিব তারে যুড়ি একশরে।।[৩]

১-১ মিছা বাদ বল অকারন। (গ)
২-২ কৈসর সমএ বিভা করিল তুমারে।
ভাল মন্দ জত মোর তুমার গোচরে।। (গ)
৩-৩ জিবন বধিব তার যুড়ি এক সরে।। (গ)

যদি দেখাইতে নার পরম সুন্দরী।
তোমার উচিত শাস্তি করিব বিচারী।।
পসরা চুবড়ী পাথি লইল ফুল্লরা।
ছাড়িলেন গোলাহাট তুলিয়া পসরা।।
আগে আগে চলিলেন ফুল্লরা নারী।
পশ্চাতে চলিলা কালু হাতে শরাসন।।
[১]নিজ নিকেতনে আসি দিল দরশন।
দেখিতে পাইল বীর অভয়া-চরণ।।[১]
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি করে ঝলমল।
কোটি ভানু প্রকাশিত আকাশ-মণ্ডল।।
[২]গাণ্ডীবাণ এড়ি বীর হৈল নতিমান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান।।[২]

চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ

আমি ব্যাধ নীচ জাতি [৩]তুমি রামা কুলবতী[৩]
পরিচয় মাগে কালকেতু।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা কিবা দেব-দ্বিজকন্যা
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু।।

১-১ অবিলম্বে গেল ব্যাধ আপন ভবন।
পুর্ব্ব পুণ্য ফলে সেই সুভ দরসন।। (গ)
২-২ প্রণতি হইল বির চণ্ডির চরনে।
য়ভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কনে ভনে।। (গ)
৩-৩ তুমি গো পরম সতী (খ)

*

ব্যাধ গো হিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়
শ্মশান সমান যেই স্থান।
কহি আমি সত্যবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
প্রবেশে উচিত হয় স্নান।।
তেজিয়া ব্যাধের বাস চল বন্ধুজন-পাশ
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।
যদি আইসে কাল নিশা লোকে গাবে অপযশা
রজনী বঞ্চিলে কার সাথে।।
কিবা পথ-পরিশ্রমে আইলে দিকের ভ্রমে
আওয়াস ছাড়িয়া এই স্থান।
চল বন্ধুগণ-পথে ফুল্লরা চলুক সাথে
পিছে লয়্যা যাব ধনুর্ব্বাণ।।

* *

সীতা যে পরম সতী তার শুন দুর্গতি
দৈবে ছিল রাবণ ভবনে।
[১]উদ্ধারিয়া সীতা আনি লোকবাদে রঘুমণি
পুনর্ব্বার পাঠাল্যা কাননে।।[১]

---

* অতিরিক্ত —
সুন সুন জিজ্ঞাসি তোমারে।
যেরূপ যৌবন তুমি তেজি নিজ বন্ধু স্বামী
কি কারণে অক্ষটের ঘরে।। (দী)

* * অতিরিক্ত —
কলিঙ্গ দুরন্ত রায় যদি তারে কেহ কয়
নিব তুমা য়াপন ভবনে।
মজাবে আপন জাতি সভা মধ্যে কুখ্যাতি
কি বলিব তোর বন্ধুজনে।। (গ)

১-১ রজকের সুনি কতা পরিক্ষা করিয়া সিতা
পুনর্ব্বার পাঠাল্যা কাননে।। (দী)

*

যেমন তিলক-পানি তেমতি অসত্যবাণী
সত্যবাণী তিলক-চন্দন।
অভয়াচরণে চিত রচিল নৌতন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

দেবীর প্রতি কালকেতুর ক্রোধ

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী।
ঈষৎ কুপিত বীর যোড়ে দুই পাণি।।
বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
যে হও সে হও গো আমার নমস্কার।।
ছাড় এই স্থান মাগো ছাড় এই স্থান।
[১]আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।।[১]
একেলা যুবতী তুমি ছাড় নিজ ঘর।
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর।।

---

* পুরাণ-বসন-ভাতি অবলা জনার জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যতা ততা অবস্থিতি দোঁহাকার এক গতি
হিত বিচারিয়া দেখ মনে।। (বঙ্গ)
পূর্ব্বের য়েক ছিল সতি অতি ব্যাধি তার পতি
শ্যামীর আদেশে জাত্যে পথে।
ত্রিসূলে মুনির সানে বাদে সুরমুনি স্থানে
স্বামী উদ্ধারিলা ব্যাধি হৈতে।। (দী)

১-১ আপনে সে রক্ষা করি আপনার মান।। (দী)

বড়র বহুরী তুমি বড়লোকের ঝি।
[১]বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোমার লাভ কি।।[১]
শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে।
ভয়হীনা হৈয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে।।
চোর-খণ্ড হৈতে মাতা নাহি কর ভয়।
চরণে ধরিয়া বলি ছাড়হ নিলয়।।
[২]হিত উপদেশ বলি শুন গো বিচার।[২]
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্ব্বার।।
*
এতেক বচনে যদি না দিলা উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর।।
ছাড়িতে ছাড়িতে বাণ নাহি ছাড়ে বীর।
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর।।
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্ম্মাণ।।
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
বলবুদ্ধিহত হৈল আক্ষটী-নন্দন।।

১-১ তোমা বুঝাইঞা গো আমার লভ্য কি।। (গ)
রহিয়া ব্যাধের আগে তোর ভাল কি।। (বঙ্গ)

২-২ আমর বচন রাখ কর প্রতিকার। (ক)
অতি নতি মানি ধনি শুন বারেবার। (গ)

* অতিরিক্ত —
মোর বাক্যে চল ঘরে পাবে বড় সুখ।
রাজার গোচর হৈলা পাবে বড় দুঃখ।। (দী)

নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুশর।
[১]ছাড়াইতে নারে শর হইল ফাঁপর।।[১]
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।
*

১-১ ছাড়িতে না পারে বির হইল ফাঁপর।। (ক)

* অতিরিক্ত —

উত্তর না পেঞা বির সরাসনে যুড়ে তির
কোপদিষ্টে হঞা কম্পবান।
সুনেছি পুরান কথা সেইরূপ হৈল হেথা
দেখি সুর্পনখার সন্দান।।
জেমত সুর্পনখা আসি রামে দিল দেখা
হঞা অতি রূপনিতম্বিনি।
দেখিয়া রাক্ষসিঠাম কেটেছিল নাককান
লক্ষ্মন বিরের চুড়ামনি।।
দেখি তোরে ভিন্য ছান্দ যেমত সারদ চান্দ
এতরূপে নহ গো মানসি।
অকারনে জেতে খুজে ছটা গো দেখিয়া মজে
মায়া বেসে ভ্রমিসি রাক্ষসি।।
মায়া বেসে এতকাল ভুবনে ভ্রমিলে ভাল
ঠেকিলে বিরের কোপানলে।
সরে বিদারিঞা বুক ঘুচাব মনের দুখ
কেবল বিরের কোপ ফলে।।
এতকাল নাহি দেখি হেন রূপে সসিমুখি
ভয়হিন ভ্রমিসি কাননে।
মায়রূপে এতকাল ভুবনে ভ্রমিলে ভাল
খেঞা বিনিস দেবতা ব্রাহ্মণে।।

দেবীর পরিচয় প্রদান

শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
[১]বলেন করুণাময়ী মৃদুমন্দ স্বরে।।[১]
শুন শুন মোর বাক্য বীর কালকেতু।
খণ্ডাব তোমাব দুঃখ আইনু তার হেতু।।
আইনু পার্ব্বতী আমি তোরে দিতে বর।
বর মাগ কালকেতু ত্যজ ধনুশর।।
মাণিক অঙ্গুরী লহ সপ্ত রাজার ধন।
ভাঙ্গায়্যা বসাহ রাজ্য গুজরাট-বন।।
[২]বসাইতে জনে তুমি দিবে গরু ধান।[২]
পালিবে সকল প্রজা পুত্রের সমান।।

দুর্জন লোকের বধ কেবল কল্যানপদ
তোমকে বধিলে নাহি পাপ।
তাড়কা বধিল রাম লোকে কৈল পুন্যবান
ঘুচাইল মুনির মনস্তাপ।।
কত না পাতিয়া মায়া জসাইলে নন্দজায়া
বিস মাকাইয়া য়ঙ্গেতে।
তার লাগে ভগবান ভয়ে হৈলা কম্পবান
প্রান পেল দুগ্ধের সহিতে।।
খর দারূন সরে সত্তরে মারিব তোরে
করিব লেকের উপগার।
উমাপদ হিত চিত রচিল নৌতন গিত
য়াজ্ঞা পাএরা ব্রাহ্মণ রাজার।। (গ)

১-১ করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে।। (বঙ্গ)
২-২ বসা শত দিবে জনে চালু কড়ি ধান। (দী)
প্রজাগণে বাসা দেহ গরু কড়ি ধান। (খ)

[১]পূজিবে মঙ্গলবারে পাতাইবে জাত।[১]
গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ।।
এমন শুনিয়া বীর চণ্ডীর বচন।
জোড় হাত করিয়া করেন নিবেদন।।
হিংসামতি আমি ব্যাধ অতি নীচ জাতি।
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্ব্বতী।।
আদ্যাশক্তি বট যদি নগেন্দ্রনন্দিনী।
তোমার চরণ বন্দি জোড় করি পাণি।।
আদ্যাশক্তি বই মনে না যাই পাত্যারা।
শর-স্তম্ভ-বিদ্যা জান হেন বুঝি পারা।।
আপনার শত নাম কহ দেখি শুনি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ভাবিয়া ভবানী।। *

১-১ পূজিহ মঙ্গলবারে দিয়া দ্রব্যজাত (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —

দেবীর চৌত্রিশ অক্ষরে নাম কথন

করালবদনি কালি কপালকুণ্ডলা।
কৃপামই মহামায়া কপোলের মালা।।
কলাবতি কাত্যানি কুমুদা ধরি নাম।
কৈলাস করিব বাসি পুরি তব কাম।।
খগেশ্বরি খড়্গধারি খঞ্জননয়নি।
খরতর বেস ধরি খল-রিনাসিনি।।
খর্প্পরধারিনি য়ামি সুন কালকেতু।
খাইল য়সুরকুল য়মরের হেতু।।
গড়ের নাদিনি য়ামি গনেসের মাতা।
গয়া গঙ্গা গোদাবরী য়ামি গোপসুতা।।

গোকুলে করিল পূজা গোপাল সকলে।
গহনে থাকিল য়ামি তোমার অনুকুলে।।
ঘোররূপা ঘর্ম্মমুখা ঘর্ঘরনাদিনি।
ঘোরতর কারাগারে য়ামি সহাইনি।
ঘোরঘন্টানিনাদিনি য়ামি মহারণে।
ঘুর্ণিত য়ামার মায়া জানে জগজনে।।
চণ্ডবতি চণ্ডরূপা য়ামি মহাতেজা।
চরাচরগতি য়ামি রণে চণ্ডভুজা।।
চণ্ড চামুণ্ড য়ামি চাপ ধরি করে।
চঞ্চল না হবে বির রাখিব তোমারে।।
ছত্রধারি ইচ্ছাবতি য়ামি মহামায়া।
ছত্র ধরাঞা য়ামি তোরে কৈল দয়া।।
জয়া বিজয়া য়ামি জগতজননি।
জয়ঙ্করি জন্মজরা নাঞি য়ামি জানি।।
জরাসিন্ধু মহারাজা পুজিল আমারে।
জিনিল য়নেক বার নন্দের কুমারে।।
ঝোড় ঝঙ্কারে বাছ য়ামি ঝগড়াই।
ঝোড় ঝঙ্কারে য়ামি সেবক রাখাই।।
ঝগড়া করএ জদি কলিঙ্গের রাজা।
ঝাপিয়া মারিব য়ামি সুন মহাতেজা।।
ইনাম করিল য়ামি কলিঙ্গ য়বনি।
ইন্দবাসিনি য়ামি জগতজননি।।
এই কলিঙ্গ রায় জদি করে বল।
ইহাকে দিব য়ামি সমুচিত ফল।।
টঙ্কারিনি স্বরূপিনি য়ামি তুয়া হেতু।
টিকাছিল গুজরাটে সুকালকেতু।।
টুটাব রাজার বল বলি জাব কাটি।
কাটিএল দণ্ডক বন বেসাই গুজরাটি।।

ঠেকাকালি নাম মোর সুন ব্যাধসুত।
ঠাকুর করিব তুরে বহু ধন যুত।।
ঠাট দিব বহু সেনা ঠকের কারনে।
ঠাহি দিব য়ন্তকালে য়াপন চরনে।।
ডাখিনি ডাহিনি জয়া ডম্বুরবাদিনি।
ডিণ্ডিমবাদিনি য়ামি য়সুরমর্দ্দিনি।
ডাক দিঞা নিব তুরে কলিঙ্গের রাজা।
দণ্ড ধরাইব তুরে করি বহু পূজা।।
ঢক্কারূপিনি য়ামি রাবনের ঘরে।
ঢাকাতি জে জন করে নাসিএ তাহারে।।
ঢল ঢল করে ক্ষিতি য়সুরের ভরে।
ঢাল য়সি ধরি বহু করিল সমরে।।
য়রণ্যে য়রুণা য়ামি জগতের প্রাণ।
য়নুগত জনে য়ামি বড় দয়াবান।।
তরি হঞা তারি য়ামি ত্রিদস সাগরে।
তুর দুখ্য খণ্ডাইব সুন বিরবরে।।
তির কয়ি নাম ধরি থাকিয়া য়ম্বরে।
স্থিতিপ্রলয়হেতু য়ামি সভাকারে।।
স্থাপিয়া করিব রাজা গুজরাটপুরে।
থাকিব সদাই য়ামি তুমার সমরে।।
দুর্গা দুর্গা পরায়নি দক্ষের দুহিতা।
দনুজদলনি য়ামি বেদবতি মাতা।।
দুর্জ্জয় দক্ষিনাকালি দুর্গতিনাসিনি।
তুরে দয়াবতি য়ামি দুঃখবিনাসিনি।।
ধিক্কার না বতি য়ামি ধরনি ধারনে।
ধর্ম্ম য়র্থ কাম মোক্ষ য়ামি সে কারনে।।
ধরনি পালন হেতু ধরি নব দণ্ড।
ধরিয়া সমরে মারি বৈরি প্রচণ্ড।।

নিদ্রা নারায়নি য়ামি নগেন্দ্রনন্দিনি।
নাসিতে সম্বরাসুর য়ামি সহাইনি।।
নিদ্রারূপিনি য়ামি জগতমণ্ডলে।
নরসিংহরূপা য়ামি পৃথিবির তলে।।
পর্ব্বতনন্দিনি য়ামি নাম সে পার্ব্বতি।
পরম বেদের য়ামি পরায়ন-গতি।।
প্রণত জনের য়ামি পতিত্রান হেতু।
পদছায়া দিব তোরে সুন কালকেতু।।
ফনা ধরি মহারাজা ভজএ আমারে।
পার করিব তোরে সুন মহাবিরে।।
বৈষ্ণবি বিষ্ণুমায়া বিসমকারিনি।
বিসম য়াপদে পার করাইতে জানি।।
বিন্দুবাসিনি য়ামি বৃসে য়ারহনি।
বলবুদ্ধি-প্রদাইনি য়ামি সহাইনি।।
ভাবিনি ভবানি য়ামি ভৈরবনন্দিনি।
ভক্ত জনার ভয় ভাঙ্গাই ভবানি।।
ভয় না করিহ বির ভারতভুবনে।
ভয় তেজি রাজ্য কর গুজরাট বনে।।
মহামায় মহাতেজা মহসেন্যায়নি?।
মোহিল জগত লোক মহিসমর্দ্দিনি।।
মারিল য়ুসুরকুল দেবতা কারণে।
মধু পান কৈল্যু সম্ভু নিসম্ভু নিধনে।।
জমের নন্দিনি য়ামি জমের জননি।
জমুনায় পার কৈল সম্ভু নিসম্ভু নিধনে।।
জমের নন্দিনি য়ামি জমের জননি।
জমুনায় পার কৈল দেবচক্রপাণি।।
জদুকুলে শ্রীহরি করিল অবতারে।
জেএ্যা বসুদেব সঙ্গে ভাণ্ডাল্য রাজারে।।
রনের কিঙ্কিণী য়ামি বসুদেব ঘরে।
রণ হেতু রঘুনাথ পুজিল য়ামারে।।

রনে জই হইল্যা রাম য়ামার সেবনে।
রাবনে করিলা রাম সবংশে নিধনে।।
লজ্জ্যা রূপবতি আমি লক্ষী হইলাম তুরে।
লক্ষ নিপধন নেহ্ আমারে পত্তরে।।
লঙ্কায় হইল নাম নিজ বাহুবলে।
লক্ষি সরেস্বতি সব হইল এককালে।।
বলবুদ্ধি-প্রদাইনি বলিএ তুমারে।
বিনয় করিয়া বলি না মার পসুরে।।
বসুদেব য়াপনার বসাহ্ নগর।
বল সঞ্চি রাজ্য কর সুন বিরবর।।
সৈলসুতা সিবা য়ামি সিবের ঘরনি।
স্যান্তিরূপা হই আমি সিখরবাসিনি।।
সয়নে সপনে তুমি সোঙরিহ্ য়ামা।
সিবসুত অনুক্ষন রক্ষা করে তোমা।।
সাস্তি সত্যবতি আমি সাকম্ভরি।
স্বহা স্বধাবতি বিপদে আমি তারি।।
সংসারের সার আমি সুন মহাবির।
সকল সমএ আমি করাইএ স্থির।।
হৈমবতি হরপ্রিয়া হরের ঘরণি।
হরিল অসুরকুল হএ্যা একাকিনি।।
হরিবংশে দাতা আমি হরিবংশে গায়।
হের নেহ্ মোর ধন হইলাঙ সহায়।।
ক্ষেমঙ্করি সুধামুখি আমি ধরি নাম।
ক্ষেমা করি মহাবির আইলাঙ তোর ধাম।।
ক্ষেমিব সকল দোষ সুনহ বচন।
ক্ষেমা নেহ্ রাজ্য কর গুজরাট বন।।
এত বাক্য বলিল জদি হেমন্তনন্দিনি।
প্রণাম করিল বির জোড় করি পানি।।

দেবীর শতনাম কথন *

আদ্যাশক্তি মহামায়া পরম বিষ্ণুর ছায়া
দক্ষের দুহিতা আমি সতী।
তথা নাম দাক্ষায়ণী দক্ষ-মখ-বিনাশিনী
হেমন্তনন্দিনী হৈমবতী।।
চণ্ডা চণ্ডাবতী চণ্ডী প্রচণ্ডী দানবখণ্ডী
অপর্ণা অম্বিকা নারায়ণী।
দুর্গা দুর্গা পরাবলী দুর্জ্জয়া দক্ষিণাকালী
মহেশ্বরী শিখরবাসিনী।।

তোমার শতেক নাম সুনিতে মধুর।
সুনিতে সুনিতে সব পাপ জায় দুর।।
সুমধুর বচন সুনে কালকেতু।
সত নাম কহে মাতা নিজ পূজাহেতু।। (গ)

পাঠান্তর —

ব্যাধের নন্দন শুন হে বচন
এই মোর শত নাম।
এ তিন ভুবনে কেবা নাহি জানে
সব ঠাঞি মোর ধাম।।
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চক্রিণী চণ্ডিকা
চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী শুভ আমি করি
তোমারে করিলুঁ দয়া।।
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী নরসিংহ-বাহিনী
কুমারী শক্তিরূপিণী।
জয়ঙ্করী জয়া শঙ্করী অভয়া
বেদবতী নারায়ণী।।

ভবানী ভাবিনী ভীমা ভৈরবী তারিণী উমা
ভয়ঙ্করী ভকত-বৎসলা।
ভবপ্রিয় ভগবতী স্বাহা স্বধা সদাগতি
আমি শিবা সর্ব্ব যে মঙ্গলা।।
সর্ব্বাণী শঙ্করজায়া বিশ্বরূপা বিশ্বকায়া
বিঘ্নবিনাশিনী বিশ্বেশ্বরী।
কান্তি কীর্ত্তি কপালিনী কলাবতী কমলিনী
কুণ্ডলিনী লীলা কামেশ্বরী।।

কালী-কপালিনী কৌশিকী মালিনী
বৈষ্ণবী শিব-বনিতা।
গৌরী শাকম্ভরী গঙ্গা সুরেশ্বরী
আমি আদ্যা-দেবী-সুতা।।
গোকূলে গোমতী দক্ষগৃহে সতী
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
ভয়ঙ্করী ভীমা উগ্রচণ্ডা বামা
মহাতেজা কংসাগারে।।
যমুনা যোগিনী যশোদা নন্দিনী
যোগনিদ্রা জয়প্রদা।
মৃড়ানী অম্বিকা প্রচণ্ড-বালিকা
ধরি খড়্গ চর্ম্ম গদা।।
কালিকা কল্যাণী মোরে সবে জানি
কার্ত্তিকী কামরূপিণী।
গৌরী খগেশ্বরী চণ্ডী জলেশ্বরী
জয়ধৃতি তপস্বিনী।।
যক্ষী নিত্যপুটা ত্রিনেত্রা ত্রিপুটা
ত্রিপুরা দ্বারবাসিনী।
গদিনী চক্রিণী পিঙ্গলা মোহিনী
সাবিত্রী ঘোর-রূপিণী।।

কমলা কমলামালী কুমুদকর্ণিকা কালী
কৈলাসবাসিনী শাকম্ভরী।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী সৃষ্টি সর্ব্বাণী মৃড়ানী তুষ্টি
ডম্বুরবাদিনী ভয়ঙ্করী।।
ডাকিনী হাকিনী সীমা গোপসুতা বর্গভীমা
কৃপাময়ী আমি কাত্যায়নী।।
শঙ্করী শিবানী নিত্যা বরাহী নৃসিংহী সত্যা
আমি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী।।

ক্ষমা সরস্বতী কামাখ্যা কিরাতি
চণ্ডমুণ্ডা চতুর্ভূজা।।
ত্রপা সৃষ্টিকর্ত্রী শর্ব্বাণী সাবিত্রী
সহস্রাক্ষী দশভূজা।।
অপর্ণা নাগাঙ্গী প্রত্যঙ্গী নীলাঙ্গী
ঘন্টেশ্বরী জগম্মাতা।
শান্তি মোর নাম ভুবনে উপাম
শুনহ নামের কথা।।
দুর্গাবিনাশিনী ভৈরব-ভামিনী
নগেন্দ্র-নন্দিনী চণ্ডী।
বেণু সপ্তস্বরা মুরুজা মন্দিরা
বাজায় দুন্দুভি চণ্ডী।।
স্থল-নল-দল চরণ-যুগল
তথি শোভে নখচন্দ।
চরণে চণ্ডীর বাজয়ে মঞ্জীর
গতি গজপতি-মন্দ।।
নয়ানের কোণে আছে কত তুণে
অসুর নাশের ইষু।
নাভি সরোবর তথির উপর
ভ্রময়ে ভ্রমর শিশু।। (বঙ্গ এবং গ)

শৈলসুতা আমি তেজা ক্ষেমঙ্করী দশভুজা
মহিষমর্দ্দিনী বিশ্বদ্যুতি।
ত্রিপুরা অন্তর্য্যামী যশোদা-নন্দিনী আমি
ভৈরবী ভাবিনী ভদ্রবতী।।
জগজ্জননী সিদ্ধা নিদ্রাস্বরূপিণী বিদ্যা
যমের জননী পদ্মাবতী।
যোগাদ্যা যোগিনী আমি শত নাম শুন তুমি
মৃগেন্দ্রবাহিনী মোর খ্যাতি।।
শত নাম শুনি বীর কহে মন করি স্থির
"চক্ষে কর্ণে ঘুচাহ বিবাদ।
আশ্বিনে যেমন বেশে পূজা নিলা সর্ব্বদেশে
দেখাইয়া পুর মোর সাধ।"
কালুর বচন শুনি ভগবতী মনে গুণি
নিজ রূপ ধরেন তখনি।
উমাপদ-হিত-চিত রচিল নৌতন গীত
পরিতুষ্ট যাহারে ভবানী।।

মহিষমর্দ্দিনী-রূপধারণ

মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা।
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট যে নায়িকা।।
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপণ।।
বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল।
১ডানি করে বুকে তার আরোপিলা শূল।।১

১-১ য়ারপিলা মহামায়া বুকে ত তিসুল।। (গ)
ডানি করে তার বুকে আঘাতিল শূল।। (বঙ্গ)

চারিদিকে লম্বমান শোভে জটাজুট।
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট।।
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষ-আরোহণে শিব মাথার উপর।।
দক্ষিণে জলধি-সুতা বামে সরস্বতী।
[১]আনন্দে পূরিত দেবগণে করে স্তুতি।।[১]
অঙ্গদ-কঙ্কণযুতা হইলা দশভুজা।
যেইরূপে অবনীমণ্ডলে নিলা পূজা।।
*
পাশাঙ্কুশ খট্টাঙ্গ খেটক শরাসন।
বাম পাঁচ হস্তে শোভে পাঁচ প্রহরণ।।
অসি চর্ম্ম শূল শক্তি শেল কত শর।
পাঁচ অস্ত্র শোভিত দক্ষিণ পাঁচ কর।।
তপ্ত-কলধৌত জিনি বরণের আভা।
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের শোভা।।
[২]শশিকলা শোভে তার মুকুট ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ শশী জিনিয়া বদন।।[২]
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
[৩]সম্ভ্রমে পড়িল বীর হরিল চেতন।।[৩]

১-১ অনন্ত কন্দরে দেবগণে করে স্তুতি।। (দী)

* অতিরিক্ত —
কিরিটী কুণ্ডলে শোভে কিঙ্কিনি মেখলা।
ঘাঘর ঘুঙ্গুর পায় গলে মুণ্ডমালা।। (গ)

২-২ শশিকলা শোভে তার মস্তক উপর।
বিম্বফল জিনি তার সুরঙ্গ অধর।। (খ)

৩-৩ ভয়ে কম্পবান তনু মুদ্রিত লোচন।। (দী)

কালু কালু বলিয়া ডাকেন মহামায়া
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মোরে কর দয়া।

কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি

মূৰ্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী।
মূৰ্চ্ছা তেজি উঠ পুত্র তেজিয়া ধরণী।।
উঠ উঠ ফুল্লরা বলেন মহামায়া।
বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া।।
দেবীর বচনে উঠে ব্যাধের কোঙর।
সমুখে রহিল বীর যুড়ি দুই কর।।
[১]প্রদক্ষিণ করি বীর করে নমস্কার।
ফুল্লরা সুন্দরী দেয় জয়জয়কার।।[১]
কৃতাঞ্জলি করিয়া বলেন বীর বাণী।
ত্যজ ভয়ঙ্কর মূৰ্ত্তি নগেন্দ্রনন্দিনী।।
এতেক বচন যদি বলে মহাবীর।
দেখিতে দেখিতে হইল পূর্ব্বের শরীর।।
অভয়া দিলেন তারে মাণিক অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।।
[২]একটি অঙ্গুরী নিলে হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।।[২]

১-১ য়বনি লোটায়্যা বির করে স্তুতি বানি।
ফুল্লরা রমনি দেয় জয় জয় ধ্বনি।। (খ)

২-২ একটী অঙ্গুরি হইতে খাব কতকাল।
ধন পরিবাদ বির বিসম জঞ্জাল।। (গ)

*

ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আর কিছু ধন দিতে কৈল অনুমতি।।
অভয়া বলেন কালু নেহ শিকাভার।
নেহ ঝুড়ি কোদালী খন্তা ক্ষুরধার।।
কোদালী খন্তা মাতা নাহিক নিয়ড়ে।
তুমি আজ্ঞা দিলে ধন খুড়িব চিয়াড়ে।।
আগে আগে ভগবতী করিল গমন।
পশ্চাতে চলিলা কালু [১]হাতে শরাসন[১]।।
দালিম্ব তরুর মূলে দিলা দরশন।
[২]স্থান দেখাইয়া মাতা দিলা ততক্ষণ।।[২]
চণ্ডী সঙরিয়া বীর নিলেক চিয়াড়।
চেলা কাটি ফেলে যেন পুখড়ীর পাড়।।
খুড়িতে খুড়িতে বীর ধনের লাগ পাইল।
[৩]লোহার শিকল ধরি টানিয়া তুলিল।।[৩]
তুলিয়া বান্ধিল বীর সপ্ত ঘড়া ধন।
চণ্ডীর সমুখে রাখে ব্যাধের নন্দন।।
একবার নিয়া যায় দুই ঘড়া ধন।
ফুল্লরা ভারের সঙ্গে করিলা গমন।।
ধন-রক্ষা-হেতু মাতা বৈসে তরুতলে।
ফুল্লরা রহিলা ঘরে ধন করি কোলে।।

---

* অতিরিক্ত —

এই য়ঙ্গুরির মূল্য সাত কোটী তঙ্কা।
ফুল্লরা যুনিঞা মূল্য মুখ কৈল বাকা।। (খ)

১-১ ব্যাধের নন্দন (গ)

২-২ এইখানে কুড়হ এখনি পাবে ধন। (গ)

৩-৩ নীল মেঘেতে যেন বিজুরী পড়িল।। (ক, খ এবং বঙ্গ)

[১]আরবার নিল বীর দুই ঘড়া ধন।
দেখি হরষিত হইলা ফুল্লরার মন।।[১]
পুনরপি মহাবীর দ্রুতগতি যায়।
দুই দিকে দুই ঘড়া ধন যে বসায়।।
এক ঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীর।
নিতে নারে ডেড়িভার হইলা অস্থির।।
মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন।।
[২]যদি গো অভয়া ধন নাহি দিতে পার।[২]
এক ঘড়া ধন মাতা নিজ কাঁখে কর।।
এমন কালুর বাক্য শুনি মহামায়া।
ধন-ঘড়া কাঁখে করি বীরে কৈল দয়া।।
পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায়।।
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধন-ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্ব্বতী।।
হাসেন জগৎ-মাতা বুঝি তার মন।
না পালাইব লয়্যা তোর বাপ-কালি ধন।।
কালুর কুড়েতে আসি দিলা দরশন।
চিয়াড়ে খুঁড়িয়া রাখে সপ্ত ঘড়া ধন।।
সম্বরিয়া সর্ব্বধন রাখিলেন খুন্যে।
ব্যয় করিবার তরে কথো রাখে গুণ্যে।।

১-১ আগেত আনিল বির দুই ঘড়া ধন।
হরসিত হইলা ফুল্লরা নারিজন।। (গ)
২-২ যদি নাহি দিবে মাতা সুনহ উত্তর। (গ)

চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন।
[১]নগরের মধ্যে দিবে আমার ভবন।।[১]
পূজিবে মঙ্গলবারে পাতাইবে জাত।
গুজরাট নগরের তুমি হবে নাথ।।
স্থাপিয়া আমার বারি করিও পূজন।
নিযুক্ত করিও তাহে উত্তম ব্রাহ্মণ।।
এত শুনি মহাবীর চণ্ডীর ভারতী।
কৃতাঞ্জলি হৈয়া বলে শুন গো পার্ব্বতী।।
অতি নীচ-কুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড়।
কেহো না পরশে জল লোকে বলে রাড়।।
পুরোধা আমার হবে কেমনে ব্রাহ্মণ।
[২]নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহু ধন।।[২]
অম্বিকা বলেন কিছু ব্যাধের নন্দনে।
পবিত্র হইলে মোর পদ-দরশনে।
লইবে তোমার ধন উত্তম ব্রাহ্মণ।
এতেক বলিয়া চণ্ডী করিলা গমন।।
*

১-১ মধ্য বাজারে দেহ য়ামার ভবন।। (গ)
২-২ নিচ কি পবিত্র হয় পাল্যে বহুধন।। (গ)
* অতিরিক্ত —
ধন পাএগ মহাবির আইলা নিকেতন
আনন্দিত হৈলা ফুল্লরা নারিজন।।
কুতুহলে রহে বির আপনার মনে।
হাসপরিহাস করে ব্যাধের নন্দনে।।
ফুল্লরা বলেন নাথ শুনহ বচন।

অঙ্গুরী ভাঙ্গাতে হৈল বীরের পয়ান।
অভয়ামঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণে গান।।

বণিক্‌কে স্বপ্ন-প্রদান

দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন।
খাটে নিদ্রা যায় বাণ্যা বিনোদ-শয়ন।।
বণিক্‌-শিয়রে মাতা কহেন স্বপন।
প্রভাতে আসিবে বীর ব্যাধের নন্দন।।
[১]উচিত করিয়া দিবে অঙ্গুরীর ধন।[১]
এতেক বলিয়া দেবী করিলা গমন।।
শয্যা হৈতে উঠে বীর প্রত্যুষ বিহান।
অঙ্গুরী লইয়া বীর করিল পয়ান।।
মহাবীর আইলা যথা বণিকের ঘর।
গাইলেন পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর।।

আসিঞা দিলেন চণ্ডি বহুমূল্য ধন।।
ভাঙ্গাঞা কাটাহ রাজ্য গুজরাট বন।
নগেন্দ্র-নন্দিনি দিল অঙ্গুরিতে ধন
অঙ্গুরী ভাঙ্গাঞা তুমি আনহ এখন।
অঙ্গুরী লইঞা বির করিল গমন।। (গ)

১-১ সমূল্য করিয়া দিহ বদলিয়া ধন। (খ)

বণিক্‌সহ কালকেতুর কথোপকথন

বাণ্যা বড় [১]দুঃশীল[১] নামেতে মুরারি শীল
[২]লেখা-জোখা[২] করে টাকাকড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে [৩]ভিতর-বেড়া[৩]
[৪]মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি।।[৪]
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিক্‌রাজ [৫]আছে কিছু গুপ্তকাজ[৫]
আমি আইলাম তার হেতু।।
বীরের শুনিয়া বাণী আসি বলে বাণ্যানী
ঘরেতে নাহিক পোত্‌দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক-পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার।।
[৬]আজি কালকেতু যাহ ঘর।[৬]
কাষ্ঠ আন্য একভার [৭]একত্র শুধিব ধার[৭]
মিঠা কিছু আনিহ বদর।।

১-১ সুদ্বন্নীল (দী)
২-২ লেনাদেনা (গ)
৩-৩ ভিতর পাড়া (ক)
৪-৪ মাংসের ধারিয়াছিল কড়ি।। (গ)
৫-৫ আছয়ে বিশেষ কাজ (খ, গ এবং দী)
৬-৬ আজিকার মত যাহ ঘর। (গ)
৭-৭ হাল বাকি দিব ধার (গ এবং দী)

শুনগো শুনগো খুড়ি কার্য্যে কিছু আছে দেড়ি

[১]অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।[১]

[২]আমার জোহার খুড়ি[২] কালি দিবে বাকী কড়ি

যাই অন্য বণিকের বাড়ী।।

কালু, দণ্ড দুই করহ বিলম্বন।

সরস করিয়া বাণী হাসি কয় বাণ্যানী

দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন।।

ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ

ধায় বাণ্যা খিড়কীর পথে।

মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে তঙ্কার থলি

[৩]হড়পী[৩] তরাজু করি হাতে।।

করে বীর বাণ্যাকে জোহার।

বাণ্যা বলে ভাইপো ইবে নাহি দেখি তো

এ তোর কেমন ব্যবহার।।

উঠিয়া প্রভাতকালে [৪]কাননে এড়িয়া জালে[৪]

হাতে শর চারিপ্রহর ভ্রমি।

ফুল্লরা পসরা করে সন্ধ্যাকালে আসি ঘরে

এই হেতু নাহি আসি আমি।।

খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।

হয়্যা মোরে অনুকূল উচিত করিবে মূল

[৫]বিপদ-সাগরে যেন তরি।।[৫]

১-১ ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরি। (গ)

২-২ অঙ্গুরি ভাঙ্গাব খুড়ি (গ)

৩-৩ সাপড়ি (বঙ্গ)

৪-৪ পসু বধিবার ছলে (গ)

৫-৫ তবে সে আপদে আমি তরি।। (গ)

[১]বণিকে প্রণাম করি দিল বীর অঙ্গুরী[১]
জোখে বেন্যা চড়ায়্যা পড়্যান।
[২]কৌচ দিয়া করে মান[২] ষোল রতি দুই ধান
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।।

কালকেতুর অঙ্গুরী বিক্রয়

সোণা-রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।।
রতি প্রতি হৈল বীর দশগণ্ডা দর।
দুই যে ধানের কড়ি পাঁচগণ্ডা ধর।।
অষ্টপণ পাঁচগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
বাকি আর মাংসের ধারি যে দেড়বুড়ি।।
একুনে হইল অষ্টপণ আড়াইবুড়ি।
চালু খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।।
অঙ্গুরীর মূল্য শুনি ব্যাধের নন্দন।
[৩]ভাবে—অঙ্গুরীর মূল্য হবে সপ্তঘড়া ধন।।[৩]
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই।
যে জন দিয়াছে ইহা তার ঠাঁই যাই।।
[৪]বাণ্যা বলে দরে নাহি বাড়ে এক বট।[৪]
আমা সনে সওদা কৈলে না পাবে কপট।।

১-১ বির দেয় অঙ্গুরি বানিয়া জোহার করি (গ)

২-২ কাঁচি দিল পরিমান (গ)

৩-৩ অঙ্গুরীর সমান হৈল সাত ঘড়া ধন।। (গ)

৪-৪ বান্যা বলে দরে বাড়া হৈল পঞ্চ বট। (ক, খ এবং দী)

*

ধর্ম্মলকেতু ভায়া সনে কৈলুঁ লেনা-দেনা।
তাহা হইতে ভাইপো হয়্যাছ সেয়ানা।।
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া।।

* *

হাত-বদল করিতে বেণ্যার গেল মন।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী গগনে হাসন।।
এমন সময় হইল আকাশ-ভারতী।
বীরের লইতে ধন না করিহ মতি।।
সাত কোটি তঙ্কা হয় অঙ্গুরীর মূল।
চণ্ডিকা দিয়াছে বীরে হয়্যা অনুকূল।।
অকপটে সাত কোটি তঙ্কা দেহ বীরে।
বাড়িবে তোমার ঘর চণ্ডিকার বরে।।
[১]আকাশ-ভারতী শুনে বাণ্যার নন্দন।
দৈবযোগে আর নাহি শুনে অন্য জন।।[১]

---

* অতিরিক্ত —
এ বোল শুনিএগ্রা বির অঙ্গুরি নিল করে।
হাত ধরি বাণ্যা কিছু বুঝায় তাহারে।। (গ)

* অতিরিক্ত —
পুন সে আড়াই বুড়ি দর কহে বান্যা।
চালু খুদ নাহি লৈয় কড়ি লহ গন্যা।।
মনে ভাবে মোহাবীর দেখিল শপন।
অঙ্গুরী শমান মিথ্যা সপ্ত ঘড়া ধন।। (দী)

১-১ বণিক সে সব কথা সুনিলা আকাশে।
অন্য জন কেহ নাহি সুনে দৈববসে।। (দী)

[১]হৃদয়ে চিন্তিয়া বাণ্যা বলে মহাবীরে।[১]
এতক্ষণ পরিহাস করিলাম তোমারে।।
সাত কোটি তঙ্কা নেহ অঙ্গুরীর ধন।
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন।।
[২]থলি হৈতে গুণে দিল সাত কোটি টাকা।[২]
[৩]অকপটে ধন দিল করি লেখা-জোখা।।[৩]
[৪]লেখা করি[৪] দিল তারে অঙ্গুরীর ধন।
[৫]বলদে করিয়া ধন আনিল ভবন।।[৫]
[৬]সর্ব্ব ধন রাখিলের সম্বরিয়া খুন্যে।[৬]
ব্যয় করিবারে তার কিছু রাখে গুণ্যে।।
লইয়া টাকার পাট গোলাহাটে যান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান।।

১-১ হাগী হাসী বণিক বলেন মোহাবীরে। (দী)
২-২ খুনে হৈতে হারে মাপি বিরে দিলা টাকা। (দী)
৩-৩ অকপটে দিল ধন না হইল বাঁকা।। (খ)
অকপটে ধন দিতে না করিল সঙ্কা।। (গ)
৪-৪ সায় করি (দী)
৫-৫ কুঞ্জরে না দিয়া তাহা আনিলা ভবন।। (দী)
বলদ শকটে বহি আইল নিকেতন।। (বঙ্গ)
৬-৬ সর্ব্বধন লৈয়া জায় আপন ভবনে। (খ)

কালকেতুর দ্রব্যাদি-ক্রয়

লইয়া টাকার পাট চলে বীর গোলাহাট
পিছে ধায় শতেক কিঙ্কর।
সেবকে যোগায় পান [১]চামর ঢুলায় আন[১]
বসে বীর দুলিচা উপর।।
কানে কলম হাতে দোত আসিয়া কায়স্থ-সুত
মহাবীরে কৈল নত মাথা।
রাহুত মাহুত মাল যেবা ধরে অসি ঢাল
বীরের শুনিয়া ধায় কথা।।
[২]আনন্দে পূর্ণিত মন[২] ভাঙ্গায়া চণ্ডীর ধন
কেনে বস্তু শত শত লেখা।
[৩]কেহ বিচারিয়া দেখে কাগজে কায়স্থ লেখে[৩]
সায় করা বেণ্যা দেয় টাকা।।
কনকের সাজাকুড়া বিচিত্র পাটের গড়া
সাজাকুড়া হীরায় জড়িত।
চন্দন-কাঠের কুড়া নামিছে মুকুতা-ছড়া
দোলা কেনে রতনে ভূষিত।।

১-১ বিয়নী বিচয়ে আন (খ এবং দী)
বিছানা বিছায় য়ান (গ)
২-২ মোহাবীর য়েক মন (দী)
৩-৩ বিচারিয়া কেহ দেখে কায়স্থ ভাণ্ডার লেখে (গ)
বিচারয়ে কোন জনে কেহ লিখে সাবধানে (দী)

পার্ব্বত্য টাঙ্গন [১]তাজি[১] বাছিয়া কিনিল বাজী
গজ কেনে পর্ব্বতের চূড়া।
লম্বমান মোতি-হার [২]অঙ্গদ কঙ্কণ আর[২]
কিনে বীর কনক-সাপুড়া।।
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম [৩]কিনিল অভেদ্য চর্ম্ম[৩]
নানা রত্ন বিচিত্র মুকুট।
কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র করবাল
মুঠ যার রচিত পুরট।।
তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি
ভূষণ্ডী ডাবুণ খরশান।
হীরামুঠি যমধর পট্টিশ খেটক শর
কেনে বীর কামান কৃপাণ।।
পূরিতে জায়ার সাধ কিনিল পাটের জাদ
[৪]মণিময় মুকুতার বেড়ি।[৪]
[৫]হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত-কণ্ঠমালা
কঙ্কণ কিনিল স্বর্ণচুড়ি।।[৫]

১-১ জাতি (দী)
২-২ অঙ্গদ কঙ্কণ হার লম্বমান মতি যার (বঙ্গ)
য়খণ্ড ধনশারে হিরা নিলা মোতি হারে (দী)
৩-৩ অস্ত্র কেনে নানা বর্ণ (গ)
৪-৪ কেয়া পেড়া মুকুতার বেড়ি। (গ)
৫-৫ অঙ্গদ কঙ্কণ পালা তম্বু সায়বাণী দোলা
কুণ্ডল কিনিলা স্বর্ণযুতি।। (দী)

নিয়োজিয়ে জনে জনে গোধন মহিষ কেনে
বলদ করভ কিনে খাসী।
[১]শকট চৌদল রথ কিনে বীর শত শত
খাট পালঙ্ক কিনে দাস-দাসী।।[১]
সরিষা মুসুর মাষ ধান্য নাহি দিশপাস
গুড় তিল মুগ বরবটী।
তণ্ডুল কিনিল ছোলা [২]মূল্যা লয় চিনির গোলা[২]
তৈল্য কিনে [৩]উমানিয়া[৩] ঘটী।।
কিনে বীর নানা ধন গজপৃষ্ঠে আরোহণ
নিকেতনে করিলা গমন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

কালকেতুর নিকট বেরুণিয়াগণের আগমন

মহাবীর কাটে বন শুনি বেরুণিয়াগণ
আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।
কাঠদা কুঠার বাসি টাঙ্গী বাণ রাশি রাশি
কিনে বীর সবাকারে দিতে।।

১-১ লেপ তুলি খাট পাটি পালঙ্গ মুসরি সাটী
চন্দ্রাতপ পৌর্ণীমার শশী।। (দী)

২-২ মোল্য দিয়া কল্য গোলা (গ)

৩-৩ মুলাইয়া (বঙ্গ)

উত্তর দিকের জন [1]নামে আস্যে দাসমন[1]
শতেক জনের আগুয়ান।
তাহারে দেখিয়া বীর মনে বড় সুস্থির
জনে জনে দিলা গুয়া পান।।
[2]দক্ষিণ দেশের জন আইল নাম বিকর্ত্তন[2]
পঞ্চশত জনের অধিকারী।
আশ্বাসিয়া মহাবীর বেরুণিয়া কৈল স্থির
দেখি বীর জন সারি সারি।।
পশ্চিমের বেরুণিয়া আইল দফর মিয়া
সঙ্গে [3]চঙ্গ[3] বাইস হাজার।
[4]ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগম্বরে[4]
বন কাট্যা পাতয়ে বাজার।।
ভোজন করিয়া জন প্রবেশ করয়ে বন
শত শত বেরুণিয়া জন।
শুনি কুঠারের নাদ মনে ভাবি পরমাদ
ধায় বাঘা [5]করিয়া গর্জ্জন।।[5]

১-১ শুনি আস্যে হৃষ্টমন (খ)
যেন আইসে দানাগণ (বঙ্গ)
২-২ তেজিয়া দক্ষিণ দেসা আস্যে জন নামে চাসা (খ)
৩-৩ জন (খ এবং বঙ্গ)
৪-৪ রূটি যুত মুছলমান সেবে পির পেখস্থান (দী)
রুটামুট দুই কর জপে পীর পেগম্বর (বঙ্গ)
রূটি জুত দুই কর সিরে পির পেখম্বর (খ)
৫-৫ করিবারে রণ (ক)

দেখি জন মূর্চ্ছা পড়ে ¹কদলী যেমন ঝড়ে¹
কেহ বীরে নিবেদে অঞ্জলি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলী।।

বনে ব্যাঘ্র-ভীতি

মহাবীর তোমার বেরুণে নাহি সাধ।
কানন-ভিতরে বাঘ পায়্যাছিল মোর লাগ
হয়্যাছিল বড় পরমাদ।।
বিষম বাঘের কোপ ঝাঁটা পারা দুটা গোঁপ
গগনে লাগ্যাছে দুটা কান।
বিকট দশনগুলা যেমন মাঘের মূলা
জিহ্বাখান খাণ্ডার সমান।।
ধাইতে চঞ্চল গতি নখে আঁচড়য়ে ক্ষিতি
দেউটি-সমান দুটা আঁখি।
অতি তার ক্ষীণ মাঝ যেন দেখি মৃগরাজ
চলিতে উড়য়ে যেন পাখী।।
বিষনখ যমধার দেখিয়া লাগয়ে ডর
লাঙ্গুল লাগ্যাছে তার শিরে।
কপাট সমান বুক ²গিরিগুহা সম মুখ²
কুমারের চাক আঁখি ফিরে।।

১-১ কেহ পলায় রড়ে (দী)

২-২ যমসম ভীম মুখ (বঙ্গ)

পায়্য বেরুণ্যার সাড়া মেলিয়া বিকট দাড়া
সবারে ধরিয়া খাত্যে ধায়।
মোর পরমায়ু-বল তোমার পুণ্যের ফল
বিদায় হইব তুয়া পায়।।
[১]শুনি বেরুণ্যার কথা বীরকে লাগিল ব্যথা
আশ্বাস করিল জনে জন।[১]
প্রণাম করিয়া ভানু হাতে লয়্যা শরধনু
প্রবেশ করিল গিয়া বন।।
উকটয়ে ঝোপঝাড় নিহালি পর্ব্বত আড়
পাইল বাঘের দরশন।
[২]উমাপদহিত-চিত রচিল নৌতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।[২]

ব্যাঘ্রসহ কালকেতুর যুদ্ধ

বাঘ দেখি আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
[৩]আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান।।[৩]
বীরকে দেখিয়া বাঘা নাহি করে ভয়।
পথ আগুলিয়া আসি মুখ মেলি রয়।।

১-১ বেরূনীএ্যা যেত কয় মোহাবীর আশ্বাসয়
বনে জায় করে ধনুবাণ। (দী)

২-২ বিচারিতে বনভাগ পাইয়া বাগের লাগ
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান।। (দী)

৩-৩ কালকেতু বলে ভানু তুমি হে প্রমাণ।। (খ এবং দী)

লঘুগতি ধায় বাঘা আঁচড়িয়া ক্ষিতি।
[১]জোড় হাতে বীর নিবেদয়ে দিনপতি।।[১]
[২]তুমি না উদয় হৈলে সকলি আন্ধার।[২]
ভাল মন্দ সভাকার করহ বিচার।।
ধন দিয়া সত্য কৈল নগেন্দ্রনন্দিনী।
আজি হইতে কালকেতু না বধিহ প্রাণী।।
মোর কিছু দোষ নাই হইবে প্রমাণ।
দুই জানু পাতি বীর ছাড়ি দিল বাণ।।
সাঞি সাঞি করি বাণ যায় ব্যোমপথে।
বাণগোটা লোফি বাঘা চিবাইল দাঁতে।।
জুড়িতে উদ্যোগ বীর করে আর বাণ।
লাফ দিয়া বাঘা তার ধরে ধনুখান।।
বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণ্ডে।।
মুটকির তেজ যেন তবকের গুলি।
এক ঘায়ে ভাঙ্গিলেক বাঘার মাথার খুলি।।
[৩]মুটকি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়।
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায়।।[৩]
মহাবীরের অঙ্গে তার নখ নাহি ফুটে।
চাপড় খাইয়া বীর বলে নাহি টুটে।।

১-১ হাতে শর কালকেতু ধায় দ্রুতগতি।। (ক)
২-২ বাহু তুলি ভানু সাক্ষী করে বারেবার।
৩-৩ মুখ পসরিঞা বাঘা পুনুরূপি ধায়।
বজ্রসম থাবা মারে মহাবিরের গায়।।

[১]পাছু হইয়া বীর জুড়িল কৃপাণ।
সেই ঘায়ে বাঘারে করিলা দুইখান।।[১]
[২]হরি হরি বলি সর্ব্বজন কাটে বন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।[২]

বন-কর্ত্তন

মহাবীর হাতে গাণ্ডী ফিরয়ে কানন।
বন কাটে মহানন্দে বেরুণিয়া জন।।

শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ।
ওকড়া বোকড়া কাটিল আপাঙ্গ।
আকড়া মাকড়া কাটে নিয়লি সিয়লি।
আটসর খাটসর কাটিল নাটা।
ভাদুল্যা ভারুল্যা চোর পালিটা।
ঝোকড়া ঝাউ কাটে হ্যফরমালী।।

গোরক্ষ বৃহতী কাটে সোমরাজি।
পাটিলা পারুল্যা কাটে ভারদ্বাজী
টায়ুর ঝাটি কাটিলা কল্যালোয়া।
ঘোড়াসিজ পাতাসিজ গুড়কাউলী।।
বাকস বেতস পানিসিউলী।
সাজাতা পাজাতা কাটে সর্ব্বজয়া।।

১-১ দুরে হৈ মহাবির মারএ কৃপান।
কৃপানের ঘাএ বাঘা হইল দুইখান।। (গ)

২-২ বাঘ মারি মহাবির হরিস য়ন্তরে।
গাইল মুকুন্দ কবি য়ম্বিকার বরে।। (গ)

নেয়াতি সেয়াতি বরুণা সাঁই।
বেউড় বাঁশের অবধি নাই।
কেতকী ধাতকী কাটে বামনআটি।
শিয়াকুল ডামাকুল শিঙ্গাবেত।
কোদালে কাটিয়া করিল ক্ষেত।
কুলিতা চালিতা কাটিল মারাটি।।

দেবধান গড়গড় ময়না কাঁটা।
শাল পিয়াল চাকুল্যা তপন জটা।
বেউচ ঝাড়া কাটিল আতণ্ডী।
পোণ্ডাতি বিছাতি কাটে বনশর।
বনবাইগুণ কাটিলা উডুম্বর।
পড়াসি পুড়াসি কাটিল ভুরণ্ডী।।

চাকন্দা কাসন্দা নিসুন্দা ভালা।
গোরখ চাউল্যা গিলা কাশীমালা।
চিঞ্চার বহু বাঁশ কাটিল মান্দারী।
আমড়া বহেড়া হরিড়া ধব।
শুকনা কাননে ভেজাল্যা দব।
সকল ছাড়্যা কাটিল গাম্ভারী।।

মঘর তবলা ভালুকা বাঁশ।
মুড়া উপাড়িয়া করে বিনাশ।
শেমলী সোনলা কাটিল ধনিচা।
সরল ছাতিম কাটিল নিম।
পারুল শিরীষ বরুণাসীম।
ভাদিয়া শিমুল কাটিল বলিচা।।

এরণ্ড করবট বনচালিতা।
বালিগড়্যা বাকুলি কুচাইলতা।
ঝাঁটি ভাঁটি কাটিল আদাড়ে।
পলাশ কাটিল খেজুরবন।
মহাকড়া কেল্যাকড়া উলু বেণাবন।
নাকুল তাকুল কাটিয়া উপাড়ে।।

মাণ্ডার পণ্ডার কাটে শতমূলী।
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলী।
তমাল অর্জ্জুন করঞ্জাবন।
দেবছাট বীরছাট জয়ন্তী সোনা।
ফুলহীন দেখিয়া কাটে বাকসনা।
কাটে কোকিলাক্ষ চিরাতা কানন।।

ঘাটুফুল ঘাটুকাল কাটিল কেয়া।
উকুন্যা চিরুণ্যা বারাহিলোয়া।
হেঠকরিকঠ রাখিল নারঙ্গ।
কাঁঠাল কদলী রাখিল গুয়া।
অশ্বথ রাখিল মূল বান্ধিয়া।
রাখিল রুদ্রাক্ষ জাইফল লবঙ্গ।।

মালতী মল্লিকা রাখিল চাঁপা।
ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা।
টগর তুলসী রাখিল রঙ্গণ।
করুণা কমলা ছেলঙ্গ টাবা।
তাল নারিকেল নগরের শোভা।
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বিল্ববন।।

বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম।
মহাতরু রাখিল জন-বিশ্রাম।
মূল বান্ধিবারে আনিল থৈকর।
নৃপতি রঘুনাথ অশেষ গুণধাম।
দিলেন বহুধন করিল বহু মান।
গাইল মুকুন্দ নামে কবিবর।।

কালকেতু কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব

কত মায়া জান ওগো মায়াধারি
কে তোমা চিনিতে পারে।
ব্রহ্মা যে ধেয়ানে ও চারি বয়ানে
[১]অনুদিন স্তুতি করে।।[১]
আদ্যা সনাতনী শম্ভুর ঘরণী
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শঙ্খিনী শূলিনী কপালমালিনী
তিন লোকে তোমা সেবে।।
গৌরী দিগম্বরী ধাত্রী শাকম্ভরী
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
তুমি ভদ্রকালী সেবে পুণ্যশালী
হর-তনু-হেমমালা।।
[২]দুর্গা শিবা ক্ষমা চণ্ডী চণ্ড ভীমা[২]
বালশশি-শিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী বাণী বসুমতী
সংসার-দুঃখ-তারিণী।।

১-১ করজোড়ে স্তুতি করে।। (খ এবং বঙ্গ)
২-২ চণ্ডা চিত্র চণ্ডী চণ্ড মুণ্ড দণ্ডী (ক)

কৌশিকী কুমারী রোগ-শোক-হারী
[১]বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।[১]
চণ্ডা উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা প্রচণ্ডা
শ্রীফল-শাখা-বাসিনী।।
দক্ষ-মখ-হরা [২]দুর্গা দুর্গা পরা[২]
মহাকালী বর্গভীমা।
[৩]ব্রহ্মা মহেশ্বর চন্দ্র দিবাকর[৩]
দিতে নারে কেহ সীমা।।
যাদব-সেবিতা নন্দগোপ-সুতা
নিশুম্ভ-শুম্ভ-নাশিনী।
[৪]ক্ষমা কপর্দ্দিনী[৪] মহিষ-মর্দ্দিনী
শঙ্করী সিংহবাহিনী।।
*
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ্ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণে গান।।

১-১ বরাহ সিংহবাহিনী। (খ)
২-২ ভবদুঃখহরা (খ)
ভবভয়পারা (ক)
৩-৩ ব্রহ্মা পুরন্দর হরি দিবাকর (খ)
৪-৪ দাক্ষায়ণী রাণী (ক)
* অতিরিক্ত —
বিপদের কালে প্রবেশি পাতালে
রমানাথে কৈলে দয়া।
খণ্ডিয়া দুর্গতি বামে ভগবতি
দহ চেরণের ছায়া।। (বঙ্গ)

কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণ

এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
[১]কৈলাসে চণ্ডীর হইল অস্থির আসন।।[১]
পদ্মা পদ্মা বলিয়া ডাকেন ঘনে ঘন।
স্মরণ করিতে পদ্মা দিলা দরশন।।
গণনা করিয়া পদ্মা বলেন বচন।
কালকেতু মহাবীর করিছে স্মরণ।।
বন কাটি নগর বসাতে কৈল মন।
এইহেতু মহাবীর করিছে স্মরণ।।
এতেক শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতী।
[২]বিশ্বকর্ম্মে পান দিয়া দিলেন আরতি।।[২]
মোর বাক্য বিশ্বকর্ম্মা কর অবধান।
মহাবীরের পুরী করহ নির্ম্মাণ।।
সঙ্গে মোর দেহ যদি বীর হনুমান।
তবে সে ত্বরিতে পুরী করি গো নির্ম্মাণ।।
স্মরণ করিতে মাত্র আইলা মারুতি।
হাঁতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি।।
বিশ্বকর্ম্মা শিরে ধরি চণ্ডীর আদেশ।
বেরুণিয়া বেশে তথা করিল প্রবেশ।।
তার সঙ্গে প্রবেশ করিল হনুমান।
বীরের তোলেন পুরী হয়্যা সাবধান।।
আওয়াস তুলিল চারিক্রোশ-পরিমাণ।
আপনি কোদালি ধরে বীর হনুমান।।

১-১ কৈলাসে হইল চণ্ডির অস্থির যে মন।। (খ)
২-২ আসির্ব্বাদ দিআ তারে দিলেন আরতি।। (গ)

বিশ্বকর্ম্মা নিৰ্ম্মাইয়া দিলেন কোদাল।
[১]আড়ে দশ বেণ্ডু দীর্ঘে দ্বিগুণ বিশাল।।[১]
যখন কোদালি ধরে বীর হনুমান।
[২]বাসুকি সহিত মহী হয় কম্পমান।।[২]
[৩]নাহি গাড়ী পাতে বীর না ধরে সিয়নী।[৩]
অঞ্জলি করিয়া হনুমান তোলে পানি।।
[৪]আরম্ভ করিল বিশাই শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালের কুড়-সম হনু তোলে চেলা।।[৪]
প্রথমে প্রাচীর বিশাই কৈল চারি পাট।
[৫]বাউটী পাথরের বীর দিল ঝনকাট।।[৫]
তালতরু সব উচ্চ হইল প্রাচীর।
পাথরের দাঁত্যা দিল হনুমান বীর।।
[৬]মুড়লী[৬] রচিয়া তাহে আরোপিল কাট।
চারি হালা খড়েতে ছাইল চারি পাট।।
[৭]পুরীর ভিতরে রচে চারু চতুঃশালা।[৭]
বান্ধিল ঘরের পিড়া তথি দিয়া শিলা।।
অন্তঃপুরে সরোবর করিল নিৰ্ম্মাণ।
পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান।।

১-১ আড়ে দশ বিঘা দীর্ঘে প্রমাণ শাল।। (বঙ্গ)
২-২ বাসুকি প্রভৃতি নাগ হয় কম্পমান।। (খ)
৩-৩ নাহি গাড় কোঁড়ে বীর না পাতে সিউনি। (ক)
৪-৪ সুত্রধরে বিশ্বকর্ম্ম শুভক্ষণ বেলা।
হনুমান বীর তোলে বড় বড় চেলা।। (দী)
৫-৫ হিরামনি পাথর দিলেন ঝনকাট।। (খ)
৬-৬ মুণ্ডানী (দী) মুড়ানি (ক)
৭-৭ পুরে ভিতরে রচে চারি পাটসালা। (খ)
বিরের ভিতরে তোলে চারা চতুশালা। (দী)

উত্তরে খিড়কি সিংহদ্বার পূর্ব্বদেশে।
শিলাতে রচিল [১]নাটশালা[১] চারিপাশে।।
সাতান্ন বন্ধেতে বিশাই ধরে সূতা।
ইন্দ্রনীল-পাষাণে রচিত কৈল পোতা।।
সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।
[২]নানা চিত্র লিখে বিশাই হৈয়া অনুকূল।।[২]
নানারত্ন দিয়া তাহে রচিল পিণ্ডিকা।
রত্নসিংহাসন বারী স্থপিলা চণ্ডিকা।।
দেখি বড় হরষিত হৈলা ব্যাধসুত।
এক চিত্তে অভয়া পূজিল বিধিমত।।
অভয়ার চরণে ....

গুজরাট নগর-নির্ম্মাণ

সিতপক্ষ ত্রয়োদশী [৩]তাহে গুরুযুত শশী[৩]
[৪]তথি যোগ নাম আয়ুষ্মান।[৪]
সুধন্য কার্ত্তিক মাস বশাই তোলে আওয়াস
সঙ্গে লৈয়া বীর হনুমান।।

১-১ পাটশালা (খ)
পাকশাল (বঙ্গ)
পাটশাল (দী)
২-২ নানা রত্নে বিশ্বকর্ম্ম লিখে নানা ফুল।। (দী)
৩-৩ গুরু তারা যুত শশী (ক, খ এবং দী)
৪-৪ শুভ যোগ অষ্টমী যুক্তান। (ক)
ভাগ্যযোগে তথি আয়ুশ্মান। (দী)

দেবকারু বিশ্বকর্ম্মা তার পুত্র দারুবর্ম্মা
শিরে ধরে চণ্ডিকার পান।
সঙ্গে বন্ধু জ্ঞাতি নাতি উজাগর করি রাতি
নানা চিত্র করয়ে নির্ম্মাণ।।
*
হনুমান মহাবীর নখে করে দুই চির
শিলা-তরু-পর্ব্বত-সঞ্চয়।
পিতাপুত্র [1]একচিত[1] পাষাণে রচিয়া ভিত
গিরিসম তুলিল আলয়।।
চারি চৌরি-চতুঃশালা মেঝা পিড়া [2]খোয়ে ঢালা[2]
পাষাণে রচিল নাচ-বাট।
বিবিধ [3]বিচিত্র[3] তথি পুরী জিনি দ্বারাবতী
পাট-শালে পুরট-কপাট।।
আওয়াসের পূর্ব্বদেশে বিচিত্র কলস বৈস্যে
বিরচিল বিষ্ণুর দেউল।
দিয়া হীরা নীলা খণ্ড রচিল বিষ্ণুর পিণ্ড
অনল বিজুরী সমতুল।।
বামভাগে দুর্গামেলা তার পাশে নাট-শালা
সিংহদ্বার পূর্ব্বে জলাশয়।

---

* অতিরিক্ত —
আদেশে করিলা ভীমা রচিয়া পৃথক সিমা
পরিখা কোড়েন হনুমান।
করাতে পাথর কাটি প্রাচীরে পরিপাটি
নিরমিল দ্বারকা শমান।। (দী)

১-১ সাবহিত (দী)
২-২ কাঁচ ঢালা (দী)
৩-৩ বিচ্ছন্দ (বঙ্গ)
বিছন্দ (ক)
বেহদ (দী)

খিড়কী উত্তর ভাগে জলহরি তার আগে
প্রতিবাড়ী কূপের সঞ্চয়।।
নগর চত্বর মাঝে শিবের মন্দির সাজে
অনাথমণ্ডপ ভাত-শালা।
[১]বাসাড়ে জনের তরে[১] দীঘল মন্দির করে
অতিথি জনার তথা মেলা।।
কাষ্ঠ আনি বোঝা বোঝা পোড়াইল ইট-পাঁজা
[২]নানা হাট করয়ে নির্ম্মাণ।[২]
[৩]দিয়া হীরা নীলা খণ্ড মধ্যে কৈল দোলপিণ্ড
কদম্ব-কানন সন্নিধান।।[৩]
পশ্চিম দিকেতে সেহ তুলিলা নমাজ-গৃহ
দলিজ মসজিদ নানা ছন্দে।
সুধন্যা কৌশলকলা তুলিল রন্ধন-শালা
বিবি চাখে বান্দী তথি রান্ধে।।
অযোধ্যা সমান পুরী বিশাই নির্ম্মাণ করি
পুরদ্বারে রচিল কপাট।
চণ্ডী পদে করি ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণে গান
পত্তন নগর গুজরাট।। *

১-১ বাসা দিতে প্রবাসীরে (খ)
২-২ নানা ইট পোড়ে শাবধান। (দী)
৩-৩ নানা চিত্রে ইট কাটে দেউল .... রা .... মঠে
সৌধময় কৈলা পুরিখান।। (দী)
* অতিরিক্ত —
বির সুভক্ষণ করে নগরে সুতা ধরে
মঙ্গল পড়এ দ্বিজগন।
পুঁতি পতকা কাঠ বিরাজ করএ হাট
দামা বাজে ব্যালিস বাজন।।

কালকেতুর প্রার্থনা

দ্বারকা সমান পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
দুইজনে চণ্ডীর প্রসাদ পাইল পান।।
পুরী দেখি না পূরয়ে বীরের অভিলাষ।
[১]কেহ নাহি গুজরাটে শূন্য দেখি বাস।।[১]

কুম্ভকার ইটা গড়ে দস বিস পাঁজা পোড়ে
নিরবধি খাটে সুত্রধার।
মুনসিবে করিয়া মন খাটায় বেরুণিয়া জন
গজাল জোগায় কর্ম্মকার।।
ছুন গুড়া পাখি টাল নির্ম্মান করএ ভাল
ছন্দরা সাজাএ দুই সারি।
গাছ বান্ধে পাখি টালে আওয়াস তুলিল ভালে
চৌকাট নগর আওয়ারি।।
ছন্দরার চৌকাঠে সুত্রধার চিত্র গঠে
সবপু সমান কপাঠ।
সুবর্ণ কলস ছড়ে নেতের পতাকা উড়ে
এক চাপে বইসে গুজরাট।।
নগরের অন্তরে বটিল রঙ্গিলা ঘরে
পদাতিক রহেত চৌয়ারী।
গুয়া নারিকল বড়ি নগরে তুলিল বড়ি
দেখিতে দেখিতে চিত্র সারি সারি।।
গুজরাটের সোভা দেখি চণ্ডিকা হইলা সুখি
জান মাতা গঙ্গার সদন।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।। (গ)

১-১ কেহ রহে গুজরাটে কেহ জায় বাস।। (দী)
কেহ গুজরাট মাঝে না করে নিবাস।। (ক)

বিষাদ ভাবেন বীর শূন্য দেখি পুরী।
সন্তাপনাশিনী দুর্গা সোঙরে শঙ্করী।।
তুমি সত্ত তুমি রজ তুমি তমোগুণ।
[১]ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি তিন জন।।[১]
তুমি সিদ্ধি ধৃতি লক্ষ্মী বিদ্যা লজ্জাবতী।
সন্ধ্যা রাত্রি প্রভা নিদ্রা আদ্যা বসুমতী।।
তুমি ক্ষুধা ক্ষেমা সর্ব্বরূপা সর্ব্বভূতে।
আমি মূঢ়মতি ব্যাধ কি জানি বলিতে।।
বিষাদনাশিনী তোমা গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলে কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে।।
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে তুমি হইয়া শৃগালী।।
*
ধন দিয়া কাটাইলে গুজরাট বন।
কি কারণে এতগুলা তুলাল্যে ভবন।।
প্রজাকে আনিতে নাহি আমার শকতি।
[২]নগর বসাতে মাতা উর ভগবতী।।[২]

১-১ আরাধিলা হরিহর তুমি তিন জন।। (দী)
আর গুণে তুমি হরি হর তিন জন।। (খ)
আরাধনে হরিহর তুমি তিন জন।। (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —
ভূভার খণ্ডন কৈলে আপনি প্রকার।
কংস-ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার।।
দুর্গ দুর্গা পরা তুমি জগতের মাতা।
শৈলনন্দিনী শিবা সকল দেবতা।। (বঙ্গ)

২-২ নগর বসাত্যে মাতা কর য়বগতি।। (খ)

এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
কৈলাসে চণ্ডীর হইল অস্থির আসন।।
পদ্মাবতী বলিয়া ডাকেন ঘনে ঘন।
স্মরণ করিতে পদ্মা আইলা তখন।।
গণনা করিয়া পদ্মা বলিলা বচন।
কালকেতু মহাবীর করিছে স্মরণ।।
[১]অবিলম্বে চল মাতা কলিঙ্গ নগরে।
স্বপন কহগা সব প্রজার মন্দিরে।।[১]
শুনিয়া এমত মাতা পদ্মার ভারতী।
কলিঙ্গে প্রজারে স্বপ্নে কন ভগবতী।।
নগর বৈসায় কালু বনের ভিতরে।
ধান্য গরু টাকা কড়ি দেয় সবাকারে।।
তোমারে বলিরে শুন বুলন মণ্ডল।
তথা গেলে তোমাদের অনেক কুশল।।
স্বপন কহিলা চণ্ডী কেহ নাহি শুনে।
পদ্মা বলে চল যাব গঙ্গার সদনে।।
ডুবাব কলিঙ্গদেশ দুঃখ দিব লোকে।
গুজরাটে যাব প্রজা যবে পাব শোকে।।
অবিলম্বে যান মাতা গঙ্গা-সন্নিধানে।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে।।

১-১ অবিলম্বে গেল মাতা কলিঙ্গ নগরে।
স্বপ্ন কহেন মাতা প্রতি ঘরে ঘরে।। (বঙ্গ)

গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহ

সাধিতে আপন কাম আইনু তোমার ধাম
[১]সহিবে আমার কিছু ভার।[১]
প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলগো আমার সঙ্গে
যাব রাজ্য কলিঙ্গ-রাজার।।
গঙ্গা, সন্তাপ করহ মোর দূর।
হইয়া উন্মত্ত-বেশ ডুবাহ কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর।।
হইগো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি
সেই প্রভু গতি সবাকার।
[২]হইয়া বিষ্ণুর অংশা[২] কার নাহি করি হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার।।
দিদি, পর পীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিলে দুঃখ [৩]হই আমি অশ্রুমুখ[৩]
[৪]তারে বড় সদয় হৃদয়।।[৪]

১-১ তোমারে আমি কিছু দিএ ভার। (গ)
২-২ কিবা আমি কৃষ্ণ-অংশা (দী)
৩-৩ হই আমি অসুখ (গ)
হই আমি অধোমুখ (খ)
৪-৪ বড় দয়া আমার হৃদয়।। (খ)
থাকি তায় শদয় হ্রিদয়।। (দী)

কুম্ভীর মকরগণ ১প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ১
কি কারণে ধর তারে কোলে।
মহা পাপ যার গায় সে পাপী তোমাতে নায়
বৈষ্ণবী তোমায় কেবা বলে।।
গঙ্গা, গরব কর না মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে বালি-ঘট করি মরে
সেই বধ তোমারে সে লাগে।।
দুর্গা, ২পূর্ব্ব জনমের ফলে আসিয়া আমার জলে
প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়।২
তুমি, মহিষ ছাগল মেষ খাইয়া কৈলে অবশেষ
সেই পাপ লাগয়ে তোমায়।।
নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।
নারী হয়্যা কৈলে রণ বধিলে অসুরগণ
সমরে করিলে পান সুরা।।
গঙ্গা, তোরে আমি ভাল জানি পিয়েছিল জহ্নুমুনি
তোমার না করি জল পান।
কোন মড়া পোড়ে কূলে কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান।।

১-১ হিংসাবিত্তি য়নুক্ষন (খ)
জার হিংসা অনুক্ষন (গ)
২-২ তাহার পূর্ব্বের ফলে আপন কর্ম্মের বলে
প্রাণ ছাড়ে আপন ইচ্ছায়। (গ)

ছাড় গঙ্গা আপন বড়াই।

উচিত বলিব যদি তোমা সম পাপ নদী

খুঁজিলে পাইতে আর নাই।।

দোঁহার কোন্দল শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী

চল যাই সমুদ্রের স্থান।

আজ্ঞা দিলে জলনিধি আসিবে সকল নদী

শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।।

সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর গমন

[১]কোপে কম্পমান তনু কাঁপে সর্ব্ব গা।

যোজন যোজন বহি পড়ে এক পা।।[১]

ত্বরিতে গেলেন মাতা সমুদ্রের ধাম।

সম্ভ্রমে সমুদ্র উঠি করিলা প্রণাম।।

পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিলা আচমন।

পূজা করি সিন্ধু তবে করেন স্তবন।।

অবনী লোটায়্যা পুটাঞ্জলি কার কর।

বলে—কিসের কারণে মাতা আইলে মোর ঘর।।

চিরকাল হেথায় না আস্য ভদ্রকালী।

আমার আশ্রম আজি হইল পুণ্যশালী।।

[২]মোর পুণ্যতরু আজি হৈল ফলবান।[২]

আমার আশ্রমে চণ্ডী হইলা অধিষ্ঠান।।

১-১ কম্পিত শকল অঙ্গ কোপাবেষ মন।
সিংহজানে মোহামাইয়া করিলা গমন।। (দী)

২-২ মোর তনু হৈল আজি সফল পুণ্যবান। (খ)
আমার সুকৃত তরু হবে ফলবান। (দী)

পূর্ব্বেতে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে।
ততোধিক হইল তব পদ দরশনে।।
অভয়া বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি।
দেহ নদ-নদীগণ আমার সংহতি।।
হাজাব কলিঙ্গ দেশ বসাব নগর।
ঘোষণা রাখিব বীরের অবনী-ভিতর।।
[১]এমন শুনিয়া সিন্ধু চণ্ডীর বচন।
হাতে হাতে নদ-নদী কৈল সমর্পণ।।[১]
প্রণাম করিয়া দিল পুষ্পক বিমান।
ইন্দ্রের ভবনে মাতা করিলা পয়ান।।
[২]সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র কৈল জোড় কর।[২]
কিসের কারণে মাতা আইলে মোর ঘর।।
নীলাম্বরে ক্ষিতি লয়্যা মনে পাই ব্যথা।
[৩]দেখিয়া তোমার মুখ নাহি তুলি মাথা।।[৩]
শুনি পুত্রশোকে ইন্দ্র হইল বিকল।
সুরপুরে উঠিল ক্রন্দন-কোলাহল।।
চণ্ডিকা বলেন বাছা শুন পুরন্দর।
অবিলম্বে আনি দিব তোমার কুমার।।
সাত দিবেসের তরে দেহ চারি মেঘে।
নীলাম্বরের কার্য্য সাধি আনি দিব বেগে।।

১-১ অদভূত সুনী সিন্ধু চণ্ডীর কথন।
নদনদি সকল করিল শমর্পণ।। (দী)

২-২ পূজন করিয়া জিজ্ঞাসেন সুরপতি।
কহ মাতা কি কারণে আমার বসতি।। (দী)

৩-৩ মহেন্দ্র তোমার লাজে নাহি তুলি মাথা।। (খ এবং দী)

[১]এমন শুনিয়া ইন্দ্র চণ্ডীর বচন।
হাতে হাতে চারি মেঘ কৈল সমর্পণ।।[১]
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ

শুন শুন মেঘগণ কর ঝড় বরিষণ
কলিঙ্গে হইয়া প্রতিকূল।
[২]মোর যজ্ঞ-ভঙ্গকালে[২] আকুল করিলে জলে
যেন মতে নন্দের গোকুল।।
পান লহ মেঘ দ্রোণ সাধিবে আমার লোণ
শীঘ্র চল চণ্ডীকার সঙ্গে।
পুণ্ডরীক ঐরাবতে দুই গজ লহ সাথে
বৃষ্টি করি ডুবাহ কলিঙ্গে।।
চল যে পুষ্কর মেঘ দুষ্কর তোমার বেগ
চল গজ কুমুদ বামন।
[৩]তুমি যদি মন কর প্রলয় করিতে পার
কলিঙ্গ আঁটিবে কতক্ষণ।।[৩]

১-১ সুনী ইন্দ্র মেঘগজ ডাকাইয়া আনে।
অভয়া সঙ্গিত শ্রীমুকুন্দ ভণে।। (দী)

২-২ ইন্দ্রমখ ভঙ্গকালে (খ)

৩-৩ তোর কোপে অতিশয় প্রলয় শমান হয়
কলিঙ্গের কোথাহ গণণ।। (দী)

[১]আবর্ত্ত [১] জলদ-রাজ সাধহ চণ্ডীর কাজ
লহরে অঞ্জন পুষ্পদন্ত।
[২]ঝনঝনা বৃষ্টি শিলা সঙ্গে লয়্যা কর খেলা
কলিঙ্গপুরের কর অন্ত।।[২]
[৩]সংবর্ত্ত করহ হিত তুমি প্রলয়ের মিত
সার্ব্বভৌম সুপ্রতিক লয়্যা।
মোর কার্য্যে কর দৃষ্টি কলিঙ্গে করহ বৃষ্টি
যেমন বলেন মহামায়া।।[৩]
গজ যোগাইবে নীরে বরিষ মুষল-ধারে
ঝাট যাহ কলিঙ্গ-নগর।
[৪]বজ্রাঘাত ঝড় শিলা সঙ্গে লয়্যা কর খেলা
কলিঙ্গের না রাখিবে ঘর।।[৪]

১-১ সংবর্ত্ত (বঙ্গ)
অবর্থ (দী)

২-২ চলিবে চণ্ডীর কাজে সঙ্গে করি দুই গজে
কলিঙ্গের নাহি তাকে অন্ত।। (বঙ্গ)

৩-৩ আদয মেঘ পুষ্কর আমার বচন ধর
অবধানে সুন মন দিঞা।
মোর বাক্য মনে ধর জাঞা ঝড় বিষ্টি কর
ক্রোধে বলেন মহামায়া।। (গ)

৪-৪ সুনহ পঞ্চাহ বাতে চলহ চণ্ডীর শাতে
কলিঙ্গের না রাখিহ ঘর।। (দী)

[1]ইন্দ্রের আদেশ পায় শীঘ্রগতি মেঘ ধায়
পঞ্চাশ পবনে করি ভর।[1]
[2]নিমেষে পবনবেগে গগন জুড়িল মেঘে
বেড়িল সে কলিঙ্গ-নগর।।[2]
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ *

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
[3]দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার।।[3]

১-১ আদেশীলা সুররায় মেঘ অষ্ট গজ ধায়
পঞ্চাশ পবনে করি ভর। (দী)
২-২ ক্ষণে উঠে বায়ুবেগ নিমেষে ছাড়িল মেঘ
চৌঘাট কলিঙ্গ নগর।। (বঙ্গ)

* পাঠান্তর —
প্রলয় বহে ঝড় উড়ায় চালের খড়
ভাঙ্গএ বড় বড় গাছ।
ভাঙ্গিল জঙ্গ উঠিল পঙ্ক
আড়ায় পড়িল মাছ।।
উঠিল জলধর যুড়িল অম্বর
করিবর তুলি দেই পানি।
কলিঙ্গদেসে বহুজল বরিসে
দুরু দুরু হুড় হুড় সুনি।।
বহু জল বাদল ভাসএ ফেনা জল
ভাসে মরাইর ধান্য।
ঘরে ঘরে তপাস ডুবিল কাপাস
গ্রামগুলি ফিরে ফেণে।।
৩-৩ চিনিতে না পারি ভাই তনু আপনার।। (বঙ্গ)

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর।।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগন-মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল।।

মেঘ গহন হরিসে খরতর বরিসে
দ্বারের পড়িল কাঁথ।
জলের হিল্লোল সুনিএ গণ্ডগোল
তাঁতির ডুবিল তাঁত।।
ভাসএ হাথি ঘোড়া সিফাএর ভিজে জোড়া
তরাসে পালায় নড়ে।
সাত পাচ ভাবিয়া পালায় বানিএগ্রা
বাসায় রাখিএগ্রা কড়ে।।
বান আইল সহরে ঢুকিল বাজারে
ভসায় সুরঙ্গ খাট।
পালায় মালি য়ার তামলি
ডুবিল গবাকের পাট।।
শৃগাল কুক্কুর ভাসি জায় দুর
ভাসিল বনের বাগ।
হরিন সুকর ভাসিল বিস্তর
কেহু কারু না পাইল লাগ।।
কতেক বেপারি কান্দএ সারি সারি
বেপার ভাসিএগ্রা জান।
জলের হিল্লোল সুনি গণ্ডগোল
রাজার উড়িল প্রান।।
জগদবতংসে পালধি বংসে
নৃপতি রঘুরাম।
ললিত প্রবন্ধ ত্রিপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান।। (খ)

কলিঙ্গে উড়িয়া মেঘ ডাকে উচ্চনাদ।
প্রলয় গণিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ।।
[১]হুড় হুড় দুড় দুড় বহে ঘন ঝড়।
বিপাকে ভবন ছাড়ি প্রজা দিল রড়।।[১]
[২]ধূলে আচ্ছাদিত হইল যে ছিল হরিত।
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত।।[২]
[৩]চারি মেঘে জল দেয় অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গ-তড়কা বাজ।।[৩]
করি-কর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হইল হারা।।
ঘন ঘন শুনি চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন।।
[৪]পরিচ্ছিন্ন[৪] নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
[৫]কলিঙ্গে সোঙরে সকল লোক যে জৈমিনি।।[৫]
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ।।

১-১ নিরবধি আট মুখে বরিষায় ঝড়।
নগর চত্তর ছাড়ি প্রজা দেই রড়।। (দী)
হুড় হুড় দুর দুর বিমুখিয়া ঝড়।
বিসেষে চত্তর প্রজা ছাড়ি যায় ঘর।। (খ)

২-২ জলেতে কলিঙ্গপুর শকল ব্যাপীত।
বিপাকে পড়িলা লোক প্রজা চমকীত।। (দী)

৩-৩ শঘন বিজুলী মোহাশব্দে পড়ে বাজ।
দেখিয়া কলিঙ্গরাএ্য পায় বড় লাজ।। (দী)

৪-৪ পরিচ্ছন্ন (বঙ্গ)

৫-৫ সোঙরে সকল লোক জনকজননী।। (খ এবং বঙ্গ)

গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গ ভাসিয়া বুলে জলে।
নাহি জানি জলস্থল কলিঙ্গ-মণ্ডলে।।
*
নিরবধি সাত দিন বৃষ্টি নিরন্তর।
[১]আছুক শস্যের কার্য্য হেজ্যা গেল ঘর।।[১]
মেঝ্যাতে পড়য়ে শিল বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে থাকা তাল।।
চণ্ডীর আদেশ পান বীর হনুমান।
মঠ অট্টালিকা ভাঙ্গি করে খান খান।।
চারিদিকে বহে ঢেউ পর্ব্বত-বিশাল।
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দলমল।।
[২]চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।[২]

---

* অতিরিক্ত —
গঙ্গা আদি নদনদী সিন্দুর আদেশে।
কলিঙ্গ নাশীতে কংশনদে পরবেশে।। (দী)

১-১ আছুক অন্যের কাজ হাজিল সহর।। (খ এবং বঙ্গ)
আছুক অন্যের দায় হাজি গেলা সর।। (দী)

২-২ চণ্ডিকার চরিত্রে পালায় প্রজাগণ।
অভয়া-মঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ।। (দী)

নদনদীগণের কলিঙ্গদেশে যাত্রা

আজ্ঞা দিলা ভবানী চলিলা মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগনে স্থিতি।
[১]সঙ্গে মকরজাল ছাড়িয়া পাতাল
বেগে ধায় ভোগবতী।।[১]
প্রবল তরঙ্গা ধাইল গঙ্গা
ভৈরবী কর্ম্মনাশা।
ধাইল দ্রুপদ শোণ মহানদ
[২]ধাইল বাহুদা বিপাশা।।[২]
আমোদর দামোদর ধাইল দারুকেশ্বর
শিলাই চন্দ্রভাগা।
কোবাই দেবাই চলিল দুই ভাই
বাগড়ির কাল ধায় বেগা।।
করিয়া দামাদামি ধাইলা ঝুমঝুমি
ঘিয়াই মুড়াই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি ঘুঙ্করা কুতূহলী
রত্না ধাইলা রঙ্গে।।
খরতর লহরী ধাইলা গোদাবরী
কাণা ধায় দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে চলিলা রঙ্গে
বুড়া [৩]মুণ্ডেশ্বর[৩]।।

১-১ সঙ্গে মগরার জল হইআ উথল
চলিলা সঙ্গে ভগবতি।। (খ)

২-২ বাহু দধি সঙ্গে পাসা।। (খ)

৩-৩ মন্ত্রেশ্বর (বঙ্গ)

ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী বেগে ধায় গোমতী
সরযূ সুধাবতী।।
ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই
খরস্রোত বামুন্যার খানা।
[১]চারিদিকে জল হইল ধবল
কলিঙ্গ জুড়িয়া বহে ফেনা।।[১]
[২]বাগনা বাগল ধায় গোঙ্গড়ী খড়ী তায়
ব্রহ্মপুত পদ্মাবতী।
চিত্তা ঝিনুকী ধাইল পাবকী
ভীমা শ্যামা বেগবতী।।[২]
গিরি-দরি-বনচয় করিয়া জলময়
দনাই চলিলা ধায়্যা।
চলিলা রঙ্গে বড়াই তার সঙ্গে
অতিশয় বেগবতী হয়্যা।।
বাজায়্যা দণ্ডী আপনি চণ্ডী
ধাইলা সত্বর হয়্যা।
সঙ্গে কোলাঘাই চলিলেন [৩]মহামাই[৩]
সুবর্ণরেখা লইয়্যা।।

১-১ পারঙ্গ তরঙ্গ ধাইল উরঙ্গ
কংসনদী যুড়িয়া ফেণা।। (খ)
২-২ সুরনদি গঙ্গা সিখর ভঙ্গা
বেগে ধায় পদ্যাবতি।
পশ্চিম ভাসা ঝটিত পিয়াসা
অতি ধায় বেগবতি।। (খ)
৩-৩ মহানই (বঙ্গ)

জগদবতংসে পালধি বংশে
নৃপতি রঘুরাম।
[১]শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর কাম।।[১]

কলিঙ্গরাজ কর্তৃক বর্ষার শান্তি

দুঃখিত কলিঙ্গরায় হাতী ঘোড়া ভেস্যা যায়
[২]অট্টালয়ে উঠে রামাগণ।[২]
মহলে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল
[৩]খাট পালঙ্ক ভাসে নানা ধন।।[৩]

*

দেখিয়া জলের রীতি মনে চিন্তে নরপতি
সাজন করিয়ে আনে নায়।
পরিবার সনে রাজা করিয়া নায়ের পূজা
আরোহণ কৈল দণ্ডরায়।।

১-১ তার সভাসদ্ রচিয়া চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান।। (বঙ্গ)

২-২ উচ্চস্বরে কান্দে রামাগণ। (গ)

৩-৩ লোক ভাস্যা জায় অনুক্ষন।। (খ)

* অতিরিক্ত —
ডুবিল কলিঙ্গদেশ সহস্রাক্ষ ভাবে ক্লেশ
মজিল প্রজার সম্ভাবনা।
বহিল বিষম স্রোত ভাসিল তুরঙ্গ রথ
কোন দেব কৈল বিড়ম্বনা।। (বঙ্গ)

*

এ সব প্রমাদ দেখি মনে রাজা হৈলা দুঃখী

দ্বিজগণে করে নিবেদন।

বিশেষ পণ্ডিত যত বিচারিয়া বিধিমত

নৃপতিরে কহে বিবরণ।।

দ্বিজগণ নৃপে কয় শুন রাজা মহাশয়

নিবেদন কর অবধান।

দেখিয়া জলের বয় হেন মোর মনে লয়

ইন্দ্ররাজা কৈল অভিমান।।

[১]দেখিয়া তোমার দোষ[১] কোন দেব কৈল রোষ

মজিল তোমার জনপদ।

কলধৌত দেহ দান সাধহ দেবের মান

[২]বাড়িবেক তোমার সম্পদ।।[২]

ডুবিল সকল দেশ সহস্রাক্ষ ভাবে ক্লেশ

মাজলে রাজার সন্তাপনা।

রাজারে বিষম রথ (?) ভাসিলা তুরঙ্গ রথ

সাঁতে ভাসি গেলা কত জনা।। (দী)

অতিরিক্ত —

চণ্ডীর আজ্ঞায় হনু হাথে পাঁজি কাঁখে জনু

উপনীত রাজার সভায়।

পঞ্জিকা শুনাঞা কয় মহারাজ নাহি ভয়

গণ্যা আমি কহিয়ে উপায়।। (বঙ্গ)

১-১ নবম শনির দোষ (বঙ্গ)

২-২ ঘুচিবেক তোমার আপদ।। (বঙ্গ)

[1]দ্বিজের বচন শুনি নরপতি মনে গুণি
দিল জলে কনক-অঞ্জলি।
নদনদী পেয়্যা মান সবে গেল নিজ স্থান
দেখি রাজা মনে কুতূহলী।।[1]
ধীরে ধীরে টুটে নীর দেখি সবে হইল স্থির
দ্বিজগণে দিল নানা ধন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিলা বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

কলিঙ্গবাসিগণের খেদ

বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে ক্রন্দন।
দুই চক্ষু সবাকার শ্রাবণের ঘন।।
কেহ কেহ বলে ধন থুয়্যাছিনু চালে।
চালের সহিত ধন ভেস্যা গেল জলে।।
দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল।
স্রোতে ভেস্যা গেল মোর কাপাসের ডোল।।

১-১ দ্বিজবাক্যে নানাধনে পূজে দেবদেবীগণে
কনক অঞ্জলী দিলা জলে।
নদনদি মান পাল্যা নিজ স্থানে সভে গেলা
রাজার সুকৃতি কর্ম্মফলে।। (দী)
দ্বিজের বচন শুনি নরপতি মনে গুণি
তিলাঞ্জলি সোণা দিল জলে।
নদদনদী পায়্যা মান সভে গেলা নিজ-স্থান
রাজা সুস্থির কর্ম্ম-ফলে।। (বঙ্গ)

ধরণী লোটায়্যা কান্দে মহেশ্বর দাস।
কোথা ভেস্যা গেল মোর গুড় তিল মাষ।।
আর একজন বলে শুন মোর বাণী।
সর্ব্বস্ব যে ভেস্যা গেল সাত মণ চিনি।।
কোন কোন জন বলে শুন মোর কথা।
প্রাণধন পাইলুঁ আমি ধরি চালবাতা।।
সকল সহিত ভেস্যা গেল নিকেতন।
অনেক যতনে ভাই পাইলুঁ জীবন।।
ভাঁড়ুদত্ত বলে মোর করমের ফল।
আমার দুয়ারে জল হইল অথল।।
উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার।
জটে ধরি মাগু মোরে করিল উদ্ধার।।
বুলান মণ্ডল বলে শুন প্রজা ভাই।
হাজিল বিলের শস্য তাহে না ডরাই।।
*
[১]মসীল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি।।[১]
এদেশে বসতি নাহি ঘর নদীকূলে।
হাজিবে সকল শস্য বরিষণ-কালে।।

---

* অতিরিক্ত —
দারুন বিধাতা মোরে কৈল অপমান।
সোতেতে ভাসিয়া গেল তিল কাপাস ধান।। (খ)

১-১ মশাত করিলা রাজা দিয়া খাট দড়ি।
মাইশরে চাহি তিন তেয়াইর কড়ি।। (দী)
মুসগর্গস করিব রাজা দিয়া খাট দড়ি।
প্রথম যম্বানে চাই এক তেহাই কড়ি।। (খ)

তেসনী ইনাম পাব গুজরাট যাই।
শুনি ভাঁড়ুদত্ত সেই রাজার দোহাই।।
বুলান মণ্ডল বলে শুন মহাশয়।
তোমার সকল প্রজা জানিবে নিশ্চয়।।
তেসনী ইনাম পাব গুজরাটপুর।
আগুয়ান তোমার প্রজা তুমি সে ঠাকুর।।
মিলি যত প্রজাগণ করিল বিচার।
কলিঙ্গ রাজার ঠাঁই না পাব নিস্তার।।
বুলান মণ্ডল বলে শুন প্রজা ভাই।
সবে মিলি বীরের নগরে চল যাই।
সবার প্রধান ভাঁড়ুদত্ত আগে যান।
কলিঙ্গ তেজিয়া সবে করিল পয়ান।।
*
বুলান মণ্ডল ভাই যায় লঘুগতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী।। †

---

* অতিরিক্ত —
ভেলাতে বান্ধিয়া সভে হৈলা নদি পার।
চলিলান প্রজাগণ বিরের দুয়ার।। (দী)

† অতিরিক্ত —

বুলান মণ্ডলের গুজরাটে আগমন

বুলান মণ্ডল বলে শুন সব ভাই।
কলিঙ্গ ছাড়িয়া চল গুজরাটে যাই।
কালকেতু মহারাজ বড় ভাগ্যবান্।
ধান্য গোরু টাকা দিয়া করিবে সম্মান।।

বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আস্যগা আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব কনক-কুণ্ডল।।

*

গুজরাটে গেলা তবে বুলান মণ্ডল।
পশ্চাতে চলিল প্রজা হইয়া বিকল।।
সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দণ্ডধর।
নক্ষত্রগণের মধ্যে যেন নিশাকর।।
পণ্ডিত পুরাণ পড়ে স্তব করে ভাটে।
গায়কে গাইছে গীত নর্ত্তকীরা নাটে।।
হেনকালে তথায় বুলান উপস্থিত।
আইস আইস বলি রাজা করিল সম্বিত।।
কহ কহ বুলান স্বদেশের বারতা।
কিসের কারণে আইলে কহ সত্য কথা।।
বুলান বলেন রায় কর অবধান।
রহিতে নাহিক ঘর বসিবারে স্থান।।
জলেতে ভাসিয়া গেল সকল আমার।
কি খাইব কিবা দিব খাজনা রাজার।।
ভাবিয়া চণ্ডিকা পদদ্বয় একচিতে।
রচিল নৌভুন গীত মুকুন্দ পণ্ডিতে।। (বঙ্গ)

---

* অতিরিক্ত —

মনে না ভাবিবে আন মুলে তোরে দিব ধান
গরু দিব লাঙ্গল বাহনে।
যার যেবা নাহি থাকে সেই ধন দিব তাকে
কোন চিন্তা না করিহ মনে।। (দী)

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ

তিন সন বহি দিহ কর।

হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা

পাট্টায় নিশান মোর ধর।।

নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি

ডিহিদার নাহি দিব দেশে।

সেলামী বাঁশগাড়ি নানা বাবে যত কড়ি

নাহি নিব গুজরাট বাসে।।

পার্ব্বণী পঞ্চক যত গুড়া লোণ সানা ভাত

[১]ধানকাটি কলম-কসুরে।[১]

যত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান

অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।।

[২]যত বৈসে দ্বিজবর কার নাহি নিব কর

চাষভূমি বাড়ি দিব দান।[২]

হইয়া ব্রাহ্মণে দাস পূরিব সবার আশ

জনে জনে সাধিব সম্মান।।

ভাঁড়ুদত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বলে

মোর আগে কেবা নিবে পান।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ

শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।। *

১-১ ধান্য কাটি কম শেকসুরে। (দী)

বালি কাটি যতেক অপরে। (ক)

২-২ যত প্রজা বৈসে ঘর তার না লইব কর

চাষিজনে বাড়ি দিব ধান। (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —

কালকেতুর সভায় নীলাম্বর দত্তের আগমন

বির বিবাদে প্রজা হইল য়স্থির।
টল বল করে জেন পদ্যপত্রের নির।।
পালাইআ জাই রহিতে নাহি স্থান।
চতুর্দ্দিকে জলময় প্রজার বিথান।।
উত্তরে প্রধান জন বুলন মণ্ডল।
গাড়ির ভুএগ্র লৈআ বলে কোথা পাব স্থল।।
বিরের মানুষ সবে মারিল কোন কাজে।
তারে মন্দছন্দ বলিলে কেনে লাজে।।
দেসের নাএক ছিল নিলাম্বর দত্ত।
কহিতে লাগিল সেই বিরের মহত্ত।।
সাজাইল ঘরগুলা নারিকেল বাড়ি।
সর্ব্বকাল ক্ষেম খাবে নাত্রিঃ দিবে কড়ি।।
রক্ষ দুঃখিজনে বির হবে অনুকুল।
উধার আগাড়ি দেহ বৎস্যাল সম্বল।।
ছোট বড় প্রজা জদি দেহ অনুমোতি।
ভেট ঘাট সজ্য করি অনেক সকতি।।
ষুবাসিত তণ্ডুল বান্দিআ নিল গাছ।
কানে দড়ি দিয়া নিল গোটা রহিমাছ।।
মর্ত্তমান কলা নিল নাড়ু গঙ্গাজল।
বোঝা ভারে চালাইল মিঠা নারিকেল।।
বার্ত্তাকু মুলক নিল কুমড়ার ছা।
নিলাম্বর চলে ভুমে লোটাইয়া কাঁছা।।
বেগারি বহি আনিল জত ভেট ঘাট।
কথোক্ষ্যনে পাইল নগর গুজরাট।।
বস্যাছিল মহাবির করিআ দেয়ান।
নিলাম্বর দত্ত গিয়া হৈল সন্নিধান।।

ভেট ঘাট এড়ি বিরে নুওাইল মাথা।
বির জিজ্ঞাসিল তারে কুসল বারতা।।
নিলাম্বর দত্ত নাম নিবাস উত্তরে।
তোমার লিখন পত্র গিয়াছিল মোরে।।
সেই পত্র পড়্যাছিল মুক্ষ্যার হাতে।
পড়িতে নারিল পত্র মুক্ষ্যা ভালমতে।।
কথোদিন বই আমি পাইলাম সেই পাতি।
বুঝাইয়া সভাকারে নিল অনুমোতি।।
পূর্ব্বের আশ্বাষ জদি হয় সন্নিধান।
প্রজা সব আনাইব দেহ ফুলপান।।
নিলাম্বরের বোল জদি হইল সমাধান।
অবিলম্বে কালকেতু দিল ফুলপান।।
মাথায় বান্দিল তার পাটের আঁচলা।
স্রবনে কুণ্ডল দিল করে তাড়বালা।।
নিলাম্বর চলে বিরে করিয়া প্রনাম।
সভাকারে কহিল জত বিরের বাখান।।
বিরের বাখান কহেন নিলাম্বর দত্ত।
তাড়বালা দেখিআ প্রজা হইল উনমত্ত।।
গোওালা চালায় গোরূ গোধের ভিতরি।
সঙ্গপত্র চালায় বোঝা ভারি ভারি।।
চলিলা কোলিঙ্গের লোক হইআ পাগল।
মাথায় বোঝা কাখে পো হাতেতে ছাগল।।
নিরাসয় ছাড়ি প্রজা নিজ গ্রিহবাস।
বিদ্ধজন চলে মনে বড়ই উল্লাস।।
গুরূজন মাঝে চলে কুলবতি সতি।
ছর্ত্তিস বন্যের প্রজা চলে রাতারাতি।।
ভূঞ্রা সকল জান চড়িআ ত ঘোড়া।
পাইক সত সত নড়ে ঝাটী ঝগড়া।।

কালকেতুর নিকটে ভাঁড়ু দত্তের আগমন

[১]ভেট লয়্যা কাঁচকলা[১] পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ু দত্তের পয়ান।
[২]ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ[২] ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ।।
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলেতে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া।।

উত্তর ভাঙ্গিআ প্রজা আস্যে গুজরাটে।
তা দেখিয়া সকল লোক আইসে করপুটে।।
উত্তর ভাঙ্গিআ প্রজা পালাইয়া জায়।
প্রজার উৎকট করে ছাগলের রায়।।
পশ্চিম ভাঙ্গিআ আইসে হাসান হুসন।
বিরের নগরে আসি দিল দরসন।।
দক্ষিন ভাঙ্গিআ আইল মণ্ডল সঙ্কর।
বিরের নগরে আসি হইল অনুচর।।
পূর্ব্বদেস হৈতে আইল ভাড়ুদত্ত।
না বড়ি কহিআ জার বাড়এ মহত্ত।।
চারিদিকে মণ্ডলিয়া ছিল বিদ্যমান।
বিরকে সম্বাসে ভাণ্ডু সভার আগুয়ান।।
খুড়া বলি বির সঙ্গে করিল সম্বন্দ।
বিরকে কহিতে প্রজার প্রবন্দ।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।। (খ)

১-১ লয়্যা চিড়া দধি কলা (দী)
২-২ ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ (বঙ্গ)

আমি বড় প্রতিআশে এসেছি তোমার দেশে
[১]আগুয়ান ডাকিবে ভাঁড়ুরে।[১]
যতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুলেশীলে মহত্ত্ব-বিচারে।।
কহি যে আপন তত্ত্ব আমলহাঁড়ার দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন।
দুই নারী মোর ধন্যা ঘোষ বসুর কন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা-সমর্পণ।।
গঙ্গার দুকূল কাছে যতেক কুলীন আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
ঝারী তালা অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন।।
বহু পরিবার মেলা দুই নারী চারি শালা
চারি পুত্র বহিনী শাশুড়ী।
[২]ছয় জামাই ছয় ঝি বিশেষ বলিব কি[২]
ধান্য দিবে নাহি দিব বাড়ি।।
হাল বলদ দিবে খুড়া দিবে হে বিছন-পুড়া
ভান্যা খাত্যে ঢেকী কুলা দিবে।
আমি পাত্র রাজা তুমি আগে পূজা পাব আমি
পরিণামে ভাঁড়ুরে জানিবে।।

১-১ আহ্বানে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে। (বঙ্গ)

২-২ ছি জাওাঞী দশ চেড়ি য়েই হেতু সাত বাড়ী (দী)
ছয় জামাই ঝয় চেড়ী এই হেতু সাত বাড়ি (বঙ্গ)

[১]ভাঁড়ুর বচন শুনি মহাবীর মনে গুণি[১]
করিল তাহার বহু মান।
দামুন্যা-নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

কালকেতুর প্রতি ভাঁড়ুদত্ত *

সঘনে নাড়িয়া শিরে [২]গাঙ্গুটি-প্রবন্ধে[২] ধীরে
ভাঁড়ুদত্ত কহে [৩]কাণ-কথা।[৩]
[৪]যে হৈলে প্রজা বৈসে কহি আমি সবিশেষে
একে একে সকল বারতা।।[৪]

১-১ পুনহ ভাণ্ডু কয় মোহাবীর প্রশংশয় (দী)

২-২ চাতুরী প্রবন্ধে (বঙ্গ)

৩-৩ কণা-কথা (দী)

৪-৪ শুন খুড়া সবিষেসে জেই পাকে প্রজা বৈসে
য়েকে য়েকে তাহার বারতা।। (দী)

* পাঠান্তর —

বিরের নিকটে জায় বসিতে আসন পায়
বাড়িল ভাণ্ডুর অহংকার।
সঘনে নাড়এ মাথা আরম্বিল কান কথা
না বড়ি কহিতে সভাকার ।।
জত মণ্ডলিয়া জন লয়্যা আল্য প্রজাগন
সভাকার কথা আমি জানি।
আইল আপন কামে ছলি জাব নিজ ধামে
জত দেখ সব বান্দ পানি।।

[১] দেহ মোরে সর্ব্ব ভার তাড়বালা আদি হার
তুমি থাক নিশ্চিন্তে নিশয়।
বহু প্রজা বসাইব এক ছাইয়াপত্র লব
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়।।[১]

আমারে করহ ভারি বসাব তোমায় পুরি
আমি ভাল জানিয়ে সন্ধান।
সভাকারে নিব লাগ্যা নগর না জাব ভাগ্যা
জনে জনে হইব সন্ধান।।
ভাণ্ডু তা না বড়ি কহে প্রজা জে দেখিতে পারে
সভে বলে হইয়া য়ভিমানি।
তুমি যুনিলে ভাণ্ডুর কথা কেহ না আসিব হেথা
কর যুড়ি মাগয়ে মেলানি।।
প্রজারা রহিয়া দ্বারে সঘনে আশ্বাস করে
সভারে আদ্যাসে মহাবির।
চাহি দুয়ারির পানে আঁখি ঠারিব আনে
ঠকে করে দুয়ার বাহির।।
অপমানে নাহি লাজ কহে সভার মাঝ
বির বাড়ি আগুলিয়া রহে।
দামুন্যা নগরবাসি হৈআ বড় য়ভিলাসি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস কহে।। (খ)

১-১ তাড় বালা দিবে মান করজ বলদ ধাণ
উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিবে মাপিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা লয়।। (বঙ্গ এবং ক)

যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব

[১]দরিদ্রের ধান্যে দিব নাগা।[১]

খাইয়া তোমার ধন না পালায় প্রজাজন

শেষে যেন নাহি পাহ দাগা।।

দেওয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা

যারে বল বুলান মণ্ডল।

[২]থাকিতে সকল প্রজা আগুয়ান মোর পূজা

কহিলাম প্রকার সকল।।[২]

পরি দু-পণের কাচা ভানিত আমার ভাচা

[৩]সেই বেটা হবে দেশমুখ।[৩]

[৪]নফরের[৪] হাতে খাণ্ডা বহুড়ীর হাচে ভাণ্ডা

পরিণামে দেই অতি দুখ।।

[৫]শুনিয়া ভাঁড়ুর বাণী মহাবীর মনে গুণি

মনে ভাবি না দিল উত্তর।

করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান

নায়কেরে দেহ চণ্ডী বর।।[৫]

১-১ দারীদ্রের ধনী লব নাগা। (দী)

২-২ বুঝিয়া করিবে কাজ মোর জেন নহে লাজ

কয়্যা দিব প্রজার শকল।। (দী)

৩-৩ সুকা বেটা হব দেশমুখ। (দী)

৪-৪ রাখালের

৫-৫ আমি কায়স্থের মোক্ষ তুমি খুড়া প্রতীপক্ষ

মোরে কর শহর মণ্ডল।

রচিয়া ত্রীপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ

হৈমবতি-সঙ্গিতমঙ্গল।। (দী)

মুসলমানগণের আগমন

কলিঙ্গ-নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর বাড়ী
নানা জাতি বীরের নগরে।
পাইয়া বীরের পান বৈসে যত মুসলমান
দিলেন পশ্চিমদিক তারে।।
আইল চড়িয়া তাজি সৈয়দ মৌলনা কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটি বোলয়ে হাসন হাটী
[১]বৈসে কলিঙ্গ দেশ ছাড়ি।[১]
ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
[২]পাঁচ বেরি[২] করয়ে নমাজ।
[৩]ছোলেমানী[৩] মালা করে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।।
[৪]দশ বিশ বেরাদরে[৪] বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে
[৫]সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।।[৫]

১-১ য়েক মুধুনীতে গৃহ বাড়ি।। (দী)
এক সমুদায় গৃহ বাড়ি।। (বঙ্গ)
২-২ পাঠাবরি (দী)
৩-৩ ছিলিমিলি (বঙ্গ)
ছিলমালী (দী)
৪-৪ দশ বিশ রোজা ধরে (গ)
৫-৫ সাঁজে দেই দ্যগড়ি নিসান।। (দী)

বড়ই দানিসবন্দ [১]না জানে কপট ছন্দ[১]

প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

যার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা

সারিয়া চেলার মারে বাড়ি।।

ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ

বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।

না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে

ইজার পরয়ে দৃঢ় [২]দড়ি[২]।।

আপন টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া

ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত।

শেরানি নোহালি পানি কুড়ানি বিটুনি হনি

পাঠান বসিল নানা জাত।।

বসিল অনেক মিঞা আপন [৩]তরফ[৩] নিঞা

কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।

মোলনা পড়ায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা

দোয়া করে কলমা পড়িয়া।।

করে ধরি খর ছুরী কুকুড়া জবাই করি

দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।

বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা

দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।।

১-১ কাহাকে না করে ছন্দ (বঙ্গ)

২-২ নাড়ি (গ এবং দী)
করি (বঙ্গ)

৩-৩ টবর (গ এবং দী)

যত শিশু মুছলমান তুলিল [১]দলিজখান[১]

মখদম পড়ান পড়না।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ

গুজরাট-নগর-বর্ণনা।।

মুসলমানদিগের শ্রেণী-বিভাগ

রোজা নমাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা।
[২]তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।।[২]
বলদে বাহিয়া নাম ধরাল্য মুকেরি।
পিঠা বেচি কেহ নাম ধরাল্য পিঠারি।।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবাড়ি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।।
হিন্দু হইয়া মুছলমান হৈল [৩]গরসাল[৩]।
কেহ রাত্রিকাণা হৈয়া মাগে নিশাকাল।।
সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম।
সুন্নৎ করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম।।
পট্টা পরিয়া কেহ ফিরয়ে নগর।
তীরকর হয়্যা কেহ নির্ম্মাণয়ে শর।।

১-১ মক্তব খান (বঙ্গ)
২-২ তাঁত বুনিঞা নাম ধরাইল জোলা।। (গ)
৩-৩ গয়সাল (গ এবং বঙ্গ)

কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া।
নানা স্থানে বুলে কেহ কলন্দর হৈয়া।।
*
কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘটা।
নেয়াল বুনিয়া নাম ধরয়ে বেনটা।।
[১]রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গণ করিয়া।
ধরিলা হালান নাম কুন্দুর ধরিয়া।।[১]
গোমাংস বেচিয়া নাম ধরয়ে কসাই।
এই হেতু যমপুরে তার নাই ঠাঁই।।
নানা বৃত্তি করিয়া বসিলা মুছলমান।
অবধান করি শুন হিন্দুর আখ্যান।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

---

* অতিরিক্ত —
বসিলা সিবনকর করিয়া রশাণ।
কম্বল মুনীএগ্রা ধরে দেসধি বিধান।। (দী)

১-১ বসন রঙ্গায়্যা কেহ ধরে রঙ্গরেজ।
লোহিত বসন শিরে ধরে মতাতেজ।। (বঙ্গ)

ব্রাহ্মণগণের আগমন

*

[১]পাইয়া বীরের পান বৈসে যত কুলস্থান
গুজরাটপুরে বিপ্রগণ।
আশীষ করয়ে বীরে শাস্ত্রের বিচার করে
নিত্য পান ভূষন চন্দন।।[১]
কুলে শীলে নহে নিন্দ্য চাটুতি মুখটী বন্দ্য
কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলি ঘোষাল।
চৌখণ্ডী পলসাঞি দিঘাড়ী কুসুমগাঞি
বসিল কুলভি পারিয়াল।।

---

* অতিরিক্ত —

ব্রাহ্মন বৈস্য তথি নানা সাস্ত্র বহে পাতি
মহাবংসে কুলের বিসার।
কাব্য রস অলঙ্কার ভারত পুরান সার
সাস্ত্রবিধি জতেক প্রকার।।
নিবাংসি দ্বিজ জত কথা সরোদয় হার তথা
নাটক নাটিকা ভাল জানে।
কণ্ঠে তার সরস্বতি মুখে তার বৃহস্পতি
আগম আদি বেদ বাখানে।।
বীর ভাঙ্গ্যায় চণ্ডির ধন আনন্দে পূর্ণিত মন
নগরে রাজার বৈসে হাট।
পাড়াপাড়ি গ্রামে জত তাহা না কহিব কত
অজোদ্ধা সদৃস গুজরাট।। (খ)

১-১ পান লৈয়া বিপ্রগণ পায়্যা ভূষা নানা ধন
গুজরাট মধ্যে নিবসয়।
বিচারিয়া লয় পুরি বিরেরে আসীশ করি
সুখে দ্বিজ শাস্ত্র বিচারয়।। (দী)

পুতিতুণ্ড বৈসে হড় রাইগাঁই কেশরগড়
ঘন্টেশ্বরী বৈসে কুলস্থান।
মতিলাল পীতমুণ্ডী ঝিকরাড়ী মালখণ্ডী
ঘুষুণ্ডী বড়াল কুলমান।।
কড়িয়াল সিমলাঞি কুলিয়াল পিপলাই
তার কাছে বৈসে পূর্ব্বগাঞি।
ধনে মানে অতি চণ্ড বাপুলী পিশাচখণ্ড
কর্ণাই সেড়ো বৈসে গাঞি।।
পালধি হিজলগাঁই মাসচটক ডিঙ্গসাই
কড়ারী দানড়ি ভুরিষ্ঠাল।
বটগ্রামী নন্দিগাঁই ভাট্যাতি শীতলশাঞি
নাল্‌সী কোঁয়াড়ী মতিলাল।।
[১]গাঁই নাই গোত্র আছে[১] বসিল তাহার কাছে
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শত শত।
[২]ব্যবহারে বড় ঋজু নিত্য পড়ে বেদ যজু[২]
বেদবিদ্যা মুখে অবিরত।।
দেখিতে সুসার সারি ব্রাহ্মণের আওয়ারি
ঠাঞি ঠাঞি বিষ্ণুর সদন।
কনক-কলস-চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
গৃহ-শিরে শোভে সুদর্শন।।

১-১ সাঞি গাঞি গোত্র আছে (গ)
২-২ ব্যবহারে বড় খেদ নিত্য পড়ে জযুর্ব্বেদ (গ)
ব্যবহারে বড় ক্ষেদ নিত্য পড়ে চতুর্ব্বেদ (খ)

কেহ হয় অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ কহে কথা
কেহ বলে আগম-পুরাণ।
নানা দেশ হইতে আসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
[১]তারে বীর দেয় নানা দান।।[১]
মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন-লিক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান।।
ময়রা-ঘরে পায় খণ্ড গোপ-ঘরে দধি-ভাণ্ড
তেলি-ঘরে তৈল কুপী ভরি।
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
[২]গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি।।[২]
বসি গুজরাটপুরে যেই জন বিভা করে
গ্রামযাজী করে অনুষ্ঠান।
সাঙ্গ হৈলে দ্বিজ কয় কাহন দক্ষিণা হয়
হাতে কুশে দক্ষিণা [৩]ফুরাণ[৩]।।
গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে [৪]ঘটকে কুলীন দণ্ডে[৪]
কুলপঞ্জি করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভাতে বিড়ম্বে তারে
যাবত না পায় পুরস্কার।।

১-১ দেয় বির হয় গজ দান।। (খ এবং গ)
২-২ গুজরাট আনন্দ নগরি।। (গ)
জজিআ আনন্দে পুরে পুরি।। (খ)
৩-৩ শারণ (দী)
সারান (খ)
৪-৪ কপট ব্রাহ্মণ দণ্ডে (গ)

গুজরাট এক পাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে
বর্ণ-বিপ্রগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতি ধরে শাস্ত্রের বিচার করে.
লিখে তারা শিশুর জায়তি।।
মাথাতে পিঙ্গল জটা [১]কাপালী সন্ন্যাসী ঘটা[১]
ঝুপড়ি বান্ধয়ে এক পাশে।
গায়ে নানা তীর্থ-চিন ভিক্ষা মাগে অনুদিন
গুজরাট এক পাশে বৈসে।।
সদা লয় হরিনাম [২]বাস্তুভূমি পায় দান[২]
বৈষ্ণব বসিলা গুজরাটে।
কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি গলাতে তুলসী-কাঁঠি
[৩]সদাই গোঙয় গীত-নাটে।[৩]
কুশহস্তে বাক্য পড়ি [৪]বীর দেয় ভূমি বাড়ি[৪]
কুশ নীর তিল করি করে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকি আড়রা নগরে।।
বীর দেয় বাস যত বৈসে প্রজা শত শত
কলিঙ্গের ছাড়িয়া নিবাস।
তেসনি ইনাম বাড়ি কেহ নাহি দেয় কড়ি
[৫]সবাকার হৃদয়ে উল্লাস।।[৫]

১-১ সন্যাসী তপসি ঘটা (গ)
সন্যাসি কাপাড়ি ঘটা (খ)
২-২ ভূমি প্যায়া ইনাম (খ এবং বঙ্গ)
৩-৩ বৈষ্ণব বসেন সেই দেশে।। (দী)
৪-৪ আইয়োজন ভূমি বাড়ি (দী)
আয়তনে ভূমে বাড়ি (খ)
৫-৫ দেখি বড় বিরের উল্লাস।। (গ)

সর্ব্বলোক-অবতংস ক্ষত্রি বৈসে ভানুবংশ
চন্দ্রবংশী বৈসে মহাজন।
পুরাণ-শ্রবণ-আশে আনি বিপ্র নিজ বাসে
[১]অনুদিন দেয় নানা ধন।।[১]
দোসর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত
[২]মল্ল-বিদ্যা শেখে অবিরতি।[২]
কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ দ্বিজে দেয় নানা ধন
দেশে দেশ যাহার খেয়াতি।।
[৩]উলিয়া[৩] আখড়া-ঘরে মল্লযুদ্ধ কেহ করে
নানা বিদ্যা গুলী চাপগরি।
[৪]হাতে ধরি ঢাল খাঁড়া কেহ করে তোলাপড়া
প্রাণে মারে যদি পায় অরি।।[৪]
আসি পুর গুজরাট নিবাস করয়ে ভাট
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।
বীর দেয় খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল।।

১-১ অবিরত দ্বিজে দেই ধন।। (দী)
অনুদিন দ্বিজে দেই ধন।। (খ)
২-২ মল্ল বংশে রাজচক্রবর্ত্তী। (খ)
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী। (দী)
৩-৩ তুলিয়া (বঙ্গ)
৪-৪ লইয়া বাজা বাজা কেহ করে মালপাজা
মাংস হন্দে কেহ পায়ে হারী।। (দী)

[১]বৈসে বৈশ্য মহাজন কৃষ্ণকথা অনুক্ষণ[১]
[২]কৃষিকর্ম্ম করে গো-রক্ষণ।[২]
কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
কালে কিনে রাখে কোন জন।।
কেহ দর করি তোলা হীরা নীলা মোতি পলা
[৩]কেহ মরকত মণি কেনে।[৩]
সাজন করিয়া নায় কেহ নানা দেশ যায়
শঙ্খ চন্দন কিনি আনে।।
চামরী চামর ভোট সাকলাৎ গজ ঘোট
খেটক পট্টিশ আঙ্গরাখি।
এক বেচে আর কেনে নিতি নিতি বাড়ে ধনে
গুজরাটে বৈশ্য-জন সুখী।।
বৈদ্যজনার তত্ত্ব সেন গুপ্ত দাশ দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান।
[৪]বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ[৪]
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান।।
উঠিয়া প্রভাতকালে ঊর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে
বসন-মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া লোহিত ধৃতি কাঁখে করি খুঙ্গি পুথি
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে।।

১-১ বৈস্য বৈসে অবিবাদে মগ্ন মন হরিপদে (দী)
২-২ জ্ঞাতিকর্ম্ম করে অনুক্ষণ। (খ)
৩-৩ নানা যে সফর ভ্রম্যা আনে। (খ)
নানা সফর ভ্রমি য়ানে। (গ)
নানা সহর ভ্রমে স্থানে। (বঙ্গ)
৪-৪ মুনিকাম করে যশ কেহ প্রিয়াদের বশ (খ)

দেখি জ্বর শিরোরোগ ঔষধ করয়ে যোগ

[১]বুকে ঘাত করে প্রতিজ্ঞায়।[১]

দেখিলে অসাধ্য রোগ পালাইতে করে যোগ

[২]নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।।[২]

কর্পূর পাচন করি তবে সে রাখিতে পারি

কর্পূরের করহ সন্ধান।

রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে চলে

[৩]সেই পথে বৈদ্যের পয়ান।।[৩]

বৈদ্যজনার পাশে অগ্রদানী বিপ্র বৈসে

নিত্য করে রোগীর সন্ধান।

রাজ-কর নাহি দেই বৈতরণী-ধেনু লেই

হেমযুত তিল লয় দান।।

মহামিশ্র ইত্যাদি।।

কায়স্থগণের আগমন

ঘৃত-কুম্ভে বান্ধি গাছ ভেট নিয়া দধি মাছ

কায়স্থ আইল মহাজন।

[৪]প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন করে[৪]

সুখী হইলা ব্যাধের নন্দন।।

১-১ বুকে ঘাত মারি অঙ্গে পায়। (দী)

বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়। (বঙ্গ)

বুকে মারি করে ভাঙ্গে দায়। (খ)

২-২ তবে করে কর্পূর উপায়।।

৩-৩ শেই পথে রোজার পালান।। (দী)

৪-৪ মোহাবীরে করি নতি করে আপনার স্থীতি (দী)

সকল কায়স্থ ভাবে আইনু তোমার দেশে
গুজরাটে করিতে বসতি।
[১]বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ী ভূমি[১]
প্রজাগণে কর অবগতি।।
কোন জন সিদ্ধ কুল কেহ সাধ্য ধর্ম্মমূল
দোষহীন কায়স্থের সভা।
প্রসন্ন সভারে বাণী লেখাপড়া সভে জানি
[২]ভব্যজন নগরের শোভা।।[২]
অনেক কায়স্থ মেলা [৩]শুনিয়া তোমার লীলা[৩]
[৪]আইনু তোমার সন্নিধান।[৪]
কুলে শীলে নাহি দোষ কেহ মাহেশের ঘোষ
বসু মিত্র কুলের প্রধান।।
তব গুণে হইনু বন্দী পাল সে পালিত নন্দী
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ
সবে হেথা করিব নিবাস।।
করি বীর অবধান প্রজাগণে দেহ পান
ঘর বাড়ী করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
[৫]সাধন লইবা বিলম্বিত।।[৫]

১-১ সুনিয়া তোমার নাম ছাড়িলা আপন ধাম (দী)
২-২ সভে ভব্য ধর্ম্মপথে লোভা।। (ক)
৩-৩ দেখিয়া তোমার খেলা (খ, গ এবং বঙ্গ)
৪-৪ য়েই দেসে কর্য়াছি গমন। (দী)
৫-৫ সাধন করহ বিলম্বিত।। (খ)
সাধন না কর বিলক্ষিত।। (বঙ্গ)

ত্যাগ করি কলিঙ্গে লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গে
এক স্থানে করিব নিবাস।
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ী ভূমি
[১]শুনি বীর করয়ে আশ্বাস।।[১]
যত চাবে দিব তঙ্কা কারে না করিবে শঙ্কা
দক্ষিণ আওয়াসে কর বাস।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা কৈলা মঙ্গল প্রকাশ।।

গোপ প্রভৃতি জাতির আগমন

*

নিবসে [২]বণিক[২] গোপ না জানে কপট কোপ
ক্ষেতে উপজায় নানা ধন।
মুগ তিল গুড় মাসে গম সরিষা কাপাসে
সভার পূর্ণিত নিকেতন।।

১-১ সুনি বড় বিরের উল্লাস।। (খ)
শুনি বীর হৃদয়ে উল্লাস।। (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —
বীর দেই বাসা শত আস্যা প্রজা শত শত
ছাড়ী সবে নিজ নিজ বাস।
তেশন ইনাম বাড়ী প্রজা নাহি গণে কড়ি
সুনী প্রজা হৃদয় উল্লাস।। (দী)

২-২ হনীফ (দী)
ইনিত (গ)

তেলি বৈসে শত জনা কেহ চাষী কেহ ঘনা
কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল।
কামার পাতিয়া শাল কোড়ালী কোদালী ফাল
গড়ে টাঙ্গী [১]যমধার[১] শেল।।
লইয়া গুবাক পান বৈসে তাম্বুলী জন
মহাবীরে নিত্য দেই বীড়া।
[২]কর্পূর সহিত পান বীড়া বান্ধে সাবধান[২]
কভু নাহি পায় রাজপীড়া।।
কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি-কুড়ি গড়ে-পেটে
মৃদঙ্গ দগড়ি গড়ে কড়া।
শত শত কে জায় বৈসে তথা তন্তুবায়
ভুনী খুনী ধুতি বুনে গড়া।।
মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মৌড় গড়ে ফুলঘর।
ফুলের পুটলি বান্ধে পুষ্পসাজি করি কান্ধে
[৩]দেই পুরে দেব-দেবী-ঘর।।[৩]
বারুই বসিয়া পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে
মহাবীরে নিত্য দেই পান।
বলে যদি কেহ লেই বীরের দোহাই দেই
অনুচিত না করে বিধান।।
[৪]নাপিত নিবসে তথা কক্ষতলে করি কাতা[৪]
করে ধরে রসাল-দর্পণ।
বিশেষ বীরের পাশে বস্ত্র পায় মাসে মাসে
বীরে আসি করয়ে মর্দ্দন।।

১-১ আঙ্গরাখ (দী)
২-২ লবঙ্গ কর্পূর চূর্ণ বিড়া বান্ধে অনুক্ষণ (দী)
৩-৩ ফিরে তারা নগরে নগর।। (খ)
৪-৪ নাপিত বৈসে পুরে নিত্য দেখাদেখি বিরে (খ)

[১]আগুরি বসিয়া পুরে আপনার বৃত্তি করে
অনুক্ষণ চিন্তা করে রণ।
করি নানা অস্ত্র-শিক্ষা গুরু বিপ্র করে রক্ষা
অনুচিত করে না কখন।।[১]
মোদক প্রধান জনা করে চিনি-কারখানা
খণ্ড লাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে
শিশুগণে করয়ে যোগান।।
[২]সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহি কাটে[২]
সর্ব্বস্থানে তার নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ী নিত্য বুনে পাট-শাড়ী
দেখি বীর পরম হরিষ।।
পুরে বৈসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপধূনা
পসরা সাজায়্যা যায় হাটে।
শঙ্খবেণ্যা কাটে শঙ্খ [৩]কেহ তার নহে বঙ্ক[৩]
[৪]মণিবেণ্যা বৈসে গুজরাটে।।[৪]

১-১ আগুরী নিবসে জানা বাম ভূজে বীরবানা
বীরের প্রধান শেনাপতি।
আর জত বসে সুদ্র শমরে যেমন রুদ্র
ধরে তারা কোপাবেস অতি।। (দী)

২-২ শাবক আইসিয়া বসে জিবজন্তু নাহি হিংসে (দী)

৩-৩ কেহ তার করে রঙ্গ (গ)

৪-৪ জার সজ্ঞ যানে গুজরাটে।। (গ)

কাঁসারি পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
বাটী খোরা বড় হাণ্ডী সীপ।
সাপুড়া চুণা-বাটা নূপুর ঘাঘর ঘন্টা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।।
সুবর্ণবণিক বৈসে রজত কাঞ্চন কষে
[১]পোড়ে ফোড়ে দেখায়্যা সংশয়।[১]
কিছু বেচে কিছু কেনে [২]নিতি নিতি বাড়ে ধনে[২]
পুর-মধ্যে তাহার নিলয়।।
গুজরাটে করি ঘর নিবসে পশ্যাতোহর
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সবার ধন
হাত বদলিতে ভাল জানে।।
পল্ল গোপ বৈসে পুরে [৩]কান্ধে ভার করি ফিরে[৩]
[৪]বৃষগণে রাখিয়ে বাথানে।[৪]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে।।

১-১ পোড়ে কাটে দেখিলে শংশয়। (ক)
২-২ মনুস্যের ধন আনে (খ এবং দী)
৩-৩ কিনে বিকে বেবহারে (খ)
৪-৪ বনভাগে বসায় বাথান। (দী)

ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন

পাইয়া ইনাম ক্ষিতি বৈসে প্রজা নানা জাতি
আনন্দিত বীরের নগরে।
দিয়া দিব্য বাস দান করে বীর বহু মান
গীত-নাট সবাকার ঘরে।।
মৎস্য বেচে করে চাষ দুই জাতি বৈসে দাস
কলুরা নগরে পাতে ঘানী।
বাইতি বসিয়া পুরে নানাবিধ বাদ্য করে
[১]মাজুরি বেচয়ে ঘরে বুনি।।[১]
[২]বাগদি বসিল পুরে নানাবিধ অস্ত্র ধরে
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনি মাছ ধরে
কোচেরা খালই বোনে রঙ্গে।।[২]
নগর করিয়া শোভা বসিল অনেক ধোবা
দড়াতে শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সীয়ে [৩]বেতন পাইয়া জীয়ে[৩]
গুজরাটে বৈসে এক পাশে।।

১-১ পুরে ভ্রমে মাজুরি বিকি কিনি।। (খ)
পুরে ভ্রমে মাজুরি বিকিনী।। (দী)

২-২ যাও দিতে তুল্যা (?) জাত সুতা কা ব্যাটা (?)
দলই ঘড়ই বৈসে পুরে।
মাথা জাল্যা করি মেলা বান্ধিয়া সোলার ভেলা
অগাধ সলিলে মৎস ধরে।। (দী)

৩-৩ বেড়ন করিয়া জীয়ে (বঙ্গ)
বেত্তত করিয়া লএ (গ)

সিউলী নগরে বৈসে খজ্জুর কাটিয়া রসে
গুড় করে বিবিধ বিধান।
ছুতার পুরের মাঝে চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে
কেহ চিত্র করয়ে নির্ম্মাণ।।
পাটনী নগরে বৈসে নিরন্তর জলে ভাসে
পার করি লয় রাজকর।
আসি তথা জগা ভাট বসি পুর গুজরাট
ভিক্ষা মাগি ফিরে ঘরে ঘর।।
[১] চৌদুলি কোরঙ্গা মাঝি চুণারী বাউরি বাজী[১]
মাল বৈসে পুরের বাহিরে।
চণ্ডাল বসিয়া পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানীফল কেসুর পসারে।।

*

১-১ চদুলী চুনারা মাঝি কোরঙ্গা ধোয়রা ধাজী (দী)
চৌদুলি চুণারী মাঝি কোরাঙ্গা ভরদ্বাজী (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —
বসিলা নাগরী ভাট দেখিতে উত্তম ঠাট
বদনে বিশাল জার গোঁফ।
কালসী খমক ধরি অবিরত গায় হরি
টাকা সিকা দণ্ডি লয় গোপ।।
নগরে অনেক যোগী বসিলা ভিক্ষার ভোগী
কেহ বুনে বসন কম্বল।
সিঙ্গা সে ডমুরু বায় শূলপতি-গীত গায়
কানে শোভে শঙ্খের কুণ্ডল।।
গুজরাটে এক পাঁতি সুমুকুন্দ ধব্যা তাঁতি
টুরী বৈসে মহেস মণ্ডপে।
আঙ সুতে বাস বুনে রাজকর নাহি গণে
ভরত রাজার অবিশাঁপে।।

[১]গায়েন[১] সে গায় গীত কয়ালি ফিরয়ে নিত
একদিকে বৈসে মারহাটা।
ফিরে তারা গুজরাটে শোলঙ্গে [২]পিলুই[২] কাটে
ছানি ফাঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা।।
নিবসে কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল
জায়াজীব বসিল [৩]কামিলা[৩]।
বাহিরে বসিল হাড়ি ঘাস কাটি লয় কড়ি
[৪]শুঁণ্ডীর অঙ্গনে যার মেলা।।[৪]
মোজা পানই জিন নিরমায়ে অনুদিন
চামার বসিয়া এক ভিতে।
বিয়নী চালুনী ঝাঁটা ডোম করে টোকা ছাতা
জীবিকার হেতু একচিতে।।
লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
একভিতে হইয়া অধিষ্ঠান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।।

সিখিয়া ভোজের মাইয়া লইয়া আপন জাইয়া
বাজিকর বাজার নিকটে।
ঢোল বায় গায় গীত দেখাইয়া বিপরীত
কুতূহলে বৈসে গুজুরাটে।। (দী)

১-১ গোয়াল্যা (দী)
গোহাল্যা (বঙ্গ)
২-২ পেনই (দী)
পিলীহা (বঙ্গ)
৩-৩ কোয়ালা (বঙ্গ)
৪-৪ মুচির য়ঙ্গনে যার মেলা।। (গ)

হাট পত্তন

[১]মস্করা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা।[১]
[২]হাটুয়া[২] আনিয়া বীর দিল তাড় বালা।।
[৩]বেরুণিয়া জন আসি বান্ধয়ে দীপনী।[৩]
[৪]যত সাধু আসিবেক হাটের কথা শুনি।।[৪]
কেহ তৈল বেচে কেহ বেচে খণ্ড দধি।
ভক্ষ্য দ্রব্য উপহার বেচে নানাবিধি।।
এমন সময়ে ভাঁড়ুদত্ত হাটে আইসে।
পসারী পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে।।
পসরা লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ী।
যত দ্রব্য লয় তার নাহি দেয় কড়ি।।
লণ্ডে ভণ্ডে গালি দেই করে শালা শালা।
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।।
টানাটানি করে ভাঁড়ু তোলা নাহি ছাড়ে।
জটে ধরি কীল লাথি মারে তার ঘাড়ে।।
পিঠে চুণ মাখি হাটুয়া চলিল আন্দাসে।
ভাই বন্ধু পসরা তুলিয়া গেল বাসে।।
নগর দেখিতে হইল বীরের গমন।
প্রণাম করিয়া প্রজা করে নিবেদন।।

১-১ য়ন্মবাস পুতিয়া বির দিল বনমালা। (গ)
বাস পুতিয়া বির বান্দে বনমালা (খ)
২-২ পশারী (দী)
৩-৩ বেরুণিয়া জন আনি বান্ধে নদীর পানী (বঙ্গ)
৪-৪ জত লোক আস্যে সব রাজহাট শুনি।। (খ)
জত লোক আইসে সভে করে ধন্যি ধন্যি।। (গ)
দূরে হৈতে আসিবেক রাজহাট শুনি।। (বঙ্গ)

শুন মহাবীর ভাঁড়ু দত্তের চরিত।
হাটে গিয়া পসারীকে করয়ে লাঞ্ছিত।।
যত যত দ্রব্য লয় নাহি দেয় কড়ি।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ী।।
লণ্ডেভণ্ডে দেয় গালি বলে শালা শালা।
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।।
শুন মহাবীর এই ভাণ্ডুর চরিত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর সঙ্গীত।।

রাজসমীপে হাটুরিয়াগণের আবেদন

মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ু দত্ত লয়্যা।
হের দেখ পিঠে চূণ ভাঁড়ুদত্ত করে খুন
সবে যাব বিদায় হইয়া।।
জানে ভাঁড়ু নানা ছলা পরদ্বন্দে ধরে ছলা
টাকা-সিকা নিত্য খায় ধুতি।
ভাঁড়ু যত পীড়া করে কেবা সহিবারে পারে
[1]পালাইব ছাড়িয়া বসতি।।[1]
চালু লয় চালকির ঘরে কড়ি চাহিলে মারে তারে
গুয়া পান নিত্য লয় ঠেটা।
[2]নানা দেশ হইতে আসে সাধুজন এই দেশে
মিছা বাদে দেয় তারে লেটা।।[2]

১-১ না জানি পালাএগ্রা জাব কতি।। (খ এবং গ)

২-২ নানা দেস হৈতে আসে সাধু তুমার দেসে
নানা বাদ দেয় তাবে ঠেটা।। (গ)

পরাক্রমে নাহি টুটে গোপের পসরা লোটে
[১]নিত্য ধরে অপরাধ দায়।[১]
তার বেটা বড় মূঢ় মোদকের লোটে গুড়
[২]নিবেদিতে নাহিক যুয়ায়।।[২]
চলিতে না পারে খোঁড়া সাত বাড়ী দেয় জোড়া
[৩]গায় গায় তথি রোপে কলা।[৩]
[৪]ছাগ মেষ যদি পায়[৪] মারি খন করে তায়
নিত্য ধরে অপরাধ ছলা।।
তাহার বেটার কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
জাতি লয়্যা পড়ি গেল খেলা।
বহুড়ী জলেতে যায় আহড়ে থাকিয়া চায়
[৫]দূর হইতে ফেলি মারে ঢেলা।।[৫]

নানা দেস হৈতে আস্যে সাধব তোমার দেসে
নানা বাদ তারে দেই বেটা।। (খ)
নানা দেশ হৈতে আসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
নানা বাদ দেয় তার বেটা।। (বঙ্গ)

১-১ নিত্য ধরে ঘাস-কর দায়। (বঙ্গ)
২-২ নিবেদিতে নাহিক স্বহায়।। (ক এবং গ)
নিবেদন কৈলুঁ রাঙ্গা পায়।। (বঙ্গ)
৩-৩ গাছ রোপে তায় কলা। (দী)
গাছ গাছ রোপে তায় কলা। (বঙ্গ)
৪-৪ ছাগ মেস জার পথে যায় (দী)
ছাগ মেষ যথা পায় (খ এবং বঙ্গ)
৫-৫ গাছে উঠ্যা তারে মারে ঢেলা।। (খ)
গাছে হইতে ফেল্যা মারে ডেলা।। (বঙ্গ)
গাছে উঠি পেলী মারে ঢেলা।। (দী)

নিত্য তার বনী রাণ্ডী কুমারের লয় হাণ্ডী
[১]ভাল ভাল জনে দেয় ঢেশা।[১]
বাজারে আইলে মাছ লয় তার বাছে বাছ
গালি দেয় বলি কটু ভাষা।।
[২]প্রজার বচন শুনি রোষ-যুত বীরমণি
দূত দিল ভাঁড়ুরে আনিতে।[২]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
গিরিরাজ-সুতার সঙ্গীতে।।

কালকেতু-সমীপে ভাঁড়ু দত্তের আগমন

দূতের বচনে ভাঁড়ু আল্য লঘুগতি।
জুড়িয়া উভয় পাণি বীরে করে নতি।।
মহাবীর বলে ভাঁড়ু কি তোর ব্যাভার।
[৩]কি কারণে লোট হাট রাজার বাজার।।[৩]

১-১ জেবা জার বনী রাণ্ডী লুট কুমারের হাণ্ডী
ভাল ভাল জান লয় বেটা (দী)
নিজে তার বন্ রাড়ী লুঠ করি লয় হাঁড়ি
কুমার ধরিয়া করে লেটা। (বঙ্গ)
২-২ প্রজা দেখি রোসযুত নৃপতি পাঠায় দুত
সত্তরেতে ভাণ্ডুরে আনিতে। (খ)
প্রজাগণ যেত ভাসে সুনী কালকেতু রোষে
দুত দিল ভাঁড়ুরে আনীতে। (দী)
৩-৩ কি কারণে লুট মোর বেরাজ বাজার।। (দী)

হিত উপদেশ বলি শুন ভাঁড়ু দত্ত।
[১]আপনি রাখিলে রহে আপন মহত্ত্ব।।[১]
ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর।
ধান বাড়ি নাহি দাও নাহি কলন্তর।।
ইহা শুনি ভাঁড়ু কহে নত করি মাথা।
কাহার বচনে খুড়া কহ হেন কথা।।
যতেক আছিলা প্রজা আমার নফর।
আমার বচনে আল্য তোমার নগর।।
কিসের কারণে খুড়া কর মোরে হেলা।
পরম্পরা আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা।।
মণ্ডল বলাতে তোর মুখে নাহি লাজ।
খর্ব্ব হয়্যা ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ।।
*
প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।
নগর ভাঙ্গিলি ঠকা করিয়া কন্দল।।
শুন শুন মহাবীর শুন মোর কথা।
উচিত কহিতে তুমি পাবে মনে ব্যথা।।
যেখানে আমার খুড়া ঘুচালে মণ্ডলী।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালি।।
[২]তিন গোটা শর ছিল এক গোটা বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস।।[২]

১-১ আপনি করিলে দুর আপন মহত্ত।। (খ)

* অতিরিক্ত —
এখন বলহ বেটা রাজার নফর।
গৌরব জিনিঞা দেহ তিন সনের কর।। (খ)

২-২ তিন গোটা বাণ ছিল কুলিতার বাঁস।
হাটে ফুলরা পশরা দিত বারমাস।। (দী)

[১]এতেক নিষ্ঠুর বল আমার কপাল।
তুমি ধনমন্ত এবে আমি সে কাঙ্গাল।।[১]
[২]এমন শুনিয়া বীর ভাণ্ডুর বচন[২]।
লাঘব করিয়া তারে দিল বিসৰ্জ্জন।।
[৩]তৰ্জ্জন গৰ্জ্জন করি ভাণ্ডু যান পথে।
একলা চলিলা পথে কেহ নাহি সাথে।।[৩]
হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
হাটে লয়্যা বেচাইব বীরের ঘোড়া হাতী।।
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।।
এত বলি ভাঁড়ু দত্ত যায় পথে পথে।
দণ্ডমাত্রে ভাঁড়ু গেলা নিজ আবাসতে।।
*
অনুক্ষণ চিন্তা করে বীরের বিপাক।
রাজ-ভেট নিল কাঁচকলা পুঁইশাক।।

১-১ দৈবযোগে আমি জদি ছিলাম কাঙ্গাল।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল।। (খ এবং গ)

২-২ য়েত সুনী বীর ভৃত্য আদেশন। (দী)

৩-৩ বিরের ——মে ভাঁড়ু তৰ্জ্জন করিয়া।
গৃহে জায় ভাঁড়ু ওষ্ঠ দংশন করিয়া।। (দী)

* অতিরিক্ত —
নিজগণ লৈয়া ভাণ্ডু করে অনুমান।
নাবড়ি কহিতে জায় নৃপতির স্থান।।
ধনগৰ্ব্বে নিচের বেড়্যাছে অহঙ্কার।
রাজারে কহিয়া জে ঘুচাব অধিকার।।
প্রকার বিসেসে আমি আনিব রাজদল।
গুজরাটে হব ভাণ্ডুর সহর মণ্ডল।। (খ)

চুবড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।
মাগের বসন পরে ভূমে নামে কোঁচা।।
মস্তকে বান্ধিল পাগ নাহি ঢাকে কেশ।
[১]মৃত্তিকার[১] তিলক কৈল রঞ্জিত কৈল বেশ।।
কৈফিয়তী পাঁজিখান নিল সাবধানে।
[২]শ্রীহরি বলিয়া[২] ভাঁড়ু কলম গোঁজে কানে।।
ভাঁড়ুদত্তের জ্যেষ্ঠ ভাই নাম তার শিবা।
পৈঁতাল্লিশ বৎসর হইল নাহি হয় বিভা।।
*
ছোট ভাই সাম্যবাক্যে নিবারিল ক্রোধ।
বিভা নাহি হয় তার দুই পায়ে গোদ।।
বলে ভাঁড়ুদত্ত দাদা দৃঢ় কর হিয়া।
এবার মণ্ডলী পাইলে আগে দিব বিয়া।।
[৩]বড় ভাই[৩] শিরে নিল ভেটের আয়োজন।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ুদত্ত করিল গমন।।
দক্ষিণে বিজয়ীপুর বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।।
রাজার সভাতে নিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত।।

১-১ কেশাইর (দী) কেশরের (বঙ্গ)
২-২ শিব শোঙরিয়া (দী)
* অতিরিক্ত —
অভিমানে ভাণ্ডুর সঙ্গতি নাঞি চলে।
কাজ্য অনুরোধেতে তাহার পায়ে পড়ে।। (খ)
৩-৩ ছোট ভাই (খ, গ এবং দী)

[১]আস্য আস্য বলে তারে রাজপাত্রগণ।
অনেক দিবস নাহি আস্য কি কারণ।।[১]
জুড়িয়া উভয় পাণি করে নিবেদন।
অভয়-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

কলিঙ্গরাজ-সভায় ভাঁড়ু দত্তের আবেদন

ভাঁড়ু দত্ত বলে বাণী নিবেদিতে ভয় মানি
ক্ষিতিনাথ চরণে তোমার।
দিন গোঁয়াও মিছা কার্য্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোর-খণ্ড না কর বিচার।।
[২]কাননে বধিয়া পশু উপায় করিত বসু[২]
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে।
[৩]কোটাল ভ্রমিয়া দেশ দেখুক বীরের বেশ[৩]
কালকেতু রাজা গুজরাটে।।
পূর্ব্বে ভাণ্ডে পিত বারি এবে ভেল হেমঝারি
বাটী ঘটী থালা হেমময়।
চড়ন পার্ব্বত্য ঘোড়া পরিধান খাসা জোড়া
[৪]ঘর তার কুবের-আলয়।।[৪]

১-১ নৃপতি ভেটিয়া ভাড়ু বন্দে সবাকায়।
রাজা বলে আস্য ভাড়ু শ্রীমুকুন্দ গায়।। (দী)
২-২ কাননে বিন্ধিআ পক্ষ্য উপায় করিআ নিত্য (খ)
৩-৩ কোটাল ভ্রময়ে দেশ না দেখে বীরের বেশ (বঙ্গ)
৪-৪ দিব্য কুপ শকল আশ্রয়।। (দী)

রঙ্ক-দুঃখী নাহি জানি হেমঘটে পিয়ে পানী
গীত-নাট প্রতি ঘরে ঘরে।
[১]যত লোক ছিল দেশে চলিল বীরের পাশে
কেহ নাহি কলিঙ্গনগরে।।[১]
বীর বড় ভাগ্যবান তথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান
চারিদিকে পাথরের গড়।
দ্বারে বাঁধা মত্ত হাতী আছে তার দিবা রাতি
কেবা তার হইবে নিয়ড়।।
বার দেয় দণ্ডপাটে রাজ্য করে গুজরাটে
কার তরে নাহি করে শঙ্কা।
[২]অযোধ্যা-সমান পুরী আমি কি বর্ণিতে পারি
সুবর্ণের পুরী যেন লঙ্কা।।[২]
ভাঁড়ু দত্ত যত কয় এক যদি মিথ্যা হয়
কর তবে প্রাণবধ-দণ্ড।
কহি আমি হিতবাণী মন দেহ নৃপমণি
কালকেতু হইল প্রচণ্ড।।

১-১ ঘরে ঘরে জেবা আছে চলিল বীরের কাছে
না থাকীব কলিঙ্গ নগরে।। (দী)
ঘরে ঘরে জত বৈসে চলিল বিরের দেশে
না থাকিল কোলিঙ্গ নগরে।। (খ)
তব প্রজা জত বস্যে কলিঙ্গ রাজার দেশে
না থাকিব তোমার নগরে।। (গ)
২-২ জেমন অজোধ্যা স্থান কহি তব বিদ্যমান
রত্নময় দেখি জেন লাঙ্ক।। (দী)

স্মরিয়া তোমার গুণ শুধিতে আইনু লুণ
তার বার্ত্তা জানাবার তরে।
চণ্ডী-পদ করি ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
সুখে থাকি আড়রা নগরে।।

গুজরাটে কলিঙ্গরাজের দূত-প্রেরণ

ভাঁড়ুর বচনে উঠে নৃপতির রোষ।
পাত্র-মিত্র বলে সবে কোটালের দোষ।।
কোপে আজ্ঞা করে রাজা লোহিতলোচন।
কোটাল কোটাল বলি ডাকে ঘনে ঘন।।
আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার।
কোটালে বান্ধিতে আজ্ঞা হইল রাজার।।
রাজা বলে কোটালিয়া বৃথা খাস ভূমি।
দেশের বারতা বেটা নাহি পাই আমি।।
[১]এক রাজ্যে দুই রাজা কেমন বিচার।[১]
ধুতি খেয়্যা বুল বেটা কোটাল আমার।।
[২]এত শুনি কোটালিয়া রাজার বচন।
সকরুণ ভাবে কিছু করে নিবেদন।।[২]

১-১ এক রাজ্য দুই রাজা কৈল য়বিচার। (খ)
য়েক রাজ্যে দুই রাজা কি তোর বেভার। (দী)
কে রাজ্যে দুই রাজা হেন অবিচার। (বঙ্গ)

২-২ য়েতেক কহিলা ভূপ তর্জ্জন করিয়া।
নিসাপতি কহে তারে পুটাঞ্জলি হৈয়া।। (দী)

খলের বচনে নাহি করিবে প্রমাণ।
[১]কালি জানি দিব আমি বীরের সন্ধান।।[১]
*
পাত্র-মিত্র সবে ধরি রাজার চরণ।
দূর কৈল কোটালের নিগড়-বন্ধন।।
[২]ঢাল-খাণ্ডা ছাড়িয়া যোগীর ধরে বেশ।
বিভূতি মাখিয়া কৈল্য জটাভার কেশ।।[২]
†
যাত্রা কৈল কোটালিয়া শুভক্ষণ বেলা।
প্রহরী যতেক পাইক সবে হৈল চেলা।
দক্ষিণ চরণে বান্ধে লোহার শিকলে।
ত্রিবঙ্ক মস্করা দণ্ড নিল করতলে।।
কেশভার কৈল জটা গলে সিংহনাদ।
কি জানি শিবের পায় হয় অপরাধ।।

১-১ প্রভাতে আনিঞা দিব বিরের সন্ধান।। (খ)

* অতিরিক্ত —

এতেক কেটাল জদি বলিলেক বড়ি।
কোন বেটা কয় আসি আমা নাবুড়ি।।
ভাণ্ডুদত্ত বলে গালি দেহ নিসিবাসে।
ভাণ্ডুর বচনে লাগে কোটালি তরাসে।।
অকারনে খাসি বেটা রাজার মাহিনা।
নারিকে সুনায় সিঙ্গা দগড় বাজনা।
রাজার গুনে খেম ধায় মাগের গুনে পো।
নিসবদে থাক্ বেটা না ঘাঁটাসি মো।। (গ)

২-২ রাজার বচনে কোটাল ভ্রমিতে চলে দেশ।
অভরন তেজি ধরে সন্যাসির বেস।। (খ)

† অতিরিক্ত —

অজানুলম্বিত ধরে পৃষ্টে ভার জটা।
কপালে সোভিত কৈল মৃতিকার ফোটা।। (খ)

দক্ষিণে বিজয়ীপুর বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।।
গুজরাটে নিশীশ্বর দিলা দরশন।
শিবের মণ্ডপে কৈল [১]অজিন আসন[১] ।।
ভিক্ষাছলে ফিরে চেলা [২]পুরে অষ্ট দিশা[২]।
কেহ গেল বীর যথা খেলিছেন পাশা।।
মিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনে পূরিয়া দিল থালা।
কর্পূর তাম্বুল দিল ঘৃত পুষ্প-মালা।
নিশাকালে নিশীশ্বর দেখেন নগর।
[৩]পুরের দেখিয়া শোভা ভাবেন অন্তর।।[৩]
চারিদিকে ফিরে যত নফর-চাকর।
দেখিয়া ফিরেন তারা নগরে নগর।।
[৪]স্বর্ণময় দেখে ঘর নেতের পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বালাকা।।[৪]
হাতি ঘোড়া দেখিল বীরের সৈন্যগণ।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১-১ রজনি সয়ন (খ)
২-২ পুরে অন্ত দিশা (দী)
প্রহরি অষ্ট দিসা (গ)
৩-৩ পূর্ব্বকর্ম না দেখিয়া চিন্তিত অন্তর।। (গ)
পুরের বর্ণীমা দেখি চিন্তেন অন্তর।। (দী)
৪-৪ সৌধময় দেখে ঘর পতাকা সুন্দর।
দেখে জেন চিত্রের পুত্তলী বিশ্বেশ্বর।। (দী)

কোটালের গুজরাট-দর্শন

দেখিয়া নগর ভাবে নিশীশ্বর
ভাঁড়ু কহে সত্য বাণী।
গুজরাট-পুরে বীর রাজ্য করে
ইহা আমি নাহি জানি।।
মণির প্রকাশ তম করে নাশ
নিশি-দিন সম দেখি।
বীরের নগরে রজনী-বাসরে
তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষী।।
যত বৈসে লোক নাহি রোগ-শোক
[১]সবার সম্বল বাসে।[১]
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে বিলেপন
মাল্য শোভে কেশ-পাশে।।
শঙ্খ বেণু বীণা তুরী ভেরী নানা
বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে।
[২]হয় নাট-গীত সবে পুলকিত
মঙ্গল প্রতিবাসরে।।[২]

১-১ সবার কৌশেয় বাস। (দী)
সভার সঘন হাস। (গ)
সভার কমলবাসে। (বঙ্গ)

২-২ চারু নিত্য গীত হরে মোর চিত
মঙ্গল প্রতি মন্দিরে।। (দী)
হয় নাট গীত দেখি. সুচকিত
চণ্ডীর মঙ্গলবারে।। (গ)

রম্ভা তিলোত্তমা শচী সত্যভামা
বাণী শিবা কিবা উমা।
নগরে নাগরী দেখি সারি সারি
ভূতলে নাহি উপমা।।
*
বীরের সম্পদ দেখি দ্রুতপদ
চলিলা রাজার স্থানে।
কণ্ঠেতে কুঠার মাগে পরিহার
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে।। †

---

* অতিরিক্ত —
গুজরাট কথা গড় চারি ভিতা
চৌদিকে বেউর বাঁশ।
অন্যের সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে এক মাস।।
পাথরের জড় পাথরের গড়
কঙ্গুরা পুরট শোভা।
মধ্যে মধ্যে মণি যেন দিনমণি
চারিদিকে করে আভা।।
নগরের নারী যেন বিদ্যাধরী
ভূষণে ভূষিত কায়।
যতেক পুরুষ মনোহর বেশ
পীড়িত বসন্ত-বায়।। (বঙ্গ)

† অতিরিক্ত —

রাজদূতের গুজরাট-বার্তা-নিবেদন

জুড়িয়া উভয় কর মুখে গদ্গদ স্বর
নিবেদয়ে নৃপতি-চরণে।
শুন শুন নরনাথ কহি আমি জুড়ি হাত
গিয়াছিলাম বীরের ভুবনে।।

লৈয়া রাজা নিজ ঠাট মৃগয়াতে গুজরাট
ভ্রমিতে মৃগের অন্বেষণে।
যত মহাবন ছিল এক চিহ্ন না পাইল
তার মধ্যে সুবর্ণ ভুবনে।।
সেই গুজরাট-পুরে কত মহাজন ফিরে
যেন দেখি দেবতার বেশ।
কত কত গুণবান সাধুজন ভাগ্যবান
যেন দেখি শ্রীরামের দেশ।।
কোন জন নাহি দুখী উত্তম অধম সুখী
ধরে সবে বেশ মনোহর।
যেমন দেখিলু পুরী কহি তুয়া বরাবরি
হেন বুঝি অমর-নগর।।
যখন প্রবেশে নিশি সভে হয়্যা সন্ন্যাসী
প্রবেশ করিলুঁ সেই স্থানে।
দেখিয়া বীরের পুর সন্দেহ হইল দূর
ভাঁড়ু দত্ত সব সত্য ভণে।।
এক ক্রোশ পথ জুড়ি দেখিলুঁ বীরের বাড়ী
পাথরের গড় চারি ভিত।
শত শত সেনাপতি হাথে করি ঢাল কাতি
আছে তার আওয়াস বেষ্টিত।।
ঘোড়া হাথী নাহি সীমা দুন্দুভি বাজায় দামা
চতুর্দ্দিগে পদাতির রোল।
অনেক সামন্ত সেনা বারি গড়ে দিয়া থানা
অনুক্ষণ করে গণ্ডগোল।।
ব্যাধ বড় ধনবান দ্বিজে ভাটে দেই দান
দাতা বীর কর্ণের সমান।
দুখিলোকে দয়া করে ভয়ানকে ভয় হরে
অর্জ্জুন সমান ধরে বাণ।।

ব্যাধের ধনুক-শিক্ষা কেবা তাহে পায় রক্ষা
পেল্যা ধনু লোকে অনুক্ষণ।
সর্পের সমান গর্জ্জে গোফে তোলা দিয়া তর্জ্জে
বড় ক্ষেত্রী ব্যাধের নন্দন।।
দণ্ডপাটে করে দিয়া আপনার সেনা লয়্যা
আছে বীর রাজ প্রয়োজনে।
কাহ্যরে না করে ডর খড়্গ ধরে খরতর
দেখি ডর পাইলুঁ বড় মনে।।
শরীর সূর্য্যের কান্তি নখ জিনি ইন্দুপাঁতি
গজমতি জিনিয়া দশন।
প্রফুল্লিত দুই গণ্ড শিরে ধরে ছত্র দণ্ড
বসিয়াছে প্রচণ্ড তপন।।
শুন রাজা নর-স্বামি যতেক দেখিলুঁ আমি
কহি যদি হয় পাঁচ মুখ।
দেখিয়া বীরের দাপ অঙ্গ মোর হৈল কাঁপ
বেগে আইলুঁ মনে পায়্যা দুখ।।
যোদ্ধাপতি বীরবর জিনিতে কদাচ পার
নিশ্চয় কহিতে নাহি পারি।
কোটালিয়া যত কয় শুনিয়া অন্তরে ভয়
ক্রোধযুত হৈল অধিকারী।।
আরে বাজাহ দামামা কাড়া ঝাটে রাত্রে দেহ সাড়া
সাজন করহ ব্যাধপুরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ কয় যদি সহস্র বাহু হয়
তবুত নারিবে মহাবীরে।। (বঙ্গ)

কলিঙ্গরাজ-সমীপে কোটালের গুজরাট-বর্ণন*

দেখিলাম গুজরাট প্রতি বাড়ী গীত-নাট
যেন অভিনব দ্বারাবতী।
[১]অযোধ্যা মথুরা মায়া নাহি ধরে তার ছায়া[১]
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি।।
প্রতি বাড়ী দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্ন-জল
দুই সন্ধ্যা হরিসংকীর্ত্তন।
দেখিলাম অপরূপ সুগন্ধি অগুরু ধূপ
[২]সায়ংকালে ব্যাল্লিশ বাজন।।[২]
প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে
শঙ্খ-ঘন্টা বাজে বীণা-বেণী।
কাঁশর মন্থরি পড়া জগঝম্প বাজে কাড়া
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে সানী।
†

---

* বঙ্গবাসী-সংস্করণ হইতে।

১-১ মথুরা অজোধ্যো পুরী তার শম নাহি ধরি (দী)

২-২ প্রতি বাড়ি অতি সুশোভন।। (দী)

† অতিরিক্ত —

পুরের পরম শোভা দেখিল পণ্ডিত-সভা
নানা দায় বিচার কুসল।
বিদ্যা ——— বিপ্রগণ নানাস্থানে নানা জন
আস্যে বীর যোগায় সম্বল।।
বিরের নিয়ম কর্ম্ম দেখিলাম রাজধর্ম্ম
হেম তুলা ধেনু দেই দান।
প্রতি ঘরে হরিনাম জপিয়া ভাবেন কাম
ইতিহাস সুনেন পুরাণ।। (দী)

আশ্রয়ী [১]কালুর স্থল[১] খেলে পাশা বুদ্ধিবল
গুণিজন থাকে গীত-নাটে।
যেন বীর রাম রাজা দুঃখিত নাহিক প্রজা
কোন চিন্তা নাহি গুজরাটে।।
নগরে নাগর জনা কানে লম্বমান সোনা
বদনে গুবাক্ হাতে পান।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু
তসর-বসন পরিধান।।
পাষাণে রচিত গড় দ্বারে মত্ত হাতী বড়
নিয়োজিত চৌদিকে কামান।
[২]পদাতি সারথি রথী কত শত সেনাপতি[২]
সেনা-ভরে মহী কম্পমান।।
*

১-১ চতুর স্থল (দী)
২-২ রথি পদাতীক হয় কত আছে শয় শয় (দী)
* অতিরিক্ত —
হাটে বাটে আদি করি দেখিলাঙ সর্ব্ব পুরী
আড়ে দিগে অনেক জোজন।
দেখিল অনেক বীর বেএগ্রা পাতি বিন্ধে তীর
মানে মানে শরণ সাধন।।
পণ্ডীতে পণ্ডীতে কক্ষা মালের মালানী শিক্ষা
তান লাটে গীতের বাখান।
হইয়া বাশূলী পাতা দেয়াশীল চালে মাথা
শর্প ওঝা চালয়ে ঝাপান।।
বালক দশমী যুবা সানন্দে খেলায় কিবা
সত্য সত্য ভাঁড়ুর বচন।
হেন বুঝি মোহাবীরে তোমারে না ভয় করে
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ।। (দী)

বীরের ঐশ্বর্য্য দেখি অনুমানে আমি লখি
তোমারে না করে ভয় বীর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
কালকেতু সমরে সুধীর।।

কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ-সজ্জা

[১]কালুর সম্পদ-বাণী[১] কোটালের মুখে শুনি
কোপে রাজা লোহিত-লোচন।
সাজ সাজ ডাক পড়ে রাহুর মাহুত নড়ে
উতরোল ব্যাল্লিশ বাজন।।
[২]কাট কাট বলি তাজে কলিঙ্গ-নৃপতি সাজে[২]
গজ-ঘন্টা বাজে উতরোল।
সাজ সাজ পড়ে ডাক বাজে দামা রণ-ঢাক
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল।।
শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদ্গর।
মাহুত হাতীর পিঠে [৩]শেল শর খাণ্ডা জাঠে[৩]
গগনে পড়য়ে আড়ম্বর।।

১-১ বীর কালকেতু ধ্বনি (দী এবং খ)
কালকেতুর ধ্বনি (বঙ্গ)
২-২ কালু কালু ডাক পাড়ে কলিঙ্গ নৃপতি নড়ে (গ)
কালু কালু বলি তাজে কলিঙ্গ নৃপতি সাজে (খ)
৩-৩ শেষ টাঙ্গি লয় ভীঠে (দী)
নানা অস্ত্র নিয়া ওঠে (গ)

চারি চারি মহা হয় রথেতে জুড়িয়া লয়
মহারথী ধায় সারি সারি।
[১]ভিন্দিপাল খরশান তবক বেলক বাণ
ভূষণ্ডী ডাবুশ খরধারী।।[১]
* সঙ্গে নব লক্ষ কাল ধাইল মদনপাল
সঘনে ফেলিয়া খাণ্ডা লোফে।
[২]দুঃসহ সেনার ভরে ক্ষিতি টলমল করে
ফণিপতি আদি নাগ কাঁপে।।[২]
আশী গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
[৩]করে ধরে তিন তিরকাঠি।[৩]
পরিধান পীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি
অঙ্গে সবে মাখে রাঙ্গা মাটি।।
বাজন-নূপুর পায় বিবিধ পাইক ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরশান।
সোনার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পূরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান।। *

১-১ তবক বেলক আদি লয় অস্ত্র নানাবিধি
ভূষণ্ডী ডাবুশ শরধারী।। (দী)
২-২ চতুরঙ্গ ভারথি থরহর ফনিপতি
কোলাহলে য়াদি দেব কাঁপে।। (গ)
৩-৩ কাঁড় ধরে তিন তিন কোটি। (ক)
তিন তিন তির সভে ধরে। (গ)
- পাঠান্তর —
সাজে নৃপতির সুত বহু ভূএগ্র গণযুত
করবাল বরঙ্গ নিশান।
গাজন নিশানধারী বহু শেনা সঙ্গে করি
বৈরীশঙ্খ চলে আগুয়ান।।

চতুরঙ্গ দল ধায় ধূলাতে গগন ছায়

[১] দেখিতে না পায় দীননাথ।[১]

রাজার চরণে ধরি বলে পাত্র অধিকারী

অঞ্জলি করিয়া জোড় হাত।।

কোন ছার কালকেতু আপনে তাহার হেতু

কেন রাজা করিবে পয়াণ।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ

শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

কলিঙ্গরাজ-সেনার যুদ্ধযাত্রা

পাত্রের বচনে কহে কলিঙ্গ-ভূপতি।

[২]আগুদলে যুবরাজ দায় শীঘ্রগতি।।[২]

ডাহিন দিকে কোটাল ধাইল ভীমমল্ল।

[৩]রাজার জামাতা ধায় নামে বীরমল্ল।।[৩]

দোসর যমের কালে কোচ সাজে কাংরালে

রণ মাজে আগে দেই হানা।

কেহ অশ্বে আরোহণ গজপিঠে কোন জন

আগুদলে চলে খানখানা।।

সাজিলা জবনগণ কিরাত কোপীত মন

নানা অস্ত্রধারী আদি টাঙ্গী।

গায় উড়ে পত্রশানা রনজয় বীরবাণা

শিলী ধরি ধাইলা ফিরিঙ্গী।। (দী)

১-১ আচ্ছাদিত কৈল দিননাথে। (খ)

২-২ কোপেতে উমর গাজি ধায় লঘুগতি।। (দী)

৩-৩ রোহিত লোহিত সাজে বিক্রমে বিসাল।। (গ)

সাজ সাজ বলিয়া পড়িল ঘন সাড়া।
আগুদলে ধায় গজ পাখরিয়া ঘোড়া।।
[১]রণসিংহ রণভীম আর রণঝটা।
তিন ভাই কাঁড় বিন্ধে দিয়া চূণের ফোঁটা।।[১]
পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণ-বৃষ্টি করে যেন মেঘে পড়ে জল।।
হয়-বলে আগদলে রাঘব ঘোষাল।
রাজ-পুরোহিত সেই বিষম করাল।।
[২]তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে তূণেতে পূর্ণিত কৈল বাণ।।[২]
পথে যাইতে বিভাগ করিয়া দিল ঠাট।
চারিদিকে বেড়িল নগর গুজরাট।।
*

১-১ রণজয় রণসিংহ রণভীম বীরে।
রণঝটা আদি সাজে নানা অস্ত্র করে।।

২-২ অস্ত্র বিভূশীত জানে শমর-সন্ধান।
পিঠদেশে তুনেতে পুর্ণীত শোভে বান।। (দী)

* অতিরিক্ত —
পূর্ব্বদ্বারে নিজোজে কোটাল ভীমরথ।
রাউত মাহুত সঙ্গে শেনা শত শত।।
নিজোজে বিশাল নাম দুয়ার দক্ষিণে।
জার কোলাহলে লোক কিছু নাহি শুনে।।
চাপীলা উমরগাজী পশ্চিম দুয়ার।
ষোল শত তাজি রহে সঙ্গতি জাহার।।
রণাগল খান রহে উত্তর দুয়ারে।
রণে ভঙ্গ দেই অরি সুনিলা জাহারে।।
শহীন্য সামন্ত চারীদিকে শত শত।
গুজুরাটে শেনা ধায় আচ্ছাদিয়া পন্থ।।

সম্ভ্রমে বীরের পায় নিবেদয়ে চর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর।।

চর-মুখে কালকেতুর গুজরাট-আক্রমণ-বার্ত্তা-শ্রবণ

সভা মাঝে বসিয়া দশ দশ বলিয়া
মহাবীর পাশ খেলে।
[১]হেনই সময়ে চর জোড় করি দুই কর
সচকিত হৈয়া কিছু বলে।।[১]
শুন হে রণবীর বার হৈয়া দেখ বীর
আস্যে কোন নৃপতির ঠাট।
হেন মোর লয় মতি কলিঙ্গ-নরপতি
আসিয়া বেড়ে গুজরাট।।

এমন শময়ে বীর ব্যাধের নন্দন।
প্রদক্ষিণ হৈয়া পূজে চণ্ডীর চরণ।।
লইয়া তণ্ডুল দুর্ব্বা চণ্ডীর প্রশাদ।
মস্তকে বন্দনা করি পাগ বান্ধে ব্যাধ।।
পাসা খেলিবার হেতু বীর কৈলা মন।
হেন কালে চর আসী করে নিবেদন।। (দী)

১-১ হেন কালে চরে বিরের গোচরে
সচকিত হৈআ কিছু বলে।।

ভীষণ অতি বড় আইসে গজ-ঘোড়

সিন্দূরে মণ্ডিত মাথা।

[১]সিন্দূরিয়া যেন মেঘ আইসে অতি বেগ[১]

গগন ছাড়িয়া হেথা।।

দেখ্যাছি নিকটে লাখ লাখ শকটে

কামান আস্যে থরে থর।

দেখিয়া সন্ধান করি যে অনুমান

আইসে সেই নৃপবর।।

গজ-রব শুনি কাঁপয়ে মেদিনী

ঘোরতর আড়ম্বর।

[২]করিবর-করে লোহার মুদ্গরে[২]

দেখিয়া লাগয়ে ডর।।

[৩]বাদ্যের নাহি সীমা দুন্দুভি-দামামা

ঘন বাজে সিঙ্গা-কাড়া।

সানী আর ঢোল চারিদিকে গোল

ডিণ্ডিমি বাজিছে পড়া।।[৩]

১-১ সিন্দুরিয়া মেঘনদ আইসে দ্রুত পদ (খ)

সিন্দুরিয়া মেঘ যেন আইসে হেন মন (ক)

২-২ করি ঘন্টা রণ শুনি উড়ে প্রান (খ)

করিবর পৃষ্ঠে শবদ বড় উঠে (বঙ্গ)

করিবর ঘন্টা সুনী উতকণ্ঠা (দী)

৩-৩ বাজয়ে অণুপামা রণভেরি দমামা

ঘন বাজে মহুরি কাড়া।

মর্দ্দন বাজে ঢোল বারীয়া সুন গোল

ডিণ্ডিম ঘন বাজে পড়া।। (দী)

শত শত বাজে ঢাক পাইক ধায় লাখে লাখ
কেহ কার নাহি শুনে বাণী।
রায়বাঁশ তবকী বেগে ধায় ধানুকী
[১]অসুরকুলে নিশানী।।[১]
হয়-রবে লাগে তালি উঠয়ে পথধূলি
তেজোহীন হৈল ভানু।
মমতা করি দূর ছাড়িয়া এই পুর
শরণ করহ সানু।।
চর-মুখে ভাষা শুনিয়া পাশা
ফেলিয়া মহাবীর সাজে।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈলা গীত পণ
চণ্ডিকা-পদ-সরসিজে।।

কালকেতুর রণ-সজ্জা

সাজে তবে মহাবীর বিষম সমরে স্থির
চর দেয় নগরে ঘোষণা।
[২]সাজ সাজ ডাক পড়ে রাহুত মাহুত নড়ে
শুনি পুরে ধায় সর্ব্বজনা।।[২]

১-১ শ্রবনে কলকলি সুণী।। (দী)
আগুদলে কনক নিশানী।। (বঙ্গ)
২-২ শত শত পড়ে শিলী ধায় পাক্য মোহাবলী
বীরপুরে বিবিধ বাজনা।। (দী)
শত শত শৈল পড়ে রাহুত মাহুত নড়ে
শুনি ধায় পূরী-সর্ব্বজনা।। (বঙ্গ)

*

কোপে তনু কম্পমান বীর-কাছ পরিধান

কনক-টোপর শোভে শিরে।

যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম পরিল অভেদ বর্ম্ম

দুই দিকে কাছে যমধরে।।

[১] দোয়াড় চিয়াড় বাণ করবাল খরশাণ[১]

ভূষণ্ডী টাবুস খরশাণ।

যেই দিকে চাহে বীর দেখি কেহ নহে স্থির

[২] কোকনদ-সমান নয়ান।।[২]

ধায় পাইক [৩] বেড়াজাল[৩] ঢালে বান্ধে উরুমাল

পায়ে শোভে সোনার নূপুর।

কোন পাইক শিঙ্গা বায় রাঙ্গা ধূলা মাখে গায়

রণসিংহ পাকের ঠাকুর।।

বাহুমূলে বান্ধে বাণা রণমধ্যে দেয় হানা

[৪] খেদা-পাইক রণে অকাতর।[৪]

[৫] ধাইল যতেক রাঢ়[৫] জোড়ে চৌখণ্ডিয়া কাঁড়

বাঁশে বান্ধে হাঁড়িয়া চামর।।

মহামিশ্র ইত্যাদি।।

---

* অতিরিক্ত —

কোপীলান ব্যাধের তনয়।

অভয়া-চরণ-ধন ভাবী বীর য়েকমন

সাজ সাজ ডাকে অতিশয়।। (দী)

১-১ তুনপূর্ণ কবি বাণ চোখ চোখ খরসান (গ)

২-২ কোকনদ রুচির বয়ান (বঙ্গ এবং খ)

৩-৩ চাপ ঢাল (খ এবং বঙ্গ)

৪-৪ দেখি পাইক রণে অকাতর (গ এবং বঙ্গ)

৫-৫ ধাবাড় পাথার বাঢ় (খ এবং বঙ্গ)

কালকেতুর যুদ্ধ-যাত্রা

[১]পূর্ব্ব দুয়ারে রহে কোটাল ভীমরথ।
রাহুত মাহুত আর সৈন্য শত শত।।[১]
[২]নিয়োজে বিশাল দামা দুয়ার দক্ষিণে।[২]
যার কোলাহলে কেহ কিছুই না শুনে।।
পশ্চিম দুয়ারে রহে সৈদ উমার গাজী।
তাহার ভিড়নে রহে ষোল শত তাজী।।
উত্তর দুয়ারে থাকে রণাগল খান।
রণে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ।।
চারি দ্বারে রাহুত মাহুত শত শত।
গুজরাটে ধায় সেনা আগুলিয়া পথ।।
এমন সময়ে কালু ব্যাধের নন্দন।
প্রদক্ষিণ করি বন্দে চণ্ডীর চরণ।।
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা চণ্ডীর প্রসাদ।
মস্তকে ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন ব্যাধ।।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া দিলা দরশন।
রাজসেনা সনে বীর করে মহারণ।।
*
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

১-১ উত্তর দুয়ারে রহে কোটাল মহামতি।
রাহুত মাহুত রহে তাহার সংহতি।। (গ)

২-২ নিয়োজে বিশাল নামা দুয়ার দক্ষিণে। (বঙ্গ)
নিজোজি বিশাল রাম দুয়ার দক্ষিণে। (খ)

* অতিরিক্ত —
শ্রীরাম চলিলা জেন রাবন মারিতে।
লব কুস যুঝে জেন শ্রীরাম সহিতে।। (খ)

কালকেতুর যুদ্ধ

(১)

[১]বীরবালা দুই ভুজে[১] বীর কালকেতু যুঝে
পশ্চিম দুয়ারে দেয় হানা।
রাহুত মাহুত পড়ে কদলী যেমন ঝড়ে
খর বহে রুধিরের খানা।
[২]বায়ু বৈসে পত্রভাগে[২] শমন শরে আগে
করাল ভৈরবী বৈসে ভুজে।
শিঞ্জিনীতে বৈসে শেষ উন্মত্ত-ভৈরব-বেশ
যতক্ষণ মহাবীর যুঝে।।
[৩]যুঝে দানা রণস্থলে কালকেতু-অনুবলে[৩]
উলটি পালটি দেই হানা।
[৪]বাণ-বৃষ্টি করে বীর মেঘে যেন ফেলে নীর
ঘন উঠে রুধিরের ফেনা।।[৪]
বীর রাজসেনা হানে কৌতুকে যোগিনীগণে
গাঁথিয়া পরয়ে মুণ্ডমালা।
রণে অলক্ষিত হৈয়া চৌষট্টি যোগিনী লয়া
উরিলেন সকলমঙ্গলা।।

১-১ বির বানা বান্দে ভূজে (গ)
বীরবাণা দুই ভূজে (দী এবং খ)
২-২ বায়ু বৈসে ধনু আগে (বঙ্গ)
৩-৩ যুঝে দানা মহীতলে কালকেতু বীর বলে (ক)
৪-৪ মারে বান ভীমরথ মোহাবীর শত শত
আদপথে লুফি লয় দানা।। (দী)

রাজদলে দিতে হানা ধায় ষোলকোটি দানা
চণ্ডীর [১]আদেশ[১] ধরি শিরে।
আনন্দে যতেক দানা পিয়ে রুধিরের ফেনা
কালকেতু সনে রণে ফিরে।।
চৌদিকে রাজার ঠাট ঘন বলে কাট্ কাট্
পরাক্রমে বীর নাহি টুটে।
চণ্ডিকা সহায় তায় বীরের পাষাণ-কায়
শেল-টাঙ্গি গায়ে নাহি ফুটে।।
[২]তার বাণে নাহি রক্ষে বাণ এড়ে লক্ষে লক্ষে
ভীমমল্ল রাজ-সেনাপতি।
হয়্যা আনন্দিতমনা মধ্য পথে লোফে দানা
মহাবীর রণে অব্যাহতি।।[২]

*

মহামিশ্র ইত্যাদি।।

১-১ প্রসাদ (দী)

২-২ জার বলে নাহি রাখ বাণ ছাড়ে ঝাকে ঝাক
ভিমমল্ল রাজশেনাপতি।
ঢাল পাতি ঢালি তায় বানে নিবারিল তয় (?)
কালকেতু রণে অব্যাহতি।। (দী)

* অতিরিক্ত —
কোপেতে উমর গাজী চাপিয়া আইলা তাজী
বিরে বান করয়ে শঘন।
রণে মোহাবীর তারে তুরঙ্গ শহিত মারে
ভাঙ্গে কোটালের শেনাগণ।। (দী)

(২)

ফেলে অস্ত্র লোফে বীর মারে মালসাট।
[১]বিপক্ষ মারিয়া বীর জুড়িলেক নাট।।[১]

চৌদিকে দানা বাজায় দামামা
[২]তবকী তবকে[২] দেয় রোল।
পাইক দেয় উড়া পাক ঘন বাজে বীর-ঢাক
কেহ কার নাহি শুনে বোল।।
[৩]দক্ষিণ দুয়ারে বীর যুঝে তেজোধাম।
রাবণের রণে যেন যুঝেন শ্রীরাম।।[৩]
*

১-১ বিপক্ষ মারিতে বীর জুড়িলেক কাট।। (বঙ্গ)

২-২ তবকি তবকি (খ এবং বঙ্গ)

৩-৩ সমরে সুধীর দক্ষিণ দুয়ারে বীর
যুঝয়ে অতি তেজধাম।
রাবনের সনে যেমন মহারণে
যুঝয়ে প্রভু রাম।। (ক)
দক্ষিণ দুয়ারে যুঝে বিরবরে
জে ছিল তেজধাম।।
লইয়া বানরগণে জেন রাবনের সনে
যুঝেন শ্রীরাম।। (খ)

* পাঠান্তর ঃ —
দুন্দভি সুমধুর ঘন বাজে রণতর
ঘন ঘন বাজয়ে ঢোল।
দুই দলে মিলিয়া নানা বাণ কাছিয়া
গুজরাটে উঠিল গোল।।

ডিণ্ডিম ডম্বর পূরয়ে অম্বর
ঘন ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে বেণী রণজয় সানী
গুজরাটে উপজিল কম্প।।
কোটাল বীরবরে জোরয়ে খর শরে
মেঘে যেন পানির পশলা।
ঠেকিয়া বীরের গায় পাছু হৈয়া পুন যায়
যৈছন পুষ্পের মালা।।

দবাগিনী তর্জ্জন অতিশয় গর্জ্জন
সমরে বহু আগুসালী।
বেড়িয়া গুজরাট ডাকয়ে মারকাট
রকতে বহে নদী খালী।।
নৃপতি শেনাগণ হইয়া কোপমণ
করয়ে বাণ বরিষণ।
দেখিয়া মোহাবীর হঠল অস্থির
আসীয়া লোফে দানাগণ।।
রণমাঝে আসিয়া মোহাবীর কোপিয়া
ধরিয়া মার করিবর।
ধরিয়া ধনু বাণে জতেক শেনা হাণে
শত শত পড়ে বীরবর।।
কোপীয়া বৈরীশত্ব প্রবেশে রণতল
মোহাবীরে সন্ধান পুরে।
কোপে কালকেতু বীর মুঠকী শারী কর
করিবর-সংহতি মারে।।
বীরের পরাক্রম দেখিয়া নিরূপম
নৃপশেনা দেই ভঙ্গ।
জিনিলেক শমর দক্ষিণে বীরবর
সুনী দ্বিজ নৃপতির রঙ্গ।। (দী)

কোটালের আগুদল ধাইল গজবল
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে।
রুষিয়া বীরবর করিল জরজর
মুটকি মারিল মুণ্ডে।।
ধরিয়া রণে তুরঙ্গ-চরণে
মাথাতে তুলিয়া দিল নাড়া।
[১]রঙ্গ ছাড়িল তুরঙ্গ পড়িল[১]
হাতেতে রহিল ফড়া।।
বীরবল-লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্টকুলাচল ফিরে।
ফণিগণ ছাড়িল মনিগণ পড়িল
ফণিপতি-মাথা ঘুরে।।
বীরের বিক্রম দেখি নিরুপম
রাজসেনা দিল ভঙ্গ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করিল নিবেদন
দ্বিজবর নৃপতির রঙ্গ।।

---

(৩)

উত্তর দুয়ারে ঘন বাজয়ে ডিণ্ডিম।
বীর তথি যুঝে যেন কুরু-রণে ভীম।।
*

১-১ ছাড়িল তরঙ্গ পড়িল তুরঙ্গ (বঙ্গ)

* অতিরিক্ত —

রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাটা।
তিন ভাই তীর বিন্ধে দিয়া চুণ-ফোটা।।
শেণার প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণ-বৃষ্টি করে জেন মেঘে ফেলে জল।।

সন্ধান পুরিয়া মোহাবীর ছাড়ে বাণ।
কাড়ি লয় দানা আসী ধনু তিন খান।।
কোপেতে য়েড়িলা বাণ রণাগল খান।
রণে ভঙ্গ নাহি দেই অতি কোপবান।।
তুরঙ্গ পদাতি কথ পড়ে তার বাণে।
কোপীত হইয়া বীর জুঝে তার শনে।।
বীর দেখি রণাগল বলে অতি রোসে।
বসতি করহ তুমি নৃপতির দেশে।
নিজ হীত নাহি চিন্ত মরিবার তরে।
রাজার প্রধান জন বধিলা শমরে।।
কাঠুরিয়া ছিলা কিনা কলিঙ্গ নৃপতি।
বর দিয়া রাজা কৈলা দেবী ভগবতি।।
কলিঙ্গ রাজার জানি শকল বারতা।
রণ ছাড়ি জাহ তুমি লৈয়া নিজ মাথা।।
ঝন ঝন বাজয়ে দোঁহার তরয়ার।
দুই দলে শিলী ফেলে ধুমে অন্ধকার।।
কালকেতু বীর জানে শমরের শন্ধি।
মালে মালে রণ জেন দুঁহে বিন্ধ্যাবিন্ধি।।
দুই দলে গোলাগুলী দুঁহে কম্পবাণ।
আকর্ণ পুরিয়া দুই দলে য়েড়ে বাণ।।
তাড়িপত্র খাণ্ডা করে বীর মোহাবল।
গজের শহিত পড়িলান রণাগল।।
বিষম শহিন্য চলে দক্ষিণ দুয়ারে।
জয়ঢাক বাজে কাড়া বীরের নগরে।।
উত্তর দুয়ারে জয় করি মোহাবীর।
দক্ষিণ দুয়ারে উত্তরিলা রণধীর।।
উত্তর দুয়ারে রাজ-সেনা দিল ভঙ্গ।
শ্রীমুকুন্দ কহে সুনী দ্বিজরাজ রঙ্গ।। (দী)

তাড়িপত্র খাণ্ডা প্রসারিল বীরবর।
তুরঙ্গ সহিত কাঁপে পাত্র হরিহর।।
[১]বলে বীর নৃপ-সেনা শুনরে উত্তর।
তোহার বেটার সঙ্গে নহিব সোসর।।[১]
সেবকের যোগ্য নহে তোর নৃপবর।
বামন হইয়া চাহ ধরিতে শশধর।।
গালাগালি বলাবলি দুই বীরে রোষে।
[২]দুইজনে যুঝে যেন তুরঙ্গ মহিষে।।[২]
মণি-হেতু রণ যেন কেশরী প্রসেনে।
মাংস হেতু যুদ্ধ যেন সঞ্চানে-সঞ্চানে।।
বীরের দাবড়ে পড়ে নৃপতির দল।
গজবর-চাপনে যেন ভাঙ্গে বন-নল।।
*
ভাঙ্গিল রাজার বল হৈয়্যা ছত্রাকার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালীর সার।।

১-১ বির কোটালের সঙ্গে দিছেন উত্তর।
তুছার বেটার সঙ্গে কিসের সমর।। (গ)
জানী জানী অরে বট রাজার নফর।
তো সনে উচিত নহে আমার উত্তর।। (দী)

২-২ বিক্রম বাজিল জেন তুরঙ্গ মহিসে।। (গ)

* অতিরিক্ত —
কৌতুকে দানাগণ পিএত রুধির।
রাবনের সেনা জেন মারে রঘুবির।।
বাণ বিষ্টি করে বির জেন ঝনঝনা।
সিন্ধু মথনে জেন উঠিল ত ফেনা।।
অকালেতে বরিসা হইল গুজরাটে।
রুধিরের তেজেতে বসুদেবি কাপে।।

(৪)

*

গিয়া পূর্ব্ব দ্বারে মহারণ করে
কালকেতু বীরবর।
বীরের দাবড়ে সেনাগণ পড়ে
রক্তে নদী বহে খর।।

রূধিরের স্তনি বহিল সত সত।
দেখি দেবগণ সকল হইল চমকিত।।
খড়্গ করিয়া হাতে বিরবর যুঝে।
পবন জিনিঞা জেন খগপতি গাজে।।
জম জিনিঞা রাবন মনে হরসিত।
পড়িল য়সুর জেন বুদ্ধিরহিত।। (খ)

* পাঠান্তর —

বীর শমরধর পুরূব দুয়ারে ঝাপাই সিংহ-আকার।
অভয়া-পদে নিজচিত্ত নিবেশীয়া নীর্ভয়ে করে মোহামার। ১।
কোটালের আদেশে জত সেনাপতি ফরিকাল হয় আগুয়ান।
কোপীয়া মোহাবীর ফরিকাল নিজোজি কাটিয়া করে খান খান। ২।
কোপেতে কোটাল মত্ত করিবর পাঠাইয়া দিলান শমরে।
চণ্ডীর আদেশে দানা আখির নিমিষে সুণ্ডে ধরি আছাড়িয়া মারে। ৩।
কোপেতে ধানকী পাতিলান ধনুক মার মার উঠিলা গোল।
বিয়ের শহীন্যে জত কোটালের শেনা হানে ঘন বাজায় জয়ঢোল। ৪।
কোপেতে নরসিংহ শমর তলে আসিয়া ধনুক পাতিলা অতি কোপে।
শেনাপতি বিরেরে মারয়ে অতি খর বাণে দেখিয়া দানাগণ লোফে। ৫।
যোগিণী মিলি অভয়া রণে আসিয়া দৈত্য দানব দানা আনে।
হুঙ্কার শ্বাসে পড়িলা রণে কোন বীর দৈত্য দানব করে হানে। ৬।
রাজ পুরোহিত জেত ভিমরথ দেখিয়া ধনুকে সন্ধান জোড়ে।
রণপণ্ডীত শেনা মারয়ে লাখে লাখ দৈত্য দানবপতি—। ৭।

বিষম করাল রাঘব ঘোষাল

করবাল মারে অঙ্গে।

বাজি বার-অঙ্গে করবাল ভাঙ্গে

ত্রিপুরা হাসেন রঙ্গে।।

[১] সেনা পায় লাজ দেখি যুবা রাজ

বাণ-বৃষ্টি করে বীরে।

যেন জলধরে বরিষয়ে নীরে

ঢালে বীর তা নিবারে।।[১]

[২] রণভীম মল্ল আর বীর শল্য

শূল-শেল-টাঙ্গী মারে।

বীরবর অঙ্গে তাহা সব ভাঙ্গে

রঙ্গে শিবা শঙ্খ পূরে।।[২]

অধর —— শমা —— কিবা কম্পিত হইলা দবাগিনী তর্জ্জন সুনী।
পুন দেবী ব্যাধতনয়-রণে কোপীয়া জুঝে রণে নাচয়ে যোগীনী। ৮।
নানা অস্ত্রে শহীন্য পড়িলা রণে শত শত রণ তেজে কোটাল ত্রাশে।
জিনীয়া শমর বীর চলিলা নিজ পুরী—— মুকুন্দ ভাসে। ৯। (দী)

১-১ রণ করে যুবরাজ সেনাপতি পায় লাজ

রাজ-শরাসন পুরে।

উভারে বীরে বীর চর্ম্ম - ধরে

চর্ম্মের উপরে ঘুরে।। (বঙ্গ)

২-২ ভীমরথ ভীমমল্ল আর বীরসেন শল্য

ভাঙ্গি উভারে বীরে।

বীরের অঙ্গে শেল জাঠি ভাঙ্গে

রঙ্গে শিবা শঙ্খ পুরে।। (বঙ্গ)

এমন সময়ে দানাগণ নাচয়ে
বীর মারে মালসাট।
[১]বীরের বিক্রম অতি নিরুপম
যমসম জোড়ে কাট।।[১]
রণে বীরবর ধরি করিবর
মাথে তুলি দিল পাক।
গেল শুণ্ড ছিঁড়ি হস্তী রণে পড়ি
সেনা মারে লাখে লাখ।।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণে গান।।

যুদ্ধ-দর্শনে ভাঁড়ু দত্তের চিন্তা

রাজসেনা ভঙ্গ দিল ভাঁড়ু ভাবে দুঃখ।
আজি মোরে হৈল বুঝি বিধাতা বিমুখ।।
পরিবার রহে মোর পাপ গুজরাটে।
গণিতে কাঁকড়ি হেন মোর প্রাণ ফাটে।।
চিন্তাতে চিন্তিত ভাঁড়ু বিক্রমে বিশাল।
[২]নিঠুর বচনে বলে শুনরে কোটাল।।[২]

১-১ বীরের বিক্রম ভীম সম যম
সমরে জোড়ে কাট্ কাট্। (বঙ্গ)

২-২ নিষ্ঠুর বচনে বলে গর্জ্জিয়া কোটাল।। (দী)
নিঠুর বচনে বলে ভাণ্ডিয়া কোটাল।। (বঙ্গ)
বিষ্ণু সঙরিয়া বলে গর্জ্জিয়া কোটাল।। (ক)

সেনাপতি সামন্ত সভার বিদ্যমান।
বীরকে ধরিতে তুমি আগে নিলে পান।।
[১]এক লক্ষ টাকা তুমি খাইলে যে ধুতি।[১]
ভাঁড়ু দত্ত জীতে পালাইয়া যাবে কতি।।
গাছ দাগে ডাল ভাঙ্গে লোকে করে সাক্ষী।
কোটালে ভাঁড়ুর বোলে লাগিল ভেলকী।।
তরাসে কোটাল পুন গুজরাট বেড়ি।
রহ রহ বলিয়া দামামায় পাড়ে বাড়ি।।
সমর করিতে পুন আইসে কালকেতু।
[২]ফুল্লরা নিষেধ করে জীবনের হেতু।।[২]
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
হারিয়া যে জন যায় পুনরপি আসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ।।

১-১ তঙ্কা লক্ষ বিরের খাইয়া পারা ধুতি। (দী)
এখন কোটাল খেম খাঞা জায় ধুতি। (গ)
এখন লক্ষ খানেক তঙ্কা খায়্যা যাহ ধুতি। (বঙ্গ)
২-২ ফুল্লরা বুঝান তারে জীবনের হেতু।। (খ এবং বঙ্গ)
ফুল্লরা বলয়ে কিছু জীবনের হেতু।। (দী)

[১]যদি আছে জীতে আশ ছাড়ি এদেশের বাস[১]
প্রাণ নিয়া যাহ মহাবীর।
[২]আজি পূর্ণ হৈলো কাল সাজি আইল মহীপাল
তার রণে কেবা হবে স্থির।।[২]
[৩]নখর-রঞ্জিনী নরু[৩] নাহি কাটে তাল-তরু
ফুল্লরার রাখহ আদ্দাস।
কহি আমি সবিশেষ যদি না ছাড়িবে দেশ
শুন রামায়ণ-ইতিহাস।।
সুগ্রীবে জিনিয়া রণে দয়াতে রাখিল প্রাণে
আরোপিয়া হৃদয়ে পাষাণ।
বিষম সমরে বীর কিষ্কিন্ধ্যা আইলা ধীর
জয়-ঘন্টা বাজায়ে বিষাণ।।
[৪]সুগ্রীব পালায়্যা যায় আশ্বাসিল রাম তায়
সখাভাব দোঁহে ঋষ্যমুকে।[৪]
সুগ্রীব রামের তেজে বালির দুয়ারে গর্জ্জে
ধায় বালি রণ-অভিমুখে।।

১-১ যদি আছে জিজিবিসা তেজিয়া দেশের আসা (দী)
যদি থাকে প্রাণ-আশ ত্যজি নিজ দেশ বাস (বঙ্গ)
২-২ পোহাইলে রাত্রিকাল কালি আসি ক্ষিতিপাল
তার বানে কেবা হব স্থির।। (গ)
৩-৩ চোখ নরূনি ভিরু (গ)
নখর রঞ্জিণী খুরূ (দী)
৪-৪ সুগ্রিব পালাএগ্রা জায় য়াইসে রামের ঠাএগ্রী
সক্ষা করে পর্ব্বত রিসিমুখে। (গ)

কান্দিয়া এমন কালে চরণে ধরিয়া বলে
পতিব্রতা বালির রমণী।
শুন মোর নিবেদন আজি না করহ রণ
হেতু কিছু আমি মনে গুণি।।
যে জন তোমার ভয়ে ঋষ্যমূকে স্থির নহে
সে জন দুয়ারে দেয় ডাক।
[১]হেন বুঝি কার বলে আইল বীর রণস্থলে[১]
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক।।
বালিরে বিড়ম্বে বিধি না ধরে জায়ার বুদ্ধি
সমরে পড়িল রাম-শরে।
ফুল্লরার কথা রাখ কতক কাল জীয়া থাক
না যাইহ রাজার সমরে।।
ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুণি
লুকাইল বার ধান্য-ঘরে।
রামায়ণ-উপাখ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
সুখে থাকি আড়রা নগরে।।

কোটালের চিন্তা

লইয়া রাজার ঠাট বেড়ে পুন গুজরাট
কোটাল ভাবয়ে মনে মনে।
নাহি শুনি শিঙ্গা কাড়া না পাই বীরের সাড়া
হেতু কিছু আছয়ে গণনে।।

১-১ হে মোর লয় মনেকোন জন আল্যা রণে (ক এবং খ)

শঙ্কিত হইয়া মনে নাহি রহে এক স্থানে

[১]নিরখয়ে চঞ্চল লোচনে।[১]

লুকাইয়া রহি ব্যাধ পাড়ে পাছে পরমাদ

এই চিন্তা করে মনে মনে।।

দেয় কোটাল লাফঝাঁপ তরাসে অন্তর কাঁপ

আশ্বাস করয়ে সেনাগণে।

ধতি দিব কালকেতু ভয় নাহি তার হেতু

একলা ধরিয়া দিব রণে।।

আপনা বুঝাতে নারে পরেরে প্রবোধ করে

[২]ভয়ে ত্রাসে করে টলটল।[২]

চলিতে না চলে পা মুখেতে না সরে রা

তরাসে কোটাল ক্ষীণবল।।

উভ করি দুই শ্রুতি গুজরাটে দিল মতি

নিবারিয়া সকল বাজন।

যদি উচ্চ স্থল পায় সত্বরে উঠিয়া তায়

আট দিকে করে বিলোকন।।

সঘনে স্মরয়ে ধর্ম্ম কেন কৈলু হেন কর্ম্ম

মনে ভাবে সংশয় জীবন।

বীর কালকেতু-ভয়ে কেহ লুকাইয়া রহে

ছল করি রহে কোন জন।।

১-১ নিরবধি চঞ্চল লোচন। (দী)
অনুক্ষণ চঞ্চল নয়ন।। (গ)

২-২ ভয় য়ঙ্গ পুলকে পট্টল। (দী)
ভয়ে অঙ্গ পুলকি উঠিল। (বঙ্গ)

কোটালের ভয় দেখি ভাঁড়ু দত্ত হইল দুখী
কহে কিছু বিশেষ উপায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী যাহারে সহায়।।

ভাঁড়ু দত্তের কালকেতু-অন্বেষণে গমন

বাহির-গড়েতে সবে থাকহ বসিয়া।
মোর বুদ্ধে মহাবীরে আনিব ধরিয়া।।
মোর সঙ্গে দেহ তুমি একটি ব্রাহ্মণ।
তার হাতে পান দেহ কুসুম-চন্দন।।
রাজা দিয়াছেন পান তোমারে প্রসাদ।
এবোল বলিয়া আমি ভাণ্ডইব ব্যাধ।।
ছলবুদ্ধে দেখে আসি বীরের চরিত।
সাড়া নাহি দেয় বেটা করে কোন্ রীত।।
আপনার বলে তুমি থাক সাবহিত।
বীরে বুঝিয়া কাজ আসিব ঝটিত।।
[১]তোমা সনে নিবন্ধ করিনু দুই দণ্ড।[১]
ইহা বহি পুর বেড় হইয়া প্রচণ্ড।।
ভাঁড়ুর সুযুক্তি কোটালের লাগে মনে।
আপনার ব্রাহ্মণ দিলেন তার সনে।।
ব্রাহ্মণ সহিতে ভাঁড়ু চলে সচিকিত।
বীরের দুয়ারে গিয়া হৈলা উপনীত।।

১-১ তোমার সঙ্গে সঙ্কেত করিল ছয় দণ্ড। (গ)

এক দ্বার দুই দ্বার ভাঁড়ু দত্ত যায়।
দুয়ারী প্রহরী কিছু দেখিতে না পায়।।
সভয় হইয়া যায় চারি পাঁচ দ্বার।
[১]জনশূন্য দেখে যত উদ্যান বেহার।।[১]
সপ্তম মহলে দেখে ফুল্লরা সুন্দরী।
আগে পাছে বসিয়াছে পঞ্চ সহচরী।।
খুড়ী খুড়ী বলি ভাঁড়ু করয়ে জোহার।
অঞ্জলি করিয়া কহে [২]কপট প্রকার[২]।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

ফুল্লরার নিকট ভাঁড়ু দত্তের কপট-বাক্য

শুন গো শুন গো খুড়ী যত কার্য্য ছিল ডেড়ি
আমি তাহা কৈলুঁ সমাধান।
খুড়া মোর কোথা গেলা এই শুভক্ষণ বেলা
লউন আসি নৃপতির পান।।
না করিয়া নিবেদন কাটাল্য গহন বন
এই হেতু নৃপতির রোষ।
[৩]বীরের পাকাল্যা দেখি রাজা হইলা বড় সুখী[৩]
বীরে বড় হইলা সন্তোষ।।

১-১ রাজার ঐশ্বর্য্য দেখে উদ্যমে অপার। (বঙ্গ)
রাজার লক্ষণ দেখে উদ্যান অপার।। (ক)

২-২ কপট ব্যভারী (বঙ্গ)
কপট বেভার (খ)

৩-৩ বীরের মর্দ্ধানা দেখি রাজা হৈলা মোহা যুখি (খ)
বীরের দেখিয়া রন নিপ বিস্ময় মন (গ)

বীরের ধনের বাদ ছিল বড় [১]পরমাদ[১]
নাবড়ে কহিল রাজ-স্থানে।
কহিনু অনেক ন্যায় খণ্ডিল সকল দায়
ভয় কিছু না করিহ মনে।।
মনে পেয়্যা পরিতোষ ক্ষেমিল সকল দোষ
বীরকে করিব সেনাপতি।
গুজরাটে জায়গীরি আর দিবে মধুপুরী
হবে তুমি বড় ভাগ্যবতী।।
আমার বচন শুন খুড়ারে ডাকিয়া আন
মনে কিছু না করহ শঙ্কা।
[২]নিজ যদি পর হয়[২] তবে বিপক্ষের ভয়
বিভীষণে নাশ কৈল লঙ্কা।।
রথ পত্তি ঘোড়া হাতী যত সৈন্য সেনাপতি
বীর হবে সবার প্রধান।
পান দিয়াছেন হাতে ব্রাহ্মণ দিলেন সাথে
অবিলম্বে করুন পয়াণ।।
প্রাণদাতা তোর স্বামী তাহার সেবক আমি
মনে না করিবে কিছু আন।
খুড়া কৈল অপমান [৩]নাহি মোর অভিমান[৩]
তার কার্য্যে আমি সাবধান।।

১-১ অপবাদ (গ)

২-২ নিচ যদি আপন হয় (খ)

৩-৩ আমি না করিল মান (গ)

[১]ঠকের মধুর বাণী[১] এক চিত্তে রামা শুনি
ধান্য-ঘর কৈল বিলোকন।
সুচতুর ভাঁড়ু দত্ত [২]ইঙ্গিতে বুঝিলা তত্ত্ব[২]
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ।।

একাকী কালকেতুর যুদ্ধ

ভাঁড়ুর বিলম্বে কোটোয়াল দন্তে
বেড়িল বীরের ঘর।
[৩]গজের আড়ম্বর শুনিয়া বীরবর[৩]
বাহির হইলা সত্বর।।
[৪]মুটকির ঘায় বীর মারে তায়
যুঝয়ে বীর-কোটালে।[৪]
ধরিতে যেই যায় মুটকির ঘায়
গড়াগড়ি পড়য়ে অবনীতলে।।
[৫]দেখিয়া রণজয় তেজিয়া প্রাণভয়
বাধতে ধায় দুই মাল।
দুই মুটকির ঘায় দুহে গড়াগড়ি যায়
শিরে ঘা হানে কোটোয়াল।।[৫]

১-১ এত বলে ঠগ বাণী (বঙ্গ)
২-২ বুঝিল কার্য্যের তত্ত্ব (বঙ্গ, খ এবং গ)
৩-৩ গজ দ্বারে গর্জ্জে সুনি বির তর্জ্জে (গ)
৪-৪ মুটকীর ঘায়ে জুঝিবারে জায়ে
সাজিয়া কোটালের দলে। (গ)
৫-৫ তেজি প্রাণভয় রণে স্থির নয়
ধরিতে আইল দুই মাল।
দুই মুটকির ঘায় গড়াগড়ি জায়
তাহারে আনে কোটোয়াল।। (গ)

[1]ধরিয়া বীর রণে তুরঙ্গ-চরণে
মাথাতে তুলিয়া দিল নাড়া।
রঙ্গ ছাড়িল তুরঙ্গ পড়িল
হাতেতে রহিল ফড়া।।
করিবর শুণ্ডে ধরিয়া মুণ্ডে
মুটকি মারিয়া দিল টান।
ছিণ্ডিল শুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড
কাঁকড়ি যেন খান খান।।
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
অভয়া চিন্তেন মনে।
ললিত ছন্দে পাঁচালী প্রবন্ধে
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে।।[1]

তেজিয়া প্রাণভয় রে বীর রণজয়
ধরিতে আইল দুই মাল।
দুই মুটকির ঘায় দুহে যায়
শিরে ঘা হানে কোটাল।। (বঙ্গ)

১-১ পাঠান্তর —

হইয়া কৌতুকে কেহ কাছি ধনুকে
বাণেতে ছাইলা আকাস।
শাণাতে ঠেকি বাণ হইলা খান খান
দেখি সবে পাইলা ত্রাশ।।
বীর কাহে ধরিয়া পেলিলা তুলিয়া
ভূমিতে পড়ি হইলা চুর।
ধরিয়া করিবর উভ করি বীরবর
পাকা দিয়া ফেলাইলা পুর।।
এত সব দেখিয়া পদ্মাবতী মিলিয়া
অভয়া চিন্তেন মনে।
সুরচন ললিত অভয়া-চরিত
মনোহর মুকুন্দ ভণে।। (দী)

কোটাল-কর্ত্তৃক কালকেতুর বন্ধন

বীরের শাপের কাল হৈল অবসান।
সুরপুরে না যায় ইন্দ্রের অভিমান।।
[১]সম্পূর্ণ সময় হৈল[১] কাল নাহি আর।
ইহার ভিতরে চাহি পূজার প্রচার।।
[২]এমন বিচার চণ্ডী করি পদ্মা-সনে।
ইঙ্গিতে বীরের বল হরিলা সেখানে।।[২]
চতুরঙ্গ দলেতে কোটাল বীরে বেড়ে।
সৈন্যের ঠেলাঠেলি বীর ভূমে পড়ে।।
দশ বিশ জনেতে ধরয়ে এক হাত।
বীরে ধরি কোটাল সোঙরে বিশ্বনাথ।।
[৩]গজের শিকলি দিয়া বান্ধে মহাবীর।।
হাতে বাঘ-হাতা দিল গলাতে জিঞ্জির।।[৩]
কোটালের হৃদয়ে উরিলা মহামায়া।
বন্দী করি মহাবীরে করিলেন দয়া।।

১-১ বিংশতি বৎসর হইল (খ, গ এবং বঙ্গ)

২-২ এমন যুক্তি মাতা কৈলা পদ্মা সনে।
হরিল বিরের বল দেবি সেই স্থানে।। (খ)
সখি সঙ্গে জুক্তি চণ্ডী করিয়ে সকল।
সেই ক্ষণে হরিলা বীরের বাহুবল।। (দী)

৩-৩ হাথে হাতা দিয়া বান্দে কালকেতু বিরে।
চরনে ডাম্বুকা দিল গলায় জিঞ্জিরে। (খ)
মাথে হাথ দিয়া কান্দে মহাবির।
চরণে ডাঙকা দিল গলাতে জিজির।। (গ)

এমন সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
গলাতে কুড়ালি বান্ধি করয়ে গোহারি।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

কোটালের প্রতি ফুল্লরার বিনয়

না মার না মার বীরে নির্দ্দয় কোটাল।
গলার ছিণ্ডিয়া দিব শতেশ্বরী মাল।।
চুরি নাহি করি আমি ডাকা নাহি দি।
ধন দিয়া গেল দুর্গা হেমন্তের ঝি।।
গো মহিষ ধান্য লেহ অমূল্য ভাণ্ডার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীরে আমার।।
কুলিতার ধনু দেহ তিন গোটা বাণ।
মাটিয়া পাথরা আর পুরাণ খুঞা খান।।
[১]ইহা দিয়া নেহ কোটাল যত আছে ধন।
বারেক রাখহ মহাবীরের জীবন।।[১]
বিচার করিয়া দেখ দোষ নাহি করি।
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী।।

১-১ মোর নিবেদনে তুমি রাখ প্রাণনাথে।
ফুলরার রক্ষা কর বারেক আইয়াতে।। (দী)
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন নিয়া তুমি বীরে কর পরিত্রাণ। (বঙ্গ বেং খ)

কারু নাহি লই রাজ্য কড়ি এক পণ।
[১] তৌলিয়া গণিয়া [১] নেহ যত আছে ধন।।
ঘোড়াশালে ঘোড়া নেহ হাতীশালে হাতী।
নেহ মোর যত আছে যুদ্ধ সেনাপতি।।
[২] নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসি-ঘাতে আগে ফুল্লরারে হান।। [২]
তবে সে করিহ তুমি বীরের প্রাণদণ্ড।
[৩] পিতৃ-পুণ্যে আগে মোরে জ্বালি দেহ কুণ্ড।। [৩]
*
কুঞ্জরে লাদিয়া নেহ যত আছে ধন।
বারেক রাখহ মহাবীরের জীবন।।
ফুল্লরার বিলাপ শুনিয়া নিশীশ্বর।
মধুর বচনে তারে দিলেন উত্তর।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

১-১ ললিয়া গজিয়া (ক)
ললিয়া গড়িয়া (দী)

২-২ নিদয়া হইয়া জদি বধিব পরাণ।
একু অসি ঘাতে নেহ আমার পরাণ।। (গ)

৩-৩ চিতা জালি আমারে দেহ অগ্নিকুণ্ড ।। (খ)

* অতিরিক্ত —
গো মহীষ ধান্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
বিপদ-শাগরে তুমি হয় কর্ণধার।।
পিতা হৈয়া দোহাকার রাখি জাহ প্রাণ।
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।। (দী এবং খ)

ফুল্লরাকে কোটালের সান্ত্বনা-দান
ও
কালকেতুকে লইয়া রাজসভায় গমন

শুন শুন মোর বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি।
আমার শকতি বীরে ছাড়িতে না পারি।।
পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর।
[১]লঘুদোষে গুরুদণ্ড করে নৃপবর।।[১]
কহিয়ে তোমারে আমি স্বরূপ বচন।
রাজারে বুঝায়ে আমি রাখিব জীবন।।
প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা।
বীরে নিয়ে যাইতে হৈল কোটালের ত্বরা।।
হাতে বাঘ-হাতা দিল গলাতে জিঞ্জির।
চরণে ডাড়ুকা দিয়া বান্ধে মহাবীর।।
তুলিল কোটাল বীর গজের উপর।
চৌদিকে বেড়িয়া সেনা চলিল সত্বর।।
দক্ষিণে বিজয়পুর বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওয়া ক্রোশ বাট।।
দিবা অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গ।
[২]কলিঙ্গনগর ধায় দেখিবারে রঙ্গ।।[২]
বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল।
[৩]রাজার দক্ষিণে বৈসে বিজয় ঘোষাল।।[৩]

১-১ লঘু দোসে রাজা দণ্ডে তব প্রাণেশ্বর।। (দী)

২-২ কলিঙ্গের জত লোক দেখিতে ধায় রঙ্গে।। (গ এবং বঙ্গ)

৩-৩ ডানী ভাগে পুরোহিত বিজয় ঘোষাল।। (দী)
সম্মুখেতে পুরোহিত বিজয়ী ঘোষাল।। (বঙ্গ)

বামদিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস।
সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস।।
রাজার সভাতে বৈসে সুপণ্ডিত-ঘটা।
পরিধান পীত বাস ভাল-জুড়ি ফোঁটা।।
নয় পুত্র ছয় নাতি আঠার ভাগিনা।
গুণিগণ গায় গীত বাজাইয়া বীণা।।
চারিদিকে রাহুত মাহুত সেনাপতি।
মহলা করয়ে গজ তুরঙ্গ পদাতি।।
সামন্তের অধিপতি নৃপতির মামা।
সভাতে বসিয়া শুনে কোটালের দামা।।
বিচার করয়ে তারা নিয়া সভাজন।
হেন বুঝি কোটাল জিনিয়া আল্য রণ।।
এমন সময়ে আইল তথা নিশাপতি।
বীরে ভেট দিয়া কৈল নৃপেরে প্রণতি।।
বীরকে দেখিয়া রাজা লোহিতলোচন।
ভীষণ ভাষায় কিছু বলেন বচন।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

কলিঙ্গ-নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন

কোন্ দেশনিবাসী নিবাস কোন্ গ্রাম।
তোমার রাজ্যের রাজা তার কিবা নাম।।
কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।
[১]কার তেজ ধর তুমি কার আজ্ঞাকারী।।[১]

১-১ এত তেজ ধর ব্যাধ কার অজ্ঞাকারি।। (খ)
য়েতেক বা ধর তেজ কার আজ্ঞাকারী।। (দী)

আমারে না চেন ব্যাধ হইয়া প্রবল।
[১]অচিরাতে তোরে আজি দিব প্রতিফল।।[১]
গুজরাটে বসতি নিবাস চণ্ডীপুর।
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর।।
[২]আমি[২] তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী।।
বিচার করিয়া রায় মোরে কর রোষ।
পরিণামে জানিবে কালুর নাহি দোষ।।
ছুত্যে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।
সভামাঝে বসিয়া কথার দেখ ভাতি।।
[৩]কোন্ সাধুজনে বধি নিলি বেটা ধন।
মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন।।[৩]
[৪]গুজরাটে রাজা হইতে কর অভিলাষ।
কত শত সেনাপতি করিলি বিনাশ।।[৪]
কোন সাধুজনে রায় নাহি করি বধ।
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়াল্য সম্পদ।।

১-১ অচিরাতে পাবে আজি জনমের ফল।। (গ)

২-২ পদ্মা (গ)

৩-৩ কোন সাধু বধিয়া তাহার পাইলে ধন।
য়ামা য়গোচর বেটা কাটাইলে বন।। (গ)
কোন সাধুজনে বধি পালী বহু ধন।
আমা না গোচর করি কাটালী কানন। (দী এবং খ)

৪-৪ ধনের গরবে বেটা কর উপহাস।
সে সকল সেনা মোর করিলে বিনাষ।। (খ)
ধনের গরবে মোর কর পরিহাস।
কত কত সেনাপতি কৈলী মোর নাশ।। (দী)

নিজ ধন দিয়া চণ্ডী কাটাইল বন।
[১]তাঁর ধন দিয়া তথি বসাইল জন।।[১]
মোর বোলে অবধান কর নৃপমণি।
দোষ-গুণের ভাগী হন নগেন্দ্রনন্দিনী।।
মরীচি বিরিঞ্চি প্রজাপতি পুরন্দর।
ধেয়ানে যাহার পদ না পায় গোচর।।
নীচ জাতি ব্যাধেরে চণ্ডিকা দিলা ধন।
এমন কথাতে পাতিয়ায় কোন্ জন।।
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে।
এমন বচন যেন কেহ নাহি বলে।।
দেহ যদি গজতলে নিবারিতে নারি।
[২]লভ্য অপচয়-ভাগা হন মহেশ্বরী।।[২]
বেচেছি আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তর্জ্জনে কালকেতু না ডরায়।।
অবধান কর রায় শুন নিবেদন।
জনম লভিলে আছে অবশ্য মরণ।।
রাজার বচনে গজ আনে মহাকায়।
চরণে ধরিয়া সবে রায়ে নিবেদয়।।
নিবিষ্ট করিয়া মন অভয়ার পায়।
মধুর মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গায়।।

১-১ চণ্ডির য়াদেশে য়ামি বসাইল জন।। (গ)
২-২ লভ্য অপচয় অধিকারী মাহেশ্বরী।। (দী)

কালকেতুর কারাদণ্ড

পাত্রমিত্র পুরোহিত বুঝায় নৃপতি।
বীরকে বধিতে কেহ না দিলা অনুমতি।।

*

চণ্ডীর চরণ বিনে নাহি জানে আন।
বীরকে বধিতে কেহ না দিলা বিধান।।
সভার বচনে রাজা নাহি বধে বীরে।
বন্দী করিতে আজ্ঞা দিল কারাগারে।।
দশ বিশ পোতামাঝি বীরে নিয়া যায়।
[১]এক-মুণ্ডা বন্দিঘরে[১] প্রবেশ করায়।।
[২]শওয়া ক্রোশ ঘরখানি একটি দুয়ার।
দিবসে দুপুরে তাহে ঘোর অন্ধকার।।[২]
প্রবেশ করায় নিয়া আন্ধারিয়া কোণে।
[৩]শত শত বন্দী তথা আছে স্থানে স্থানে।।[৩]
কিচি কিচি করে ছুঁচা মূষিকী মৃত্তিকা।
বহু কীট পোকা আছে উড়য মক্ষিকা।।

---

* অতিরিক্ত —
রাজার তর্জ্জনে ব্যাধ নাহি করে ভয়।
দেবতার কৃপা হেতু আছয় নির্ভয়।। (দী)

১-১ য়েকমুকি বন্দীঘরে

২-২ ঘরখান শয়া ক্রোশ বন্দির আলয়।
অন্ধকার দিবসে দুপরে তায় হয়।। (দী)

৩-৩ অত পাখী বন্দী তথা আছে চিরকাল।। (দী)
শত শত বন্দী তথা আছে পণে পণে।। (বঙ্গ)
অত বাস বন্দি তথা আছে পনে পনে।। (খ)

বন্দী দেখি কালকেতু বলে ভাই ভাই।
[১]উসারিয়া দেহ মোরে একটুকু ঠাঞি।।[১]
[২]হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভমুণ্ডা।[২]
চারিদিকে পোতামাঝি দেয় তুষের ধুঁয়া।।
জটে দড়ি দিয়া চালে টাঙ্গে মহাবীরে।
[৩]হাতে বাঘ-হাতা দিল গলায় জিঞ্জিরে।।[৩]
বুকে তুলি দিল পাঁচ সাঙ্গের পাথর।
পাথর চাপনে বীর করে থর থর।।
[৪]মনে ভাবে মহাবীর বড় পরমাদ।
ফুল্লরা স্মরিয়া বীর জুড়িল বিষাদ।।[৪]
অভয়ার চরণে মজুক মোর চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর সঙ্গীত।।

কালকেতুর খেদ

কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে।
দাবানল জিনি শ্বাস মুখে গদগদ ভাষ
জলশয্যা লোচনের লোহে।।

১-১ উসরি পসারি দেহ একটু কি ঠাই।। (বঙ্গ)
উররি উসরি দেহ একটুকু ঠাঞি।। (ক)
২-২ চালে দড়ি দিয়া তারে করিল উভমুণ্ডা। (গ)
৩-৩ বিষম বন্ধনে তার চক্ষে পড়ে নীর।। (দী)
৪-৪ মনে ভাবে মহাবীর সংশয় জীবন।
ফুল্লরা স্মরিয়া বীর করয়ে রোদন।। (বঙ্গ)

প্রিয়ে, তোর বাক্য নাহি ধরি চণ্ডিকার অঙ্গুরী
লইনু আপন মাথা খায়্যা।
সুখেতে থাকিতে বিধি বিড়ম্বিলা দিয়া নিধি
কেবা মোরে দিবে পদছায়া।।
যেই কালে মহেশ্বরী মনোহর বেশ ধরি
বস্যাছিল আমার কুটীরে।
'তুমি কৈলে কদুত্তর'[১] আমি জুড়িলাম শর
এই হেতু ছাড়িল আমারে।।
মরিলাম কারাগারে তোমা সমর্পিনু কারে
ফুল্লরা হইল অনাথিনী।
মাংস বেচি ছিনু ভাল এবে সে পরাণ গেল
বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী।।
কুলিতার ধনুখান তিন গোটা ছিল বাণ
আছিলাম আপনার দম্ভে।
কেবা চাহে সম্পদ ধন দিয়া কৈল্যা বধ
চণ্ডিকা আমারে বিড়ম্বে।।
সোঙরে চণ্ডিকা-মন্ত্র পূজার বিধান-তন্ত্র
মনে মনে পূজে ভগবতী।
তেজিয়া বিষাদ-মতি কালকেতু করে স্তুতি
হৃদয়ে ভাবিয়া হৈমবতী।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

১-১ তুমি বৈলা অনুত্তর (দী এবং খ)

কালকেতু কর্তৃক চৌতিশা স্তুতি

কালী কপালিনী কান্তা কপোলকুণ্ডলা।
কালরাত্রি [১]কঞ্জমুখী[১] কত জান কলা।।
[২]কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ।[২]
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস।।
খরতর রাজা বড় যেন খুর-ধার।
[৩]খড়গ খর্পরধারী উর একবার।।[৩]
খেদ খণ্ডন করি খলে কর নাশ।
খণ্ডিয়া সকল দোষ রাখ নিজ দাস।।
গিরিজা গণেশ-মাতা গতি সবাকার।
[৪]গোকুল রাখিলে[৪] গোপকুলে অবতার।।
গহন নিগড়ে দুর্গা দগধে শরীর।
গলিত করহ মাতা গলার জিঞ্জির।।
ঘোররূপা ঘোরতপা ভীষণ-ঘোষণা।
[৫]ঘন ঘন কৈলে রণে ঘন্টার বাজনা।।[৫]
ঘন শ্বাস বহে মুখে গায়ে কাল ঘাম।
ঘরের সেবকে মাতা সোঙরয়ে নাম।।

১-১ কুন্দমুখি (গ)
২-২ কলিকার কলুশ করহ মোর নাস। (দী)
কলিকালে কালুর করহ ক্লেস নাস। (খ)
কারাগারে কালুর কলুষ কর নাশ। (বঙ্গ)
৩-৩ খণ্ড খণ্ড কলেবর করিল আমার।। (বঙ্গ ও দী)
৪-৪ গোধন রাখিলে (গ)
৫-৫ ঘনরবা কৈলা রণে ঘন্টার বাজনা।। (দী)

[১]উন্মত্ত হইল রাজা মোর দৈবফলে।
উমা মহেশ্বরী ছায়া দেহ পদতলে।।
উগ্রচণ্ডারূপে রঘুনাথে কৈলে দয়া।
উরিয়া সেবকে রাখ দিয়া পদছায়া।।[১]
চঞ্চল-চেতন আমি চল্লিশ বন্ধনে।
চোরের চরিত্র হইল চণ্ডিকার ধনে।।
চড় চাপড়ে মাতা চণ্ড কর চুর।
[২]চরাচর গতি গো বন্ধন কর দূর।।[২]
ছল ধরি রাজা গো ধনের ছলে বান্ধে।
[৩]ছলে ধন দিয়া বধ বিনি অপরাধে।।[৩]
ছেদন করয়ে রাজা তব ধন-ছলে।
[৪]ছায়া দিয়া রাখ মাতা চরণকমলে।।[৪]
[৫]জগজ্জননী জয়া জীবের জীবনী
জন্ম-জরা-মৃত্যু-হরা জয়ন্তী জননী।[৫]

১-১ উচ নীচ সমান করিতে জান তুমি।
উমা মাহেশ্বরী মাগো বেরুণীয়া আমি।।
উদ্ধার করহ মাতা রাজ কারাগারে।
উচিত বলিতে মাগো নাহিক আমারে।। (বঙ্গ)

২-২ চরণে ধরিয়ে মাতা চণ্ড কর চুর।। (গ)
চকিতে চাহিলে মাতা যাই নিজ পুর।। (বঙ্গ)

৩-৩ ছলে ধন দিয়া মাতা বধ অপরাধে।। (বঙ্গ)
ছিএে ধন দিয়া ছাড় বিনু অপরাধে।। (দী)

৪-৪ ছাইয়া দিয়া ছাইয়া-রূপা বাখলে (?)।। (দী)

৫-৫ জয়ঙ্কারী তুমি জইয়া জয়পতাকিনী।
জনকনন্দীনী তুমি জিবের জিবনী।। (দী)

[১]জটাজুটবতী গো যাত্রিক-শিরোমণি।
জীবের জীবন জনার্দ্দন-সহায়িনী।।[১]
ঝোড়-ঝঙ্কারেতে মাতা বধিতাম পশু।
ঝগড়া করিলে মাতা দিয়া নিজ বসু।।
ঝনঝনা সমান হইল তব ধন।
[২]ঝটিতি করহ মাতা বন্ধন মোচন।।[২]
ইঙ্গিতে অবনী ভার তুমি কৈলে নাশ।
ইহারে ভাণ্ডিয়া রাখ আপনার দাস।।
ইহ ক্রোধ করিয়া বিনাশ করে মোরে।
ইহারে ভাণ্ডিয়া শীঘ্র রাখহ আমারে।।
[৩]টানাটানি করে কেশে ধরিয়া কোটাল।
টঙ্গ টাঙ্গী কেহ হানে কেহ করবাল।।[৩]
[৪]টিটকারী করে পাইক মানে পরাজয়ী।
টঙ্কার দিয়া রণে উর কৃপাময়ি।।[৪]
ঠগ নহি ঠাকুরাণি নহি ঠগ-সুত।
ঠাকুর করিলে মোরে করি ধনযুত।।
ঠন্ ঠন্ করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে।
ঠাঞি দেহ ঠাকুরাণি চরণারবিন্দে।।

১-১ জীবন উপায় ধনে জিবন হাকার।।
জীবনের বীজ জিউ রক্ষ য়েকবার।। (দী)

২-২ ঝটিতে ঘুচাহ মাতা গাঢ়-বন্ধন।। (গ)
ঝটিত করহ মাতা ঝগড়া নাশন।। (দী)

৩-৩ টল টল করে প্রাণ জটে টানাটানি।
টঙ্কর সমান মোরে টানে নৃপমনী।। (দী)

৪-৪ টঙ্কারিয়া ধনু টানী বিন্ধ রাজদল।
টলি তোর রাখ টুটাইয়া নৃপবল।। (দী)

ডাকিনী হাকিনী মাতা [১]ডমর-রূপিণী[১]।
ডমরুমধ্যমা জয়া ডিণ্ডিম-বাদিনী।।
[২]ডাকা নাহি দেই নহি ডাকাতের সাথী।
ডাড়ুকা চরণে কেন দু'হাতে চামাতি।।[২]
ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নহি আক্ষটীর জাতি।
[৩]ঢোল নাহি করি কভু পরের যুবতী।।[৩]
[৪]ঢেকা মারে এককালে দশ বিশ জন।
ঢালিনু তোমার পায় আপন জীবন।।[৪]
আনিয়া আমারে বধে বিনি অপরাধে।
অন্য নাহি জানি আমি ছাড়ি তুয়া পদে।।
আনের অনেক আছে মোর কেহ নাই।
আন ছলা করি মোরে রাখ রাজার ঠাঁই।।
[৫]ত্রিগুণা ত্রিবীজা তারা ত্রৈলোক্য-তারিণী।
ত্রিশক্তিরূপিণী তুমি কুরঙ্গ-নয়নী।।
ত্বরিতে তারিয়া তোল তাপিত তনয়।
তোমা বিনে ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নয়।।[৫]

১-১ ডম্বর-রূপিনী (দী)

২-২ ডাকাতির শম হৈল ডাড়ুকা বন্ধন।
ডাক লোহি দিবে কর ডাড়ুকা খণ্ডন।। (দী)

৩-৩ ঢাঙ্গর না করি ঢঙ্গ বলে নরপতি।। (দী)

৪-৪ ঢোক পীঞা নাহি ঢঙ্গ তোমার প্রশাদে।
ঢাক ঢোল বাজায়্যা কলিঙ্গ রাজা খেদে।। (দী)

৫-৫ ত্রৈলোক্যতারিণী ত্বরা তাপিনী তপনী।
ত্রাণ-হেতু তুমি তোমা বিনে নাহি জানী।।
তরীত তারহ মাতা তপীত তনয়।
ত্রাণ-হেতু তুমি তোমা বিনে অন্য নয়।। (দী)

[১]থর থর করে প্রাণ পাথর-চাপনে।
থরহরি কাঁপে প্রাণ রাজার তাড়নে।।[১]
থাকিয়া রাজার আগে বন্ধন কর দূর।
স্থির কর পুনর্ব্বার গুজরাট পুর।।
দুর্গা পরা দুর্গা তুমি দক্ষের দুহিতা।
[২]দনুজ-দলনী দয়াবতী বেদ-মাতা।।[২]
দুর্জ্জয় দক্ষিণাকালী দুরিত-নাশিনী।
দুঃখী দাসে কর দয়া দুঃখ-বিনাশিনী।।
[৩]দূর কর দুর্গা মোর অকাল মরণ।[৩]
[৪]দুস্তর সাগরে মোরে করহ রক্ষণ।।[৪]
ধিষণা ধারণাবতী ধেয়ান-ধারিণী।
[৫]ধরিত্রী-ধারিণী ধরাধরের নন্দিনী।।[৫]
[৬]ধরিয়া ধনের ছলে ধরাপতি বান্ধে।
ধন দিয়া বধ কৈলে বিনি অপরাধে।।[৬]
নমো নিত্যা নারায়ণী নগেন্দ্রনন্দিনী।
নিশুম্ভ-নাশিনী মাতা নীল-পতাকিনী।।
নিগম-নিগূঢ়া তুমি নিদ্রা সনাতনী।
[৭]নৃপতি-নিলয়ে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী।।[৭]

১-১ থর থর করে প্রাণ সহে মাতা বীর।
থরহরি আসি মাতা স্থাপ মোহাবীর।। (দী)
২-২ দক্ষযজ্ঞবিনাসিনি বেদবতী-মাতা।। (গ)
৩-৩ দুর কর দুর্গা তুমি দেহের বন্দন। (গ)
৪-৪ দয়া করি দুঃখহরা দিলে গো স্বরন। (খ)
৫-৫ ধারিনী ধাবিনী ধরাধরের নন্দনা।। (দী)
৬-৬ ধরনি ধাবনি মাতা ধর নব দণ্ড।
ধরিয়া সমরে মার বৈরি প্রচণ্ড।। (গ)
৭-৭ নৃপতি-নিলয় হয় নিগড়-নাশীনী।। (দী)

নন্দ-গোপ-সুতা হয়্যা রাখিলে গোকুল।
নৃপতি-সভায় মাতা হও অনুকূল।।
[১]পশুপতি প্রজাপতি পুরুষপ্রধান।
পদ্মযোনি পুরন্দর নিতি করে ধ্যান।।[১]
[২]প্রতিদিন পূজে তোমা প্রকৃতি-রূপিণী।
পশুসম ব্যাধ আমি কি বলিতে জানি।।[২]
প্রণত-বৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবক-বৎসলা।।
[৩]ফিকিরে মারিয়ে পশু ফাঁদ পাতি বনে।[৩]
ফল বেচি ফল খাই কিবা কাজ ধনে।।
ফণি-ফণামরি দিয়া ফের দিলে মোরে।
[৪]ফাঁপর হইগো ফুল্লরা পাছে মরে।।[৪]
বুদ্ধিরূপা [৫]বুদ্ধিহরা[৫] সংসার-বন্দিনী।
বন্দি-শালে হও মাতা বন্ধন-হারিণী।।
বন্ধে জিউ হল্য যেন নলে জলবিন্দু।
বন্ধ দূর কর মাতা জগতের বন্ধু।।

১-১ প্রধান পুরুষ প্রজাপতি পুরন্দর।
পশুপতি পদ্মজোনী সেবে নিরন্তর।। (দী)
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধান।
পদ্মযোনি-প্রিয়া দেবী পার্ব্বতী আখ্যান।। (বঙ্গ)

২-২ পরম প্রকৃতি পরা পর পুরাতনী।
পসুঘাতি পাপমতি কি বলিতে জানি।। (দী)

৩-৩ ফার করি পশু বাণে ফান্দ পাতি বনে। (দী এবং গ)
ফাঁস করি পক্ষগণ ফান্দে পাতি বনে। (খ)

৪-৪ ফেকাতুড়া খাইয়া ফুল্লরা পাছে মরে।। (বঙ্গ)
ফেফাদণ্ডি খাইআ ফুল্লরা পাছে মরে।। (খ)

৫-৫ বন্দী-হরা (দী)

ভয়ঙ্করা ভয়-হরা ভৈরবী ভারতী।
ভয়ঙ্করী ভয়-হারী ভীমা ভগবতী।।
[১]ভদ্রকালী ভূতমতি ভামরী ভীষণী।[১]
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী।।
[২]মৃগাঙ্কমুকুট-মণি মস্তক-মালিনী।
মহিষ-মর্দ্দিনী মধু-কৈটভ-নাশিনী।।[২]
[৩]মহামায়া মহেশ্বরী মৃগেন্দ্র-বাহিনী।
মূঢ়মতি ব্যাধ আমি কি বলিতে জানি।।[৩]
[৪]যশোদা-নন্দিনী জয়া যজ্ঞ-বিনাশিনী।
যমের জননী শুম্ভ-অসুর-নাশিনী।।[৪]
যমের যন্ত্রণা হৈতে রাজার যন্ত্রণা।
যশ গাই যদি পূর আমার কামনা।।
রঙ্ক হৈয়া ছিনু মাতা রঙ্কু-বধে রত।
[৫]রত্ন দিয়া রাজার ঠাঁই করাইলে হত।।[৫]
রাজা সনে রণ কৈনু রক্ষা নাহি আর।
রঙ্গিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার।।
লুট হৈল ধন লণ্ডভণ্ড হইল গারী।
লক্ষ্য কেহ নাহি লোক যথা মোর নারী।।

১-১ ভদ্রকালী ভূতবতী ভ্রমর-ভূষণী। (বঙ্গ)

২-২ মোহাকহিয়া মোহামহিয়া মস্তক-মালীনা।
মোহাকালী মোহাদেব-মণ্ডনকারিণী।। (দী)

৩-৩ মহেস্যর অর্দ্ধতনু করাল বদনা।
মরিয়া না মরে সেই জেই ভজে তোমা।। (গ)
মারীলা মহীসা আদি মহেন্দ্র-মোহীতা।
মহিপাল-ভয় মোর দুর কর মাতা।। (দী)

৪-৪ যজ্ঞযুশা যুগান্তরা যজ্ঞবিনাসিনী।
যশোদা-নন্দীনী জইয়া যমুনা জামীনী।। (দী)

৫-৫ রত্ন দিয়া রঙ্গরস করিলা বহুত।। (দী)

লোভমতি অতি আমি লম্পট পাতকী।
লোভে লক্ষ ধন লয়্যা লাভ কৈলুঁ কি।।
[১]বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসার-বন্দিনী।[১]
বসুদেব-সহচরী নন্দের নন্দিনী।।
বিসঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার।
[২]বল-বুদ্ধি দিয়া কৈলে কালিন্দীর পার।।[২]
শঙ্খিনী শূলিনী মাতা শিবসহচরী।
শর্ব্বাণী শিবানী শক্তিরূপা শাকম্ভরী।।
শশি-শিরোমণি শৈল-শিখরবাসিনী।
[৩]শারদা শরণদাতা উরহ্ আপনি।।[৩]
ষড়্ গুণধারিণী মাতা ষড়ঙ্গরূপিণী।
ষড়ানন-মাতা ষড়্ রিপু-নিবারিণী।।
সর্ব্বলোক গায় তোমা সেবক-বৎসলা।
সেবকে তারিতে উর সকলমঙ্গলা।।
সশঙ্কিত সেবকেরে রাখ মহামায়া।
সানুকূলা হইয়া পাদপদ্মে দেহ ছায়া।।
হরি হর হিরণ্যগর্ব্ভের তুমি মূল।
হইয়া নন্দের সুতা রাখিলে গোকুল।।
[৪]হর-জায়া হৈমবতী হেমন্ত-নন্দিনী।
হও অনুকূল মাতা হরের ঘরণী।।[৪]

১-১ বলাইপূজিতা বলদেবের ভগিণী। (দী)
বিশালাক্ষী বিশ্বময়ী বিশ্ব-নির্ম্মায়িণী। (বঙ্গ)

২-২ বিপদেতে দাসে মাতা করহ উদ্ধার (খ)

৩-৩ শরণদা শান্তীমূর্ত্তী উরহ আপনী।। (দী)

৪-৪ হিতাহীতহিন হৈল হর পাপচয়।
হৈমবতি আসি হেলে রক্ষ পাপাসয়।। (দী)

ক্ষৌণীর হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ।
[১]ক্ষেণেক উরিয়া রক্ষ দাস আমি দীন।।[১]
[২]ক্ষেমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি।
ক্ষেমঙ্করী রক্ষ আমি কি বলিতে পারি।।[২]
মহাবীর এত যদি কৈল স্তুতিবাণী।
[৩]কৈলাসে জানিল মাতা হরের ঘরণী।।[৩]
অবিলম্বে কারাগারে উরিলা অভয়া।
করহ করুণাময়ী শিবরামে দয়া।।

কালকেতুর বন্ধন-মোচন

অবতরি কারাগারে বন্ধনে দেখিয়া বীরে
[৪]অভয়া হইলা লজ্জাবতী।[৪]
নয়নে গলয়ে নীর কালকেতু মহাবীর
কৈল তাঁর চরণে প্রণতি।।
কৈল চণ্ডী বীরে আশ্বাসন।
[৫]কার দেবী অবলীলা[৫] বুকের ঘুচাল্যা শিলা
হুহুঙ্কারে [৬]খসাল্য[৬] বন্ধন।।

১-১ ক্ষণেক আসীয়া ক্ষমি দোষ রক্ষ দিন।। (দী)
২-২ ক্ষেমা ক্ষুধ্ব ভয় ক্ষোভ তোমার করণ।
ক্ষেণেকে রক্ষিতা তুমি ক্ষেণেকে নিধন।। (দী)
৩-৩ ধ্যানেতে জানীলা মাতা হেমন্তনন্দিনী।। (দী)
৪-৪ লজ্জিত হইলা ভগবতি। (গ)
৫-৫ ধরি চণ্ডি নিজ লিলা (গ)
৬-৬ ঘুচাল্য (খ)

চাহিতে তোমার মুখ মনে বড় লাগে দুখ
পাইলা দুখ দুরদৃষ্ট-দোষে।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে তোমার পূজা
আরোপিবে গুজরাট দেশে।।
শুন পুত্র কালকেতু পশুগণ-বধহেতু
আছিল তোমার গুরুপাপ।
নাশ গেল এতকালে রাজার বন্ধন-শালে
মনে না করিহ পরিতাপ।।
ঘুচিল বন্ধন-ক্লেশ প্রভাতে চলিবে দেশ
পুত্রসম পাল্য প্রজাগণ।
নিজ-হস্তে নরপতি মাথাতে ধরিবে ছাতি
প্রসাদ করিবে নানা ধন।। *

---

* অতিরিক্ত —

কি কাজ আমার ধনে আনন্দে আছিনু বনে
নিত্ত গিতে করিয়া আশ্রয়।
ফুল্লরা পসার করে সন্ধ্যাকালে আস্যে ঘরে
সুখে থাকি আপন নিলয়।।
নাহি চিনি রাজা সাধু সেবায় ফুল্লরা বধু
কিনে বিচে আপনার মনে।
সহজে কুমতি ব্যাধ তাহা তুমি দিলে বাদ
মরি আমি বর্ত্তিস বন্দনে।।
নিজ ধন লেহ মহামায়া।
পূর্ব্বে কয়্যাছিল তত মৃগ মারি খায় ভাত
সব পাসরিনু তুমা পায়্যা।। (খ)

[১]চণ্ডিকা বলেন যত নহে ত বীরের মত
পালাইতে চাহে ঘনে ঘন।[১]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিলা বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

কলিঙ্গরাজের প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ

কালকেতু বলে মাতা শুন ভগবতি।
কাঁথ ভেঙ্গ্যা যাই আমি কর অনুমতি।।
দেহ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন লৈয়া চণ্ডি মোরে কর পরিত্রাণ।।
বন্ধন ঘুচায়্যা তুমি যাইবে কৈলাস।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে বিনাশ।।
[২]চণ্ডিকা বলেন বাপা না যাব আগার।[২]
যাবত না করে রাজা তোমা পুরস্কার।।
[৩]এ বোল বলিয়া মাতা করিলা গমন।[৩]
ডানি-বামে দেখিল অনেক বন্দিগণ।।
কৃপাদৃষ্টে সবাকার ঘুচাল্য বন্ধন।
ত্বরিতে গেলেন হথা পোতামাঝিগণ।।
তবক বেলক টাঙ্গী কামান কৃপাণ।
ডানি-বামে শিঙ্গা কাড়া ঠমক নিশান।।

১-১ বুনিএগ্রা চণ্ডির কথা মহাবীর তেজে ব্যথা
জোড় হাথে করে নিবেদন। (খ)

২-২ চণ্ডিকা বলেন জাত্রা নাক্রিশ আমার। (গ)

৩-৩ দ্বারে সুতিআ য়াছে পোতামাঝিগণ। (গ)

কোপে আঁখি-ঠার চণ্ডী দিলা দানাগণে।
এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে।।
লুট করি খাঁড়া ডাণ্ডা লইলা বসন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পোতামাঝিগণ।।

চণ্ডিকা চলিলা ওথা নৃপতি-বসতি।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে চামুণ্ডা-মূরতি।।
গলে মুণ্ডমালা দোলে বিকট দশন।
কাতি খর্পর হাতে লোহিত লোচন।।
বিভীষিকা অনেক দেখাল্য নৃপবরে।
স্বপনে কহেন মাতা বসিয়া শিয়রে।।
রাজা বলি ওরে বেটা কর অভিমান।
[১]আমার সেবকে কর অলপ গেয়ান।।[১]
তোরে বধি মহাবীরে ধরাইব ছাতা।
বীরের করাব দাসী তোমার বনিতা।।
অনেক স্বপন দেখাইল মহামায়া।
মহাপাত্র পুরোহিতের শিয়রে বসিয়া।।
*
রাম রাম বলিয়া উঠিলা নরপতি।
[২]পদ্মা সঙ্গে গগনে রহিলা ভগবতী।।[২]
প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিলা বার।
সবে মিলি স্বপনের করেন বিচার।।

১-১ আমার সেবকে কর এত অপমান।। (গ)

* অতিরিক্ত —

বিবিধ প্রকারে সপ্ন কহিল তাহারে।
এই সপ্নের কথা সভে কহিয় সভারে।। (খ)

২-২ গণসঙ্গে গগণে উরিলা ভগবতী।। (ক)

সভাজন শুনে রাজা কহেন স্বপন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

রাজার স্বপ্ন-বিবরণ

আজি নিশি দেখিলাম বিষম স্বপন।
পরমায়ু বলে মোর রহিল জীবন।।
দেখিনু ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ডমাল।।
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ।।
পীঠে লম্বমান তার শোভে জটাভার।
শঙ্খের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার।।
পরিধান সবাকার লোহিত বসন।
বাক্‌সনা ফুল হেন দুপাটি দশন।।
বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়।
চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায়।।
গজ ঘোড়া কাটি পীয়ে রুধিরের পানা।
নাচয়ে অবনীতলে প্রেত ভূত দানা।।
মড়ার আঁতড়ি কেহ পর্য্যাছে উত্তরী।
অঙ্গুলিতে আরোপিল [১]কেশ-কুশাঙ্গুরী[১]।।
তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্দনে।
তর্পণ করয়ে নর-কপাল-ভাজনে।।

১-১ হাড়ের অঙ্গুরী (ক)
সপ্তয় অঙ্গুরী (খ)

গাধায় চড়ায়ে মোরে দিল [১]ওড়মাল[১]।
পশ্চাতে ঢালের বাদ্য বাজায় বিশাল।।
পশ্চাতে যোগিনীগণ করে তাড়াতাড়ি।
[২]কেহ লাগ পেয়্যা মোরে পৃষ্ঠে মারে বাড়ি।।[২]
গজপৃষ্ঠে কালকেতু কৈল আরোহণ।
শরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণ।।
চৌদিকে শঙ্খের ধ্বনি মঙ্গল বাজন।
রাজার বচন শুনি বলে দ্বিজগণ।।
[৩]নর নহে কালকেতু দেবতা-নন্দন।[৩]
[৪]তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন।।[৪]
এই মত কহিল সকল সভাজন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

পাত্রমিত্রসহ কলিঙ্গরাজের পরামর্শ

রাজার বচন শুনি সভাজন বলে বাণী
কোপে রাজা কৈলা অনুচিত।
আজিকার শেষ নিশি অমঙ্গল রাশি রাশি
স্বপন দেখিলা বিপরীত।।
অবধান কর নরপতি।
ঠক নাবড়ের বোলে চণ্ডীর কিঙ্কর মাল্যো
এই হেতু স্বপনে দুর্গতি।।

১-১ হাড়মাল (বঙ্গ)
২-২ কেহ লাগি পায়্যা মোরে মারেক শাবাড়ি।। (দী)
৩-৩ নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন। (দী)
৪-৪ তাঁর অপমানে চণ্ডিকে অপমান।। (দী)

স্বপনে তোমার ভয় দেখিলে বারের জয়
পুরস্কার করিলা ভবানী।
[১]সেই কথা নৃপবর কহিতে করয়ে ডর[১]
আর কিছু মনে নাহি গণি।।
[২]আপনার দিয়া ধন চণ্ডী কাটাল্য বন[২]
বসাল্য নগর গুজরাট।
আখেটীর কিবা দোষ কেনে তারে কৈলে রোষ
ভাঁড়ুদত্ত কৈল যত নাট।।
[৩]কোন বা ছারের বোলে এত পরমাদ কৈলে
মিছা কাজে করিলে আবেশ।[৩]
[৪]ছাড়ান করিয়া আনি কহিয়া মধুর বাণী
বীরকে পাঠায়ে দেহ দেশ।।[৪]
রথ গজ ঘোড়া দোলা সকল্লাত ঝারি থালা
বিভূষিত ভূষণ চন্দনে।
বীরের করিয়া পূজা গুজরাটে কর রাজা
চণ্ডীর সন্তোষ হবে মনে।।
[৫]পাত্রের বচন শুনি নৃপতি হৃদয়ে গুণি[৫]
কারাগারে করিল পয়ান।
বীরের বন্ধন-ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

১-১ দেখিলুঁ অদ্ভুত যত তাহা বা কহিব কত (ক এবং বঙ্গ)
২-২ যে বুঝি চণ্ডি ধন দিয়া কাটাইলা বন (দী)
৩-৩ কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি
অকারণে করহ আবেশ। (খ এবং দী)
৪-৪ ছোড়ন করিএল বিরে য়ানিয়া আপন ঘরে
পাঠাইয়া দেহ নিজ দেশ।। (গ)
৫-৫ য়েসব বচন জত সুনী রাজা জানী তত্ত্ব (দী)

কলিঙ্গরাজ-কর্ত্তৃক কালকেতুর সম্মান

রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান।
প্রণাম করিতে রাজা না দিলা বিধান।।
ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমকথা আলাপনে বসিলা দুই জন।।
রাজা বলে কালকেতু ক্ষেম অপরাধ।
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্ব্বাদ।।
বন্দি-ঘর মহাবীর মাগি নিল দান।
বসন ভূষণ দিয়া করিলা ছাড়ান।।
অবনী লোটায়্যা কান্দে পোতামাঝিগণ।
[১]নৃপতিরে কহিলা নিশির বিবরণ।।[১]
অঙ্গদ বলয়া হার কুম্‌কুম্ চন্দনে।
পুরস্কার কৈল রাজা ব্যাধের নন্দনে।।
গজ তুরঙ্গম রথ দিল হেম-দোলা।
চন্দন-চৌখুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা।।
অভিষেক করাইয়া বসাইল খাটে।
আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে।।
*
নিজ-হস্তে ভালে টীকা দিল নরপতি।
যত ভুঞা রাজা মিলি ধরাইল ছাতি।।

১-১ রাজারে কহিলা সবে স্বপন কারণ।। (ক)
নৃপতিরে কহে কথা নিসির সপন।। (খ)

* অতিরিক্ত —
আনাইল নিকটে আছিলা ভূঞাগণ।
বিধিমতে কর্ম্ম আদি বিবিধ বাজন।। (দী)

গজরাজে চাপাইয়া দিলেন বিদায়।
[১]পদব্রজে[১] নরপতি পিছে পিছে যায়।।
পুরে প্রবেশিতে শুনে নারীর কান্দনা।
অনুমৃতা হইতে যায় যতেক অঙ্গনা।।
[২]পুরের ভিতরে বীর জিজ্ঞাসে বারতা।
বীরেরে গঞ্জিয়া নারীগণ কহে কথা।[২]
কালি যেই মৈল তোমা সনে করি রণ।
অনুমৃতা হইতে যায় তার নারীগণ।।
শুনি লজ্জা পেয়্যা বীর হেট কৈল মাথা।
একভাবে সোঙরিলা হেমন্ত-দুহিতা।।
অভিপ্রায় বীরের বুঝিয়া ভগবতী।
কহেন আকাশবাণী মহাবীর প্রতি।।
জিয়াইয়া দিব আমি মৃত সেনাগণ।
কহিলা ভারতী নাহি শুনে অন্য জন।।
শুনি বীর অনুমৃতা কৈলা নিবারণ।
মরা জিয়াইব বলে ব্যাধের নন্দন।।
ভৃগুসুতে ভগবতী কৈলা সোঙরণ।
ভৃগুসুত আইল যথা বীর কৈলা রণ।।
আইলেন ভৃগুসুত যথা বীরবর।
দেখিয়া করিলা রাজা প্রণাম বিস্তর।।
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা পাছে পাছে যায়।
বীর সঙ্গে রণস্থলে বৈসে দণ্ডরায়।।

১-১ অনুব্রজে (গ এবং দী)

২-২ বিরস বদনে বীর জিজ্ঞাসে বারতা।
বীরকে গর্জ্জিয়া কেহ কহে কটু কথা।। (বঙ্গ)

কৌতুকে বসিয়া দোঁহে কহে মৃদু বাণী।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান অপূর্ব্ব কাহিনী।।

মৃত সৈন্যগণের জীবনলাভ

উশনা কুশপাণি চিন্তিয়া সঞ্জীবনী
মন্ত্রিত কৈল কুশজল।
দিলেন যার অঙ্গে করিয়া অঙ্গ ভঙ্গে
উঠিল সেই মহাবল।।
*
উঠিলা পদাতি ধরিয়া ঢাল কাতি
[১]কচালে যুগল লোচন।[১]
পদাতি কেহ কান্দে আছিলুঁ কাঁচা নিন্দে
কে মোর নিল শরাসন।।
আনহি কন্ধ শির পড়িল যেই বীর
জুড়িল তার কন্ধ মুণ্ডে।
পাইয়া কুশজল উঠে দন্তিদল
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে।।

---

* অতিরিক্ত —
জলের পায়্যা বাস উলটে দেই পাষ
উষনা জল দিলা মাথে।
কাছীয়া বীর বান ডাকিয়া হানেহান
উঠিলা বীর খাণ্ডা হাথে।। (দী)

১-১ কচালে কেহ বিলোচন। (দী এবং বঙ্গ)

কাটা অশ্ব যত জুড়িল শত শত

[১]আনহি কন্ধে আন শির।[১]

শুক্রের কুশ-নীরে চেতন করে তারে

উঠিল হইয়া সুস্থির।।

পিশাচীগণ যত গিলিল শত শত

যতেক সৈন্যের শির।

শুক্রের কুশ-নীরে পিশাচী উদগারে

সন্ধান পাইল শরীর।।

[২]সন্তাপ খণ্ডাইল সইন্য জিয়াইল[২]

উশনা চলিলা বিমানে।

মঙ্গল নৃত্য-গীতি হরয়ে ভব্য-ভীতি

শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।।

গুজরাটে আনন্দোৎসব

ধন্য ধন্য বীরের চরিত।

মৃত সেনা প্রাণ পায় আনন্দিত দণ্ডরায়

সভাজন পুলকে পূরিত।।

উঠিলা সকল সেনা রাজা আনন্দিত-মনা

নাচে রাজা সেনার জীবনে।

শঙ্খ বেণী বাজে পড়া ঢাক ঢোল সানী কাড়া

বাজায় দুন্দুভি কোন জনে।।

১-১ দৈত্য সে দানবের শীর। (দী)

২-২ রাজার খণ্ডি দৈন্য জিয়ায়্যা সর্ব্ব শৈন্য (দী এবং বঙ্গ)

মধুর মধুর স্বরে মন্দিরা লইয়া করে
গায়নে মঙ্গল গায় গীত।
[১]পরিয়া উজ্জল ধুতি কাঁখেতে করিয়া পুথি[১]
হাতে কুশে নাচে পুরোহিত।।
বীরকে বিদায় দিয়া সেনাগণ সঙ্গে নিয়া
গেলা রাজা কলিঙ্গ নগরে।
গুজরাটে যত লোক ঘুচিল সবার শোক
বীরকে দেখিতে আগুসরে।।
শুভক্ষণ করি বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
প্রবেশ করিল বীর বাসে।
[২]সম্ভ্রমে ফুল্লরা আসি পতির বদনশশী
দেখিয়া আনন্দ-রসে ভাসে।।[২]
বুলান মণ্ডল আদি প্রজা আসি যথাবিধি
নানা বস্ত্র দিয়া কৈল নতি।
হাট ঘাট গৃহ মাঠে নৃত্য-গীত গুজরাটে
সবার সুস্থির হৈল মতি।।
দিয়া বীর দ্বিজে দান সারিল সবার মান
[৩]চন্দন-কুসুম-অধিবাসে।[৩]
[৪]ভাঁড়ু দত্ত হেনকালে আসিয়া মধুর বোলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে।।[৪]

১-১ পবিত্র বসন পরি পুথি খুদি কাকে করি (দী)
২-২ ফুল্লরা সম্ভ্রমে আস্যে পতিদরসন আসে
দেখি আনন্দিত রস ভাসে।। (খ)
৩-৩ চন্দন কুষুম অভিলাসে। (দী)
৪-৪ রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ভাঁড়ু আসী হেন কালে ভাষে।। (দী)

কালকেতুর প্রতি ভাঁড়ু দত্তের কপট বাক্য

ভেট নিয়া কাঁচকলা শাক বেগুন কচু মূলা
ভাঁড়ু দত্ত করিল পয়ান।
নিবেদয়ে ভাঁড়ু দত্ত বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব
পশ্চাতে করিয়া অবজান।।
ভাঁড়ু দত্ত করয়ে জোহার।
[১]প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
খুড়া দেখি খণ্ডিল আন্ধার।।[১]
তুমি ছিলে গুপ্ত-বেশে প্রকাশ করাল্য দেশে
সম্ভাষ করিলা নৃপমণি।
[২]টীকা দিয়া নরপতি[২] ধরিল ধবল ছাতি
ভূঞা রাজা মাঝে তোমা গণি।।
কোথা বীর পাল্য ধন ঘুষিত সকল জন
পরিবাদ ছিল লোক মাঝে।
প্রকাশ করাল্য আমি [৩]বড় সুখ পাবে তুমি[৩]
[৪]খ্যাতি হইল কলিঙ্গ-সমাজে[৪]

১-১ নোয়াইয়া বীরে মাতা কহে প্রবঞ্চন কথা
খুড়া দেখি খণ্ডিল আন্ধার।। (দী)
২-২ নিজহস্তে নরপতি (ক)
৩-৩ বড় দুঃখ পাইলে তুমি (গ)
৪-৪ মান হৈল নৃপতি সমাঝে।। (খ)
প্রকাসিল লোকের সমাঝে।। (গ)
খ্যতি হৈলা ভূপতি শমাঝে। (দী)

যেই আপনার হয় সেই কভু ভিন্ন নয়
আপনা জানিবে ভাঁড়ু দত্তে।
রাজার সভাতে বাণী আমি সে কহিতে জানি
ভাঁড়ু দত্ত বিদিত জগতে।।
যখন দুপুর নিশি সম্ভাষিয়া পাশে বসি
অনেক বুঝালুঁ নরপতি।
[১]ধরিয়া রাজার পায়[১] খণ্ডালুঁ সকল দায়
খুড়ী সে জানয়ে মোর মতি।।
তুমি খুড়া হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহূ তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিলুঁ সব দুখ
দশ দিক হইল অবদাত।।
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাসনে থাক খুড়া
[২]আমারে রাজ্যের লাগে ভার।[২]
থাকহ পুরাণ শুনি [৩]রাজ্য সব আমি জানি[৩]
নফরেরে করিবে বেভার।।

১-১ করিল য়নেক ন্যায় (খ)
ধরিয়া পাত্রের পায় (দী)
২-২ আমারে আরোপী সর্ব্বভার। (দী)
৩-৩ রাজ্য জানে আমি জানি (খ, বঙ্গ এবং গ)
রাজ্য জানে আমী জানী (দী)

[১]ভাঁড়ু দত্ত যত ভাসে শুনি বীর মনে হাসে
কটুভাষে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।[১]

ভাঁড়রে, নিজ দোষে খাইলে আপনা।
[২]বাড়ি কড়ি গুণি দিয়া[২] করজে ফারাক হয়া
ছাড় গুজরাটের বাসনা।।
তোর পিতামহ ছিল অকালে লুটায়্যা মৈল
লোক-মুখে জগতে বিদিত।
তোর বাপ উজাড় দত্ত কলিঙ্গ নগরে খ্যাত
মুখ-দোষে দশন-বর্জ্জিত।।
যখন আছিলে পূর্ব্বে মাগু পুত্র অন্নাভাবে
অকালে কুড়ায়্যা খাল্য হাটে।
জগতে নাহিক জ্ঞাতি কুলের নাহিক স্থিতি
কায়স্থ বোলহ গুজরাটে।।

১-১ ভাঁড়ুর বচনে রায় পাত্রের বদনে চায়
কোপে কম্পবান কলেবর।
উমাপদ-হীত চিত্য মুকুন্দ গাইলা গীত
প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহীধর।। (দী)

২-২ বাড়ীর রাজস্ব দিয়া (দী)
বাড়ির চালিথা দিয়া (খ)

[১]হয়্যা বেটা রোজপুত[১] [২]বোলহ কায়স্থ-সুত[২]
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।
সেবকের যোগ্য নহ [৩]খুড়া খুড়া বলি কহ[৩]
কুলের মহিমা কৈলে নাশ।।
আমি হই নীচ জাতি তাহে তোমার কিবা ক্ষতি
ধন-গর্ব্বে বল দুরক্ষর।
শিয়রে কলিঙ্গ রায় গোহারি করিয়া তায়
খারিজ করিব বাড়ি-ঘর।।
কাহারে ছাড়িব ঘর-বাড়ী।
তোমা সনে কিবা দায় [৪]মসাতে যতেক হয়[৪]
সদরে গণিয়া দিব কড়ি।।
ভাঁড়ুর শুনিয়া বোল কালকেতু উতরোল
[৫]কোপে বলে ব্যাধের নন্দন।[৫]
মুড়াহ ভাঁড়ুর মুণ্ড অভক্ষ্যে পূরিয়া তুণ্ড
দুই গালে দেহ কালি-চূণ।।
[৬]বীরের আদেশ পাইল[৬] নিকটে নাপিত ছিল
হাতে ধরি ভাঁড়ুরে বসায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী যাহারে সহায়।।

১-১ হয়্যা তুই রাজপুত (বঙ্গ)
২-২ বলাহ মৌলিক দত্ত (খ)
৩-৩ কুটুম্ব বলিয়া কহ (খ)
৪-৪ তোমা হৈতে কিবা হয় (খ)
৫-৫ কোপদৃষ্টে লোহিত লোচন। (খ)
৬-৬ রাজার হুকুম পেল্যা (গ)

ভাঁড়ু দত্তের মস্তক মুণ্ডন

ভাঁড়ু দত্ত কপট প্রবন্ধে যত বলে।
শুনিয়া বীরের কোপ অগ্নি হেন জলে।।
[১]কোপে কম্পবান তনু লোহিত লোচন।[১]
ভীষণ ভাষায় কিছু বলেন বচন।।
[২]বলে বীর ছাড় ঠক কপট চাতুরী।[২]
তোমার কলিঙ্গ রায় কি করিতে পারি।।
কহিতে জানিস বেটা কপট প্রবন্ধ।
হৃদয়ে পূরিত বিষ মুখে মকরন্দ।।
[৩]মিথ্যা কথা কহি বেটা পাড় মহা ধন্দ।
কলিঙ্গরাজার সনে করাইলি দ্বন্দ্ব।।[৩]
ইবে সে জানিলুঁ মুঞি ঠগ ভাঁড়ু দত্ত।
আপনি করিলি নাশ আপন মহত্ত্ব।।
ইনাম বাড়ীতে বেটা তুমি ঘর কর।
ঋণবাড়ি লহ নাহি দেহ [৪]কলন্তর[৪]।।
এখন বলিস আমি রাজার নফর।
গৌরব রাখিয়া দেহ তিন সনের কর।।
নগরিয়া মেলি তোরা মার বেড়া বাড়ি।
যাবত না দেই ঠগা তিন সনের কড়ি।।

১-১ দেহ কম্পমান হৈল কাঁপে সরাসন। (খ)
কম্পযুদ হৈলা তনু লোহীত লোচন। (দী)
২-২ বির বলে ছাড় বেটা বচনচাতুরী। (গ)
৩-৩ মিথ্যা করিয়া বেটা পাতি নানা ফান্দ।
বাড়ির খাজানা বেটা দায় এক চন্দ।। (গ)
৪-৪ কর (বঙ্গ)

হেরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
[১]মনের সন্তোষে ক্ষুর আনে বোড়া-ধার।।[১]
দড়ায়্যা হুকুম পায় নাপিতের সুত।
ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত।।
চামতা থাকিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুরদুর।
দূরে হৈতে শুনিয়া ক্ষুরের চড়চড়ি।
[২]নাক সাঁড়া দিয়া তার উপাড়িল দাড়ি।।[২]
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
[৩]ভাঁড়ু বলে খুড়া ক্ষেমা কর একবার[৩]।।
পাঁচ ঠাঞি ভাঁড়ুর মাথায় রাখে চুলি।
[৪]এক গালে দিল চূণ আর গালে কালি।।[৪]
[৫]আনিয়া ভাঁড়ুর শিরে কেহ ঢালে ঘোল।[৫]
পিছে পিছে কোন জন বাজাইছে ঢোল।।
মালাকারে আনি গলে দেয় ওড়মাল।
টিটকারি দেয় যত নগর্‌্যা ছাওয়াল।।
পুরের বাহির করি মারে বেড়া বাড়ি।
[৬]কাল হাঁড়ি ফেলি মারে কুলের বহুড়ী।।[৬]

১-১ ভণীর সন্তাপে খুর আনে বোড়াধার।। (দী)
২-২ নাকমুণ্ডে হর্‌্যা তার উপাড়য়ে দাড়ি।। (দী)
নাক মোচে ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ি।। (বঙ্গ)
৩-৩ ভাণ্ডু বলে খুড়া প্রাণ রাখ এইবার।। (গ)
৪-৪ নগরিয়া মেলি মুখে দেই চুনকালি।। (খ)
নগরিয়া ছাওআল মেলি দিল চুনকালি।। (গ)
৫-৫ পুরের কোটাল আনি শিরে ঢালে ঘোল। (দী)
৬-৬ পুলবধূজন মারে ফেলাইয়া হাড়ি।। (গ)
কালী হাড়ি ফেলি মারে কোণের বহুড়ী।। (দী)

[১]ভাঁড়ুর লাঘবে বীর দুঃখ ভাবে বড়ি।[১]
কৃপা করি পুনর্ব্বার দিল ঘর-বাড়ী।।
নূতন মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে।
ঠগ নাবড় এই কথা কর্ণ পাতি শুনে।।

কালকেতুর শাপান্ত

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাজা।
যত ভুঞা রাজা মেলি কৈল তার পূজা।।
কোন রাজা সম নহে করিতে সমর।
[২]পরাজয় মানি সবে দেয় রাজকর।।[২]
[৩]গুজরাটে রাজত্ব করিল চিরকাল।[৩]
অবনীমণ্ডলে যশ বাড়িল বিশাল।।
পুষ্পকেতু নামে পুত্র [৪]হৈল মহাবল[৪]।
[৫]সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ যেন বৃহন্নল।।[৫]
বিহানে বিকালে বীর শুনে পুরাণ।
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়্যা সাবধান।।

১-১ ভাঁড়ুর জন্ত্রনা বির দুঃখ ভাবে বড়ি। (খ)
২-২ পরাজয় পায়্যা রাজা পুন দেই কর।। (খ)
৩-৩ গুজরাটে রাজদণ্ড করি বহুকাল। (খ)
৪-৪ হইল প্রবল (ক)
হইল ছাওয়াল (গ)
৫-৫ নানা সাস্ত্রে বিসারদ বিক্রমে বিশাল। (গ)
নানা বিদ্যা ধিরমতি যেন বৃহন্নল।। (দী)

[১]পরিপূর্ণ হৈল তার অভিশাপ-কাল।[১]
[২]মহেশের ঠাঁই গেলা দেবের ভূপাল।।[২]
[৩]অঞ্জলি করিয়া হরে করে নিবেদন।
দিক্‌পাল আদি করি শুনে দেবগণ।।[৩]
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

নীলাম্বরের জন্য ইন্দ্রের শোক

অঞ্জলি করিয়া হরে ইন্দ্র নিবেদন করে
নীলাম্বরে হও কৃপাময়।
অনেক দিবস হৈল [৪]অভিশাপ কাল গেল[৪]
তবু পুত্র না আইল নিলয়।।
শুন শশিশিরোমণি অবিরত মনে গুণি
কবে মোর আসিবে কুমার।
[৫]না আনিলা নিজ কাছে[৫] আর কিবা দোষ আছে
মিছা হৈল বচন তোমার।।
শূন্য মোর সুর-লোক অবিরত বাড়ে শোক
ঘর বন নীলাম্বর বিনে।
আন্ধার ঘরের বাতি মোর বধূ ছায়াবতী
কোথা গেলে পাব দরশনে।।

১-১ ইন্দ্রের পুত্রের সাপ হইল পুর্নকাল। (গ)

২-২ ইন্দ্রের হৃদয়ে সোক বাড়িল বিসাল।। (ক এবং দী)

৩-৩ কৃতাঞ্জলি পুরন্দর করে নিবেদন।
পাবক প্রভৃতি আদি শুনে দেবগণ।। (দী)

৪-৪ মুকতি-সময় হৈল (দী, গ এবং বঙ্গ)

৫-৫ আনহ আপন কাছে (ক)

দুঃখমতি পুলোমজা কোলে তার নাহি প্রজা
কত নিত্য শুনিব কান্দনা।
না দেখিয়া নীলাম্বর শোকে হিয়া জরজর
[1]বিধি মোরে কৈল বিড়ম্বনা।।[1]
ইন্দ্রের বচন শুনি প্রবোধিলা শূলপাণি
পার্ব্বতীর হাতে দিলা পান।
[2]চল প্রিয়ে গুজরাট নীলাম্বরে আন ঝাট[2]
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

কালকেতুর প্রতি স্বপ্নাদেশ

শঙ্করে করিয়া নতি অবিলম্বে ভগবতী
পদ্মা সনে গুজরাটে যান।
[3]গিয়া অবশেষ নিশি বীরের শিয়রে বসি[3]
কহিলেন তারে দিব্যজ্ঞান।।
স্বপন কহেন মহামায়া।
শুন পুত্র নীলাম্বর অবিলম্বে চল ঘর
সঙ্গে নিয়া ছায়াবতী জায়া।।

১-১ বিধি মোরে দিলেক জন্ত্রনা।। (গ)
২-২ সুন প্রিয়ে নড় ঝাট সিঘ্র যাহ গুজরাট (ক)
৩-৩ বসি দুঁহে নিশি-শেষে বীরের শিয়র-দেশে (দী)

[১]পূর্ব্বকথা মনে কর[১] 		পিতা তোর পুরন্দর

পুলোমজা তোমার জননী।

ব্যাধকুলে উতপতি 		শাপে গুজরাটে স্থিতি

ঝাট চল ছাড়িয়া অবনী।।

তোর বাপ দেবরাজা 		করিত শিবের পূজা

ফুল যোগাইতে নীলাম্বর।

দেখি ধর্ম্মকেতু ব্যাধ 		ব্যাধ হইতে কৈলে সাধ

তেঞি আইলে অবনী-ভিতর।।

হয়্যা বড় ব্যাকুল 		সম্ভ্রমে তুলিলে ফুল

[২]দারুপিপীলিকা ছিল তথি।[২]

হরের মস্তকে কাটে 		শিব তোরে মনে টুটে

অভিশাপে গুজরাটে স্থিতি।।

তেজিল অমর লোক 		মাতা তোর করে শোক

[৩]শোকাকুল দেব অধিকারী।[৩]

[৪]তোর তরে বড় মোহ 		নয়ানে গলয়ে লোহ

কান্দে তারা দিবা বিভাবরী।।[৪]

১-১ 	নাম তোর নিলাম্ব (দী)

সুন পুত্র নিলাম্বর (খ এবং গ)

২-২ 	শ্রীফল কণ্টক রহে তথি (ক, গ এবং বঙ্গ)

৩-৩ 	মৃত-সুত যেমন কুরবী। (দী)

মৃতসুতা জেমন কুবেরি। (খ)

মিতসুতা জেমত ফুকারে। (গ)

৪-৪ কেবল তোমার মোহে 		নয়নে নীর বহে

দুঃখে জায় দিন বিভাবরী।। (দী)

কেবল চণ্ডীর বর দোঁহে হৈলা জাতিস্মর
মাতা পিতা [১] সোঙরিয়া কান্দে[১]।
চণ্ডিকা করিয়া ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
মনোহর পাঁচালী প্রবন্ধে।।

পুষ্পকেতুকে রাজ্য-সমর্পণ

[২]প্রভাতে উঠিয়া কালু ব্যাধের নন্দন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম কৈল সমাপন।।[২]
সুগন্ধ চন্দন অঙ্গে আভরণ করি।
মহাবীর মনে হৃষ্ট পূজে মহেশ্বরী।।
দূত দিয়া আনাইল যত ভূঞা রাজা।
একে একে কালকেতু করে তার পূজা।।
আপনি আইল তথা কলিঙ্গ-নৃপতি।
মহাপাত্র পুরোহিত করিয়া সংহতি।।
আটদিকে বাজনাতে হৈল গণ্ডগোল।
ঘন বাজে ধীর কাঁসী শিঙ্গা কাড়া ঢোল।।
পুষ্পকেতু রাজা হৈব পড়িল ঘোষণা।
নৃত্য-গীত আদি ঘরে ধরে সুবাজনা।।
সুতে রাজ্য দিব বীর মনে অভিলাষ।
শুভক্ষণে করাইলা গন্ধ-অধিবাস।।

১-১ তোর শোকে কান্দে। (দী)
২-২ স্বপ্ন দেখি উঠে বীর হৈয়া সাবধান।
প্রভাতের কর্ম্ম করি কৈলা স্নান দান।। (দী)

পুষ্পকেতু পুত্রে রাজা কৈল গুজরাটে।
অভিষেক করি তারে বসাইল পাটে।।
আপনে কলিঙ্গরাজা টিকা দিলা ভালে।
সর্ব্বরাজা ছাতা ধরাইলা শুভকালে।।
[১]হেন কালে রাজাগণ করে নিবেদন।
কৃপাময় তুমি বীর দেবতা-নন্দন।।[১]
[২]আপন তনয়ে সবে কর সমর্পণ।
তোমার সমান যেন করেন পালন।।[২]
এমন শুনিয়া সব রাজার বচন।
পুষ্পকেতু হাতে হাতে কৈল সমর্পণ।।
স্বর্গ যাব বলি বীর দিলেন ঘোষণা।
ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিলা ক্রন্দনা।।
হয় জুড়ি মাতলি যোগায় পুষ্প-যান।
তথি চড়ি নীলাম্বর দ্বিজে দেয় দান।।
বাম ভিতে বৈসে তার ফুল্লরা সুন্দরী।
[৩]পরম রূপসী কন্যা রূপে বিদ্যাধরী।।[৩]
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী যান আগে রথে।
[৪]সিদ্ধগণে নমস্কার করে বীর পথে।।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।[৪]

১-১ রাজাগণ মিলী তথা জোড় কৈলা কর।
আশীর্ব্বাদ কর তুমি চণ্ডীর কিঙ্কর।। (দী)

২-২ হেনকালে মোহাবীর বলেন প্রণতি।
সভাকারে শমর্পিলা আপন সন্ততি।। (দী)

৩-৩ মোহন-মূরতি বামা রূপে বিদ্যাধরী।। (দী এবং বঙ্গ)

৪-৪ সিংহজানে (দী)

নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ

পুষ্পক-বিমানে চাপি হৈলা বীর দেবরূপী
লুকাইল মানুষ-মূরতি।
মর্ত্ত্যে রাখি কীর্ত্তি শেষ নীলাম্বর যান দেশ
সঙ্গে লৈয়্যা জায়া ছায়াবতী।।
বায়ুবেগে রথ ধায় উভমুখে লোক চায়
পুষ্পকেতু উভরায় কান্দে।
গুজরাটে যত নারী কাঁদে বুকে ঘাত মারি
কেশপাশ কেহ নাহি বান্ধে।।
যান বীর [১]ব্যোম-পথে[১] মাতলি সারথি সাথে
[২]জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা।[২]
ত্রিদশগণের নাথ কেমন আছয়ে তাত
[৩]কহ সর্ব্ব সুরপুর-কথা।।[৩]
অন্য যত দেবগণ কহ তার বিবরণ
কহ সুরপুরের কল্যাণ।
কেবা দেবতার রাজা কেবা করে শিব-পূজা
কেবা এবে কুসুম যোগান।।
মাতলি কহেন কথা কুশলে আছেন মাতা
কল্যাণে আছেন পুরন্দর।
প্রাণে আছে সবে ভাল [৪]তোমার বিহনে কাল[৪]
ইবে ফুল যোগান প্রবর।।

১-১ জম-পথে (দী)
২-২ জিজ্ঞাসিল ঘরের বারতা। (খ এবং গ)
৩-৩ কহ মোরে সুমঙ্গল কথা।। (দী)
৪-৪ তোমা দেখি হবে আল (খ এবং দী)

ঘরের কথাতে মতি রথ যায় শীঘ্রগতি
উত্তরিলা মন্দাকিনী-কূলে।
চণ্ডীর আদেশ পেয়্যা সঙ্গে ছায়াবতী জায়া
স্নান দান কৈল তার জলে।।
স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।
দম্পতি বিমানে চড়ি চলিলা গগনে উড়ি
[১]আগুয়ান আইলা সুরেশ।।[১]
ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর জলাধিপ নিশাকর
কুবের বরুণ সমীরণ।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা-ধান নিছিয়া ফেলিলা পান
ব্যবহার কৈলা নানা ধন।।
[২]আইলেন জৈমিনি[২] ব্রহ্মসুতা বীণাপাণি
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর।
[৩]কুশাম্বু করিয়া দান[৩] উচ্চস্বরে বেদ গান
অভিষেক লয় নীলাম্বর।।
[৪]দৈন্য শোক দুঃখ খণ্ডি[৪] নীলাম্বরে নিয়া চণ্ডী
চলিলা শঙ্কর-সন্নিধান।
কৃপা-দৃষ্টে হর চান নীলাম্বরে দিলা পান
পুনর্ব্বার কুসুম যোগান।।
মহামিশ্র ইত্যাদি।।

১-১ আগে রাজা হইব যুবেষ।। (খ)
আপনে রাজা আইলা সুকেস।। (গ)
২-২ দুর্ব্বা সোভে মীলী মুনী (দী)
আইলা দুর্ব্বাসা মুনি (বঙ্গ)
৩-৩ কুশ হস্তে করি দান (খ)
৪-৪ অশেষ-দুরিত-খণ্ডী (দী)
নিলাম্বরের সাপ খণ্ডি (গ)

[১]পুত্রের বারতা শুনি শচী আনন্দিতা।
উঠানেতে চান্দয়া টানায় চারিভিতা।।
পুত্রবধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পান।
শুভক্ষণে ঘরে দোঁহে করিল পয়ান।।[১]

*

নীলাম্বর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈল বীরের পূজার ইতিহাস।।
নীলাম্বর সুরপুরে রহিল হরিষে।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী গেলেন কৈলাসে।।
কৈলাসে রহিলা হর-গৌরী দুই জনে।
ধনপতির জন্ম কথা শুন সাবধানে।
খেলেন পাশার খেলা আনন্দিত মতি।
একাসনে বসি দোঁহে শঙ্কর-পার্ব্বতী।।

১-১ পুত্রে বারতা পায়্যা আইলা ইন্দ্রাণী।
নৃত্যগীত উলশীত নানা বাদ্যধ্বনী।।
জতেক মাঙ্গল্য বস্ত্র স্থাপে স্থানে স্থানে।
পুত্রবধূ উর্থীয়া লইলা নিকেতনে।। (দী)

* অতিরিক্ত —
শতি পুরন্দর অতি উলশীত মন।
নয়নের জলে পুত্রে করিলা সিঞ্চন।।
দেব ঋষি সিদ্ধাগণে দেই নানা ধন।
সানন্দে পূর্নীত হৈলা ইন্দ্রের ভবন।।
কামনা করিয়া জেবা সুনে য়েই গীত।
পূর্ণ কর মোহামাইয়া তার মননীত।।
জার গৃহে হয় য়েই ব্রতের প্রকাশ।
সর্ব্বাপদ খণ্ডে অন্তে হয় স্বর্গবাস।। (দী)

মণিকর্ণ কুবের-তনয় রহে কাছে।
শিবের পরম প্রিয়া যেইখানে আছে।।
অভয়ার চরণ-পঙ্কজ-মধুকর।
গাইলা পাঁচালী শ্রীমুকুন্দ কবিবর।।

শুক্রবারের দিবাপালা সাঙ্গ।।

আখেটী-খণ্ড সমাপ্ত।